মুহাররম থেকে রবিউস সানি ৪ মাসের সংশোধন মূলক বিষয়ের উপর ২০টি বয়ান

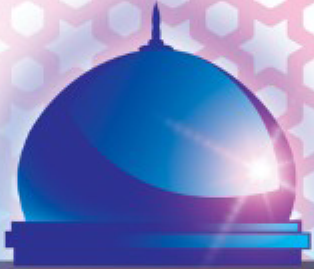

ইসলামী বয়ান সমগ্র

(১ম অংশ)

ইসলামী বোনদের জন্য

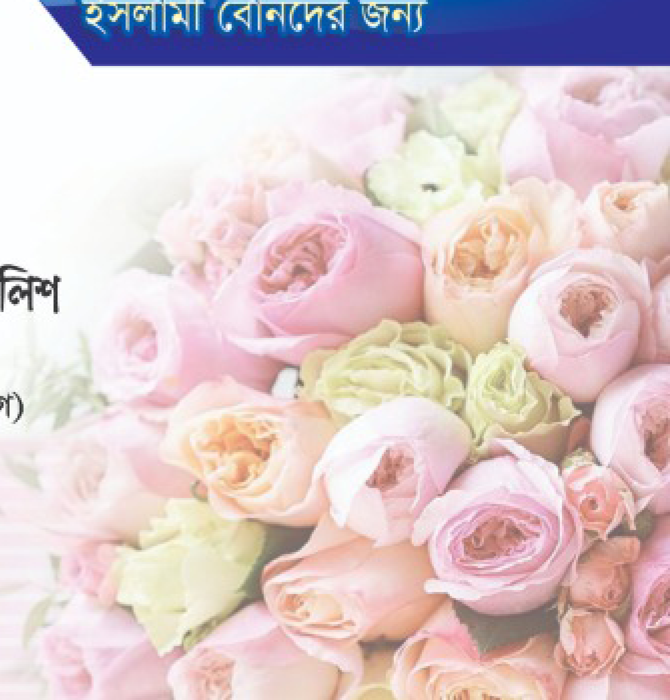

উপস্থাপনায়:

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
(দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান বিভাগ)

মুহাররম থেকে রবিউস সানি ৪ মাসের সংশোধন মূলক বিষয়ের উপর ২০টি বয়ান

ইসলামী বয়ান সমগ্র

(১ম অংশ)

ইসলামী বোনদের জন্য

উপস্থাপনায়:

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

(দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান বিভাগ)

www.dawateislami.net

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ الله

কিতাবের নাম : ইসলামী বয়ান সমগ্র (প্রথম অংশ)

উপস্থাপনায় : আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ

প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং, মুহাররম ১৪৪২ হিঃ।

প্রকাশনায় : মাকতাবাতুল মদীনা

সত্যায়ন পত্র

তারিখ: ১০-০৬-২০২০ইং

উদ্ধৃতি নং- ২৪৪

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْن

এই মর্মে সত্যায়ন করা হচ্ছে যে, **"ইসলামী বয়ান সমগ্র (প্রথম অংশ)"** (প্রকাশনা মাকতাবাতুল মদীনা) এর উপর কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগ এর পক্ষ থেকে পূণরায় নিরীক্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিভাগটি এতে আকীদা, কুফরী বাক্য, চারিত্রিক, ফিকহী মাসআলা এবং আরবী ইবারত ইত্যাদি বিষয়ে যথাসম্ভব নিরীক্ষণ করেছে, তবে কম্পোজিং বা লিখার ভূলের জন্য মজলিশ দায়ী নয়।

কিতাব ও রিসালা নিরীক্ষণ বিভাগ
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
১০-০৬-২০২০ইং

www.dawateislami.net, E.mail: bdtarajim@gmail.com

মাদানী অনুরোধ: অন্য কারো এই কিতাবটি ছাপানোর অনুমতি নেই

সনাক্তিকরণ

কিতাব পাঠের সময় প্রয়োজন অনুসারে আন্ডারলাইন করুন, সুবিধামত চিহ্ন ব্যবহার করে পৃষ্ঠা নম্বর নোট করে নিন। إِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের মধ্যে উন্নতি হবে।

নং	বিষয়	নং	বিষয়

ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ানের তালিকা

(৪ মাস: মুহাররম থেকে রবিউস সানি ১৪৪২হিঃ/ সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর ২০২০ইং এর বয়ান)

সপ্তাহ	সম্ভাব্য ইসলামি তারিখ	ইংরেজি তারিখ	বিবরণ	পৃষ্ঠা
১ম সপ্তাহ	১ মুহাররম	১৯ আগস্ট	দুঃখী উম্মতের প্রতি সমবেদনা	১
২য় সপ্তাহ	৭	২৬	ইমাম হোসাইনের ইবাদত	১৯
৩য় সপ্তাহ	১৪	২ সেপ্টেম্বর	সময়ের গুরুত্ব	৭৬
৪র্থ সপ্তাহ	১২	৯	সাহাবা ও আহলে বাইতের মর্যাদা	৯৮
৫ম সপ্তাহ	২৮	১৬	ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান	১১৭
১ম সপ্তাহ	৫ সফর	২৩	সমাজের রীতিনীতি	১৩৭
২য় সপ্তাহ	১২	৩০	উম্মতে মুস্তফার বিশেষত	১৫৮
৩য় সপ্তাহ	১৯	৭ অক্টোবর	আলা হযরতের তাসাউফ	১৭৬
৪র্থ সপ্তাহ	১৬	১৪	তাবাররুকের বরকত	১৯৫
১ম সপ্তাহ	৪ রবিউল আউয়াল	২১	প্রিয় নবীর উম্মতের প্রতি ভালবাসা	২১৩
২য় সপ্তাহ	১১	২৮	মুস্তফার উৎকর্ষতা	২৩১
৩য় সপ্তাহ	১৮	৪ নভেম্বর	ইমাম মালিকের ইশকে রাসূল	২৫০
৪র্থ সপ্তাহ	২৫	১১	মুস্তফার সাহায্য করার ঘটনাবলী	২৬৯
১ম সপ্তাহ	২ রবিউস সানি	১৮	আম্বিয়ায়ে কিরামের নেকীর দাওয়াতের ঘটনাবলী	২৮৮
২য় সপ্তাহ	৯	২৫	গাউছে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর বংশ	৩০৭
৩য় সপ্তাহ	১৬	২ ডিসেম্বর	আউলিয়ায়ে কিরামের পবিত্র ঘটনাবলী	৩২৫
৪র্থ সপ্তাহ	২৩	৯	যিকির ও আযকারের বরকত	৩৪৪

সূচীপত্র

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ানের শিডিউল	iv	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	২৪
কিতাবটি পাঠ করার ১০টি নিয়্যত	xi	ইমাম হোসাইনের ইবাদত	২৫
আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ	xii	নিয়মিত নামায রোযার অনুসারী	২৬
ভূমিকা	xiv	সন্তানকে উত্তম শিক্ষা দিন	২৮
(১) দুঃখী উম্মতের প্রতি সমবেদনা	১	কোরআন তিলাওয়াতের প্রেরণা	২৯
দরূদ শরীফের ফযীলত	১	কোরআনের আমলদার আলিম	৩০
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১	কোরআন তিলাওয়াত ও নামাযের প্রতি ভালবাসা	৩০
ফারুকে আযমের একটি খান্দানের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন	২	সদকা ও খয়রাত	৩১
সায়্যিদুনা ফারুকে আযমের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৫	দয়ালূ হোক এমনই	৩১
		প্রথম মাদানী ফুল	৩২
ক্ষুধার্ত সন্তানের মা-কে সাহায্য	৬	সদকা দেয়াতে সম্পদ কমে না	৩২
পঙ্গু, অন্ধ, বৃদ্ধা মহিলাকে সাহায্য	৬	দ্বিতীয় মাদানী ফুল	৩৩
কল্যাণ কামনার সংজ্ঞা	৮	নম্রতা অবলম্বন করুন	৩৪
কল্যাণ কামনার ফযীলত	৯	সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব	৩৪
একজন মদ্যপায়ীকে ফারুকে আযমের উপদেশ	১০	**(৩) কারবালা ওয়ালাদের মহানুভবতা**	৩৬
		দরূদ শরীফের ফযীলত	৩৬
আমীরে আহলে সুন্নাত এবং উম্মতের কল্যাণ কামনা	১২	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৩৭
		দয়ালূ এমনই হওয়া চাই	৪১
এক রুকনে শূরার বর্ণনা:	১৩	(১) এক এক হাজার দিনারের পাঁচটি থলে	৪২
ঋণ গ্রস্থকে সাহায্য	১৪	(২) রাখালকে দান করে দিলেন	৪৩
রোগীর সেবা	১৬	অনন্য দানশীলতা	৪৪
মেহমানদারীর সুন্নাত ও আদব সমূহ	১৭	"ইমাম হোসাইনের কারামত" পুস্তিকার পরিচিতি	৪৮
(২) ইমাম হোসাইনের ইবাদত	১৯		
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৯	(১) গালি প্রদানকারীকে দোয়া করলেন	৫০
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২০		
ইমাম হোসাইনের প্রতি ভালবাসার প্রতিদান	২১	(২) গালি প্রদানকারীর প্রতি কল্যাণ কামনা	৫১
ইমাম হোসাইনের প্রতি ভালবাসার কারণে মাগফিরাত হয়ে গেলো	২২	(৩) আমি আমার রাগ সংবরণ করে নিয়েছি	৫১
হাসানাঈন করীমাঈনের প্রতি ভালবাসা	২৩	তিলাওয়াত করার সুন্নাত ও আদব	৫৪

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
(৪) এজিদের মন্দ স্বভাব	৫৬	হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য	৯১
দরূদ শরীফের ফযীলত	৫৬		
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৫৬	আমীরে আহলে সুন্নাত এবং সময়ের গুরুত্ব	৯২
প্রিয় নবীর ভালবাসা পাওয়ার উপায়!	৫৭		
সাহাবার শত্রুর পরিণতি	৫৯	সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	৯৩
পাপিষ্ঠ এজিদের জঘন্য কর্মকান্ড	৬১	সময়ের গুরুত্ব দেয়ার পদ্ধতি	৯৪
পাপিষ্ঠ এজিদের কর্মকান্ডকে বয়কট	৬২	সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব	৯৭
এজিদের মন্দ স্বভাব ও এর কারণ	৬৩	(৬) সাহাবা ও আহলে বাইতের মর্যাদা	৯৮
দুনিয়ার প্রতি অনীহা কাকে বলে?	৬৫		
এজিদের একটি মন্দ কাজ হচ্ছে মদ্যপান	৬৬	দরূদ শরীফের ফযীলত	৯৮
		বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৯৯
মদ কি এমন মোহ করলো	৬৭	ফারুকে আযমের আসহাবে কাহাফের সাথে সাক্ষাত	১০০
এজিদের দ্বিতীয় মন্দ স্বভাব, গানবাজনা	৬৭		
এজিদের তৃতীয় মন্দ স্বভাব হলো সুদ	৭০	সাহাবায়ে কিরামগণ অতুলনীয়	১০৩
পাপিষ্ঠ এজিদের চতূর্থ মন্দ কাজ হলো নামায না পড়া	৭২	শানে সাহাবা এবং কোরআন ও হাদীস	১০৪
সদাচরণের সুন্নাত ও আদব	৭৪	আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসার গুরুত্ব	১০৬
(৫) সময়ের গুরুত্ব	৭৬		
দরূদ শরীফের ফযীলত	৭৬	হাউজে কাওসার কি?	১০৯
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৭৭	সাহাবায়ে কিরামের ইশকে রাসূল	১০৯
উদাসীনতার ঘুম এবং জীবনের ধ্বংসলীলা	৭৮	সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতের ভালবাসা	১১০
আদম সন্তানের ঠিকানা	৭৯	ইমাম হোসাইনের আলোচনা	১১৩
বয়স এবং বরফে সাদৃশ্য	৮০	সৈয়দ বংশীয়দের সম্মানের আদব	১১৫
সম্পদ বন্টন করারও অবকাশ পেলো না	৮১	(৭) ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান	১১৭
এখনই সময়	৮৫	দরূদ শরীফের ফযীলত	১১৭
(১) টাইম পাসকারীর সংশোধন	৮৬	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১১৮
(২) অযথা প্রশ্নের কাফফারা স্বরূপ এক বৎসর রোযা রাখলেন	৮৭	ফারুকে আযমের উত্তম জবাব	১২০
		পিতামাতার ব্যাপারে ইসলামী নির্দেশনার উল্লেখযোগ্য দিক	১২২
সময় নষ্ট করার কতিপয় কাজ	৮৭		
(১) ইন্টারনেট (Internet)	৮৮	বড় ভাইয়ের ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা	১২৭
(২) মোবাইল ফোন	৮৯	বড় ভাইয়ের সাথে সদাচরণ করুন	১২৭

বিবরণ	পৃষ্ঠা
ছোটদের প্রতি স্নেহ	১২৮
বড় ভাই বোনের উপর ছোটদের হক ও আদব সমূহ	১২৯
ছোট ভাই বোনের উপর বড়দের হক ও আদব সমূহ	১২৯
আত্মীয়দের ব্যাপারে ইসলামী জীবন বিধান	১৩০
সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী নির্দেশনার উল্লেখযোগ্য দিক	১৩২
খাজা গরীবে নেওয়াজ ও প্রতিবেশীর হক	১৩৩
প্রতিবেশীর জন্যও মাংস ক্রয়	১৩৪
আহকামের ব্যাপারে ইসলামী জীবন বিধান	১৩৪
আত্মীয়তার বন্ধনের সংজ্ঞা	১৩৫
(৮) সমাজের রীতিনীতি	১৩৭
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৩৭
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১৩৭
গতিহারা নদীকে প্রবাহিত করে দিলেন ফারুকে আযম	১৩৯
সফর মাস সম্পর্কে প্রথম ভিত্তিহীন ধারণা	১৪০
সফর মাসে সংগঠিত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী	১৪১
সফর মাস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সমূহ	১৪২
সফরের শেষ বুধবার এবং অভিশাপ	১৪৩
আরবে সফর মাসকে অলুক্ষণে মনে করা হতো	১৪৪
সফর মাস এবং ইসলামী শিক্ষা	১৪৪
বসন্ত মেলা এবং ঘুড়ি উড়ানোর আপদ	১৪৫
এটাকি বিয়ে নাকি যুদ্ধের দামামা?	১৪৭
গান বাজনা	১৪৮
মেহেদীর প্রথা	১৪৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা
মিউজিক্যাল অনুষ্ঠান	১৪৯
বাগদানের প্রথা	১৪৯
দুধ পান করানোর প্রথা	১৪৯
আতশবাজি	১৫০
“ভেলেন্টাইন ডে” এর কুসংস্কার	১৫০
আনন্দ শোকের নাজায়িয প্রথায় লিপ্ত মানুষকে উপদেশ	১৫২
শরীয়তের বিপরীতে বাপ দাদার অনুসরন করা কেমন?	১৫৩
উম্মে আত্তারের কল্যাণময় আলোচনা	১৫৪
জন্ম ও বংশীয় ধারা	১৫৫
আকীকার সুন্নাত ও আদব	১৫৬
(৯) উম্মতে মুস্তফার বিশেষত্ব	১৫৮
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৫৮
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১৫৯
তাওরাতে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ফযীলত	১৬০
প্রিয় নবীর উম্মত শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ	১৬৪
মাহবুবের উম্মতের ৬টি ফযীলত	১৬৬
কম বয়সে ইলম অর্জন করা	১৬৭
মুখস্ত শক্তির সক্ষমতা	১৬৮
তিন লক্ষ হাদীসে মুবারাকা	১৬৮
নবীদের পক্ষে মাহবুবের উম্মতের সাক্ষ্য	১৬৯
প্লেগ রোগ এই উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ!	১৭০
উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ	১৭০
শবে কদর দান করা হয়েছে	১৭২
পোষাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব	১৭৪
(১০) আলা হযরতের তাসাউফ	১৭৬
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৭৬
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১৭৭
আলা হযরতের বাইয়াত ও খেলাফত	১৭৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
আলা হযরতের পরিচিতি এবং তাঁর জীবনের কিছু ঝলক	১৮০	হাঁচির আদব ও সুন্নাত সমূহ	২১১
তাসাউফ কিসের নাম?	১৮২	**(১২) প্রিয় নবীর উম্মতের প্রতি ভালবাসা**	২১৩
রোগীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য শহরের বাইরে গেলেন	১৮৩	দরূদ শরীফের ফযীলত	২১৩
		বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২১৪
ভন্ড সূফী	১৮৪	এই নাও এসে গেছে আমার রক্ষক!	২১৫
জাহেরী ও বাতেনী শরীয়তের বাস্তবতা	১৮৫	কিয়ামতের দিনে উম্মতের চিন্তার নমুনা	২১৮
রোযায় এক বেলা আহার	১৮৮	উম্মতের প্রতি দয়া ও মমতার কয়েকটি উদাহরণ	২২০
সফর ও অবস্থানে জামাআত সহকারে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা	১৮৯	উম্মতের জন্য দোয়া	২২২
		কান্না করার কারণ কি?	২২৪
নামাযের প্রতি ভালবাসার অবস্থা	১৯০	(১) কিয়ামত পর্যন্ত "উম্মতি উম্মতি" করবেন	২২৬
পুস্তিকা বন্টনের সাড়া জাগিয়ে দিন	১৯১		
সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহনের উৎসাহ	১৯২	(২) মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান বলেন:	২২৭
		১২ সপ্তাহ পর্যন্ত ইজতিমায় অংশগ্রহনের নিয়্যত করে নিন	২২৮
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় কি হয়ে থাকে?	১৯২	পুস্তিকা বন্টনের উৎসাহ	২২৮
পবিত্র বিষয় অন্বেষনকারী	১৯২	সমবেদনা জ্ঞাপনের মাদানী ফুল	২২৯
নাম রাখার আদব	১৯৩	**(১৩) মুস্তফার উৎকর্ষতা**	২৩১
(১১) তাবাররুকের বরকত	১৯৫	দরূদ শরীফের ফযীলত	২৩১
দরূদ শরীফের ফযীলত	১৯৫	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৩২
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	১৯৫	ছাগল কান নেড়ে দাঁড়িয়ে গেলো!	২৩৩
অনাবৃষ্টি থেকে মুক্তি অর্জিত হলো!	১৯৭	মুস্তফার উৎকর্ষতার ঝলক	২৩৫
তাবাররুকের উপকারীতা	১৯৭	মুজিযার সংজ্ঞা	২৩৭
তাবাররুক কাকে বলে...?	১৯৭	মুজিযার সমষ্টি	২৩৭
ফয়েয পাওয়ার জন্য পরিপূর্ণ আস্থা রাখা শর্ত!	১৯৮	সবার চেয়ে সেরা আমাদের নবী	২৩৯
		খাবারের মধ্যে বরকত হয়ে গেলো	২৪১
হযরত ইউসুফের জামার মাধ্যমে শিফালাভ	১৯৯	কল্যাণ কামনা করুন!	২৪৩
		কল্যাণ কামনার ফযীলত	২৪৫
মকামে ইব্রাহিম থেকে তাবাররুক	২০০	ইজতিমার প্রতি উৎসাহ প্রদান	২৪৫
কু-ধারণা থেকে বিরত থাকুন!	২০১	ধনভান্ডার বন্টনকারী নবী	২৪৬
নবীয়ে পাকের তাবাররুক	২০৪	রিসালা বন্টনের প্রতি উৎসাহ	২৪৭
তাবাররুকের আদবের বরকত	২০৭	বসার কিছু সুন্নাত ও আদব	২৪৮

বিবরণ	পৃষ্ঠা	বিবরণ	পৃষ্ঠা
(১৪) ইমাম মালিকের ইশকে রাসূল	২৫০	রিসালা বন্টনের প্রতি উৎসাহ প্রদান	২৭১
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৫০	সাইফুল্লাহর প্রার্থনা	২৭২
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৫০	আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া কেমন?	২৭৪
ইমাম মালিক এবং মসজিদে নববীর আদব	২৫১	সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার প্রতি উৎসাহ প্রদান	২৭৮
আমরা কি অন্তরে মন্দ জানি?	২৫৪	প্রিয় নবী চেহারার কৃষ্ণবর্ণ দূর করে দিলেন	২৮০
হযরত ইমাম মালিকের জন্ম ও বংশ পরিক্রমা	২৫৫	ব্যথা এবং ফোলা থেকে মুক্তি লাভ	২৮১
আলিমে মদীনার আকৃতি মুবারক	২৫৬	(১) হরিণীর ফরিয়াদ	২৮৪
আলিমে মদীনার উপাধী সমূহ	২৫৬	(২) উটের ফরিয়াদ	২৮৫
আলিমে মদীনার ওস্তাদদের সংখ্যা	২৫৬	সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব	২৮৬
শিক্ষা ও পাঠদান এবং ফতোয়া প্রদান	২৫৬	(১৬) আম্বিয়ায়ে কিরামের নেকীর দাওয়াতের ঘটনাবলী	২৮৮
ইমাম মালিকের শানে দু'টি বর্ণনা	২৫৭	দরূদ শরীফের ফযীলত	২৮৮
ইমাম মালিক এবং হাদীসে পাকের দরস	২৫৮	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৮৮
বিচ্ছু ১৬ বার দংশন করার পরও হাদীসের দরস অব্যাহত রাখেন	২৫৮	সায়্যিদুনা নূহ এবং নেকীর দাওয়াত	২৯০
চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতো	২৫৮	হযরত মূসার নেকীর দাওয়াত	২৯১
ইমাম মালিক এবং মদীনার ধূলি-কণার প্রতি সম্মান	২৫৯	হযরত সুলাইমানের নেকীর দাওয়াত	২৯৫
প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে হেরমের বাইরে চলে যেতেন	২৫৯	নেকীর দাওয়াতে কৌশল অবলম্বনের গুরুত্ব	২৯৮
ইমাম মালিকের ইবাদত ও রিয়াযত	২৬১	মিষ্ট ভাষার বরকত	২৯৯
রিসালা বন্টনের প্রতি উৎসাহ	২৬৪	মুবাল্লীগাকে কেমন হওয়া উচিৎ?	৩০০
ইশকে রাসূলের দাবী	২৬৫	মুবাল্লীগার গুণাবলী	৩০১
(১) আনুগত্য ও অনুসরণ	২৬৫	তায়েফে নেকীর দাওয়াত	৩০৩
(২) আদব ও সম্মান	২৬৫	উহুদের যুদ্ধ থেকেও কঠিন দিন	৩০৪
(৩) অধিকহারে আলোচনা	২৬৬	মাথার চুল ইত্যাদির সুন্নাত ও আদব	৩০৬
(৪) বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব, শত্রুর সাথে শত্রুতা	২৬৬	(১৭) গাউছে পাকের বংশ	৩০৭
		দরূদ শরীফের ফযীলত	৩০৭
চলা-ফেরার সুন্নাত ও আদব	২৬৭	বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৩০৭
(১৫) মুস্তফার সাহায্যের ঘটনাবলী	২৬৯	গাউছে পাকের পিতামাতার খোদাভীরুতা	৩০৯
দরূদ শরীফের ফযীলত	২৬৯		
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	২৭০	গাউছে পাকের নানাজানের পরিচিতি	৩১০

বিবরণ	পৃষ্ঠা
সৈয়্যদ আব্দুল্লাহ সাওমায়ির মান ও মর্যাদা	৩১০
মদের বোতল ভেঙ্গে দিলেন	৩১৬
সম্মানিতা আম্মাজানের গুণাবলী	৩১৭
১৮ পারা শুনিয়ে দিলেন	৩১৮
গাউছে পাকের ফুফুজানের কারামত	৩১৯
আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা পোষণ করার বরকত	৩২০
শয়তানের গোপন আক্রমনকে বিফল করে দিলেন	৩২১
বায়আত গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান	৩২২
ঘরে আসা যাওয়ার সুন্নাত ও আদব	৩২৩
(১৮) আউলিয়ায়ে কিরামের পবিত্র ঘটনাবলী	৩২৫
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩২৫
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৩২৫
গউসে পাক এবং ইবাদতের আধিক্য	৩২৭
গউসে পাকের শান	৩২৮
গউসে পাক এবং আমাদের ভূমিকা	৩২৯
আল্লাহর ইবাদতের বরকত	৩২৯
(১) সারারাত ইবাদত ও সারাদিন রোযা	৩৩০
(২) প্রদীপ ছাড়া ঘর আলোকিত থাকতো!	৩৩১
(৩) হে নফস! তুমি আর কতক্ষণ ঘুমাবে?	৩৩২
গউসে পাকের খোদাভীতি	৩৩৩
ফারুকে আযমের খোদাভীতি	৩৩৪
নিজের ঈমানের চিন্তা করুন	৩৩৫
গউসে পাক এবং জ্ঞানার্জন	৩৩৭
ইলমে দ্বীনের বরকত সমূহ	৩৩৮
আমাদের পূর্ববর্তীদের ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ	
মাদানী ইনআমাতকে আপন করে নিন	৩৪১
বাইয়াত হওয়ার কিছু পয়েন্ট	৩৪২

বিবরণ	পৃষ্ঠা
(১৯) যিকির ও আযকারের বরকত	৩৪৪
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩৪৪
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৩৪৪
অযীফার বরকতে শিখল ভেঙ্গে গেলো	৩৪৮
সকাল ও সন্ধ্যার সংজ্ঞা	৩৫০
অযীফা পাঠের প্রয়োজনীয় আদব	৩৫২
আমল ও ঔষধের সাতটি শর্তাবলী	৩৫৩
কোরআন দ্বারা চিকিৎসা	৩৫৬
কোরআনী সূরার ফযীলত ও বিশেষত্ব এবং উপকারীতা	৩৫৭
সালাম করার সুন্নাত ও আদব	৩৫৮
(২০) সাহাবীয়া এবং ইবাদতের আগ্রহ	৩৬০
দরূদ শরীফের ফযীলত	৩৬০
বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ	৩৬১
বিয়ের রাত ইবাদতে অতিবাহিত	৩৬২
মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য	৩৬৩
দাস দাসত্বের জন্য	৩৬৪
সাহাবীয়া এবং ইবাদতের আগ্রহ	৩৬৬
খাতুনে জান্নাত এবং নফল ইবাদত	৩৬৭
খাবার রান্নার সময়ও তিলাওয়াত	৩৬৮
সাহাবীয়া এবং কোরআন তিলাওয়াত	৩৬৯
নফল রোযা এবং সাহাবীয়া	৩৭০
সদকা ও খয়রাত এবং সাহাবীয়া	৩৭১
দ্বীন ইসলামের প্রচার এবং সাহাবীয়া	৩৭৪
দ্বীনকে প্রাধান্য দিন!	৩৭৬
মেহমানদারীর আদব	৩৭৮
তথ্যসূত্র	৩৮০

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাবটি পাঠ করার ১০টি নিয়্যত

নবী করীম, রউফুর রহীম, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ অর্থাৎ মুসলমানের নিয়্যত তার আমল থেকে উত্তম।"

(আল মু'জামুল, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

(১) প্রতিবার হামদ ও সালাত এবং তাউয (اَعُوْذُ بِاللّٰه) ও তাসমিয়া (بِسْمِ اللّٰه) সহকারে শুরু করবো (এই পৃষ্ঠার প্রারম্ভে দেওয়া আরবী ইবারতটি পাঠ করাতে এই চারটি নিয়্যতের উপর আমল হয়ে যাবে) (২) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য এই কিতাব শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবো। (৩) যথাসম্ভব কিতাবটি অযু সহকারে এবং কিবলামুখী হয়ে পাঠ করবো। (৪) কোরআনের আয়াত ও হাদীসে মোবারাকার যিয়ারত করবো। (৫) যেখানে "**নবী**"র নাম মোবারক আসবে সেখানে "صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم", যেখানে **সাহাবী**র নাম আসবে সেখানে "رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ" এবং যেখানে **বুযুর্গ**দের নাম আসবে তবে সেখানে "رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ" পাঠ করবো। (৬) **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে জ্ঞানার্জন করবো। (৭) যদি কোন বিষয় বুঝে না আসে তবে মাদানীয়া ইসলামী বোনের নিকট জিজ্ঞাসা করবো। (৮) (নিজের ব্যক্তিগত কপির) "সনাক্তিকরণ" পৃষ্ঠায় প্রয়োজনীয় পয়েন্টগুলো লিখে রাখবো। (৯) অপরকে এই কিতাব পাঠ করার জন্য উৎসাহিত করবো। (১০) কম্পোজিং ইত্যাদিতে শরয়ী ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তবে কোন মাহরিমের মাধ্যমে প্রকাশককে লিখিতভাবে অবহিত করব। (প্রকাশকদেরকে কিতাবের ভুলত্রুটি সম্পর্কে শুধুমাত্র মুখে বলাতে তেমন উপকার হয়না।)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল মদীনাতুল ইলমিয়া

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী (دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه)-র পক্ষ থেকে:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى اِحْسَانِهٖ وَ بِفَضْلِ رَسُوْلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** নেকীর দাওয়াত, সুন্নাতের পুনর্জাগরণ এবং ইলমে শরীয়াতকে সারা দুনিয়ায় প্রসারের সুদৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। এসকল কার্যাবলীকে সুচারুরূপে সম্পাদন করার জন্য কিছু মজলিশ (বিভাগ) গঠন করা হয়েছে। তন্মধ্যে একটি মজলিশ হলো, **'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'**। যা **দা'ওয়াতে ইসলামীর** সম্মানিত ওলামা ও মুফতীগণের كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام সমন্বয়ে গঠিত। এটা বিশেষ করে শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার ও প্রকাশনামূলক কাজের গুরুদায়িত্ব হাতে নিয়েছে। এতে নিম্নের ৬টি বিভাগ রয়েছে।[১] যথা:

১. আ'লা হযরতের কিতাবাদি বিভাগ (শোবায়ে কুতুবে আ'লা হযরত)
২. পাঠ্য পুস্তক বিভাগ (শোবায়ে দর্‌সি কুতুব)
৩. সংশোধন মূলক কিতাব বিভাগ (শোবায়ে ইছলাহী কুতুব)
৪. অনুবাদ বিভাগ (শোবায়ে তারাজিমে কুতুব)

---

১. এখন এই বিভাগের সংখ্যা ১৬টি হয়ে গেছে: (৭) ফয়যানে কোরআন (৮) ফয়যানে হাদীস (৯) ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত (১০) ফয়যানে সাহাবিয়া ও সালিহা (১১) ফয়যানে আমীরে আহলে সুন্নাত (১২) ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (১৩) ফয়যানে আউলিয়া ও ওলামা (১৪) দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান সমগ্র (১৫) দা'ওয়াতে ইসলামীর পুস্তিকা (১৬) মাদানী কাজের কার্যক্রম বিভাগ।
(আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

৫. কিতাব নিরীক্ষণ বিভাগ (শোবায়ে তাফতীশে কুতুব)

৬. উৎস নিরূপণ বিভাগ (শোবায়ে তাখরীজ)

'আল মদীনাতুল ইলমিয়া'র প্রধান কাজ হচ্ছে, আ'লা হযরত, ইমামে আহ্‌লে সুন্নাত, আযীমুল বরকত, আযীমুল মারতাবাত, পরওয়ানায়ে শময়ে রিসালত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, হামিয়ে সুন্নাত, মাহিয়ে বিদআত, আলিমে শরীয়াত, পীরে তরীকত, বাইছে খাইরো বারাকাত, হযরত আল্লামা মাওলানা আলহাজ্ব, আল হাফেজ, আল ক্বারী, ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দুর্লভ মহামূল্যবান কিতাবাদিকে বর্তমান যুগের চাহিদার স্বার্থে যথাসাধ্য সহজ ও সবলীল ভাষায় পরিবেশন করা। সকল ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা এই শিক্ষা, গবেষণা ও প্রচার-প্রকাশনামূলক মাদানী কাজে সর্বাত্মক সহায়তা করুন। আর মজলিশের পক্ষ থেকে প্রকাশিত কিতাবগুলো নিজেরাও পাঠ করুন এবং অন্যদেরকেও পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন।

আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীর 'আল মদীনাতুল ইলমিয়া' মজলিশ সহ সকল মজলিশকে দিন দিন উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করুক। আর আমাদের প্রতিটি ভাল আমলকে ইখলাছের সৌন্দর্য দ্বারা সুসজ্জিত করে উভয় জাহানের মঙ্গল অর্জনের ওসিলা করুক। আমাদেরকে সবুজ গম্বুজের নিচে শাহাদাত, জান্নাতুল বাক্বীতে দাফন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রমযানুল মোবারক ১৪২৫ হিজরি

ভূমিকা

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **“দা’ওয়াতে ইসলামী”** সুচারু এবং সংহত পদ্ধতিতে দ্বীনের কাজ সম্পাদন করার সংগঠন। **দা’ওয়াতে ইসলামীর** অধিনে ইসলামী ভাইদের ১২টি এবং ইসলামী বোনদের ৮টি মাদানী কাজ দ্বীনের দাওয়াত প্রসার করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। হাজারো ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন এই মাদানী কাজের বরকতে গুনাহের পথ ছেড়ে হেদায়তের পথে পরিচালিত হয়েছে। ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোনের এই মাদানী কাজগুলোর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা’ওয়াতে ইসলামীর** অধিনে দেশ বিদেশে হাজারো স্থানে সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা সমূহ অনেক বছর পর্যন্ত চলে আসছে। এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমাগুলোয় লাখো ইসলামী বোন এবং ইসলামী ভাইয়েরা অংশগ্রহন করে থাকে। সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার আনুসাঙ্গিকতার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো বয়ান। এই পর্যন্ত এই বিভাগে সাপ্তাহিক ইজতিমা এবং অন্যান্য ইজতিমার জন্য ৪৭৫টিরও বেশি বয়ান প্রস্তুত করা হয়েছে।

মারকাযী মজলিশে শূরার পরামর্শ অনুযায়ী ইসলামী বোনদের ইসলামী বোনদের বয়ান সমূহ প্রথমে কিতাব আকৃতিতে প্রকাশ করে দেয়া হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৪৪২ হিজরীর প্রথম চার মাসের বয়ান সমূহ **“ইসলামী বয়ান সমগ্র** (১ম খন্ড)” নামে আপনাদের হাতে বিদ্যমান। এতে ১৭টি বয়ান সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার আর ইসলামী বোনদের অনুরোধে আরো ৩টি বয়ান এতে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

প্রকাশিত হওয়া সকল বয়ান ডজন খানেকেরও বেশি স্তর (অধ্যয়ন, বিষয়বস্তু অন্বেষণ, পর্যায়ক্রম, ফরমেশন, বিভাগের যিম্মাদারদের ফাইল

করা, রুকনে শূরা হাজী আবু রজব মুহাম্মদ শাহেদ আত্তারী এবং হাজী আবু মাজেদ মুহাম্মদ শাহিদ আত্তারী মাদানী থেকে সাংগঠনিক নিরীক্ষণ, দারুল ইফতা আহলে সুন্নাতের মুফতী সাহেব থেকে শরয়ী নিরীক্ষণ, পরিপূর্ণ বিষয়বস্তু অন্বেষণ, সংকলন ও যাচাই, ইংরেজি শব্দের সংযোজন, ইসলামী বোনদের আন্তর্জাতিক মজলিশে মুশাওয়ারা দ্বারা এর চেকিং, কম্পোজিং এবং এর আনুষাঙ্গিকতা) দিয়ে অতিবাহিত হয়ে প্রকাশের জন্য উপস্থাপন করা হয়। এই বয়ান সমূহে আল মদীনাতুল ইলমিয়ার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র বয়ান সমগ্র বিভাগের পাশাপাশি ইসলামী ভাইয়েরাও কাজ করেছে, বিশেষকরে মুহাম্মদ সিরাজ আত্তারী মাদানী, মুহাম্মদ জান রযা আত্তারী মাদানী, আব্দুল জাব্বার আত্তারী মাদানী, মুহাম্মদ মুনাইম আত্তারী মাদানী এবং হাফিযুর রহমান আত্তারী মাদানী كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام অনেক কষ্ট করেছেন।

ইসলামী বোনদের মাঝেও দ্বীনের প্রসারের জন্য বিভিন্ন মজলিশ প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, এর মধ্যে তিনটি মজলিশ (শর্ট কোর্স মজলিশ, দারুস সুন্নাহ মহিলা মজলিশ এবং প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশ) এর অধিনে বিভিন্ন কোর্স সারা বছর চালূ থাকে। এবিষয়ে যিম্মাদার ইসলামী বোনদের নিকট যোগাযোগ রাখুন

দা'ওয়াতে ইসলামীর বয়ান বিভাগ

(আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ)

বয়ান: ১

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُهُ وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** উদ্দেশ্যে পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী যখন পরস্পর মিলিত হয় এবং হাত মিলায় আর **নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে তখন তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্ববর্তি ও পরবর্তি গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।

(মুসনাদে আবী ইয়ালা, মুসনাদ ৩/৯৫, হাদীস নং-২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে যত বেশি ভালো নিয়্যত, সাওয়াবও তত বেশি।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো।

প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنْ شَآءَ الله আজ আমরা **প্রিয়** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন সম্পর্কে বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن বিশেষকরে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উম্মদের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের কিছু ঘটনাবলী শ্রবণ করবে। তাঁর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কল্যাণমূলক আলোচনাও শ্রবণ করবো, কল্যাণের সংজ্ঞা ও সে সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীসে মোবারাকাও শ্রবণ করবো। এর সাথে সাথে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه সহ অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সমবেদনা জ্ঞাপন সম্পর্কিত কিছু ঘটনা এবং তা থেকে অর্জন কৃত পয়েন্ট শ্রবণ করবো। **আল্লাহ পাক** যদি চাই মনোযোগ সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো ভালো নিয়্যতের সাথে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর একটি খান্দানের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন

এক রাতে আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মদীনা মুনাওয়ারার পরিদর্শন করছিলেন, এমন সময় একটি তাবুতে দৃষ্টি পরলো, যখন

নিকটে এলেন তখন তিনি কারো কষ্টে লিপ্ত হওয়ার আওয়াজ শুনলেন, এই তাবুর বাইরে একজন লোক বসে ছিলো। তিনি সালাম করার পর কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারলেন যে, সে যুগের খলিফার সাথে দেখা করতে এসেছে তবে সে জানেনা যে, যুগের খলিফা এখন তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। যাই হোক সে বললো যে, তার স্ত্রী সন্তান সম্ভবা এবং সন্তান প্রসবের সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর ঘরে ফিরে গেলেন এবং নিজের সম্মানিতা স্ত্রী হযরত উম্মে কুলসুম বিনতে আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে বললেন: তুমি কি সাওয়াব অর্জন করতে চাও, **আল্লাহ পাক** তা স্বয়ং তোমার নিকট পাঠিয়েছে? তিনি আরয করলেন: হুযুর! কি ব্যাপার? হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুখ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: একজন মহিলার সন্তান প্রসবের সময় সন্নিকটে এবং তার নিকট কেউ নেই। আরয করলো: আমি আপনার সাথে যাবো। বললেন: ঠিক আছে, তুমি প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিয়ে নাও। যখন সেখানে পৌঁছলেন তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর স্ত্রীকে ভেতরে পাঠিয়ে দিলেন এবং স্বয়ং সেই লোকের পাশে বসে গেলেন। তাকে বললেন: আগুন জ্বালাও। সে আগুন জ্বালালো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পাতিল এর উপর রেখে দিলেন। যখন রান্না হয়ে গেলো তখন অপর দিকে সন্তানের জন্মও হয়ে গেলো, তাঁর স্ত্রী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ভেতর থেকে আওয়াজ দিলেন: **হে আমীরুল মুমিনিন!** আপনার সাথীকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিন। যখনই সেই ব্যক্তি **"আমীরুল মুমিনিন"** শব্দটি শুনলো তখন ভয় পেয়ে গেলো এবং বিনয়ের সহিত সামান্য পেছনে গিয়ে বসে গেলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: "যেমন বসে ছিলে তেমনই বসে থাকো।" অতঃপর তিনি পাতিল উঠিয়ে নিজের স্ত্রীকে দিলেন এবং বললেন: মহিলাটিকে পেট ভরে খাওয়ান। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই ব্যক্তিকেও খেতে দিলেন এবং বললেন: কাল সকালে আমার নিকট আসবে আমি তোমার প্রয়োজনাদী পূরণ করে দিবো। যখন সেই ব্যক্তি সকালে তাঁর নিকট এলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সেই শিশুর ভাতাও (ব্যয়) নির্ধারণ করলেন এবং তাকেও মালপত্র দান করলেন।

(আত তাবসারাতি লি ইবনে জাওযী, আল মাজলিসিত তা'সিয়ি ওয়াল ইশরুনা ফি ফসল ... ১/৪২০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনার শুনলেন তো যে, আমীরুল মুমিনিন ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিভাবে **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের একজন দুঃখপীড়িতকে সহযোগীতা করলেন, নিজের তত্ত্বাবধানে আগুন জ্বালালেন, নিজের হাতে পাতিল তুললেন এবং খাবার তৈরী করালেন, অতঃপর নিজেই খাবার বের করে নিজের সম্মানিতা স্ত্রীর মাধ্যমে সেই মহিলার জন্য পাঠিয়ে তার কষ্ট লাঘব করলেন।

মনে রাখবেন! ইনি হলেন সেই ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যার সামনে থেকে শয়তারও পালিয়ে যায়। (বুখারী, কিতাবু ফযায়িলে আসহাবিন নবী, বাবু মানাকিবে ওমর ইবনুল খাত্তাব ২/৫২৬, হাদীস নং-৩৬৮৩) ইনি হলেন সেই ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যাকে **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন মুবারক জবানে জান্নাতি হওয়ার সুসংবাদ দান করেন। (বুখারী, কিতাব, বাবু, ২/৫২৫, হাদীস নং-৩৬৭৯) ইনি হলেন সেই ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যার সম্পর্কে **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই দোয়া করেছিলেন: হে দয়ালূ আল্লাহ! ওমর বিন খাত্তাবের মাধ্যমে ইসলামের সম্মান দান করো। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুস সুন্নাহ, ফযলে ওমর, বাব ১/৭৭, হাদীস নং-১০৫) ইনি হলেন সেই ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যিনি এতিম এবং অসহায় লোকের কল্যাণের জন্য রাত জেগে পরিদর্শন করতেন। (ফয়যানে ফারুখে আযম, ১/৮৮) ইনি হলেন সেই ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যার রায় অনুযায়ী কোরআনে করীমের আয়াতে মুবারাকা অবতীর্ণ হয়। (তারিখুল খোলাফা, ৯৬ পৃষ্ঠা। আস সাওয়ায়িকুল মাহরিকাতি, ৯৯ পৃষ্ঠা) ইনি হলেন সেই ফারুখে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, যার বাণী: لَوۡمَاتَتۡ شَاةٌ عَلٰی شَطِّ الۡفُرَاتِ ضَائِعَةً لَظَنَنۡتُ اَنَّ اللّٰہَ سَائِلِیۡ عَنۡهَا یَوۡمَ الۡقِیَامَةِ অর্থাৎ যদি ফোরাত নদীর তীরে ছাগলের বাচ্চাও পিপাসার্ত মারা যায় তবে আমি এ ব্যাপারে **আল্লাহ পাক** আমার নিকট হিসাব নিয়ে নেয়ার প্রতি ভয় করি।

হিলইয়াতুল আউলিয়া, অমুক বিন অমুক ১/৮৯, নং ঃ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! এতই উচ্চ শান ও মর্যাদার পরও হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উম্মতের কল্যাণ এবং চাহিদা পূরণ করতেন। সুতরাং যদি আমাদের কোন মুসলমান বোন কোন কষ্টে লিপ্ত হয় বা

যেকোন ব্যাপারে আমাদের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এবং আমরা তার দুঃখ দূর করার প্রতি ক্ষমতাবান হই তবে আমাদেরও ফারুকে আযমের জীবনীর প্রতি আমল করে আপন মুসলমান বোনকে সহযোগিতা করা উচিৎ। হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর উম্মতের কল্যাণ কামনার আরো ঘটনাবলীও আমরা শুনবো কিন্তু এর পূর্বে আসুন! তাঁর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শ্রবণ করি।

সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

❁ তাঁর উপনাম **“আবু হাফস”**, উপাধি **“ফারুকে আযম”** এবং নাম **“ওমর”**। ❁ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলাম গ্রহণ করার কারণে মুসলমানেরা অত্যন্ত খুশি হয় এবং তাদের অনেক বড় সাহায্যকারী পাওয়া গেল, এমনকি **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মুসলমানদের সাথে পবিত্র হেরেম শরীফে প্রকাশ্যে নামায আদায় করেন। ❁ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ইসলামী যুদ্ধ সমূহে অংশগ্রহণ করেন এবং সমস্ত ইসলামী অভিযান, সন্ধি ও যুদ্ধ বিগ্রহে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর উজির ও পরামর্শ দাতা হিসেবে বিশ্বস্ত সাথী ছিলেন। ❁ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ খিলাফতের আসনে বসে খিলাফতের যাবতীয় দায়িত্ব খুবই সুন্দরভাবে পালন করেন। ❁ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **নবীয়ে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দোয়া কবুলিয়্যতের ফসল ছিলেন। ❁ তাঁর মুবারক অন্তর **আল্লাহ পাকের** নূর দ্বারা আলোকিত ছিলো। ❁ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বুদ্ধিমানদের আলোকিত প্রদীপ ছিলোন। ❁ তাঁর সাহস, বীরত্ব, বিনয় ও অনারম্বরতা, হিম্মত ও পরুষত্ব, উদ্যম ও অধ্যাবসায়, বিশ্বস্ততা ও আমানতদারী, বুদ্ধিমত্তা ও প্রতিভা এবং ধৈর্য ধারণের উদাহরণ আজও ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ রয়েছে। ❁ তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের প্রতিটা অভ্যাসকে সুন্নাতের আদলে সাজিয়ে রেখেছিলেন। ❁ অবশেষে ফজরের নামাযের পর এক দুর্ভাগা তাঁর উপর ছুরি দ্বারা আঘাত করে এবং তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আঘাতের যন্ত্রনা সহ্য করতে না পেরে তৃতীয় দিন শাহাদতের মর্যাদায় অধিষ্টিত হন। তখন তাঁর বয়স ৬৩ বৎসর ছিলো। ❁ হযরত সায়্যিদুনা সুহাইব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং তাঁকে পবিত্র রওজা মোবারকের ভিতর

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা সিদ্দিকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর নূরানী পার্শ্ব মুবারকে সমাহিত করা হয়। (আর রিয়াদুন নাদারা ফি মানাকিবিল আশরা, ১/২৮৫, ৪০৮, ৪১৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, আপন সম্প্রদায়ের লোকজনকে সব সময় সাহায্য করতেন, আরব মরু ভূমির তীব্র রোদ এবং রাতের অন্ধকারও **আল্লাহ পাকের** সৃষ্টির কল্যাণের ক্ষেত্রে তাঁকে কেউ থামিয়ে রাখতে পারতো না। তাঁর পবিত্র জীবনে অসংখ্য এমন ঘটনাবলী রয়েছে যাতে তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **খোদার** সৃষ্টির দেখাশুনা এবং তাদের সাহায্য করে তাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করেছেন। আসুন! এসম্পর্কে কিছু ঘটনাবলী শ্রবণ করি।

ক্ষুধার্ত সন্তানের মা-কে সাহায্য

আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আপন খাদিম হযরত আসলাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে সাথে নিয়ে রাতের বেলা মদীনায়ে মনোওয়ারা পরিদর্শন করছিলেন, এক মহিলা তার সন্তানদের নিয়ে তার ঘরে ছিলো, যে রাতের বেলা আপন সন্তানদের সান্তনা দেয়ার জন্য পাতিলে পানি ঢেলে চুলায় তুলে দিয়ে বসে ছিলো, আমীরুল মুমিনিনি হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাকে এভাবে সাহায্য করলেন যে, নিজের কাঁধে করে খাদ্য সামগ্রী আনলেন, স্বয়ং নিজের হাতে রান্না করে সেই মহিলার সন্তানদে খাওয়ালেন, যতক্ষণ সেই শিশুরা ঘুমালো না তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেখানেই ছিলেন, যখন তারা ঘুমিয়ে পরলো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেখান থেকে ফিরে এলেন।

(আল কামিলু ফিত তারিখ, ২/৪৫৩)

পঙ্গু, অন্ধ, বৃদ্ধা মহিলাকে সাহায্য

হযরত ইমাম আওযায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه থেকে বর্ণিত, একবার রাতের বেলা আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার ঘর থেকে

বের হলে তবে হযরত তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তাঁকে দেখে ফেললেন এবং লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁর পিছু নিলেন, দেখিতো আমীরুল মুমিনিন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এই সময় কোথায় যাচ্ছে? হযরত ফারুখে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর বাইরে এলেন এবং আরেকটি ঘরে প্রবেশ করলেন। হযরত তালহা বিন ওবাইদুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ সেই সেই ঘরটি নিহ্নিত করে রাখলেন এবং সকালে সেই ঘরে গেলেন, তো দেখতে পেলেন যে, সেখানে এক পঙ্গু ও অন্ধ বৃদ্ধা মহিলা থাকেন। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: مَا بَالُ هٰذَا الرَّجُلِ يَأۡتِيۡكَ؟ অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি তোমার ঘরে কেন এসেছিলো? সে বললো: সেই ব্যক্তি আমার নিকট অনেক দিন ধরে আসছে, (আমি যেহেতু পঙ্গু তাই) সে আমার ঘরোয়া কাজকর্ম করে দেয় এবং আমার কষ্ট দূর করে দেয়।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, অমুক বিন অমুক, ওমর বিন খাত্তাব, ১/৮৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর উম্মতের সমবেদনা জ্ঞাপনের কিরূপ প্রেরণা ছিলো, মুসলমানের আমীর এবং খলিফা হওয়ার পরও মানুষের কাজকর্ম পর্যন্ত করে দিতেন। **আল্লাহ পাক** যেনো আমাদেরকেও ইসলামী বোনদের সাহায্য সহযোগিতা করার প্রেরণা নসীব করে এবং আমরাও ইসলামী বোনদের সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকি। সুতরাং নিজের পরিবার পরিজন, আত্মীয় স্বজন, একত্রে বসবাসকারীসহ যেকোন ইসলামী বোনের তাকে চিনুক বা না চিনুক, কোন বিপদে লিপ্ত হলে তবে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে নিজের সক্ষমতা অনুযায়ী তাদের অবশ্যই সাহায্য করুন। এর বরকতে সাওয়াবের পাশাপাশি اِنۡ شَآءَ الله একটি শান্তিময় সমাজ প্রতিষ্ঠায় পরিপূর্ণ ভাবে সহযোগিতা অর্জিত হবে। শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদীসে পাক "اَلدِّيۡنُ نَصِيۡحَةٌ অর্থাৎ দ্বীন হলো মুসলামনের কল্যাণ কামনাই।" (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানুদ দ্বীনিন নাসিহাতি ৫১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১৯৬) এর আলোকে বর্ণনা

করেন: **“অপরের কল্যাণ কামনা করা”** এবং **মুসলমানের মঙ্গল কামনা করা”** এর অর্থ অনেক ব্যাপক, তবে প্রকৃত অর্থ হলো এটাই, মুসলমানের কল্যাণ কামনা করা এটা এমন এক নেক আমল, যদি প্রত্যেক মুসলমান নবীর এই শিক্ষাকে নিজের প্রাণের চেয়েও বেশি প্রিয় বানিয়ে এর উপর আমল করা শুরু করে দেয়, তবেই মুসলমানদের বিগড়ে যাওয়া সমাজের অবস্থা পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং **“মুসলিম সমাজ”** শান্তি ও আরাম এবং প্রশান্তি ও প্ররিতৃপ্তির এমন এক নমুনা হয়ে যাবে যে, দুনিয়াতেই জান্নাতের প্রশান্তির ঝলক দেখা যাবে। না কোন মুসলমান কোন মুসলমানের সাথে ধোকাবাজি করবে, না চুগলি করবে, না গীবত করবে এবং না অপবাদ লাগাবে, না অত্যাচারের কোন কিছুই নিজের মনে আসতে দিবে, না কোন সুচারু কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে বরং সে সবার কল্যাণ চাইবে এবং সবার সাথে মঙ্গলই করবে। যার কুদরতি সুফল এটাই হবে যে, লোকেরাও তার কল্যাণ কামনা ও মঙ্গল করবে এবং সেও সকল ক্ষতি থেকে নিরাপদ থাকবে আর সর্বদা তার মঙ্গলই হতে থাকবে। (মুন্তাখাবে হাদীস, ২৩১ পৃষ্ঠা)

কল্যাণ কামনার সংজ্ঞা

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কল্যাণ কামনার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন: পরিভাষায় কারো নির্ভেজাল কল্যাণ কামনা করা যাতে মন্দ চাওয়ার সন্দেহও যেনো না থাকে বা একনিষ্ঠ ভাবে কারো মঙ্গল চাওয়াই কল্যাণ কামনা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৫৭)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শাব্দিক অর্থের দিক দিয়ে মঙ্গল কামনা এর ব্যাপক প্রচলন রয়েছে, যেমন ✲ নিজের পরিচিত নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী ইত্যাদি ইসলামী বোনদের সাথে নম্রতা ও বিনয়ী প্রদর্শন করা, তাদের সাহায্য করা, কষ্ট দূর করা,তাদের কাপড়ের ব্যবস্থা করা, তাদের খাবার খাওয়ানো,তাদের শান্তিতে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়া, তাদের প্রয়োজনীয় অভাব সমূহ পূর্ণ করা, শরয়ী দিকনির্দেশনা প্রদান করা,বিপদগামী ইসলামী বোনদেরকে সরল পথ দেখানো, বিশেষ করে যেভাবে সম্ভব তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করাও সাওয়াবের কাজ, কিন্তু

আফসোস! বর্তমানে আমাদের অবস্থা এমন যে, **“হে শায়খ নিজে নিজেকে দেখো”** এভাবে শুধু আপন সমস্যা সমাধানের চিন্তায় থাকে,আমাদের আশে পাশে কতো ইসলামী বোন পেরেশানি অবস্থায় রয়েছে,আমাদের তো এদের তো ব্যাপারে কোন অনুভূতিই নেই। ঐ ইসলামী বোনদের সাথে আমাদের প্রতিদিন সাক্ষাৎ হয়, তাদের মধ্যে কতোজন খুশি মনে এবং কতোজন পেরেশান গ্রস্থ চেহারা নিয়ে আমাদের সাথে মিলিত হয় আমাদের এর কোন চিন্তায় নেই। আমাদের পরিচিত কতো ইসলামী বোন ঋণ গ্রস্থ হয়ে পড়েছে আর আমাদের বংশের কতো মুহরিম আত্মীয়-স্বজন দারিদ্রতায় ফেঁসে গিয়েছে, আমাদের তো এর কোন খবর নেই। আমাদের প্রতিবেশীদের দুই বেলা খাবার জুটছে নাকি জুটছেনা সেদিকে আমরা ভ্রুক্ষেপ করি না। পরিধানের জন্য কাপড় আছে কি নেই সে দিকে আমর লক্ষ্য করি না,✲ কতযে অসুস্থদের রাতের ঘুম এবং দিনের প্রশান্তি না থাকার কারণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, এর প্রতিও অধিকাংশের কোন মনযোগী নেই।

আসুন! নিজের মাঝে দুঃখী উম্মতে কল্যাণ কামনার প্রেরণা জাগ্রত করতে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ২টি বাণী শ্রবণ করি।

কল্যাণ কামনার ফযীলত

ইরশাদ হচ্ছে: মানুষের জন্যও তাই পছন্দ করো, যা নিজের জন্য পছন্দ করে থাকো, নিজের জন্য যা অপছন্দ করে তা অপরের জন্যও অপছন্দ করো, যখন তোমরা কথা বলবে তখন ভাল কথা বলো বা চুপ থাকো।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদ হাদীসে মুয়াজ বিন জাবাল, ৮/২৬৬, হাদীস নং- ২২১৯৩)

ইরশাদ হচ্ছে: দ্বীন মুসলমানের কল্যাণ কামনা করে, সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলো **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কার জন্য? ইরশাদ করলেন, **আল্লাহ পাকের** জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলমানদের ইমাম এবং জনসাধারণের জন্য।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু বয়ানুদ দিনিন নাছিহাতি ১৫ পৃষ্ঠা হাদীস ১৯৬)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত শেষের হাদীসটির ব্যাখ্যায় হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: ✲ **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে (বান্দার) জন্য নসীহত হলো এটাই যে, ✲ **আল্লাহ পাকের** স্বত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে বিশুদ্ধ ইসলামী আক্বীদা পোষণ করা, ✲ একনিষ্টতার সহিত **তাঁর** ইবাদত করা, ✲ **তাঁর** প্রিয়দের ভালবাসা, ✲ (**তাঁর**) শত্রুদের শত্রুতা পোষণ করা, ✲ **তাঁর** সম্পর্কে নিজের আক্বীদা বিশুদ্ধ রাখা। ✲ **কিতাবুল্লাহ** অর্থাৎ কোরআনে মজীদের নসীহত হলো যে, ✲ তা **কিতাবুল্লাহ** (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** বাণী) হওয়ার প্রতি ঈমান রাখা, ✲ এর তিলাওয়াত করা, ✲ এতে সক্ষমতা অনুযায়ী (নিজের ক্ষমতা অনুযায়ী) চিন্তা ভাবনা করা, ✲ এর উপর বিশুদ্ধ আমল করা, ✲ **আল্লাহ পাকের** রাসূল অর্থাৎ **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নসীহত (কল্যাণ কামনা) হলো যে, ✲ তাঁকে সকল নবীদের সর্দার মানা, ✲ তাঁর সমস্ত গুণাবলী স্বীকার করা, ✲ সম্পদ ও প্রাণ এবং সন্তান সন্তুতি থেকে বেশি তাঁকে ভালবাসা, ✲ তাঁর বাধ্য ও আনুগত্য করা, ✲ তাঁর আলোচনা বৃদ্ধি করা। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৫৫৭)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার অনেক ফযীলত রয়েছে, এই কারণেই আমাদের বুযুর্গদের অন্তরে উম্মতের কল্যাণ কামনা এবং সমবেদনার প্রেরণা ভরা ছিলো, সেই মহা মনিষীরা মানুষের কল্যাণ কামনা করতেন এবং নিজের অন্তরে প্রশান্তি লাভ করতেন।

একজন মদ্যপায়ীকে ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর উপদেশ

আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ একবার সিরিয়ার একজন বাহাদুর ব্যক্তিকে (বীরকে) খুঁজলেন কিন্তু তাকে পাওয়া গেলো না, তাঁকে বলা হলো যে, সে মদ্যপানে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বার্তা লিখককে বললেন: লিখুন! মের বিন খাত্তাবের পক্ষ থেকে অমুকের নামে! তোমার প্রতি শান্তি অবতীর্ণ হোক, আমি তোমার ব্যাপারে **আল্লাহ পাকের** প্রতি কৃতজ্ঞ, **যিনি** ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, **যিনি** গুনাহ সমূহ ক্ষমা করেন, তাওবা কবুল

করেন, কঠিন শাস্তি প্রদানকারী এবং বড় নেয়ামত সম্পন্ন, **তিনি** ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, **তাঁর** দিকেই ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তার জন্য দোয়া করলেন যে, **আল্লাহ পাক** তাকে অসুস্থতা থেকে আরোগ্য দান করুক, তার অন্তরকে ফিরিয়ে দিক, তাকে তাওবার তৌফিক দান করুক। যখন প্রতিনিধি সেই চিঠি নিয়ে তার নিয়ে তার নিকট গেলো, সেই ব্যক্তি চিঠিটি পাঠ করে বলতে লাগলো: আমার দয়ালূ রব গুনাহ ক্ষমাকারী, নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আমাকে ক্ষমা করার ওয়াদা আমার সাথে করেছেন এবং **তিনিই** তাওবা কবুলকারী, **তাঁর** ধরা খুবই কঠোর, **আল্লাহ পাক** আমাকে **তাঁর** আযাবের প্রতি ভীত করেছেন, **তিনি** বড়ই নেয়ামত সম্পন্ন আর **তাঁর** নেয়ামত খুবই কল্যাণময়, **তিনি** ছাড়া কেউ ইবাদতের উপযুক্ত নয়, **তাঁরই** দিকে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। সে বারবার এরূপই বলছিলো, এক পর্যায়ে অঝোড়ে কান্না শুরু করে দিলো। অতঃপর সে মদ পান করা থেকে সত্যিকার তাওবা করলো এবং তা একেবারেই ছেড়ে দিলো। যখন আমীরুল মুমিনিন হযরত ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই সংবাদ পেলেন তখন তিনি বললেন: তোমরাও এরূপ করো, তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করো এবং তার প্রতি বিশেষ মনোযোগ দাও, তার জন্য দোয়া করো যেনো **আল্লাহ পাক** তাকে তাওবার তৌফিক দান করুক এবং তার বিরুদ্ধে শয়তানকে সাহায্য করিও না। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ফুলা বিন ফুলা, যায়িদ বিন আসাম, ৪/১০২)

সাখতে গোয়ে কি মিঠ জায়ে খাছলত
নরমে গোয়ে কি পড় জায়ে আ'দাত
ওয়াসেতা খুলকে মাহবুব কা হে
ইয়া খোদা তুজ সে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়েলে বখশিশ ১৩৯ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মানুষকে দ্বীনি শিক্ষা এবং তাদের সংশোধন সম্পর্কে কিরূপ চেষ্টা করতেন। তিনি যুগের খলিফা এবং অনেক ব্যস্ততার পরও নিজের দরবারে আগমনকারী এক একজন ব্যক্তির অনুপস্থিতিকে দ্রুত অনুধাবন

করে নিতেন, অতঃপর তা তুচ্ছ করে দেখতেন না বরং তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, যাতে যদি তার কোন সমস্যা হয় তবে তা যেনো সমাধান করে কল্যাণ কামনার সাওয়াব অর্জন করতে পারেন। কিন্তু আহ! বার্তমানে আমাদের অবস্থা তো এমন যে, ইসলামী বোনদের কেউ খবর নেয় না। যদি আমাদের মধ্যে কোন ইসলামী বোন অনুপস্থিত হলে তবে আমরা জানিই না যে, সে কোথায় এবং কেনো আসেনি? আর আমরা চেষ্টাও করিনা যে, তার কোন সংবাদ জেনে নিই যে, এই বেচারার কোন সমস্যা হয়নি তো? সে অসুস্থ হয়ে যায়নি তো? আহ! যদি আমরাও ফারুকি জীবনির উপর আমলকারীনী হয়ে যেতে পারতাম। আসুন! মুসলমানের কল্যাণ কামনায় আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কর্মপদ্ধতি শ্রবণ করি।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এবং উম্মতের কল্যাণ কামনা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুসলমানের কল্যাণ কামনা করতে থাকেন। তিনি যখন কারো সম্পর্কে জানতে পারেন যে, সে কোন সমস্যায় লিপ্ত বা অসুস্থ তবে তার সমবেদনা জ্ঞাপন করেন, অসুস্থ্যতার জন্য আরোগ্য এবং দুঃখ পীড়িতদের দুঃখ দূর হওয়ার দোয়া করেন, কোন মুসলমানের ইন্তিকালের সংবাদে যথা সম্ভব ফোন করে বা অডিও বার্তার মাধ্যমে তার আত্মীয় স্বজনকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন, মরহুমের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের দোয়া করেন, সমবেদনা জ্ঞাপন করে পরিবারের সদস্যদের নেকীর দাওয়াত এবং ধৈর্য ধারণের ফযীলত সম্বলিত টিপস প্রদান করেন। তিনি যে নেককার হওয়ার পদ্ধতি প্রদান করেছেন, তাতেও এই বিষয়ের প্রতি উৎসাহিত করেছেন

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শুধু নিজেই মুসলমানদের সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন না বরং তাঁর নিকট প্রশিক্ষণপ্রাপ্তরাও উম্মতে মুসলিমার সহানুভূতি জ্ঞাপনের প্রেরণায় ভরা থাকে, যেমনটি মাহবুবে আত্তার, হাজী যমযম রযা আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সন্তানের মায়ের বর্ণনা হলো: মরহুম দুঃখী মানুষের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা এবং আর্থিক সাহায্য করার অনেক প্রেরণা ছিলো, স্বয়ং

তো গরীব ছিলেন কিন্তু সামর্থ্যবান ইসলামী ভাইদের মাধ্যমে চাহিদা সম্পন্নদের আর্থিক সমস্যা সমাধান করে দিতেন আর লোক দেখানো থেকে বিরত থাকার জন্য তা লুকানোরও চেষ্টা করেতেন, আমার থেকেও গোপন করতেন, তবে কখনো কখনো বাইরে থেকে জানতে পারতাম। (মাহবুবে আত্তারের ১২২ হেকায়াত, ১২৩ পৃষ্ঠা)

এভাবে মরহুম নিগরানে শূরা বুলবুলে রাওযায়ে রাসূল হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও উম্মতের কল্যাণ কামনায় অগ্রগামী ছিল, তাঁর জীবন কর্ম সম্পর্কিত অনবদ্য কিতাব **"আত্তার কা পিয়ারা"** এর ৪০ নং লিপিবদ্ধ রয়েছে, এক ইসলামী ভাইয়ের বয়ানের সারমর্ম হলো যে, হাজী মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমার সম্মানিত উস্তাদ (শিক্ষক) ছিলেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় তাঁর কাছ থেকে বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও মাখারিজ সহকারে কোরআনে করীম পাঠ করা শিখেছি। তিনি অপরের পেরেশানি সমূহ এবং দুঃখ কষ্টকে নিজের দুঃখ কষ্ট মনে করতেন, অন্তরে কোন কষ্ট অনুভব হলে যদি তাঁকে বলা হয় তখন তিনি ঐ কষ্টকে অনুধাবণ করে এতো সুন্দর পরামর্শ দান করতেন যে, অশান্ত মন শান্ত হয়ে যেতো, নিজে কখনো কারো নিকট নিজের পেরেশানির কথা বর্ণনা করতেন না এবং সবসময় ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতার আঁচল ধরে রাখতেন।

(আত্তার কা পিয়ারা, ১/৪০)

যবাঁ পর রঞ্জ আলম লায়া নেহী করতে,
নবী কে নাম লিওয়া গাম সে গাবরায়া নেহী করতে।

(আত্তার কা পিয়ারা, ১/৪০)

এক রুকনে শূরার বর্ণনা:

দাওয়াতে ইসলামীর মারকাযী মজলিশে শূরার অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কিছু দিন পর আমার বাচ্ছার বা সন্তানের মায়ের গলায় এমন কিছু কষ্ট হওয়ার দ্বারায় ডাক্তার অপারেশন করার পরামর্শ দিয়েছেন। এই কষ্টের কারণে আমি যথেষ্ট পেরেশানিতে ছিলাম। এর মাঝে আমাকে সবচেয়ে বেশি ফোন করে ছিলেন মরহুম নিগরানে শূরা হাজী মুহাম্মদ মুশতাক আত্তারী, তিনি ফোন করে বললেন, ভাইজান ঘরের সবার স্বাস্থ্য কেমন? বাচ্চার মায়ের অবস্থা কেমন? আপনার মাদানী কাজের তালিকা নিজের মতো করে তৈরি করবেন, প্রথমে ঘরকে

(পরিবারকে) দেখবেন, অপারেশন কি করিয়েছেন, নাকি করান নাই? রিপোর্টে কি এসেছে? অবস্থা কেমন? পরিবারের সবার প্রতি খেয়াল রাখবেন, কথা বলার শেষ পর্যায়ে এভাবে বললেন, আমার দ্বারা যদি কোন খেদমত হয় তাহলে অবশ্যই বলবেন, কোন জিনিসের যদি প্রয়োজন হয় তাহলে অবশ্যই স্মরণ করবেন, এরপর তিনি অনেক দোয়া দ্বারা ধন্য করেছেন, হাজী মুশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মন খুশি করার এবং কল্যাণ কামনার এই আন্তরিকতা আজও মনে পড়ে, আর তাঁর সহানুভূতির সুবাস আজও আমার অন্তরে ও মস্তিকে সুবাস ছড়িয়ে থাকে। (আত্তার কা পিয়ারা, ১৪২ পৃষ্ঠা)

আসুন **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করি,

দোয়া হে বিমারে সিহহত কে তা'লেব, উন পে ফরমা করম রব্বে গালিব।
তুজসে রহম ও করম কি দোয়া হে, ইয়া! খোদা তুজসে মেরী দেয়া হে।
আহ! রঞ্জও আলম নে হে মারা, ইয়া ইলাহী! মুজে দে সাহারা।
এক গামগী দিল কি সদা হে, ইয়া খোদা! তুজসে মেরী দোয়া হে।
মেরী জান আফতো সে ছোঁড়ানা, মোজি আমরায সে বিহ বাঁচানা।
তুজ কো সিদ্দিক কা ওয়াসেতা হে, ইয়া খোদা! তুজসে মেরী দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৩৬-১৩৭)

ঋণ গ্রস্থকে সাহায্য

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা উম্মতের কল্যাণ কামনার ব্যাপারে বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ঘটনাবলী শুনছিলাম। আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن উম্মতের কল্যাণ কামনার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতেন এবং সহানুভূতির কোন সুযোগই হাত ছাড়া হতে দিতেন। এই কারণেই যে, সেই পবিত্র মনিষীদের ফয়যান আজও চারিদিকে অব্যাহত রয়েছে। হযরত বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী সোহরাওয়ার্দী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও উম্মতে মুসলিমার মহান সহানুভূতিশীলদের অন্যতম। দানশীলতা, ভালবাসা, দয়া ও মমতায় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন। তাঁর ধন ভান্ডারের মুখ গরীব এবং হকদার লোকদের জন্য সর্বদা খোলা থাকতো। গরীব ও মিসকিন আসলে তাঁর দরবার থেকে মালামাল হয়ে যেতো। একবার তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কক্ষে ইবাদতে

ব্যস্ত ছিলেন। কয়েতজন দরবেশও তার পাশে বসে ছিলো। হঠাৎ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের জায়নামায থেকে উঠলেন এবং টাকার একটি থলে হাতে নিয়ে বাইরে বের হয়ে গেলেন। দরবেশরাও আশ্চার্য হয়ে তাঁর পেছনে বরে হলো, বাইরে এসে দেখলো যে, কয়েকজন লোক একজন গরীব ব্যক্তিকে নিজেদের প্রদত্ত ঋণ উসূলে বিরক্ত করছে এবং সেই ব্যক্তির নিকট এক পয়সাও ছিলো না। তিনি ঋণদাতাদেরকে ডেকে বললেন: এই থলে নাও এবং এই ব্যক্তির নিকট যত টাকা ঋণ পাবে নিয়ে নাও। একজন ঋণদাতা নিজের প্রদত্ত ঋণ থেকে কিছু টাকা বেশি নিতে চাইলো। সাথে সাথেই তার হাত শুকিয়ে গেলো। চিৎকার করে বললো: হুযুর! ক্ষমা করে দিন, আমি বেশি নেয়া থেকে তাওবা করছি। সাথে সাথেই তার হাত ঠিক হয়ে গেলো। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি তাঁকে দোয়া করতে লাগলো। তিনি দরবেশদের সাথে নিয়ে ফিরে এলেন এবং বললেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে এই ব্যক্তিকে সাহায্য করতে পাঠিয়েছেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এর কাজ হয়ে গেছে।

(ফয়যানে বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী, ৪১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করে তাদের সমস্যার সমাধান করতেন, নিজের পকেট থেকে ব্যয় করে তাদের ঋণ পরিশোধ করতেন এবং তাদের খুশি উপায় সুষ্টি করতেন। কিন্তু আফসোস! এখন অনেকের অবস্থা এমন যে, ✲ তারা নিজের কাজ করানোর জন্য কখনো আপন ভাইকে কষ্ট দিয়ে থাকে তো কখনো কোন প্রতিবেশিকে, ✲ কখনো কাউকে ধমক দিয়ে নিজের কাজ করিয়ে নেয়, তো কখনো ধোকা দিয়ে অন্যের চোখে ধুলা দিয়ে, ✲ কখনো কাউকে ধমক দিয়ে কাবু করে, তো কাউবে মিথ্যা বলে নিজের পথ পরিষ্কার করার চষ্টো করে থাকে। মোটকথা ব্যস তাদের এই চিন্তায় থাকে যে, নিজের কাজ হওয়া চাই, যদিওবা অন্যের কাজ নষ্ট হয়ে যাক।

মনে রাখবেন! দ্বীন ইসলাম মানবতার সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী এবং আপন অনুসারীদেরকেও অপরের কল্যান কামনা করা আর তাদের মঙ্গল করার

শিক্ষা দেয়। মুসলমানদের কল্যাণ কামনায় লিপ্ত থাকা যেমন দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের কারণ, তেমনি আল্লাহর দয়া অর্জনেরও মাধ্যম। যেমনটি

রোগীর সেবা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রোগীর সেবা করাও কল্যাণ কামনার একটি অংশ, আপন মুসলমান বোন এবং মুহরিম আত্মীয় -স্বজনদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদের অসুস্থতাকে অনুধাবন করা, মন তুষ্টি এবং সান্তনা প্রদানের লক্ষ্যে নিজের ব্যস্ততার মধ্যেও সময় বের করে সমবেদনা জ্ঞাপন করার জন্য যাওয়া দ্বীন ও দুনিয়ার উপকারীতা লাভের কারণ হয়।

রেফায়ী সিলসিলার মহান পথ প্রদর্শক হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আহমদ কবীর রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে, তিনি গ্রামের কোন ব্যক্তি অসুস্থ হয়েছে শুনলে তখন তার নিকট গিয়ে তার সেবা করতেন যদিও রাস্তা অনেক দূর হোক না কেন, এবং কখনো কখনো আসা যাওয়াতে এক দুই দিন লেগে যেতো, কখনো এভাবেও হতো যে, তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে অন্ধ ব্যক্তিদের জন্য অপেক্ষা করতেন যদি কোন অন্ধকে পেয়ে যেতো তাহলে তার হাত ধরে গন্তব্য স্থান পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিত। (ফয়যানে সৈয়দ কবীর আহমদ রেফায়ী, ১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো !আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনের জীবন অতিবাহিত করার ধরণ কেমন সুন্দর ছিল কোথাও কারো সাথে সৎ ব্যবহার করেছেন, কখনো অসুস্থদের সেবা করেছেন, কখনো অভাবী এবং বিপর্যস্তদের সাহায্য করতেন, কখনো অন্ধ ব্যক্তিদের কল্যাণ কামনা করতেন। উদ্দেশ্য এটাই যে, প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর خَيْرُ النَّاسِ اَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ অর্থাৎ উত্তম ব্যক্তি সে যে লোকজনের উপকার করে। (জামেউস সগীর, ২৪৬ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪০৪৪) আমলী অনুসরণ হয়ে যায়।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি এই বর্তমান যুগে আমরা সবাই একে অপরের কল্যাণ কামনা ও সহানুভূতিশীল হয়ে যায়, তাহলে তৎক্ষণাৎ দুনিয়ার নকশাও পরিবর্তন হয়ে যাবে। আজও যদি কল্যাণ কামনার মনমানসিকতা আমাদের সমাজে তৈরি হয়ে যায় তাহলে তো হত্যা, লুটতরাজ, প্রতারণা, অসাধুতা, চুরি, মিথ্যা, এবং অসততা, গীবত এবং কুদৃষ্টি যেমন হাজারো পুরাতন ক্ষততে আপনি জর্জরিত, আপনি মরে যাবেন- কিন্তু আহ! এখন তো আপন ভাই -বোনের মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে, আজ মুসলমানদের সম্মান-মর্যাদা তার প্রাণ ও সম্পদ মুসলমানের হাতেই পদদলিত হতে দেখা যাচ্ছে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে ঘৃণা সমূহকে পদদলিত করার এবং মুহাব্বাত বৃদ্ধি করার সামর্থ্য দান করুক।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ানের শেষের দিকে সুন্নাতের ফযীলত, কিছু সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। তাজেদারে রিসালাত হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে মুহাব্বাত করে মূলতঃ সে আমাকে মুহাব্বাত করে, আর যে আমাকে মুহাব্বাত করে সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে। (মিশকাত, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ইতিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাতি ১/৫৫ হাদীস ১৭৫)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা
জান্নাত মে পড়োসি মোজে তুম আপনা বানানা।

মেহমানদারীর সুন্নাত ও আদব সমূহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন ! মেহমানদারীর সুন্নাত এবং আদব সমূহ শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি, মেহমানের উচিত আপন মেজবানীর ব্যস্ততা সমূহের বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা, হযরত মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন, মেহমানের ৪টি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন ঃ (১) যেখানে বসতে দেয়া হয় সেখানে বসে থাকা (২০) যা কিছু তার সামনে উপস্থাপন করা হয় তাতে সন্তুষ্ট থাকা, (এমন যেন না হয় যে, বলতে লাগলো, এর চেয়ে ভালো খাবার তো আমি খেয়ে থাকি, বা এ ধরনের অন্য কথা বলা) (৩) মেজবানীর অনুমতি ব্যতীত ঐখান থেকে না উঠা এবং (৪) যখন ঐখান থেকে চলে যাবে তখন তার জন্য

দোয়া করা। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া কিতাব, বাব, ৫/৩৪৪) ঘরের খাবার ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রকার সমালোচনা করা, না হয় মিথ্যা প্রশংসা করা। মেজবানীও যেন মেহমানকে বিপদের সম্মুখীন হওয়ার মতো প্রশ্ন না করে, যেমন খাবার বা আমাদের খাবার কেমন ছিল? আপনার পছন্দ হয়েছে নাকি হয় নাই? এমন সময় যদি অপছন্দ হওয়ার সত্ত্বে মেহমানদারীর সম্মানার্থে খাবারের মিথ্যা প্রশংসা করলো তো গুনাহগার হবে। এ রকম প্রশ্ন না করা "আপনি পেট ভরে খেয়েছেন নাকি খান নাই? এটার উত্তরে মিথ্যা বলার সম্ভাবনা রয়েছে যে, কম খাওয়ার অভ্যাস বা কম খেতে অভ্যস্ত বা অপারগতার কারণে কম খাওয়ায় দ্বারা জোড়াজুড়ি ও অনুরোধ থেকে বাঁচার জন্য মেহমানকে বলতে হয়, আমি খুব ভালো করে খেয়েছি। মেজবানীর উচিত মেহমানকে সবসময় বলা যে, আরো খান, কিন্তু তাকে জোড়াজুড়ি না করা। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া কিতাব, বাব ৫/৩৪৪) জোড়াজুড়ি করার দ্বারা কখনো অধিক খাওয়া যায় না আর এটি তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়। মেজবানীর উচিত চুপ না থাকা এবং খাবার দিয়ে অন্যত্রে চলে যাওয়া এটাও উচিত নয় বরং ঐখানে উপস্থিত থাকবে। (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া কিতাব, বাব ৫/৩৪৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ২

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সবচেয়ে বেশি আমার নিকটবর্তী সেই ব্যক্তি হবে, যে সবচেয়ে বেশি দুনিয়ায় আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে।[১]

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: কিয়ামতে সবচেয়ে আরামে সেই হবে, যে **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সাথেই থাকবে আর **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সহচর্য লাভের মাধ্যম হলো অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। এ থেকে জানা গেলো যে, দরূদ শরীফ হলো উত্তম একটি নেকী, সমস্ত নেকী দ্বারা জান্নাত পাওয়া যায় আর এর দ্বারা **জান্নাতের দুলহা** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে পাওয়া যায়।[২]

তাই তো আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন:

হাশর মে কিয়া কিয়া মযে ওয়রফতগী কে লু রযা,
লুট জাও পা কে ওহ দামানে আলী হাত মে। (হাদায়িকে বখশীশ, ১০৪ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হে রযা! হাশরের ময়দানে **আল্লাহ** এবং **তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন আপন আশিক ও প্রেমিকদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করবেন,

১. তিরমিযী, আবওয়াবুল বিতর, বাবু মাজাআ ফি ফযলিস সালাত..., ২/২৭, হাদীস ৪৮৪।
২. মিরাতুল মানাজিহ, ২/১০০।

তখন এই অবস্থায় আমার অবস্থা কিরূপ হবে? ব্যস আমি তো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আঁচল ধরে নিবো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।(১)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوۡبُوۡا اِلَى الله!, اُذۡكُرُ الله!, صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুহাররামুল হারামের বরকতময় মাস অব্যাহত আছে, এই মুবারক মাস শহীদানে কারবালা এবং বিশেষকরে ইমামে আলী মকাম, সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ এর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কীত, এরই প্রসঙ্গক্রমে আজকের বয়ানে আমরা ইমামের আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ এর তাকওয়া ও পরহেযগারী, সদকা ও খয়রাত, ফাযায়িল ও ফযিলত, শান ও মহত্ব, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর তাঁর প্রতি ভালবাসা ও বিশেষকরে তাঁর ইবাদতের প্রতি আগ্রহ ও ইবাদতের ঘটনাবলী এবং শেষদিকে আশুরার (১০ মুহাররম) দিনের রোযা রাখার ফযিলত সম্পর্কে মাদানী ফুল শ্রবণ করবো। আহ! যেনো আমাদের এই বয়ানটি ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শ্রবণ করা নসীব হয়ে যায়। আসুন সর্বপ্রথম একটি ঘটনা শ্রবণ করি:

ইমাম হোসাইনের প্রতি ভালবাসার প্রতিদান

হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা আব্দুর রহমান ইবনে জাওযী رَحۡمَةُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: একবার আমর বিন লাইসের সামনে তার সমস্ত বাহিনীকে জড়ো করা হলো, আমর বিন লাইস যখন নিজের বাহিনীর এই আধিক্য দেখলো তখন কেঁদে দিলো এবং মনে মনে বলতে লাগলো, আহ! যদি ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُ এর শাহাদতের সময় আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম এবং আমার সাথে এত বড় বাহিনী থাকতো তবে আমি নিজের প্রাণ, শান ও শওকত এবং পুরো বাহিনীকে তাঁর প্রতি কুরবান করে দিতাম। সেই যুগের কোন অলীর স্বপ্নে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হলো, তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমর বিন লাইসকে বলে দাও যে, তার মনে যে খেয়াল এসেছে, আমি তা জানি এবং আমি তার ইচ্ছাকে কবুল করে নিয়েছি, **আল্লাহ পাক** তোমার এই ইচ্ছা এবং খেয়ালের মহান প্রতিদান প্রদান করবেন। যখন স্বপ্নদ্রষ্টা আমন বিন লাইসকে এই সুসংবাদ শুনালেন তখন সে খুশিতে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো এবং তার চোখ দিয়ে অশ্রুর ধারা প্রবাহিত হতে লাগলো।[১]

১. বুস্তানুল ওয়ায়েজিন, মজলিশ ফি ফযলে ইয়াওমে আশুরা ওয়া মাজাআ ফিহি, ২৪০ পৃষ্ঠা।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা, যেই সৌভাগ্যবান নিজের তোয়াক্কা না করে শুধু অন্তরে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জন ও **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্পর্ক ও সম্মানের কারণে ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করে, নিজের অন্তরে তাঁর খেদমত করার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তবে সেই সৌভাগ্যবানের প্রতি অবশ্যই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহ হয়ে থাকে, যেমনটি বর্ণনাকৃত ঘটনায় নিজের একজন গোলামের স্বপ্নে তাশরীফ এনে আমর বিন লাইসের জন্য সুসংবাদ ইরশাদ করেন এবং তার অন্তরে আসা খেয়ালকে আপন দরবারে কবুল করে নিলেন। আসুন! শুনি যে, আমর বিন লাইসের ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর প্রতি ভালবাসার কারণে কি মর্যাদা লাভ করে।

ইমাম হোসাইনের প্রতি ভালবাসার কারণে মাগফিরাত হয়ে গেলো

খোরাসানের শাসক আমর বিন লাইসকে ইন্তিকালের পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: **আল্লাহ পাক** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: **দয়ালূ আল্লাহ** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করা হলো: কোন কারণে? তিনি বললেন: একবার আমি পাহাড় থেকে আমার সৈন্যবাহিনীর আধিক্য দেখে খুশি হলাম, তখন আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম, আহ! যদি আমি সেই সময় কারবালার ময়দানে থাকতাম, যখন এজিদের বাহিনী ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এবং অন্যান্য আহলে বাইতের উপর অত্যাচার ও নীপিড়ন করছিলো, তবে আমি তাঁর কিছু খেদমত করতে পারতাম। তো **দয়ালূ আল্লাহ** এই নিয়তের কারণেই আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এটাই বাস্তবতা, যে ইসলামী বোন নিজের অন্তরে আহলে বাইত এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ভালবাসা জড়িয়ে নেয়, সে দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত সমূহ থেকে অংশ পেয়ে থাকে, কেননা পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এমনই, যেমন **প্রিয়**

১. মাদারিজুন নবুয়ত, বাবুন নাহম যিকরে হুকুক আনহাদরাত, ১/৩০৫।

নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসা। পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য কল্যাণের উৎস। এমনকি পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত লাভের মাধ্যম। যেমনটি

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ওসীলা অর্জন করতে চায় এবং এটা চায় যে, আমার দরবারে তার কোন খেদমত হোক, যার কারণে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করবো, তার উচিৎ যে, আমার আহলে বাইতের খেদমত করা এবং তাঁদের খুশি করা।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও উচিৎ যে, পবিত্র আহলে বাইত এবং বিশেষকরে সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর পবিত্র চরিত্রের আলোকিত দিক সমূহের উপর আমল করা, এই সম্মানিত ব্যক্তিত্বকে খুবই আদব ও সম্মান করা, তাঁদেরকে মন ও প্রাণ দিয়ে ভালবাসা, কেননা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাসানাঈন করীমাঈনদের খুব ভালবাসতেন।

হাসানাঈন করীমাঈনের প্রতি ভালবাসা

হযরত সায়্যিদুনা আবু আইয়ুব আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: আমি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলাম, তখন হাসানাঈন করীমাঈন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُمَا **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কোলে খেলা করছিলেন। আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি তাঁদেরকে ভালবাসেন? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি তাঁদেরকে ভালবাসবো না কেন, তাঁরা তো আমার দু'টি ফুল, যার সুবাশ আমি নিয়ে থাকি।[২]

কিস যবাঁ সে হো বয়াঁ ইযযো ও শানে আহলে বাইত,
মদহে গোয়ে মুস্তফা হে মদহে খোয়ানে আহলে বাইত।
মুস্তফা ইজ্জত বাড়ানে কে লিয়ে তাযিম দে,
হে বুলন্দ ইকবাল তেরা দুদমানে আহলে বাইত। (যওকে নাত, ১০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. বারাকাতে আলে রাসূল, ১১০ পৃষ্ঠা।
২. মু'জামু কবীর, ৪/১৫৫, হাদীস ৩৯৯০।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাক ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে অসংখ্য বিশেষত্ব এবং শান ও মহত্ব দ্বারা ধন্য করেছেন, তাঁর ইবাদত ও রিয়াযত, তাকওয়া ও পরহেযগারীর ঘটনাবলী শ্রবণ করার পূর্বে তাঁর সংক্ষিপ্ত আলোচনা এবং পরিচিতি (Introduction) শ্রবণ করি।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

☆ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জন্ম ৫ শাবান ৪র্থ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছে। ☆ তাঁর নাম **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **"হুসাইন"** এবং **"শাব্বির"** রেখেছেন। ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর উপনাম **"আবু আব্দুল্লাহ"** এবং উপাধী **"সিবতু রাসূলিল্লাহ"** আর **"রায়হানাতুর রাসূল"**। ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ জান্নাতী যুবকদের সর্দার।[১] ☆ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর কানে আযান দিয়েছেন।[২] ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খুবই দানশীল এবং নেক স্বভাবের ছিলেন। ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কয়েকবার হজ্ব পায়ে হেঁটে করেছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা মুসআব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ মদীনা মুনাওয়ারা থেকে পায়ে হেঁটে (২৫টি) হজ্ব করেছেন।[৩] ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং তাঁর আব্বাজান আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে ইলমে দ্বীনের অশেষ ভান্ডার পেয়েছেন। ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর জ্ঞানগর্ব কথাবার্তা (Discourse) খুবই হৃদয়াঙ্গম হতো, মানুষের এরূপ ইচ্ছা হতো যে, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যেনো চুপ হয়ে বসে না থাকেন বরং জ্ঞান ও প্রজ্ঞার মাদানী ফুল ছড়াতে থাকেন। ☆ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **আপন নানাজান** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, আব্বজান, আম্মাজান এবং আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللهُ عَنْهُم থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বর্ণনা করেন।

---

১. সিয়রে আলামুন নিবালা, আল হুসাইনুশ শহিদ..., ৪/৪০২-৪০৪।
২. কানযুল ঈমান, ১৬তম অংশ, ৮/২৫২। হাদীস ৪৫৯৯৩।
৩. আসাদুল গা'বা, আল হোসাইন বিন আলী, ২/২৮, নম্বর ১১৭৩।

✯ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর জ্ঞানের আসর স্থায়ীভাবে মসজিদে নববীতে হতো, যাতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ মানুষকে ফিকাহের মাসআলা সম্পর্কে অবহিত করতেন। ✯ হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ১০ মুহাররামুল হারাম ৬১ হিজরীতে কারবালার ময়দানে শাহাদত বরণ করেন।

কিয়া বাত রযা উস চমনিস্তানে করম কি,
যাহরা হে কলি জিস মে হোসাইন অউর হাসান ফুল। (হাদায়িকে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

ইমাম হোসাইনের ইবাদত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র চরিত্রের আলোকিত অংশ থেকে জানা গেলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সকল গুণাবলীতে নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন, কিন্তু এই গুণাবলী তাঁর নিকট তাঁরই পরিবার থেকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কেননা সন্তানের শিক্ষার সর্বপ্রথম পাঠশালা (স্কুল) হলো তার ঘর, সন্তানের সর্বপ্রথম শিক্ষক হলেন পিতামাতা এবং তাঁর পরিবার ছিলো ওহী ও ইলহামের কেন্দ্রবিন্দু আর জ্ঞান ও ঝর্ণাধারা, তাঁর পরিবার ছিলো সমগ্র জগতের ঈর্ষনীয় ও তাজাল্লীর কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর পরিবার ছিলো ইবাদত ও রিয়াযত এবং দানশীলতার কেন্দ্রবিন্দু, তাঁর পরিবার ছিলো যুহদ ও তাকওয়া এবং পরহেযগারীর উৎস. তাঁর পরিবার ছিলো গরীবের চাহিদা পূরণকারী এবং দুঃখীদের আশ্রয়স্থল, তাঁর তো শিশুকাল থেকেই শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এমন বরকতময় নূরানী ও আধ্যাত্মীক পরিবেশ লাভ করেছিলেন যে, **উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কোল থেকেই শিক্ষা অর্জিত হয়েছে, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিশেষ ফয়যান অর্জিত হয়েছে, এই কারণেই তো,

হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ জ্ঞান বিজ্ঞানে অনন্য ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ঈসার ও তাওয়াক্কুলের অধিকারী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সাহস ও বীরত্বে অতুলনীয় ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ তাকওয়া ও পরহেযগারীর অধিকারী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সদকার ও খয়রাতের অতুলনীয় উদাহরণ ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ সর্বাবস্থায় ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতায় অভ্যস্ত ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কল্যাণের কাজে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহণকারী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ইবাদত ও রিয়াযতের অধিকারী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ নফল ইবাদত এবং অধিকাহারে কোরআন তিলাওয়াতের আগ্রহী ছিলেন, এমনকি অসংখ্য বর্ণনায় তাঁর ইবাদত ও রিয়াযত, নফল নামায এবং কল্যাণমূলক কাজে অগ্রগামী হয়ে অংশগ্রহণ করার আলোচনা পাওয়া যায়, আসুন! তাঁর ইবাদত সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা শ্রবণ করি:

নিয়মিত নামায রোযার অনুসারী

১. আল্লামা ইবনে আসীর জাযরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: كَانَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَاضِلًا كَثِيْرَ الصَّوْمِ وَالصَّلٰوةِ وَالْحَجِّ وَالصَّدَقَةِ وَاَفْعَالِ الْخَيْرِ جَمِيْعِهَا অর্থাৎ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ অধিকহারে নামায পড়তেন, রোযা রাখতেন, হজ্ব করতেন, সদকা ও খয়রাত দিতেন এবং সমস্ত কল্যাণমূলক কাজে অংশগ্রহণ করতেন।[১]

২. তাঁর সন্তান হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমার সম্মানিত আব্বাজান হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ দিন এবং রাতে এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন।[২]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ কিরূপ ইবাদতের আগ্রহী ছিলেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ অধিকাহরে রোযা রাখতেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ অধিকহারে নফল নামায আদায় করতেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ অধিকহারে সদকা ও খয়রাত দিতেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ অধিকহারে নেক আমল করতেন, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হজ্ব আদায়ে আগ্রহী ছিলেন, মোটকথা

---

১. আসাদুল গা'বা, আল হোসাইন বিন আলী, ২/২৮, নম্বর ১১৭৩।
২. আকদুল ফারিদ, বাবু মান কালামি যিহাদ ওয়া আখবারিল ইবাদ, ৩/১১৪।

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর জীবনের রাতদিন **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য ও বাধ্য এবং ইবাদত ও রিয়াযতে অতিবাহিত করেছেন এবং কোন মুহুর্ত (Moment) উদাসীনতায় কাটাননি বরং সর্বদা অন্তর **আল্লাহ পাকের** স্মরণে লিপ্ত থাকতো আর মুখ **আল্লাহর** যিকিরে ব্যস্ত থাকতো, যেনো তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উটতে বসতে, চলতে ফিরতে, পানাহার করতে, ঘুমানো ও জাগ্রত অবস্থায় মোটকথা সর্বাবস্থায় **আল্লাহ পাকের** যিকির করতেন এবং বিশেষ করে নামায আদায়ের প্রতি খুবই মনযোগী থাকতেন আর খুবই আগ্রহ ও উদ্দীপনায় নামায আদায় করতেন, কেননা নামাযের শিক্ষা শিশুকাল থেকেই **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে অর্জন হয়েছিলো, এটি প্রশিক্ষণেরই ফয়েয ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফরয নামাযের পাশাপাশি অধিকহারে নফল নামাযও আদায় করতেন।

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! উৎসর্গিত হয়ে যান! রাসূলের নাতি হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইবাদত ও রিয়াযতের আগ্রহের প্রতি যে, জান্নাতি যুবকদের সর্দার, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবী, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আহলে বাইতে মুস্তফার অন্তর্ভূক্ত, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহজাদা, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কলিজার টুকরো, হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **উভয় জগতের মালিক ও মুখতার, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নাতি, কিন্তু তারপরও ফরযের পাশাপাশি অধিকহারে নফল নামায আদায় করছেন।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَہُمُ اللّٰہُ الۡمُبِیۡن অধিকহারে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত ও অধিকহারে নফল নামায আদায় করতেন, আর অপরদিকে আমাদের অবস্থা এমন যে, ফরয নামাযের বেলায় উদাসীনতা দিনদিন বেড়েই চলছে, কানে আযানের আওয়াজ আসে কিন্তু আমরা আমাদের কাজকর্মের ব্যস্ততার বাহানা দিয়ে বা অলসতার (Laziness) কারণে নামায কাযা করে দেয়াতে লজ্জা অনুভব করছি না আর গুনাহের বেলায় তো আমাদের অলসতা খুব দ্রুত প্রাণ পরিবর্তন হয়ে যায়। অনেকে তো এমনও মুখ পাতলা হয়ে

থাকে যে, যখন তাদেরকে দ্বীনের প্রতি সহানুভূতিশীলা কোন ইসলামী বোন বুঝাতে গিয়ে নেকীর দাওয়াত দেয় এবং নামায আদায় করার উৎসাহ দেয় তবে বলে “إِنْ شَآءَ الله **আগামী শুক্রবার থেকে আবারো শুরু করবো বা রমযান থেকে নিয়মিত নামায আদায় করবো**” এভাবে কোন ধরনের লজ্জা ও দ্বিধা না করেই খুবই নির্লজ্জতার সহিত مَعَاذَ الله এই বিষয়টি যেনো ঘোষণা করছে যে, আমরা নামায বর্জন করার এই কবীরা গুনাহটি শুক্রবার পর্যন্ত বা রমযানুল মুবারক পর্যন্ত অব্যাহত রাখবো। সম্ভবত এই কারণেই আজ আমাদের ঘরে একতা নেই, প্রতিদিন ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকে, প্রত্যেকেই আয় রোজগারে বরকত হীনতার কারণে চিন্তিত (Worried), কোথাও পিতামাতা অবাধ্য সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট, তো কোথাও ভাই ভাই বা ভাই বোনের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

সন্তানকে উত্তম শিক্ষা দিন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সম্ভবত এটাই কারণ যে, আমরা **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর প্রতি আমল করা ছেড়ে দিয়ে দিনরাত তাঁদের অবাধ্যতা মূলক কাজে লিপ্ত হয়ে গিয়েছি, শুধু আমরা নিজেরা নামায থেকে দূরে যাইনি বরং আমাদের সন্তান এবং পরিবারের সদস্যরাও নামায থেকে দূরে সরে যাচ্ছে আর আমরা আমাদের সন্তানদের উত্তম শিক্ষা দিচ্ছি না, তাদেরকে নামাযের মানসিকতাও দিচ্ছি না, অথচ আমাদের সন্তানদেরকে উত্তম শিক্ষা দেয়া উচিৎ এবং শিশুকাল থেকেই তাদেরকে নামাযের মানসিকতা দেয়া উচিৎ।

মনে রাখবেন! যদি সন্তানদের শিশুকাল থেকেই নাজায়িয ও হারাম কাজ থেকে বাঁচিয়ে তাদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি মনযোগ দেয়া হয় তবে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতার তার সাথী হবে, যেমনটি সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শিশুকালেই উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বরকতে অসংখ্য গুণাবলীর অধিকারী হয়েছেন, সুতরাং পিতামাতার উপর আবশ্যক যে, শিশুদের উত্তম প্রশিক্ষণ দেয়া, অন্যথায় কাল কিয়ামতের দিন এসম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেমন

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এক ব্যক্তি বলেন: নিজের সন্তানদের উত্তম শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দাও, কেননা তোমার থেকে তোমার সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে যে, তুমি তার কিরূপ প্রশিক্ষণ করেছো এবং তুমি তাকে কি শিক্ষা দিয়েছো।[১]

মনে রাখবেন! যদি আমরা আমাদের সন্তানদের সংশোধনের চেষ্টা না করি এবং তাদেরকে নিয়মিত নামায, রোযার অভ্যস্ত না করি, তবে কিয়ামতের দিন লাঞ্ছনার (Disgrace) পাশাপাশি দুনিয়াবী ক্ষতি এরূপ হবে যে, বড় হয়ে আমাদের কথা শুনবে না, আমার উপর চোখ রাঙ্গাবে এবং প্রতিদিন আমাদের চিন্তা বৃদ্ধি করতে থাকবে, কিন্তু তখন আফসোস করা ছাড়া আর কোন কিছুই করার থাকবে না।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কোরআন তিলাওয়াতের প্রেরণা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে ইবাদতের উৎসাহী ছিলেন এবং অধিকহারে নফল নামায আদায় করার আগ্রহী ছিলেন, তেমনিভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অধিকাহরে কোরআন তিলাওয়াত করারও অনেক বেশি আগ্রহী ছিলেন। আসুন! তাঁর অধিকহারে কোরআন তিলাওয়াত করা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শা'আবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: رَاَیۡتُ الۡحُسَیۡنَ یَتَخَتَّمُ فِیۡ شَہۡرِ رَمَضَان অর্থাৎ আমি দেখেছি সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ রমযানুল মুবারকে সম্পূর্ণ কোরআন মজিদ খতম করতেন।[২]

১. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুকুকুল আউলাদু ওয়াল আহলিইন, ৬/৪০০, হাদীস ৮৬৬২।
২. সিয়রে আলামুন নিবালা, আল হোসাইন ইবনে আলী, ৪/৪১০।

কোরআনের আমলদার আলিম

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ কোরআনের আমলদার আলিম, তাকওয়া ও পরহেযগারিতার অধিকারী, খোদাভীতি সম্পন্ন এবং দানশীল ছিলেন।(১)

কোরআন তিলাওয়াত ও নামাযের প্রতি ভালবাসা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর কোরআনে করীম এবং নামাযের প্রতি ভালবাসার অনুমান এই বিষয়টি দ্বারা করুন যে, ৯ মুহাররামুল হারাম যখন এজিদ বাহিনীকে শান্ত করার আশার শেষ হয়ে গেলো তখন ইমামের আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাঁর ভাইকে বললেন: যেকোন ভাবে এই যুদ্ধ আগামীকাল পর্যন্ত বিলম্বিত করুন এবং আজ রাতটি আমি **আল্লাহ**র ইবাদতের জন্য পেয়ে গেলে তবে খুব ভাল হয়, তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাঁর ভাইকে বললেন:

যদি সুযোগ পাই তবে আজকের রাতে নামায, দোয়া এবং ইস্তিগফারে অতিবাহিত করবো, কেননা আমি **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্যই নামায এবং কোরআন তিলাওয়াতকে ভালবাসি এবং অধিকহারে দোয়া ও ইস্তিগফার করা আমার অভ্যাস।(২)

একটু ভাবুন তো! যখন চারিদিকে শত্রুরা জমায়েত হচ্ছে, বিপদের উপর বিপদ এবং পরীক্ষার উপর পরীক্ষা আসছে, পান করার জন্য পানি পাওয়া যাচ্ছে না তখন আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এই আশাই করবো যে, আহ! যদি কোনভাবেই এই বিপদ থেকে মুক্তি পেয়ে যেতাম, কোনভাবে এই বিপদ দূর হয়ে যেতো, কিন্তু সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর আকাঙ্ক্ষা দেখুন, কি বলছেন তিনি, এই রাতটাও যদি ইবাদত করার জন্য পেয়ে যাই, এই রাতটাও যদি কোরআন তিলাওয়াত করার জন্য পেয়ে যাই, এই রাতটাও যদি দোয়া ও

১. শাহাদাতে নাওয়াসায়ে সায়্যিদুল আবরার, ৪৭৩ পৃষ্ঠা।
২. আল কামিলু ফিত তারিখ, ৩/৪১৫।

মুনাজাতের জন্য পেয়ে যাই, আসলে এটা ঐ ইবাদতের আগ্রহ ছিলো যে, কারবালার ময়দানে এত বিপদাপদ আসার পরও এই প্রেরণায় ভাটা পরেনি এবং কারবালার ময়দানে দশদিন কোন নামায কাযা করেননি, ইবাদতের প্রতি ভালবাসার অবস্থা এমন ছিলো যে, শেষ মুহুর্তে নিজের মুবারক মাথা **আল্লাহ**র দরবারে নত করলেন এবং সিজদা অবস্থায় শাহাদত বরণ করলেন।

সদকা ও খয়রাত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইবাদতের ঘটনাবলী শ্রবণ করছিলাম, যেমনিভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ফরয ও ওয়াজিব সমূহ নিয়মিত আদায় করার পাশাপাশি অধিকহারে নফল নামায আদায় করতেন, তেমনিভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অধিকহারে নফল সদকা ও খয়রাত করতেন, গরীব ও মিসকিনদের সাহায্য করতেন, কেননা তা তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পারিবারিক ভাবে পেয়েছেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আহলে বাইতের দানশীল পরিবারের সন্তান ছিলেন, তাই দানশীলতা এবং **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করাতে কারো থেকে কম ছিলেন না, তাঁর স্বত্বায় সদকা ও খয়রাতের প্রেরণা এমনভাবে ভরা ছিলো যে, অনেক সময় তো নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসও আপন মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজনীয়তার প্রতি উৎসর্গ করে দিতেন। আসুন! তাঁর সদকা ও খয়রাত সম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করি।

দয়ালূ হোক এমনই

একবার এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের অভাব অনটন ও দারিদ্রতার অভিযোগ করলো, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: কিছুক্ষণ বসো! আমার ভাতা আসছে, ভাতা আসার সাথেসাথেই আমি আপনাকে বিদায় দিবো। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পক্ষ থেকে এক এক হাজার দিনারের পাঁচটি থলে তাঁর দরবারে উপস্থাপন করা হলো। বার্তা বাহক আরয করলো: সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যে, সামান্য কিছু মুদ্রা

রয়েছে, এগুলো গ্রহণ করে গরীবদের মাঝে বিতরন করে দিন। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সমস্ত মুদ্রা সেই গরীবকে দিয়ে দিলেন এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন যে, তাকে অপেক্ষা করতে হলো।[১]

ভুকে রেহতে থে খুদ অউরোঁ কো খিলা দেতে থে
কেয়সে সাবের থে মুহাম্মদ কে ঘরানে ওয়ালে

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে দু’টি মাদানী ফুল অর্জিত হলো:

প্রথম মাদানী ফুল

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সদকা ও খয়রাত করা এবং গরীব, অভাবী, নিঃস ও অসহায়দের সাহায্য করাতে অভ্যস্ত ছিলেন, যেমনটি এখনই আমরা শুনলাম তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সমস্ত মুদ্রাগুলো সাথেসাথে গরীব ও অসহায়কে দান করে দিলেন কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমরা কৃপণতা করি এবং সদকা ও খয়রাত করার ব্যাপারে অলসতা করি, যদি কোন অভাবী ইসলামী বোন এসেও যায় তবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাকে সাহায্য করি না এবং যদি কখনো কাউকে সাহায্য করার তৌফিক হয়েও যায় তবে প্রসিদ্ধি ও লোকিকতার আপদে লিপ্ত হয়ে যাই। মনে রাখবেন! সদকা ও খয়রাত করাতে প্রকাশ্যভাবে সম্পদ তো কমে যায় কিন্তু আসলে বরকতই বরকত হয়ে থাকে।

সদকা দেয়াতে সম্পদ কমে না

আমরা **গুনাহগারদের ভালবাসা পোষণকারী আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَانَقَصَ مَالٌ مِنۡ صَدَقَۃٍ অর্থাৎ সদকা দেয়াতে সম্পদ কমে না।[২]

১. কাশফুল মাহজুব, বাবু যিকরি আইম্মাতুহুম মিন আহলিল বাইত, ৭৭ পৃষ্ঠা।
২. মু’জামু আওসাত, মান ইসমুহু আহমদ, ১/৬১৯, হাদীস ২২৭০।

দ্বিতীয় মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর ঘটনাবলী থেকে আমরা এই দ্বিতীয় মাদানী ফুলটি পেলাম যে, সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বিনয় ও নম্রতার অধিকারী ছিলেন, তাইতো একটু দেরি হওয়াতে সেই ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাইলেন, অথচ তাঁর জন্য ক্ষমা চাওয়ার প্রয়োজন ছিলো না, কিন্তু তবুও ক্ষমা চাইলেন, আর যদি আমরা আমাদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা করি তবে বিনয় ও নম্রতা তো দূরের বিষয়, আমরা ভুলে উপর ভুল (Mistakes) করার পরও তার কোন তোয়াক্কা করিনা এবং গোয়ার্তুমি করে বলতে শুনা যায় যে, **যে আমার সাথে ঝগড়া করবে, আমি তাকে ছাড়বো না, যে আমাকে একটি কথা শুনাবে, আমি তাকে দশটি কথা শুনাবো, যে আমাকে কষ্ট দিবে, আমি তার বেঁচে থাকা হারাম করে দিবো,** আর আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তো নিজের সাথে খারাপ ব্যবহারকারীদের সাথেও সদাচরণ করতেন, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তো ভুল না হওয়ার পরও ক্ষমা চেয়ে নিতেন, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তো গালি প্রদানকারীদেরও দোয়া করতেন, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن তো মনে কষ্ট প্রদানকারীদেরকেও মার্জনা করে দিতেন আর অপর দিকে আমরা, ইসলামী বোনদের মনে কষ্ট দিয়ে থাকি, আমরা জেনে শুনে মানুষকে কষ্ট দিয়ে থাকি, আমরা মানুষের গীবত করি, আমরা অন্যায়ভাবে অপরের জিনিস আত্মসাৎ করে নিই, আমরা ইসলামী বোনদের নিয়ে হাসি ঠাট্টা করি, আমরা অপরের থেকে প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজতে থাকি, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, এই মন্দ স্বভাব (Bad Habits) ছেড়ে আমাদের পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে ক্ষমা ও মার্জনা, ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, সহনশীলতা, নম্রতা এবং বিনয়ের অভ্যাস গড়ুন, কেননা বিনয় ও নম্রতায় অভ্যস্তরা অসংখ্য উপকারীতা অর্জন করে আর অহঙ্কার ও কথায় কথায় ঝগড়া করতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়াদের ঘৃণা করা হয়ে থাকে।

নম্রতা অবলম্বন করুন

হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: যে **আল্লাহ পাকের** জন্য নম্রত অবলম্বন করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করবেন, ব্যস সে নিজেকে দূর্বল মনে করবে কিন্তু মানুষের দৃষ্টিতে সে মহৎ হবে এবং যে অহঙ্কার করবে, **আল্লাহ পাক** তাকে অপদস্ত করবেন, ব্যস সে মানুষের দৃষ্টিতে ছোট হয়ে যাবে কিন্তু নিজেকেবড় মনে করবে, এক পর্যায়ে সে মানুষের দৃষ্টিতে শুকরের চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যায়।(১)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কয়েকটি সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য করছি, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।(২)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর **"১০১ মাদানী ফুল"** পুস্তিকা থেকে সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সমস্ত সুরমার মধ্যে সর্বোত্তম সুরমা হচ্ছে **'ইসমাদ'** কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পলক গজায়।(৩) ★ পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই। ★ শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত।(৪) ★ সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি: (১) কখনো উভয়

১. মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা, কিতাবুয যুহুদ, ১৯/১৪৪, হাদীস ৩৫৬০২।
২. মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল ঈমান, ১/৫৫, হাদীস ১৭৫।
৩. ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তুহফা, বাবুল আহলি বিল ইসমাদ, ৪/১১৫, হাদীস ৩৪৯৭।
৪. মিরআতুল মানাজিহ, ৬/১৮০।

চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই দুই শলাই আর শেষে এক শলাই সুরমা উভয় চোখে লাগান।[১] ★ এরূপ করাতে اِنْ شَآءَ الله তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। ★ আদব ও সম্মানের যতগুলো কাজ রয়েছে সবই আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক থেকে শুরু করতেন, সুতরাং প্রথমে ডান চোখে অতঃপর বাম চোখে লাগান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অযু করার পর সূরা কদর পাঠ করার ফযীলত

হাদীস শরীফে রয়েছে: "যে (ব্যক্তি) অযু করার পর এক বার সূরা কদর পাঠ করবে, তবে সে সিদ্দীকিনদের অন্তর্ভূক্ত আর যে ব্যক্তি দুই বার পাঠ করবে, তাকে শহীদগণের মধ্যে গন্য করা হবে এবং যে ব্যক্তি তিন বার পাঠ করবে, তবে **আল্লাহ্ পাক** তাকে হাশরের ময়দানে আপন নবীগণের সাথে রাখবেন।

(কানযুল উম্মাল, ৯/১৩২, হাদীস ২৬০৮৫। আল হাভী লিল ফতোওয়া লিস সুয়ূতী, ১/৪০২-৪০৩)

১. শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৮, হাদীস ৬৪২৮।

বয়ান: ৩

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কাব رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আরয করেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করি, আমি আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করার জন্য কতটুকু সময় নির্ধারণ করবো? ইরশাদ করলেন: যতটুকু ইচ্ছা করে নাও। তিনি আরয করলেন: দিনের এক চতুর্থাংশ সময়? ইরশাদ করলেন: যতটুকু ইচ্ছা করে নাও, কিন্তু যদি বেশি দরূদ শরীফ পড়ো তবে উত্তম। আরয করলেন: দিনের এক তৃতীয়াংশ সময়? ইরশাদ করলেন: যতটুকু ইচ্ছা করে নাও, কিন্তু যদি বেশি পড়ো তবে উত্তম। আরয করলেন: দিনের অর্ধেক সময়? ইরশাদ করলেন: যতটুকু ইচ্ছা করে নাও, কিন্তু যদি বেশি পড়ো তবে উত্তম। আরয করলেন: আমি পুরো দিন আপনার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবো। ইরশাদ করলেন: তবে তো এই আমল তোমার দুঃখ কষ্টের জন্য যথেষ্ট হবে এবং তোমার ক্ষমা প্রাপ্তির কারণ হবে।[১]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِیَّةُ الْمُؤْمِنِ خَیْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।[২]

১. মুসতাদরিক, কিতাবুত তাফসীর, আবু আকসারু ওয়া আলাইয়াস সালাত.., ৩/১৯৮, হাদীস ৩৬৩১।
২. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুহাররামুল হারাম মাস আমাদের মাঝে বিরাজ করছে, এই মাস প্রতি বছর আমাদেরকে কারবালার শহীদদের আর বিশেষকরে **প্রিয় মুস্তফা**র নাতি, সৈয়্যিদুশ শুহাদা, ইমামে আলী মকাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর স্মরণ করিয়ে দেয়, কেননা আজ থেকে অনেকদিন পূর্বে একষট্টি (৬১) হিজরী ইসলামের ইতিহাসে হক ও বাতিলের মাঝে একটি মহান যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিলো, যাকে কারবালার যুদ্ধ নামে স্মরণ করা হয়, এই যুদ্ধে কারবালার শহীদগণের رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ দৃঢ়তা সমস্ত হক পন্থিদের বাতিলের সামনে অটল থাকা এবং প্রয়োজনে দ্বীনে ইসলামের জন্য প্রাণ বিসর্জন দেয়ার মহান শিক্ষা দিয়েছে। যদি সুলতানে কারবালা, হযরত সায়্যিদুনা ইমামে আলী মকাম,

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ চাইতেন তবে এজিদ বাহিনীকে ধ্বংস করে দিতে পারতেন কিন্তু ক্ষমতা ও শক্তি থাকার পরও রক্ত পিপাসুদের প্রতিও মহানুভবতা প্রদর্শন করেন এবং যুদ্ধ নিজ থেকে সূচনা করেননি বরং তিনি শেষ সময় পর্যন্ত তাদেরকে বুঝাতে থাকেন এবং **আল্লাহ পাকে**র আযাবের প্রতি ভীত করতে থাকেন। কারবালার ময়দানে দলীল পুর্ণ করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ তাঁর ঘোড়ায় আরোহন করে এজিদ বাহিনীর দিকে গমন করলেন এবং যাকিছু বর্ণনা করলেন, তার প্রতিটি শব্দ মহানুভবতার পরিচায়ক ছিলো।

তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন: হে লোকেরা! আমার কথা শুনো এবং তাড়াহুড়ো করো না, যতক্ষণ আমি তোমাদের ঐ বিষয় সম্পর্কে উপদেশ করবো না যে, যা আমার উপর আবশ্যক হয়ে গেছে এবং আমার আসার কারণ বর্ণনা করবো না। ব্যস যদি তোমরা আমার অপারগতা গ্রহণ করে নাও, আমার কথা স্বীকার করো এবং আমার ব্যাপারে ন্যায় করো তবে তোমরা এই বিষয়ে সফল হয়ে যাবে আর তোমাদের নিকট আমার ব্যাপারে কোন প্রশ্নও করা হবে না। হ্যাঁ! যদি তোমরা আমার অপারগতা গ্রহণ না করো তবে শুনে রাখো! অতঃপর এই আয়াতে মুবারাকা তিলাওয়াত করলেন:

فَاَجْمِعُوْۤا اَمْرَكُمْ وَ شُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ اَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوْۤا اِلَیَّ وَ لَا تُنْظِرُوْنِ ﴿۷۱﴾

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৭১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং তোমরা সম্মিলিত হয়ে কাজ করো এবং নিজেদের মিথ্যা উপাস্যগুলো সহকারে তোমাদের কাজ পাকাপাকি করে নাও। যেন তোমাদের কাজে তোমাদের কোন সংশয় না থাকে। অতঃপর যা সম্ভবপর হয় আমার ব্যাপারে করে নাও! এবং আমাকে অবকাশ দিও না।

اِنَّ وَلِیِّ‍َۧ اللّٰهُ الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ ۖۚ وَ هُوَ یَتَوَلَّی الصّٰلِحِیْنَ ﴿۱۹۶﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় আমার অভিভাবক **আল্লাহই**; যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং তিনি সৎকর্ম পরায়নকারীদের ভালবাসেন।

অতঃপর তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ **আল্লাহ পাকের** হামদ ও সানা করার পর (সেই এজিদ বাহিনীকে) বললেন: তোমরা আমার সম্পর্কে ভাবো যে, আমি কে...? তোমাদের জন্য কি আমাকে হত্যা করা জায়িয ও সঠিক...? আমি কি তোমাদের নবীর নাতি নই...? সায়্যিদুশ শুহাদা হযরত সায়্যিদুনা হামযা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কি আমার পিতার চাচা নন...? হযরত সায়্যিদুনা জাফর তাইয়্যার رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কি আমার চাচা নয়...? তোমাদের নিকট কি আমার এবং আমার ভাইয়ের সম্পর্কে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই ইরশাদ পৌঁছায়নি যে, তোমরা দু'জন জান্নাতী যুবকদের সর্দার...? যদি তোমরা আমার কথা স্বীকার করে নাও (তবে শুনে নাও) যে, এটাই সত্য, কেননা আমি তখন থেকেই মিথ্যা বলিনি, যখন থেকে আমি জানলাম যে, মিথ্যাকে **আল্লাহ পাক** খুবই অপছন্দ করেন এবং যদি তোমরা আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করো তবে হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন আব্দুল্লাহ, আবু সাঈদ, সাহাল বিন সাঈদ, যায়িদ বিন আরকাম বা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُم থেকে জিজ্ঞাসা করে নাও, কেননা তাঁরা সবাই **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে (আমার সম্পর্কে) এই ফযীলত শুনেছেন। আমার উপদেশ থেকে কি তোমাদের জন্য এমন কোন বিষয় নেই, যা তোমাদেরকে আমার রক্ত প্রবাহিত করা থেকে আটকাতে পারে...? অতঃপর তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: যদি তোমাদের আমার বিষয়ে বা আমার সম্পর্কে নবীর নাতি হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে তবে **আল্লাহর** শপথ! পূর্ব ও পশ্চিমে আমি ছাড়া তোমাদের মধ্যে বা তোমরা ছাড়া অন্য কোন গোত্রে কোন নবীর নাতি বিদ্যমান নাই। এবার বলো তো, তোমাদের কি আমার নিকট নিজের কোন হত্যাকারীর প্রতিশোধ নেয়ার আছে বা আমি তোমাদের সম্পদ নষ্ট করে দিয়েছি যে, এর প্রতিশোধ চাও অথবা নিজের ক্ষতের কিসাস নিতে চাও (তোমরা চাও কি) ...? সেই দূর্ভাগারা চুপ করে রইলো, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: হে শাবাচ বিন রিবই, হে হাজ্জার বিন আবজার, হে কায়স বিন আশআশ, হে যায়িদ বিন হারেস! তোমরাই কি আমাকে চিঠি দিয়ে ডেকে আননি? তারা পুরোপুরি প্রতারণা করলো এবং বললো: আমরা তো এমন করিনি। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: কেন নয়, **আল্লাহর** শপথ! তোমরাই তো এমন করেছো।

অতঃপর বললেন: হে লোকেরা! যদি তোমরা আমার বাইয়াত করা পছন্দ না করো তবে আমাকে ছেড়ে দাও, যাতে আমি কোন নিরাপদ স্থানে চলে যেতে পারি। দূর্ভাগা কায়স বিন আশআশ বললো: আপনি ইবনে যিয়াদের আদেশ মেনে নিন (তবে আপনি রেহাই পাবে)। তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বললেন: **আল্লাহ**র শপথ! আমি কখনোই তার বাইয়াত হবো না। **আল্লাহ**র বান্দারা! আমি আমার এবং তোমাদের দয়ালূ প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করছি, এই জন্য যে, তোমরা আমাকে ঢিল মারবে। আমি তোমাদের এবং আমার দয়ালূ প্রতিপালকের আশ্রয় গ্রহণ করছি, ঐ সকল অহঙ্কারী থেকে, যারা হিসাবের দিনকে বিশ্বাস করে না।(১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দূর্ভাগা এজিদ বাহিনীরা উপদেশ সম্বলিত তাঁর এই মহানুভবতার প্রতিত্তোর প্রবল কষ্ট ও যন্ত্রণা সহকারে দিলো, কিন্তু তাঁকে বিপদের আধিক্যও সত্য থেকে সরাতে পারেনি এবং তাঁর সংকল্প ও দৃঢ়তায় কোন হ্রাস পায়নি, সত্য ও সত্যতার অধিকারী বিপদের ভয়ানক ঘাটিকেও ভয় করেনি এবং আপদের তুফানে তাঁর অটলতায় কোন পার্থক্য আসেনি, দ্বীনের প্রেমিক দুনিয়ার আপদের খেয়াল করলো না। যদি তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এজিদের বাইয়াত হতেন তবে সে সমস্ত বাহিনী তাঁর পায়ের নিচে থাকতো, তাঁকে সম্মান করা হতো, ধন ভান্ডারের মুখ খুলে দেয়া হতো এবং দুনিয়াবী সম্পদ পায়ের নিকট বিলিয়ে দেয়া হতো, কিন্তু যার অন্তর দুনিয়ার ভালবাসা শূন্য হয় এবং দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ীত্বের রহস্য যার নিকট স্পষ্ট হয়, তিনি দুনিয়ার বিভিন্ন রঙ রূপে কি আর দৃষ্টি দিবে।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ দুনিয়ার আরাম আয়েশের মুখে থুথু নিক্ষেপ করলেন এবং সত্য পথে আসা বিপদাপদকে আনন্দচিত্তে স্বাগত জানান এবং এত বেশি বিপদাপদের পরও এজিদের ন্যায় ফাসিকে মুলিন (অর্থাৎ প্রকাশ্যে গুনাহকারী) ব্যক্তির বাইয়াত হওয়ার খেয়ালও তাঁর মুবারক অন্তরে আসেনি, নিজের ঘর উজাড় করে দিলেন এবং নিজের রক্ত প্রবাহিত করাকে মেনে

১. আল কামিলূ ফিত তারিখ, নম্বর ৬১, যিকরি মাকতুলিল হুসাইন, ৩/৪১৮-৪১৯।

নিলেন, কিন্তু মুসলমানের ধ্বংসকে পছন্দ করলেন না আর ইসলামের মর্যাদায় কলঙ্ক আসতে দেননি, **আল্লাহর** শপথ! কারবালার ময়দানে কারবালা ওয়ালাদের ইসলামের জন্য নিজের প্রাণকে উৎসর্গ করা, কিয়ামত পর্যন্ত আগত মুসলমানদের জন্য অনেক বড় একটি মহানুভববতা ছিলো। এছাড়াও এই ব্যক্তিদের চরিত্রের অসংখ্য দিক মুসলমানদের জন্য অনুসরণীয় নমুনা, আসুন! আজকের বয়ানে ক্ষমা ও মার্জনা, মেহমানদারী এবং মুসলমানদের কল্যাণ কামনা ইত্যাদি সম্পর্কে **“কারবালা ওয়ালাদের মহানুভবতা”** শ্রবণ করি।

দয়ালু এমনই হওয়া চাই

বর্ণিত রয়েছে; এক ব্যক্তির নিকট বিশ বা ত্রিশটি উট ছিলো, কিন্তু তাদের পানাহারের কোন ব্যবস্থা করতে পারছিলো না, কেউ তাকে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর দরবারে উপস্থিত হওয়ার পরামর্শ দিলো, সুতরাং সেই ব্যক্তি নিজের মনের আশা নিয়ে রওনা হলো। যখন সে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর দরবারে পৌঁছলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তাঁর খাদিমদের সাথে খাবার খাচ্ছিলেন, সে মনে মনে বললো যে, সম্ভবত তিনি আমাকে খাবার খেতে বলবেন না। তখনও সে ভাবছিলো হঠাৎ তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তার প্রতি মহানুভবতা প্রদর্শন করে বললেন: আসুন! আমাদের সাথে খাবারে অংশগ্রহণ করুন। সুতরাং সেই ব্যক্তি খাবারে অংশগ্রহণ করলো। খাবার খাওয়ার পর তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ হাত ধৌত করলেন এবং তার প্রতি মনোনিবেশ করে তার চাহিদা জানতে চাইলেন, চাহিদা জেনে বললেন: তোমার উটগুলো নিয়ে এসো! এখান থেকে তোমার উটগুলোকে খাওয়াও। সে তাঁর মহানুভবতা দেখে অস্ফুটে বলতে লাগলো: **আমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গিত, আল্লাহর শপথ! এই দানশীলতা অতুলনীয়।**[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর মহানুভবতার কথা কি আর বলবো, কখনো বা তিনি কারো কষ্ট দূর করছেন,

১. মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া, মাকারিমুল আখলাক, ৩/৫১২।

কখনো বা কোন গরীবের চাহিদা পূরণ করছেন, কখনো বা কোন মুসাফিরকে দান করছেন আর কখনো বা কোন অসহায় ও নিঃস্বের কথা শুনে তাকে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতেন, কেননা দানশীলতার মহান গুণ তিনি তাঁর **প্রিয় নানাজান, প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন প্রিয় নাতি সম্পর্কে স্বয়ং ইরশাদ করেন: হোসাইন আমার সাহসীকতা এবং দানশীলতার ওয়ারিশ।[১] সুতরাং তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ দানশীলতায় নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন। আসুন! তাঁর মহানুভব দানশীলতা সম্পর্কে আরো দু'টি ঘটনা শুনি:

(১) এক এক হাজার দিনারের পাঁচটি থলে

একবার এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে নিজের অভাব অনটন ও দারিদ্রতার অভিযোগ করলো, তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বললেন: কিছুক্ষণ বসো! আমার ভাতা আসছে, ভাতা আসার সাথেসাথেই আমি আপনাকে বিদায় দিবো। কিছুক্ষণ যেতে না যেতেই হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর পক্ষ থেকে এক এক হাজার দিনারের পাঁচটি থলে তাঁর দরবারে উপস্থাপন করা হলো। বার্তা বাহক আরয করলো: সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন যে, সামান্য কিছু মুদ্রা রয়েছে, এগুলো গ্রহণ করে গরীবদের মাঝে বিতরন করে দিন।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সমস্ত মুদ্রা সেই গরীবকে দিয়ে দিলেন এবং তার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন যে, তাকে অপেক্ষা করতে হলো।[২]

ইয়া শহীদে কারবালা ফরিয়াদ হে — নূরে চশমে ফাতিমা ফরিয়াদ হে।
হে মেরী হাজত মে তায়্যিবা মে মরোঁ — এ্যয় মেরে হাজত রাওয়া ফরিয়াদ হে।
মুফলিস ও নাচার ও হাসতা হাল হোঁ — মাখযানে জুদ ও আতা ফরিয়াদ হে।
বখত কি হে জিস কদর ভি গুত্তিয়াঁ — সারি সুলঝা দো শাহা! ফরিয়াদ হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৮৭-৫৮৮ পৃষ্ঠা)

---

১. মুজামু কবীর, ২২/৪২৩, হাদীস ১০৪১।
২. কাশফুল মাহজুব, বাবু যিকরি আইম্মাতুহুম মিন আহলিল বাইত, ৭৭ পৃষ্ঠা।

(২) রাখালকে দান করে দিলেন

একবার হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এক রাখালের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, সে ছাগল ছড়াচ্ছিলো, সেই রাখাল তাঁর নিকট উপস্থিত হলো এবং উপহার স্বরূপ একটি ছাগল তাঁর খেদমতে উপস্থাপন করে দিলো, তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তুমি কি আযাদ নাকি গোলাম? সে আরয করলো: হুযুর! আমি গোলাম। তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সেই ছাগলটি তাকে ফিরিয়ে দিলেন। সে আরয করলো: হুযুর! এটা আমার নিজের ছাগল। তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ছাগলটি গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ সেই গোলামকে ছাগলপালসহ তার মালিক থেকে কিনে আযাদ করে দিলেন এবং ছাগলপাল তাকে উপহার দিয়ে দিলেন।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর দানশীলতার পদ্ধতি সম্পর্কে আমরা শুনছিলাম, আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও যেনো দানশীলতার ন্যায় মহান গুণ নিজের মাঝে সৃষ্টি করার চেষ্টা করি এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী নিজের কষ্টে পীড়িত ইসলামী বোনদের সাহায্য করি, হাদীসে পাকে রয়েছে: কিয়ামতের দিন যখন **আল্লাহ পাকে**র আরশ ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন প্রকার মানুষ **আল্লাহ**র আরশের ছায়ায় থাকবে। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা? ইরশাদ করলেন: (১) যে আমার উম্মতের কোন কষ্ট দূর করেছে (২) যে আমার সুন্নাতকে জীবিত করেছে (৩) এবং যে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করেছে।[২] সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, যেই সম্পদ **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে দান করেছেন, তার মাধ্যমে নিজের আত্মীয় স্বজন এবং গরীবদের সহযোগিতা করা। আসুন! দানশীলতার প্রেরণা অন্তরে সৃষ্টি করার জন্য দানশীলতা ও সদকা সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

---

১. মুসান্নিফ আবী শায়বা, কিতাবুল বুয়ু ওয়া আকদিয়াতি, ১১/৬৬৫, হাদীস ২৩৬৪২।
২. আল বদরুস সাফিরাতি, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬৬।

দানশীলতা ও সদকা সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী

(১) দানশীল, **আল্লাহ পাকের**, জান্নাতের এবং মানুষের নিকটবর্তী আর দোযখের থেকে দূরে।[১]

(২) তিনটি বিষয় এমন, যার বিষয়ে আমি শপথ করতে পারি এবং এর মধ্যে একটি বিষয় সম্পর্কে আমি তোমাদের জানাচ্ছি, তা স্মরণ রাখো যে, কোন বান্দার সম্পদ সদকা করাতে কমে না।[২]

(৩) নামায (ঈমানের) দলীল এবং রোযা (গুনাহের) ঢাল আর সদকা গুনাহ সমূহকে মূছে দেয়, যেমন পানি আগুনকে মুছে দেয়।[৩]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কারবালার ময়দানে কারবালা ওয়ালাদের কিরূপ কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু কষ্টের মুহুর্তেও সেই পবিত্র ব্যক্তিত্বরা নিজেদের মহানুভবতায় কোনরূপ পরিবর্তন আসতে দেননি বরং এই কঠিন অবস্থায় প্রকাশ্যভাবে নিঃস্ব হওয়ার পরও নিজেদের দানশীলতার ধারা অব্যাহত রাখেন, আসুন! এব্যাপারে হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব বিনতে শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا এর দয়াদ্রতার একটি ঘটনা শুনি:

অনন্য দানশীলতা

কারবালার ঘটনার পর আহলে বাইতদের মদীনা মুনাওয়ারা পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার জন্য যে ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়েছিলো, সে খুবই ভাল মনের অধিকারী ছিলো, সে পুরো পথ আহলে বাইতের প্রয়োজনীয়তার প্রতি খেয়াল রেখেছে এবং তাঁদের সাথে নম্র ও সদ্ব্যবহার করেছে, যখন এই কাফেলা মদীনা মুনাওয়ারা পৌঁছে গেলো তখন শাহজাদীয়ে শেরে খোদা হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا এর ছোট বোন হযরত ফাতিমা বিনতে আলী رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا তাঁকে আরয

১. তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মাজাআ ফিস সাখাআ, ৩/৩৮৭, হাদীস ১৯৬৮।
২. মুসনাদের আহমদ, হাদীসে আবী কাবশাতিল আনমারী رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ, ৬/২৯৮, হাদীস ১৮০৫৩।
৩. তিরমিযী, কিতাবুস সফর, বাবু মা যুকিরা ফি ফসলিস সালাত, ২/১১৭, হাদীস ৬১৪।

করলেন: এই ব্যক্তি সম্পূর্ণ সফরে আমাদের খুবই খেয়াল রেখেছে, আমাদেরও তাঁকে কিছু না কিছু উপহার দেয়া উচিৎ। হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا বললেন: আমরা এই ব্যক্তিকে শুধু আমাদের অলঙ্কারই দিতে পারি। অতএব উভয় শাহজাদী নিজেদের হাতের বালা ইত্যাদি খুলে তাকে দিয়ে দিলেন এবং এর পাশাপাশি ক্ষমাও চাইলেন (যে, এগুলো ছাড়া আমদের নিকট দেয়ার মতো আর কিছুই নেই), সেই ব্যক্তি ঐসকল কিছু ফিরিয়ে দিলেন এবং আরয করলেন: যদি আমি এই খেদমত দুনিয়াবী লাভের জন্য করতাম তবে নিশ্চয় এই উপহারে আমি খুশি হতাম, কিন্তু আমি তো এই খেদমত **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সহিত আপনাদের আত্মীয়তার কারণেই করেছি।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! পবিত্র আহলে বাইতের মহানুভবতা কিরূপ উচ্চ মর্যাদার ছিলো যে, হযরত সায়্যিদাতুনা যায়নব رَضِیَ اللہُ عَنۡہَا ভক্তি প্রকাশ ও আহলে বাইতের সাথে সদাচরণকারীকে শুধু নিজের অলঙ্কার দান করেননি বরং এই বিষয়ে তার নিকট ক্ষমাও চাইলেন যে, এগুলো ছাড়া তোমাকে দেয়ার জন্য আমাদের নিকট আর কিছুই নেই, এই পবিত্র ব্যক্তিত্বদের আলোকিত চরিত্র থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, যদি কেউ আমাদের সাথে ভাল আচরন করে তবে এর পরিবর্তে আমাদেরও তার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তার সাথে ভাল ব্যবহার করা উচিৎ, হাদীসে পাকে রয়েছে: مَنۡ لَمۡ یَشۡکُرِ النَّاسَ لَمۡ یَشۡکُرِ اللہَ অর্থাৎ যে মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না, সে **আল্লাহ পাকের**ও কৃতজ্ঞতা আদায় করেনা।[২]

এই ঘটনা থেকে আমরা এই মাদানী ফুল অর্জন করলাম যে, **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জন এবং **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি নিজের সত্যিকার ভালবাসার প্রকাশ করার জন্য আমাদেরও নিজেদের অন্তরে আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তির প্রদীপ আলোকিত করা উচিৎ, কেননা আহলে বাইতের ভালবাসা, দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্য অর্জন করা ছাড়াও শাফায়াতে মুস্তফা নসীব হওয়ারও মাধ্যম।

---

১. আল কামিলু ফিত তারিখ, নম্বর ৬১, যিকরি মাকতুলুল হুসাইন, ৩/৪৪০।
২. তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মাজাআ ফিশ শুকর..., ৩/৩৮৪, হাদীস ১৯৬২।

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ওসীলা অর্জন করতে চায় এবং এটা চায় যে, আমার দরবারে তার কোন খেদমত হোক, যার কারণে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করি, তার উচিৎ যে, আমার আহলে বাইতের খেদমত করা এবং তাঁদেরকে খুশি করা।(১)

سُبۡحٰنَ اللّٰہ! কিরূপ সৌভাগ্যবান সেই মুসলমান, যে **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সন্তানদের খুশির কারণ হয়েছে। আসুন! পবিত্র আহলে বাইতের ফযীলত সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আরো তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের মধ্যে কারো সাথে সদাচরণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন তাকে এর বিনিময় দান করবো।(২)

(২) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে কারো সাথে দুনিয়ায় নেকী (কল্যাণ) করবে, তার প্রতিদান দেয়া আমার জন্য আবশ্যক, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে।(৩)

(৩) ইরশাদ করেন: নক্ষত্র আকাশবাসীদের জন্য নিরাপত্তার উপলক্ষ এবং আমার আহলে বাইত আমার উম্মতের জন্য নিরপত্তার উপলক্ষ।(৪)

কিয়া বা'ত রযা উস চমনিস্তানে করম কি,
যাহরা হে কলি জিস মে হোসাইন অউর হাসান ফুল।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আলা হযরত رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه এই পংক্তিতে নিজেকে উদ্দেশ্য করে এভাবে বলেন: হে রযা! সেই দয়া ও রহমতপূর্ণ বাগানের কেমন শান, যে বাগানে রিসালতের কলি সায়্যিদাতুন নিসা ফাতিমা যাহরা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا এবং সায়্যিদা শাবাবে আহলে জান্নাত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا যেই সুবাশিত বাগানের ফুল।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. বারাকাতে আলে রাসূল, ১১০ পৃষ্ঠা।
২. জামেয়ে সগীর, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৮২১।
৩. তারিখে বাগদাদ, নম্বর ৫২২১, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবী কমিল, ১০/১০২।
৪. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, বাবু আহলিল বাইত, অংশ ১২, ৬/৪৫, হাদীস ৩৪১৫০।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তি এবং শাফায়াত লাভের মাধ্যম, তেমনিভাবে এই পবিত্র পরিবারের সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা ধ্বংসের কারণ হয়ে থাকে। যেমন

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলী, হযরত ফাতিমা এবং হযরত হাসানাইনে করীমাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ দের ইরশাদ করেন: যারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে, আমি তাদের সাথে যুদ্ধ করবো এবং যারা তোমাদের সাথে সন্ধি করবে, তাদরে সাথে আমারও সন্ধি।[১] অপর এক হাদীসে পাকে রয়েছে: সাবধান! যে ব্যক্তি আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে মৃত্যু বরণ করলো, সে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় আসবে যে, তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখা থাকবে "এই ব্যক্তি **আল্লাহর** রহমত থেকে নিরাশ" এবং জেনে নাও! যে ব্যক্তি আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো, সে কাফের হিসেবে মৃত্যু বরণ করলো এবং কান পেতে শুনে নাও! যে ব্যক্তি আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো, তার জান্নাতের সুগন্ধও নসীব হবে না।[২]

বাগে জান্নাত কে হে বেহরে মদহে খোয়ানে আহলে বাইত,
তুম কো মুশদা নার কা এ্যয় দুশমনানে আহলে বাইত।

(যওকে নাত, ১০০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করার কিরূপ কঠিন সতর্কতা রয়েছে, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, সর্বদা তাঁদের আদব ও সম্মান করা এবং আহলে বাইতদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণকারীদের সহচর্য থেকে দূরে থাকা, কেননা সঙ্গ অবশ্যই প্রভাব বিস্তার করে, যদি ভালদের সহচর্য পেয়ে যায় তবে মানুষের মাঝে ভাল গুণ সৃষ্টি হয়ে যায় আর অন্তরও গুনাহের প্রতি বিরক্ত, নেকীর আকাঙ্ক্ষী এবং বুযুর্গানে দ্বীন

---

১. তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, বাবু ফদলে ফাতিমা, ৫/৪৬৫, হাদীস ৩৮৯৬।
২. আশ শরফুল মাওবদ, ৭৯ পৃষ্ঠা।

ও পবিত্র আহলে বাইতের رَضِیَ اللّٰہ عَنۡھُمۡ ভালবাসায় সমৃদ্ধ হয়ে যায় আর এর বিপরীতে যদি **আল্লাহ** না করুক মন্দ সহচর্য পেয়ে গেলে তবে মানুষ না চাইলেও খারাপ কাজে লিপ্ত হয়ে যায়, সুতরাং আউলিয়া ও আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি পোষণকারীদেরই সহচর্য অবলম্বন করুন, যাতে তাদের সহচর্যের বরকতে আমাদেরও সেই নেক ব্যক্তিত্বদের আদব ও সম্মান নসীব হয়, দূর্ভাগ্যক্রমে বর্তমানে মন্দ সহচর্য এমনভাবে প্রসার লাভ করেছে যে, ভাল সহচর্য পাওয়া কঠিন হয়ে গেছে, এমন পরিস্থিতিতে اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকে**র অনেক বড় নেয়ামত, যা নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের মহান মাদানী উদ্দেশ্যে মানুষকে গুনাহ থেকে বাঁচানো, নেকীর পথে পরিচালিত করা এবং তাদেরকে আউলিয়া ও পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা গুলিয়ে পান করাতে সদা ব্যস্ত, সুতরাং আমরা সবাই **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকি এবং গুনাহকে ঘৃণা, নেকীর প্রতি আগ্রহ ও আহলে বাইতের সত্যিকার ভালবাসা অন্তরে সৃষ্টি করার জন্য সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করতে থাকি।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

"ইমাম হোসাইনের কারামত" পুস্তিকার পরিচিতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কারবালা ওয়ালাদের ভালবাসা ও প্রেম অন্তরে জাগ্রত করার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পুস্তিকা **"ইমাম হোসাইনের কারামত"** অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী, এই পুস্তিকায় ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہ عَنۡہُ এর জন্ম, তাঁর ফযীলত ও উৎকর্ষতা এবং কারামত ছাড়াও এজিদ ও এজিদ বাহিনীর যন্ত্রণাদায়ক পরিণতির তথ্য ও আশুরার ফযীলত সম্বলিত অমূল্য একটি পুস্তিকা, সুতরাং আজই এই পুস্তিকাটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিজেও পড়ুন এবং অপর ইসলামী বোনকেও এর উৎসাহ প্রদান করুন, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ অনুবাদ বিভাগের প্রচেষ্টায় এই পুস্তিকাটি ইংরেজি, হিন্দি, সিন্ধি এবং গুজরাটীসহ মোট

৭টি ভাষায় অনুবাদ হয়েছে, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই পুস্তিকাটি পাঠ করতেও পারবেন, ডাউনলোড করতেও পারবেন এবং প্রিন্ট আউটও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! কারবালা ওয়ালাদের আরো কিছু মহানুভবতা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

হক নষ্টকারীকে ক্ষমা করা এবং মার্জনা করে দেয়াও পবিত্র আহলে বাইতের অতুলনীয় মহানুভবতার অংশবিশেষ, ক্ষমা করা **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুবই প্রিয় একটি সুন্নাত হওয়ার পাশাপাশি দ্বীনি ও দুনিয়াবী দিক দিয়ে অনেক বড় উন্নত অভ্যাস, কোরআনে করীমে ক্ষমা ও মার্জনা করার আদেশও দেয়া হয়েছে, যেমনটি ৯ম পারা সূরা আ'রাফের ১৯৯ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۱۹۹﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৯৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন করুন, এবং সৎ কর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ক্ষমার বরকতে পরস্পরের মাঝে সমজোতার পরিবেশ সৃষ্টি হয়, পরস্পরের সমস্যা সমাধান হয়ে থাকে, পরস্পরের মাঝে অসন্তুষ্টির পরিসমাপ্তি ঘটে, পরস্পরের মাঝে ভালবাসা বৃদ্ধি পায় এবং অন্তরে বিদ্বেষ ও ক্ষোভ সৃষ্টি হয়না। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, কারবালা ওয়ালাদের মহানুভবতাকে নকল করে ক্ষমা ও মার্জনা অবলম্বন করা, কোন মুসলমানের ভূল ক্ষমা করাতে ক্ষমাকারীর সম্মান কমে যায় না বরং এতে বৃদ্ধি পায়।

হাদীসে পাকে রয়েছে: কাউকে ক্ষমা করার কারণে **আল্লাহ পাক** (ক্ষমাকারী) বান্দার সম্মানই বৃদ্ধি করে দেন।[১] আসুন! ক্ষমা ও মার্জনা সম্পর্কিত কারবালা ওয়ালাদের মহানুভবতা সম্পর্কে তিনটি ঘটনা শ্রবণ করি।

১. মুসলিম, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ১০৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৫৯২।

(১) গালি প্রদানকারীকে দোয়া করলেন

একবার এচাম বিন মাচতালিক নামক সিরিয়ার এক বাদশাহ, যে মওলায়ে কায়েনাত হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি বিদ্বেষ পোষন করতো, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সামনে তাঁকে এবং তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে গালি দিতে লাগলো। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাকে ধমকানো বা কড়া ভাষায় কোন উত্তর দেয়ার পরিবর্তে اَعُوۡذُ بِاللّٰہِ ও بِسۡمِ اللّٰہِ পাঠ করার পর এই আয়াতে মুবারকা তিলাওয়াত করলেন:

خُذِ الۡعَفۡوَ وَاۡمُرۡ بِالۡعُرۡفِ وَاَعۡرِضۡ عَنِ الۡجٰہِلِیۡنَ ﴿۱۹۹﴾ وَاِمَّا یَنۡزَغَنَّکَ مِنَ الشَّیۡطٰنِ نَزۡغٌ فَاسۡتَعِذۡ بِاللّٰہِ ؕ اِنَّہٗ سَمِیۡعٌ عَلِیۡمٌ ﴿۲۰۰﴾ اِنَّ الَّذِیۡنَ اتَّقَوۡا اِذَا مَسَّہُمۡ طٰٓئِفٌ مِّنَ الشَّیۡطٰنِ تَذَکَّرُوۡا فَاِذَا ہُمۡ مُّبۡصِرُوۡنَ ﴿۲۰۱﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৯৯-২০১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে মাহবুব! ক্ষমাপরায়নতা অবলম্বন করুন, এবং সৎ কর্মের নির্দেশ দিন এবং মূর্খদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন এবং হে শ্রোতা! যদি শয়তান তোমাকে কোন কুমন্ত্রণা দেয়, তবে **আল্লাহ**র আশ্রয় চাইবে। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রোতা, জ্ঞাতা। নিশ্চয় ঐসব লোক, যারা তাক্বওয়ার অধিকারী হয়, যখনই তাদেরকে শয়তানী খেয়ালের ছোঁয়া স্পর্শ করে, তখন তারা সাবধান হয়ে যায়; তৎক্ষনাৎ তাদের চক্ষু খুলে যায়।

অতঃপর বললেন: নিজের উপর বোঝা হালকা রাখো এবং আমি **আল্লাহ পাকে**র নিকট তোমার জন্য এবং আমার জন্য মাগফিরাতের প্রার্থনা করছি, এছাড়া তিনি তার সাথে এমন ক্ষমা ও মার্জনা, নম্র এবং উৎফুল্ল ভাবে সাক্ষাত করলেন যে, তার বিদ্বেষ ও শত্রুতা একেবারে মুহাব্বতে পরিবর্তন হয়ে গেলো এবং সে এটা বলতে বাধ্য হয়ে গেলো যে, وَمَا عَلٰی وَجۡہِ الۡاَرۡضِ اَحَبُّ اِلَیَّ مِنۡہُ وَمِنۡ اَبِیۡہِ অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে আমার নিকট হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন এবং তাঁর পিতা হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর চেয়ে বেশি প্রিয় কেউ নেই।[১]

---

১. তাফসীরে কুরতুবী, ৯ম পারা, আল আরাফ, ১৯৯-২০১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/২৫০।

গালিয়া সুন কর দোয়া দেতে হো তুম, এ্যয় শহীদে কারবালা! তুম পর সালাম।
হে ফালাহ ও কামরানী নরমী ও আসানী মে, হার বনা কাম বিগড় জাতা হে নাদানী মে।

(২) গালি প্রদানকারীর প্রতি কল্যাণ কামনা

একবার ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহজাদা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে কেউ গালি দিলো, তখন তিনি (রাগান্বিত হওয়া এবং প্রতিশোধ নেয়ার পরিবর্তে) তাকে নিজের মুবারক জামা এবং এক হাজার দিরহাম দেয়ার আদেশ দিলেন। কেউ বললো: আপনি পাঁচটি অভ্যাস গ্রহণ করেছেন: (১) ধৈর্য (২) কষ্ট না দেয়া (৩) এই ব্যক্তিকে এমন বিষয় থেকে মুক্তি দেয়া, যে তাকে **আল্লাহ পাক** থেকে দূরে করে দেয় (৪) তাকে তাওবা ও অনুতাপের দিকে ধাবিত করা (৫) খারাপ কাজের পর প্রশংসার প্রতি আগ্রহী করা। তিনি সামান্য দুনিয়ার সাথে এই সকল মহান জিনিস কিনে নিয়েছেন।[১]

(৩) আমি আমার রাগ সংবরণ করে নিয়েছি

একবার ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে তাঁর বাঁদী অযু করাচ্ছিলেন, হঠাৎ তার হাত থেকে পাত্র তাঁর চেহারার উপর পরে গেলো, যাতে তার চেহারা ক্ষত হয়ে গেলো। তিনি তার দিকে মাথা তুলে দেখলেন তখন সে আরয করলো **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: "وَالۡکٰظِمِیۡنَ الۡغَیۡظَ এবং রাগ সংবরণকারী" ইমাম যায়নুল আবেদীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: আমি আমার রাগ সংবরণ করে নিলাম। সে আবারো আরয করলো: "وَالۡعَافِیۡنَ عَنِ النَّاسِ এবং মানুষকে ক্ষমা প্রদর্শনকারী" বললেন: **আল্লাহ পাক** তোমাকে ক্ষমা করে দিন। অতঃপর আরয করলো: "وَاللّٰہُ یُحِبُّ الۡمُحۡسِنِیۡنَ এবং **আল্লাহ পাক** দয়া প্রদর্শনকারীকে পছন্দ করেন" বললেন: যাও! তুমি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য আযাদ।[২]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যম্মুল গযব ওয়া হকদ..., ৩/২২১।
২. ইবনে আসাকির, নম্বর ৪৮৭৫, আলী বিন হুসাইন বিন আলী বিন আবী তালিব, ৪১/৩৮৭।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, এই মনিষীরা কত নম্র স্বভাবের এবং ধৈর্যশীল ছিলেন, মানুষের ভুলে তাদেরকে ধমকানো আর তাদের সাথে খারাপ ব্যবহার করার পরিবর্তে তাদের ভুল ক্ষমা করে দিতেন, আমরা কারবালার প্রাণ উৎসর্গকারীদের ভালবাসার দাবী তো করে থাকি কিন্তু আমাদের এই বিষয়েও ভাবা উচিৎ যে, আমরাও কি অপরের ভুল ক্ষমা করে দিই নাকি তাদের প্রতি প্রতিশোধের আগুন অন্তরে জ্বলতে থাকে এবং কষ্ট প্রদানকারীকে ইটের পরিবর্তে পাথর দ্বারা আরো বেশি কষ্ট দেয়ার চেষ্টায় থাকি, তাছাড়া বাঁদীকে ক্ষমা করা এবং **আল্লাহর** সন্তুষ্টির জন্য আযাদ করে দেয়া সম্পর্কে শেষে যে ঘটনা শুনলাম, তাতে তাদের জন্য চিন্তার বিষয় যে, যারা নিজেদের ঘরে কাজ করার চাকরদের সাথে খুবই খারাপ ব্যবহার করে থাকে এবং তাদের সামান্য ভূলের কারণে তাদেরকে অনেক ধমক দেয়া হয় আর তাদের মনে কষ্ট দেয়া হয়, এর পরিবর্তে আমাদের মধ্যে প্রত্যেকের উচিৎ যে, প্রত্যেক মুসলমানের সাথে সদাচরণ করা, তাদের ভূলের জন্য তাদের ভালবাসা সহকারে বুঝানো এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য তাদেরকে ক্ষমা করে দেয়া, اِنْ شَآءَ الله এর অসংখ্য বরকত এবং রহমত অর্জিত হবে। হাদীসে ক্ষমা ও মার্জনার অসংখ্য ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, আসুন! ক্ষমা করার ফযীলত সম্পর্কে হাদীসে মুবারাকা শ্রবণ করি:

(১)... হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন লোক হিসাবের জন্য দাঁড়াবে তখন একজন ঘোষণাকারী এরূপ ঘোষণা করবে যে, যেই ব্যক্তি প্রতিদান **আল্লাহ পাকের** দয়াময় দায়িত্বে রয়েছে, সে দাঁড়িয়ে যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। অতঃপর দ্বিতীয়বার ঘোষণা করা হবে যে, যেই ব্যক্তি প্রতিদান **আল্লাহ পাকের** দয়াময় দায়িত্বে রয়েছে, সে দাঁড়িয়ে যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। জিজ্ঞাসা করা হবে: সে কে, যার প্রতিদান **আল্লাহ পাকের** দয়াময় দায়িত্বে রয়েছে? ঘোষণাকারী বলবে: তাদের, যে মানুষের (ভূল) ক্ষমাকারী। অতঃপর তৃতীয়বার ঘোষণাকারী ঘোষণা করবে: যার প্রতিদান **আল্লাহ পাকের** দয়াময় দায়িত্বে রয়েছে, সে দাঁড়িয়ে

যাও এবং জান্নাতে প্রবেশ করো। তখন হাজারো মানুষ দাঁড়িয়ে যাবে এবং বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

(২)... হযরত সায়্যিদুনা উবাই বিন কাআব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার এটা পছন্দ যে, তার জন্য (জান্নাতে) প্রাসাদ বানানো হোক এবং তার মর্যাদা বৃদ্ধি করা হোক তবে তার উচিৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতি অত্যাচার করে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া এবং যে তাকে বঞ্চিত করে, তাকে প্রদান করা আর যে তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তার সাথে সম্পর্ক গড়া।[২]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও উচিৎ যে, যখন কেউ আমাদের গালি দেয় বা আমাদের সাথে খারাপ আচরণ করে তবে পবিত্র আহলে বাইতের মহানুভবতার প্রতি লক্ষ্য রেখে ক্ষমা করে দেয়া। **আল্লাহ পাক** আমাদের ক্ষমা ও মার্জনা করার প্রেরণা নসীব করুন। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الۡاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।"[৩]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

---

১. মু'জামু আওসাত, ১/৫৪২, হাদীস ১৯৯৮।
২. মুস্তাদরিক, কিতাবুত তাফসীর, শরহে আয়াত: কুনতুম খাইরু উম্মাতি..., ৩/১২, হাদীস ৩২১৫।
৩. মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈশান, বাবু এ'তেসামু বিল কিতাবু ওয়াস সুন্নাতি, ২/৫৫, হাদীস ১৭৫

তিলাওয়াত করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! তিলাওয়াতের সুন্নাত আদব সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন। (১) ইরশাদ করেন: কোরআন পড়ো, কেননা তা কিয়ামতের দিন নিজের সাথীদের জন্য শাফায়াতকারী হয়ে আসবে।[১] (২) ইরশাদ করেন: আমার উম্মতের উত্তম ইবাদত হলো কোরআন তিলাওয়াত।[২] ✯ কোরআনে পাক সুন্দর কণ্ঠে এবং থেমে থেমে পাঠ করা সুন্নাত।[৩] ✯ মুস্তাহাব হলো যে, অযু সহকারে কিবলামুখী হয়ে উত্তম পোশাক পরিধান করে তিলাওয়াত করা।[৪] ✯ তিলাওয়াতের শুরুতে "اَعُوْذُ بِاللّٰهِ" পাঠ করা মুস্তাহাব এবং সূরার শুরুতে "بِسْمِ اللّٰهِ" পাঠ করা সুন্নাত, অন্যথায় মুস্তাহাব।[৫] ✯ কোরআনে মজীদ দেখে দেখে পাঠ করা মুখস্ত পাঠ করার চেয়ে উত্তম।[৬] ✯ কোরআনে পাক দেখে তিলাওয়াত করাতে দুই হাজার নেকী লিপিবদ্ধ করা হয় আর মুখস্ত পাঠ করাতে এক হাজার।[৭] ✯ কোরআনে করীমের তিলাওয়াতের সময় কান্না করা মুস্তাহাব।[৮] ✯ যখন উচ্চস্বরে কোরআন মজীদ পাঠ করা হয় তখন সকল উপস্থিত ব্যক্তিদের উপর শুনা ফরয, যখন তারা কোরআনে মজীদ শুনার জন্য উপস্থিত হয়েছে, অন্যথায় একজনের শুনা যথেষ্ট, যদিও অবশিষ্টরা নিজেদের কাজে ব্যস্ত থাকুক না কেন।[৯] ✯ সমাবেশে সবাই উচ্চস্বরে পাঠ করা হারাম, যদি কয়েকজন পাঠকারী হয় তবে বিধান হলো যে, ধীরে পাঠ করা।[১০] ✯ তিনদিনের কমে কোরআনে করীম খতম না করা বরং কমপক্ষে তিনদিন বা

১. মুসলিম, কিতাবুস সালাতুল মুসাফিরিন ওয়া কসরুহা, ৩১৪ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৮৭৪।
২. শুয়াবুল ঈমান লিল বায়হাকী, বাবু ফি তাযিমিল কোরআন, ২/৩৫৪, হাদীস ২০২২।
৩. ইহইয়াউল উলুম, ১/৮৪৩।
৪. বাহারে শরীয়ত, ৩য় অংশ, ১/৫৫০।
৫. সীরাতুল জিনান, ১/২১।
৬. সীরাতুল জিনান, ১/২১।
৭. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, কসমুল আকওয়াল, ১/২৬০, নম্বর ২৩০১।
৮. সীরাতুল জিনান, ৫/৫২৬।
৯. সীরাতুল জিনান, ১/২২।
১০. সীরাতুল জিনান, ১/২২।

সাতদিন অথবা চল্লিশ দিনে কোরআনে করীম খতম করুন যাতে অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝে তিলাওয়াত করা যায়।(১) ☆ তারতীল সহকারে শান্তভাবে এবং থেমে থেমে থেমে তিলাওয়াত করুন।(২) ☆ তিলাওয়াতের জন্য সবচেয়ে উত্তম সময় হলো সারা বছরে রমযান শরীফের শেষ দশদিন এবং যিলহজ্বের প্রথম দশদিন।(৩) ☆ রাতে তিলাওয়াত করার উত্তম সময় হলো মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময় এবং এরপর অর্ধরাতের পর এবং দিনে সবচেয়ে উত্তম সময় হলো সকাল বেলা।(৪) ☆ গোসলখানা এবং অপবিত্র স্থানে কোরআন শরীফ পাঠ করা নাজায়িয।(৫) ☆ রাতের বেলা অধিকহারে তিলাওয়াত করুন, কেননা এই সময় মানসিকতা শান্ত এবং অন্তর প্রশান্ত থাকে।(৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. আজায়িবুল কোরআন, ২৩৮ পৃষ্ঠা।
২. আজায়িবুল কোরআন, ২৩৮ পৃষ্ঠা।
৩. আজায়িবুল কোরআন, ২৩৯ পৃষ্ঠা।
৪. আজায়িবুল কোরআন, ২৩৯ পৃষ্ঠা।
৫. জান্নাতী জেওর, ৩০০ পৃষ্ঠা।
৬. আজায়িবুল কোরআন, ২৩৯ পৃষ্ঠা।

বয়ান: ৪

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে লোকেরা! নিশ্চয় কিয়ামতের দিনের ভয়াবহতা এবং হিসাব নিকাশ থেকে দ্রুত মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই হবে, যে তোমার মধ্যে দুনিয়ায় আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে।(১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।(২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো।

---

১. মুসনাদিল ফিরদাউস, ২/৪৭১, হাদীস ৮২১০।
২. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُوا الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা পাওয়ার উপায়!

হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত, একবার **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের নিকেট তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তাঁর সাথে হাসানাঈনে করীমাঈন رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَاও ছিলো, তাঁদের মধ্যে একজন ডান কাঁধে এবং আরেকজন বাম কাঁধে বসে ছিলেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয়কে পালাক্রমে চুমু দিয়েছিলেন। এক ব্যক্তি আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি কি তাঁদের ভালবাসেন? **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ! যে তাঁদেরকে ভালবাসলো, সে আমাকে ভালবাসলো এবং যে তাঁদের প্রতি বিদ্ধেষ পোষণ করলো, সে আমার প্রতি বিদ্ধেষ পোষণ করলো।[১]

হযরত আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর রাসূলের ভালবাসার এই মানদন্ড **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে প্রদান হয়েছিলো, যা তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ সারা জীবন তা ধারন করে রাখেন, যখন মারওয়ান বিন হাকম হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর দরবারে ওফাতের সময় উপস্থিত হলো এবং আরয করলো: “যখন থেকে আপনার সহচর্য অবলম্বন করেছি, আমি আপনার স্বত্ত্বায় হযরত

১. মুস্তাদরিক, কিতাবু মারিফাতিস সাহাবাতি, ৪/১৫৬, হাদীস ৪৮৩০।

হাসানাঈনে করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর ভালবাসা অনেক বেশি পেয়েছি।” একথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অস্থির হয়ে উঠে বসলেন এবং বললেন: একবার আমি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে কোথাও যাওয়ার জন্য বের হলাম, তখনও কিছু পথ গিয়েছিলাম, এমন সময় **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হাসানাঈনে করীমাঈন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا এর কান্নার আওয়াজ শুনলেন এবং তারা উভয়ে তখন তাঁদের আম্মাজানের নিকট ছিলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দ্রুত হেঁটে তাঁদের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন। আমি তাঁকে সায়্যিদা ফাতিমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে এরূপ ইরশাদ করতে শুনেছি: আমার সন্তানদের কি হয়েছে? আরয করলেন: পিপাসা (অর্থাৎ পিপাসার কারণে উভয়ে কান্না করছে)। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পানির জন্য মশকের দিকে অগ্রসর হলেন, কিন্তু তাতে পানি ছিলো না, কেননা তখন পানির খুবই অভাব ছিলো যে, লোকেরাও পানির সন্ধানে থাকতো। **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মানুষদের ডেকে ইরশাদ করলেন: তোমাদের মধ্যে কারো নিকট কি পানি আছে?

প্রত্যেকে কুঁজোর (আরোহীদের বসার জন্য উটের কোমড়ের সাথে বানানো বসার স্থান) মধ্যে ঝুলানো মশকে পানি খোঁজ করলো কিন্তু তারা এক ফোঁটাও পানি পেলো না, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খাতুনে জান্নাত, সায়্যিদা ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ইরশাদ করলেন: এক সন্তানকে আমাকে দাও। খাতুনে জান্নাত, সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এক সন্তানকে পর্দার নিচ দিয়ে দিলেন, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে নিয়ে বুকের সাথে লাগালেন, কিন্ত তিনি প্রবল পিপাসা লাগাতার কান্না করছিলেন, হুযুর তাঁর মুখে নিজের জিহ্বা মুবারক ঢুকিয়ে দিলেন, তখন তিনি তা চুষতে লাগলেন এক পর্যায়ে পিপাসা নিবরণ হয়ে গেলো, (হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন:) আমি দ্বিতীয়বার তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনিনি, আর অপরজন (শাহজাদা) এভাবে লাগাতার কান্না করতে থাকলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “অপরজনকেও আমাকে দাও।” খাতুনে জান্নাত, সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا অপরজনকেও **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট দিলেন, **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর সাথেও

একই রূপ করলেন, (অর্থাৎ তাঁর মুখেও নিজের মুবারক জিহ্বা ঢুকিয়ে দিলেন, তখন তাঁরও পিপাসা নিবারণ হয়ে হয়ে গেল) এরপর উভয় শাহজাদা এমনভাবে চুপচাপ হয়ে গেলেন যে, আর তাঁদের কান্নার আওয়াজ শুনা যায়নি। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ আরো বলেন: আমি তাঁদেরকে কেনো ভালবাসবো না, যেখানে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁদের সহিত এরূপ করতে দেখেছি।(১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই বিষয়টি ভালভাবে মনে গেঁথে নিন যে, যেমনিভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং পবিত্র আহলে বাইতের ভালবাসা দুনিয়া ও আখিরাতে মুক্তির মাধ্যম, তেমনিভাবে তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করাতে ধ্বংসই ধ্বংস।

সাহাবার শত্রুর পরিণতি

এক ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ এর সামনে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর শানে কটুক্তি ও ঔদ্ধত্বপূর্ণ কথা বলতে লাগলো। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ বললেন: তুমি তোমার এই ঘৃণ্য আচরণ থেকে সরে এসো, অন্যথায় আমি তোমার জন্য বদদোয়া করবো। সেই অভদ্র নির্ভিক লোকটি বলে দিলো যে, আমার আপনার বদদোয়ার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ নেই। আপনার বদদোয়া আমার কিছুই করতে পারবে না। একথা শুনে তিনি রেগে গেলেন এবং তিনি তখনই এই দোয়া প্রার্থনা করলেন যে, হে **আল্লাহ**! যদি এই লোকটি তোমার **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সাহাবাদের অপমান করে থাকে তবে আজই তাকে তোমার কহর ও গযবের নিদর্শন দেখাও, যাতে অন্যরা এর থেকে শিক্ষা অর্জন করে। এই দোয়ার পর যখনই সেই লোকটি মসজিদ থেকে বাইরে বের হলো তখন হঠাৎ একটি পাগলা উট কোথা থেকে দৌড়ে এলো এবং

১. মু'জামুল কবীর, বাকীতু আখবার হাসান বিন আলী বিন আবী তালিব, ৩/৫০, হাদীস ২৬৫৬।

তাকে দাঁত দিয়ে ধরে আছাড় দিলো এবং তার উপর বসে তাকে এমন জোড়ে চাপ দিলো যে, তার হাঁড়গোড় ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলো আর সে সাথেসাথেই মারা গেলো। এই দৃশ্য দেখে লোকেরা দৌড়ে হযরত সায়্যিদুনা সাদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে মুবারকবাদ দিতে লাগলেন যে, আপনার দোয়া কবুল হয়ে গেছে এবং সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর শত্রু ধ্বংস হয়ে গেছে।[১]

আমিঁ হে ইয়ে কোরআন ও দ্বীনে খোদা কে মদারে হুদা এতেবারে সাহাবা
রিসালত কি মঞ্জিল মে হার হার কদম পর নবী কো রাহা ইন্তিযারে সাহাবা
ইনহি মে হে সিদ্দীক ও ফারুক ও ওসমান ইনহি মে আলী শাহসওয়ারে সাহাবা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শানে সামান্যতম ঔদ্ধতপূর্ণ আচরণকারীর পরিনাম কিরূপ ভয়ঙ্কর এবং শিক্ষনীয় হয়, আসলেই এটাই বাস্তবতা যে, **আল্লাহ** ওয়ালাদের শানে ঔদ্ধতপূর্ণ আচরণকরা বা তাদের যেকোন ভাবে কষ্ট দেয়া, **আল্লাহ পাকে**র আযাবকে দাওয়াত দেয়ার বিষয়। এই সকল বুযুর্গদের শানে ঔদ্ধতপূর্ণ আচরণ এবং বেআদবীকারী দুনিয়ায় তো অপমান ও অপদস্ত হয়ই, আখিরাতেও অপদস্ততা তার ভাগ্য হবে। পাপিষ্ঠ এজিদও সেই দূর্ভাগা ব্যক্তি, যে শুধু সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এর অপমানকারী নয় বরং তার কপালে আহলে বাইতে কিরামকে عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان অন্যায়ভাবে শহীদ করার কালো দাগও রয়েছে এবং প্রত্যেক যুগে ইসলামী দুনিয়া যার নিন্দা করে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার নাম ঘৃণাভরে নেয়া হবে। এই মন্দ স্বভাব ও কালো হৃদয়ের মানুষটির ২৫ হিজরীতে দামেশকে জন্ম হয়। সে খুবই মোটা, বিকৃত, মন্দ স্বভাব, বদ মেজাজ, ফাসিক, ফাজির, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, বেআদব, অভদ্র ছিলো। তার অন্যায় ও অশ্লীল কর্মকান্ড এমন ছিলো যে, যাতে বদমাশদেরও লজ্জা পেতো।[২]

---

১. দালায়িলুন নবুয়তি লিল বায়হাকী, ৬/১৯০।
২. সাওয়ানেহে কারবালা, ১১১ পৃষ্ঠা।

পাপিষ্ঠ এজিদের জঘন্য কর্মকান্ড

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী সৈয়দ মুহাম্মদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: শাহাজাদায়ে কাওনাইন, হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মুবারক উপস্থিতি এজিদের স্বাধীনতার জন্য এক বড় বাধা হয়ে ছিলো, সে জানতো যে, তাঁর (رَضِیَ اللهُ عَنْهُ) মুবারক যুগে এজিদের প্রকাশ্যে খেলার সুযোগ হবে না এবং তার কোনই উল্টো আচরণ ও গোমরাহী কর্মকান্ড হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সহ্য করবেন না, সে দেখতো যে, ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মতো দ্বীনদারের চাবুক সর্বদা তার মাথার উপর ঘুরছে, এই কারণেই সে আরো বেশী ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর প্রাণের শত্রু হয়ে গিয়েছিলো এবং এই কারণেই হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর শাহাদত তার জন্য খুশির কারণ হলো।

হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ শহীদ হতেই, এজিদ একেবারে স্বাধীন হয়ে গেলো এবং বিভিন্ন ধরণের গুনাহের ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়ে গেলো। হারাম কাজ (ধর্ষণ), ভাই বোনের বিয়ে, সুদ, মদ্যপান প্রকাশ্য ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো, নিয়মিত নামায পড়া উঠে গেলো, বিদ্রোহ ও অবাধ্যতা অত্যাধিক হারে বেড়ে গেলো, ব্যভিচার এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেলো যে, মুসলিম বিন ওকবাকে বার হাজার (১২০০০) বা বিশ হাজার (২০০০০) সৈন্য নিয়ে মদীনা মুনওয়ারা ঘেরাও করতে পাঠালো। এই হতভাগা সৈন্যরা মদীনা মনোওয়ারায় (زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا) এমন ধ্বংসজজ্ঞ চালালো যে, **আল্লাহর** পানাহ! হত্যা-লুন্ঠন এবং বিভিন্ন অত্যাচার, **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীদের সাথে করেছে। সেখানকার অধিবাসীদের ঘর লুঠ করেছে, সাতশো (৭০০) সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শহীদ করেছে এবং অন্যান্য সাধারণ অধিবাসী মিলিয়ে দশ হাজারেরও (১০০০০) বেশী শহীদ করেছে, যুবকদের বন্দি করে নিয়েছে, এমন এমন অসাদাচারণ করেছে যে, যা বর্ণনা করা অসম্ভব। মসজিদে নববী শরীফ (عَلٰى صَاحِبِهَا الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) এর পিলারের সাথে ঘোড়া বেধেঁছিলো, তিনদিন পর্যন্ত মানুষ মসজিদে নববী শরীফে নামায আদায় করতে পারেনি। শুধুমাত্র হযরত সায়্যিদুনা

সাইদ বিন মুসাইয়িব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পাগল সেজে সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন হানযালা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: এজিদ বাহিনীর মন্দ আচরণ এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো যে, আমার মনে হচ্ছিলো যেন এই ব্যভিচারের জন্য আসমান থেকে পাথর না বর্ষণ হয়।[১] অতঃপর এই কুচক্রী বাহিনী মক্কায়ে মুকাররমার (زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعۡظِيۡمًا) দিকে রওয়ানা হলো তখন রাস্তার মধ্যে আমীর মারা গেল এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিকে তার প্রতিনিধি বানালো। সেই বেদ্বীনরা মিনজানিক (মিনজানিক হলো পাথর নিক্ষেপের একটি অস্ত্র, যা দ্বারা পাথর ছুড়ে মারা হয়, এর শক্তি খুবই বেশী এবং অনেক দূর পর্যন্ত নিক্ষেপ করা যায়) দ্বারা পাথরের বর্ষন করা হয়। এই পাথর বর্ষনের কারণে হারাম শরীফের উঠান মুবারক পাথরে ভরে যায় এবং মসজিদে হারামের পিলার ভেঙ্গে পড়ে আর সম্মানিত কাবার গীলাফ শরীফ এবং ছাদ এই বেদ্বীনরা জ্বালিয়ে দেয়। এই ছাদে সেই দুম্বার শিংও তাবারুক স্বরূপ সংরক্ষিত ছিলো, যা হযরত সায়্যিদুনা ইসমাইল عَلَيۡهِ السَّلَام এর ফিদিয়া স্বরূপ কোরবানী করা হয়েছিলো, সেই শিংও জ্বলে গিয়েছিলো, সম্মানিত কাবা অনেকদিন পর্যন্ত গীলাফ বিহীন অবস্থায় ছিলো এবং সেখানকার অধিবাসীরা (এজিদ বাহিনীর পক্ষ থেকে আসা) কঠিন বিপদে লিপ্ত ছিলো।[২]

পাপিষ্ঠ এজিদের কর্মকান্ডকে বয়কট

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, কপট এজিদ তার শাসনামলে মন্দ আচরণের প্রমান স্বরূপ অনেক অশ্লীলতাকে প্রসার করেছিলো, যেমন; মাহারিমের (সেই আত্মীয় যাদের সাথে বিয়ে হারাম) সাথে বিয়ে এবং সুদ ইত্যাদিকে এই বেদ্বীন প্রকাশ্যে অনুমোদন দিয়েছিলো, মদীনা মুনওয়ারা ও মক্কায়ে মুকার্‌রমার অসম্মান করিয়েছে, সাহাবায়ে কিরাম ও সম্মানিত আহলে বাইতদের অত্যাচার নিপীড়ন করার পর শহীদ করিয়েছে, গান বাজনা শুনা, মদ্যপান করা, নামায না পড়া ইত্যাদি, মোটকথা এই হতভাগা ঐ সকল কাজ করতো, যা পবিত্র শরিয়তে নিষেধ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে মানুষ সম্মান এবং

১. আস সাওয়ায়েকেল মাহরাকা, আল হাদী আশর, ২২১ পৃষ্ঠা।
২. সাওয়ানেহে কারবালা সংক্ষেপিত, ১৭৭-১৭৯ পৃষ্ঠা।

প্রসিদ্ধি, ধন-সম্পদ এবং শাসনভার পাওয়াতে নির্ভীক ও অবাধ্য হয়ে যায় অতঃপর ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে এবং দুনিয়ার নিকটবর্তী হয়ে যায়, নিজের সিংহাসন ও মুকুট অক্ষত রাখার জন্য **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা এবং **তাঁর** প্রিয়ভাজনদের সাথে বেআদবী করাতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। পাপিষ্ঠ এজিদও ক্ষমতার লোভে মত্ত হয়ে এমন অবাধ্য হলো যে, مَعَاذَ الله (**আল্লাহর** পানাহ) সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শানে অভদ্রতা প্রদর্শন করলো, তাঁদের অত্যাচার করলো, তাঁদের মনে কষ্ট দিলো, অথচ সাহাবায়ে কিরামরা عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان তো সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁদের শান ও মহত্ব সম্পর্কে স্বয়ং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَكۡرِمُوۡا اَصۡحَابِىۡ فَاِنَّهُمۡ خِيَارُكُمۡ অর্থাৎ আমার সাহাবাদের (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) সম্মান করো, কেননা তাঁরা তোমাদের মধ্যে নেককার লোক।[১] **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আরো ইরশাদ করেন: "خَيۡرُ اُمَّتِىۡ اَلۡقَرۡنُ الَّذِيۡنَ يَلُوۡنِىۡ ثُمَّ الَّذِيۡنَ يَلُوۡنَهُمۡ ثُمَّ الَّذِيۡنَ يَلُوۡنَهُمۡ অর্থাৎ আমার উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে আমার যুগের লোকেরা (অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) অতঃপর তাঁদের পরবর্তীরা (অর্থাৎ তাবেয়ীনগণ) অতঃপর তাঁদের পরবর্তীরা (অর্থাৎ তবে তাবেঈনগণ رِضۡوَانُ اللهِ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن)"।[২]

নুমায়া হে ইসলাম কে গুলিস্তান মে হার এক গুল পে রঙে বাহারে সাহাবা।
ইয়ে মেহরেঁ হে ফরমানে খাতামুর রুসুল কি হে দ্বীনে খোদা শাহকারে সাহাবা।
ইনহি মে হে বদর ও উহুদ কে মুজাহিদ লকব জিন কা হে জাঁ নিসারে সাহাবা।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এজিদের মন্দ স্বভাব ও এর কারণ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কপট এজিদ সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মুবারক যুগ পেয়েও তাঁদের সঙ্গ গ্রহন করতে পারেনি এবং না তাঁদের সম্মান করে নিজের আখিরাতের মুক্তির উপায় বানাতে পেরেছে, বরং সে **রাসুলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র পরিবার পরিজনদের উপর অত্যাচরের ষ্টিম রোলার

১. মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবিস সাহাবাতি, ২/৪১৩, হাদীস ৬০১২।
২. মুসলিম, কিতাবু ফাযায়িলিস সাহাবাতি, বাবু ফযলে সাহাবাতি..., ১০৫২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৬৪৬৯।

চালিয়েছে এবং তাঁদের উপর বিপদের পাহাড় ভেঙ্গে পড়ে ছিলো। পাপিষ্ঠ এজিদ এসব মুকুট ও ক্ষমতা এবং দুনিয়াবী ধন-সম্পদের লোভে করেছে, কেননা এই মন্দ পরিনতির জালিম ইমামে আলী মকাম, সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র স্বত্তাকে নিজের কতৃত্বের জন্য বিপদ মনে করতো, অথচ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর এই ক্ষনস্থায়ী দুনিয়ার সাথে কিইবা সম্পর্ক! তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তো পূর্বেও উম্মতে মুসলিমার অন্তরের সম্রাট ছিলেন, আজও আছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবেন। কিন্তু সেই হতভাগা এজিদ ধন-সম্পদের নেশায় মত্ত হয়ে নিজের আখিরাতের সাথে সাথে দুনিয়াও ধ্বংস করে দিলো। এখান থেকে এটা জানা যায় যে, দুনিয়ার ভালবাসাই সকল ফিতনা ও ফ্যাসাদের কারণ, এই সকল ধ্বংসযজ্ঞ দুনিয়ার ভালবাসার জন্যই হয়েছিলো, দুনিয়ার ভালবাসা মানুষকে জালিম বানিয়ে দেয়, দুনিয়ার ভালবাসা মনুষত্বকে অনুভূতিহীন এবং নির্ভীক বানিয়ে দেয়, দুনিয়ার ভালবাসা মানুষের অন্তরকে কঠিন বানিয়ে দেয়, দুনিয়ার ভালবাসা আমলকে নষ্ট করে দেয়, দুনিয়ার ভালবাসা দ্বীনের ক্ষতি সাধনের কারণ, দুনিয়ার ভালবাসা গোমরাহীর কারণ, দুনিয়ার ভালবাসা মানুষকে নেককাজ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়, দুনিয়ার ভালবাসাই গুনাহের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করে দেয়। আসুন! দুনিয়ার নিন্দা সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুটি বাণী শ্রবণ করি:

১. দুনিয়ার ভালবাসা সকল গুনাহের মূল।[১]

২. ছয়টি (৬) জিনিস আমলকে নষ্ট করে দেয়: (১) সৃষ্টির দোষসমূহের পেছনে লেগে থাকা, (২) অন্তরের কঠোরতা, (৩) দুনিয়ার ভালবাসা, (৪) লজ্জা কমে যাওয়া, (৫) উচ্চ আকাঙ্ক্ষা এবং (৬) সীমাতিরিক্ত অত্যাচার করা।[২]

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, দুনিয়া কিরূপ নিকৃষ্ট একটি বস্তু, সুতরাং একে গুরুত্বপূর্ণ ভাবা র্নিবুদ্ধিতা, কেননা **আল্লাহ পাকের** নিকট

১. মওসুআতিল ইমাম ইবনে আবিদ দুনিয়া, কিতাবু যম্মুদ দুনিয়া, ৫/২২, হাদীস ৯।
২. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল মাওয়ায়িয ওয়ার রিকাক..., অংশ-১৬, ৮/৩৬, হাদীস ৪৪০১৬।

দুনিয়ার গুরুত্ব তো আসলে মাছির ডানার সমতুল্যও নয় বরং এই দুনিয়া তো আখিরাতের শস্যক্ষেত্র, যদি আমরা এতে উত্তম আমল রূপে বীজ বপন করি তবে আখিরাতে প্রতিদান ও সাওয়াব রূপে ফসল কাটতে পারবো। সুতরাং ধন ভান্ডার জমা করা, উন্নত দামী গাড়ীতে ঘুরা, অন্যের সম্পত্তি হাতিয়ে নেয়া এবং আত্মগর্বের সাথে থাকার লোভ করার পরিবর্তে, **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে যে নেয়ামত দান করা হয়েছে তাতে তুষ্ট হয়ে **তাঁর** সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট থেকে লোভের কর্দমাক্ততা থেকে নিজেকে বাঁচানো উচিৎ।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দুনিয়াবী ধন-সম্পদ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা করার পরিবর্তে আখিরাতের নেয়ামত পাওয়ার জন্য অধিকহারে নেককাজ করুন এবং দুনিয়ার প্রতি অনীহা সৃষ্টি করুন। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিকট আরয করলেন: আমাদের মধ্যে উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: اَزْهَدُكُمْ فِي الدُّنْيَا وَاَرْغَبُكُمْ فِي الْاٰخِرَةِ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম হচ্ছে সে, যে দুনিয়ার প্রতি বেশী উদাসীন এবং আখিরাতের প্রতি বেশী ধাবিত।[১]

দুনিয়ার প্রতি অনীহা কাকে বলে?

হযরত আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় বলেন: দুনিয়া নশ্বর এবং ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে অনীহা প্রকাশ করা এবং আখিরাতের মাহাত্ম্য ও অবিনশ্বরতার কারণে আখিরাতে প্রতি আগ্রহ রাখা। বুদ্ধিমান সে, যে দুনিয়া ও দুনিয়ার ময়লা আবর্জনা থেকে নিজেকে বাচাঁয় এবং দুনিয়াকে নিজের খাদেম বানায়, প্রয়োজন অনুযায়ী দুনিয়া অর্জন করে এবং তাছাড়া দুনিয়া থেকে দূরে থাকে, কেননা যখন কেউ দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে দুনিয়া তার নিকট অপদস্ত হয়ে ফিরে আসে, যে ব্যক্তি দুনিয়া অর্জনের জন্য যতোই দুনিয়ার পেছনে ছুটতে থাকে, দুনিয়া ততই তাকে ছুটাতে থাকে, যেমন সুর্যের দিকে মুখ করে পথ চলা ব্যক্তির পেছনে পেছনে তার ছায়াও আসে এবং সূর্যের দিক পিট করে চলা ব্যক্তির আগে আগে তার ছায়া চলতে থাকে, যদি

১. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিয যুহুদ ও কসরিল আমল, ৭/৩৪৩, হাদীস ১০৫২১।

এই ব্যক্তি নিজের আগে আগে চলা ছায়াকে ধরার চেষ্টা করে তবে কখনো সফল হবে না।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলেই যে দুনিয়ার পেছনে ছুটতে থাকে, তবে দুনিয়াও তাকে তার পেছনে ছুটাতেই থাকে এবং দুনিয়ার ভালবাসায় অবাধ্য হয়ে ধীরে ধীরে দ্বীন থেকে দূরে সরে যায়, আর যে সৌভাগ্যবান দুনিয়ার প্রতি অনীহা প্রকাশ করে তবে দুনিয়া স্বয়ং তার কদমে চলে আসে। যদি আমরা দুনিয়ার ভালবাসার পিছু ছাড়িয়ে আখিরাতের ভাবনা সৃষ্টি করতে চাই তবে যেন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যাই, اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে শরিয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী আমল করার সৌভাগ্য নসীব হবে। اَلْحَمْدُ لله **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে মুত্তাকী ও পরহেযগার, উত্তম স্বভাব ও আচরনের অধিকারী অসংখ্য ইসলামী ভাই সম্পৃক্ত। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে স্থায়ীত্ব দান করুন আর গুনাহ থেকে বেঁচে অধিকহারে নেককাজ করার সৌভাগ্য নসীব করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এজিদের একটি মন্দ কাজ হচ্ছে মদ্যপান

এজিদের একটি মন্দ স্বভাব হচ্ছে মদ্যপান, যদিও মদ পান করা অকাট্য হারাম এবং এটা হালাল মনে করে পান করা কুফরী। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের সমাজে এই মন্দ কাজটিও প্রসারতা লাভ করেছে। মনে রাখবেন! মদ্যপান সকল মন্দ কাজের মূল, কেননা মদ পান করে মানুষ সকল গুনাহে সহজে লিপ্ত হতে পারে। মদ্যপায়ীর হুশ থাকে না এবং সে ভাল মন্দের পার্থক্য করার জ্ঞানও হারিয়ে ফেলে। মদ কি এমন মোহ খাওয়ায়। আসুন! এরই প্রেক্ষিতে একটি হাদীস শরীফ শ্রবণ করি:

১. ফয়যুল কদীর, ৩/৬৬৬, ৪১১৪ নং হাদীসের পাদটিকা।

মদ কি এমন মোহ করলো

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মন্দ কাজের মূল (অর্থাৎ মদ) থেকে বেঁচে থাকো, কেননা তোমাদের পূর্বে এক ব্যক্তি ছিলো, যে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করতো এবং মানুষের থেকে দূরে থাকতো, এক মহিলা তার প্রেমে পড়ে গেলো এবং তাঁর নিকট খাদিমকে বলে পাঠালো যে আমি তোমাকে সাক্ষ্য দেয়ার জন্য ডাকছি। সুতরাং সে (আবিদ) সেখানে পৌঁছে গেলো। যখনই সে কোন দরজা দিয়ে প্রবেশ করতো তবে তার জন্য তা বন্ধ করে দেয়া হত এবং সেখানে কাঁচের এক বড় পাত্র ছিলো, যাতে মদ সাজানো ছিলো। এই মহিলা আবিদকে বললো: "আমি তোমাকে কোন রকম সাক্ষ্য দেয়ার জন্য নয় বরং এই জন্যই ডাকিয়েছি যে তুমি এই যুবককে হত্যা করে আমার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হবে অথবা মদের শুধুমাত্র এক ঢোক পান করবে, যদি তুমি অস্বীকার করো তবে আমি চিৎকার করবো এবং তোমাকে অপমান অপদস্ত করবো।" যখন এই ব্যক্তি দেখলো যে, তার নিকট এই মহিলা থেকে বাঁচার কোন পথ নেই, তখন সে বললো: "আমাকে মদ পান করিয়ে দাও।" মহিলাটি মদের একটি ঢোক পান করালো তখন সে আরো চাইলো, ব্যস সে এইভাবে মদ পান করতে রইলো, এমনকি এই মহিলার সাথে ব্যভিচারেও লিপ্ত হলো এবং সেই যুবককে হত্যাও করলো। সুতরাং মদ্যপান থেকে বেঁচে থাকো, নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাকের** শপথ! ঈমান ও মদ্যপান দুটি কোন ব্যক্তির মাঝে একত্রিত হতে পারে না, হ্যাঁ! শীঘ্রই একে অপরকে বাহিরে বের করে দিবে।(১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এজিদের দ্বিতীয় মন্দ স্বভাব, গান-বাজনা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পাপিষ্ঠ এজিদের একটি মন্দ স্বভাব এটাও ছিলো যে, সে গান-বাজনা শুনায় অভ্যস্থ ছিলো, অথচ গান বাজনা শুনা নাজায়িয, কঠিন হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। কিন্ত আফসোস! শত কোটি

১. ইবনে হাব্বান, কিতাবুল আশরিবা, যিকরি মা ইউহিব্বু আলাল মারাআ..., ৭/৩৬৭, হাদীস ৫৩২৪।

আফসোস! এই মন্দ কাজটি আজ আমাদের সমাজেও ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে, ছোট হোক বা বড়, পুরুষ হোক বা নারী অধিকাংশই এই মন্দ কাজে লিপ্ত রয়েছে, এমন মনে হয় যে, যেন সঙ্গীত মুসলমানদের শিরায় শিরায় প্রবেশ করে নিয়েছে, প্রায় সব জায়গায় সঙ্গীতের সুর শুনা যায়। হোটেল হোক বা ঘর ও দোকান, কারখানা হোক বা গুদাম, কার হোক বা বাস, টেক্সি হোক বা মোটর সাইকেল সব জায়গায় মুসলমান এই মন্দ আপদের শিকার। এমনিভাবে বাচ্চাদের প্রায় অধিকাংশ খেলনায়ও সঙ্গীত হয়ে থাকে। বেচারাদের দোলনার উপর খেলনা টাঙ্গিয়ে দেয়া হয় যা তাকে সঙ্গীত শুনায় এবং ঘুম পারায়। যখন শিশুকালেই সন্তান সঙ্গীত শুনতে অভ্যস্থ হয় তবে বড় হয়ে কিভাবে সে সঙ্গীত থেকে বাঁচতে পারবে। বর্তমান যুগে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে مَعَاذَ الله (**আল্লাহ**র পানাহ) গান বাজনা শুনা তো আরো সহজ হয়ে গেছে। উন্নত বিশ্বের এই আবিষ্কার দ্বারা যেমন দিন রাত গান বাজনা শুনার গুনাহ হচ্ছে, তেমনি নিজের মোবাইল ফোনের কলার টোন (Caller Tune) এবং রিং টোন (Ring Tune) সেট করে তা অপরকে শুনিয়ে নাজায়িয ও হারাম কাজে লিপ্ত হচ্ছে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! গান শুনা নাজায়িয ও হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। বিভিন্ন হাদীস শরীফে এই মন্দ কাজটির নিষেধাজ্ঞা বর্ণিত হয়েছে। আসুন! এসম্পর্কে তিনটি বর্ণনা শ্রবণ করি।

১. যে ব্যক্তি কোন গায়কের পাশে বসে গান শুনে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তার কানে গলিত সীসা ঢেলে দিবেন।[১]

২. গান বাজনা থেকে নিজেকে বাঁচাও কেননা তা কামভাব জাগ্রত করে এবং লজ্জাবোধ নষ্ট করে দেয় আর তা মদের সমকক্ষ, এতে নেশার মতো প্রভাব রয়েছে।[২]

৩. গান এবং কৌতুক অন্তরে এমনভাবে উদ্গীরন করে, যেমনভাবে পানি সবজি উদ্গীরন করে। শপথ সেই পবিত্র সত্তার যার কুদরতের হাতে আমার প্রাণ!

১. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল লহু..., কসমুল আকওয়াল, অংশ ১৫, ৮/৯৬, হাদীস ৪০৬৬২।
২. তাফসীরে দুররে মনসুর, ২১তম পারা, সূরা লুকমান, ৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/৫০৬।
শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হিফযুল লিসান, ৪/২৮০, হাদীস ৫১০৮।

নিশ্চয় কোরআন এবং **আল্লাহ**র যিকির অন্তরে এমনভাবে ঈমান উদ্গীরন করে, যেমনিভাবে পানি সবুজ ঘাস উদ্গীরন করে।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত রেওয়ায়াতের আলোকে জানা গেলো যে, গান বাজনা শুনা হারাম। কিন্তু আফসোস! আমাদের সমাজের আধুনিক চিন্তাবিদরা এবং সংগীতজ্ঞরা এই কৌতুক এবং **আল্লাহ**র স্মরন থেকে উদাসীনকারী অশুভ জিনিসটিকে অন্তরের খোরাক বলে আখ্যায়িত করে। আসলে মুমিনের অন্তরের খোরাক হলো **আল্লাহ**র যিকির, যাদ্বারা এর প্রশান্তি অনুভূত হয়, যেমনটি **আল্লাহ পাক** পারা ১৩, সুরা রা'আদ এর ২৮ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمَىٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ؕ

(পারা ১৩, সূরা রা'আদ, আয়াত ২৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ওই সব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের অন্তর **আল্লাহ**র স্মরণে প্রশান্তি পায়।

মনে রাখবেন! সঙ্গীত কখনোই অন্তরের খোরাক হতে পারে না বরং তা তো সর্বদা মনকে বিকৃত করে, নামায এবং ইবাদতের স্বাদ নষ্ট করে, লাজ-লজ্জাকে হত্যা করে এবং মুসলমানদের বেপর্দা হওয়াকে উৎসাহ দেয়, مَعَاذَ الله গানের অনেক বাক্য তো এমন যে, যাতে প্রচুর পরিমানে কুফরী বাক্য বলা হয়, যা আমরা সর্বদা গুনগুন করতে থাকি এবং সেদিকে আমাদের মনোযোগই থাকে না, **আল্লাহ পাক** আমাদের গান বাজনার ভয়াবহতা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুন এবং সর্বদা নাত ও তিলাওয়াত, সুন্নাতে ভরা বয়ান, মাদানী মুযাকারা এবং মাদানী চ্যানেলের ঈমানোদ্দীপক অনুষ্ঠান দেখার সৌভাগ্য দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মে গানে বাজোঁ অউর ফিল্মোঁ ড্রামোঁ কে গুনাহ ছোড়োঁ
পড়োঁ নাতেঁ করোঁ আকসার তিলাওয়াত ইয়া রাসুলাল্লাহ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. মুসনাদে ফিরদাউস, ২/১০১, হাদীস ৪২০৪।

এজিদের তৃতীয় মন্দ স্বভাব হলো সুদ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পাপিষ্ঠ এজিদের মন্দ কর্মকান্ডের মধ্যে একটি মন্দ কাজ এও ছিলো যে, সে সুদের মতো ঘৃণিত গুনাহকে ব্যাপকভাবে প্রসার করেছিলো, অথচ সুদ অকাট্য হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এর হারাম হওয়াকে অস্বীকারকারী কাফির এবং যে হারাম জেনেও এই রোগে আক্রান্ত হয় সে ফাসিক এবং সাক্ষ্য দেয়া থেকে বঞ্চিত (অর্থাৎ তার সাক্ষ্য গ্রহন যোগ্য নয়)। দূর্ভাগ্যজনক ভাবে এই মন্দ কাজটিই আমাদের সমাজে ব্যাপকভাবে দ্রুতগতিতে বেড়েই চলেছে, যদি অভাবীদের ঋণের (Loan) প্রয়োজন পড়ে তবে বিভিন্ন স্থানে সুদী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত রয়েছে, যেখানে সহজেই সুদের বিনিময়ে ঋণ পাওয়া যায় এবং ঋণ গ্রহীতাও খুশি মনে সুদের বিনিময়ে (Interest) ঋণ নিয়ে নেয় আর একে কোন মন্দ কাজ বলেই ভাবা হয় না, এমন পরিস্থিতিতে যদি দ্বীনের দরদী কোন ইসলামী বোন বুঝানোর চেষ্টা করে তবে এমন কথা বলতে শুনা যায়: “বোন কি করবো, অপারগ হয়ে গেছি, আমরা তো অসহায়, এ ছাড়া আর কোন উপায়ও নাই, আমি একা কিইবা করতে পারি? ইত্যাদি ইত্যাদি” অথচ এই কথাগুলো সঠিক নয়, কেননা আমরা না তো অসহায় এবং না এমন যে, এই হারাম কাজ ছাড়া উপায়ও নাই আর আমি একা কিইবা করতে পারি এ কথা যেখানে বলা হয় সেখানে কমপক্ষে নিজের সংশোধনের চেষ্টার উৎসাহ তো সৃষ্টি করুন, সাহস ও প্রেরণা এবং একনিষ্ঠতার সাথে আমলের ময়দানে তো আসুন, নাকি শুধু শ্লোগানেই সমাজের বিগড়ে যাওয়া সিস্টেম পাল্টে যাবে? নাকি শুধু হা-হুতাশ করাতেই সমাজে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়ে যাবে? কখনো নয়! বরং আমাদের সর্বপ্রথম নিজেকেই পরিবর্তন করতে হবে, নিজেকে পর্যালোচনা করতে হবে, আপনি ইতিহাসের পাতা উল্টিয়ে দেখুন, ইসলামের মহান সিপাহসালারদের ভাবিয়ে তোলা মহান কৃতিত্বগুলো দেখুন, যেখানেই কোন পরিবর্তন এসেছে, তবে তা কারো বৈপ্লবিক পদক্ষেপের কারণেই হয়েছে। প্রথমত মুহার্‌রম মাস তার বরকত লুটিয়ে যাচ্ছে, এই পবিত্র মাসের ১০ তারিখ যে মহান ঘটনা ঘটেছিলো, এতে আমাদের জন্য শিক্ষা গ্রহণের অসংখ্য মাদানী ফুল রয়েছে, লাখো সালাম!

আহলে বাইতের সেই মহান অশ্বারোহীদের প্রতি, যাদের উপর অত্যাচার চালানো হয়, চর্তূদিকে দুঃখ ও কষ্টের তুফান চালানো হয় কিন্তু কারো নামায কাযা হয়নি। লাখো সালাম! খান্দানে আহলে বাইতের সেই পবিত্র রমনীদের প্রতি, যারা নিজের চোখের সামনে রক্তের নদী বইতে দেখছে, কিন্তু শরিয়তের আঁচল হাত থেকে ছাড়েনি। **আল্লাহ পাক** আমাদের খান্দানে আহলে বাইতের সদকায় প্রসন্ন জ্ঞান দান করুন, ঈমানের উৎসাহ প্রদান করুন, নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টায় কিছু করার সাহস ও তৌফিক দান করুন।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب!　　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! একটি কথা স্মরণ রাখবেন যখন ঔষধ খাওয়া হয়, তখন রোগ ভালো হয়। আমরা চাই যে, ঔষধও খাব না এবং রোগও ভাল হয়ে যাবে, মেনে নিলাম যে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য পুরো সমাজকে সুদ এবং অন্যান্য মন্দ কাজগুলো থেকে পবিত্র করা জরুরী, কিন্তু মনে রাখবেন! সমাজ এক একজন মানুষ দ্বারা গঠিত, যতক্ষণ আমি নিজের সংশোধনের চেষ্টা করবো না, পুরো সমাজের সংশোধন কিভাবে হবে? আসুন! এবার সুদের নিন্দা সম্বলিত কয়েকটি বর্ণনা শ্রবণ করি।

১. ইরশাদ হচ্ছেঃ সুদ (এর গুনাহ) সত্তর (৭০) ভাগে বিভক্ত, এর মধ্যে সবচেয়ে নিম্ন স্থরটি হলো যে, কোন ব্যক্তি যেন নিজের মায়ের সাথে যেনা করে।[১]
২. ইরশাদ হচ্ছেঃ (প্রকাশ্য ভাবে) সুদ যদিও বেশী হয়, শেষ পর্যন্ত এর পরিনতি কমের উপরই হয়।[২]
৩. ইরশাদ হচ্ছেঃ কিয়ামতের দিন সুদখোরদের এই অবস্থায় উঠানো হবে যে, সে পাগল ও ঘাবড়ানো অবস্থায় থাকবে।[১]

১. সুনানে ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুত তিজারাত, ৩/৭২, হাদীস ২২৭৪।
২. মুসনাদ ইমাম আহমদ, মুসনাদে আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ, ২/১০৯, হাদীস ৪০২৬।

৪. ইরশাদ হচ্ছে: যে সম্প্রদায়ে সুদের প্রসার হয়, সে সম্প্রদায়ে পাগল হওয়ার প্রবণতা প্রসার হয়।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাপিষ্ঠ এজিদের চতুর্থ মন্দ কাজ হলো নামায না পড়া

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পাপিষ্ঠ এজিদ যে সকল মন্দ কাজে লিপ্ত ছিলো, তার মধ্যে একটি এও যে, সে সর্বদা নামায পড়তো না এবং যদিও পড়তো তবে তা কাযা করে পড়তো, অথচ নামায কাযা করে পড়াও গুনাহ, এবং না পড়া তো এর চেয়েও বড় গুনাহ। বর্তমান যুগে এই গুনাহও একেবারে ব্যাপকভাবে প্রসারতা লাভ করেছে। প্রথমত আমাদের অধিকাংশই নামায আদায়ে উদাসীন এবং **হুকুকুল্লাহ** নষ্ট করার দিকে ধাবিত আর যে কয়েকজন নামায পড়েও, তাদের মধ্যে হয়তো শতকরা একজনও (১%) সঠিকভাবে নামায পড়তে পারে না। মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাকের** হকের মধ্যে নামায খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যার গুরুত্ব এই বিষয়টি থেকে বুঝে নিন যে, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** হক সমূহ হতে সর্ব প্রথম এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। হাদীসে পাকে রয়েছে: "اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُه" অর্থাৎ কাল কিয়ামতের দিন বান্দা থেকে সর্বপ্রথম তার নামায সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। এই হাদীসে পাকের আলোকে হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিশ্চয় নামায ঈমানের নিদর্শন এবং ইবাদতের মূল।[৩]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইসলামে নামাযের যে গুরুত্ব রয়েছে, তা কোন ইবাদতে নাই, নামায ইসলামের মূল শর্ত সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ শর্ত, নামায এক মহান ইবাদত, নামায জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার মতো আমল, নামায হলো নূর, বিনয় ও একাগ্রতার সহিত দু'রাকাত আদায়কারীর জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।[৪] দু'রাকাত নামায দুনিয়া এবং যা কিছু এতে আছে তা থেকে উত্তম।

---

১. মু'জামু কবীর, ১৮/৬০, হাদীস ১১০।
২. কিতাবুল কাবায়ির লিয যাহবী, কবীরাতুস সানিয়াতু আশরা, ৭০ পৃষ্ঠা।
৩. আত তায়সির শরহে জামেউস সগীর, ১/৩৯১।
৪. সহীহ মুসলিম, কিতাবুত তাহারাত, বাবুয যিকরি মুস্তাহাব উকুবুল ওযু, ১১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ২৩৪৪।

নামায **আল্লাহ পাকে**র কাছে অনেক পছন্দনীয় আমল। নামাযের প্রতিটি সিজদার বিনিময়ে একটি করে নেকী লেখা হয়, একটি গুনাহ মিটিয়ে দেয়া হয় এবং একটি মর্যাদা বৃদ্ধি করা হয়, নামাযীকে কিয়ামতের দিন নিরাপদে জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, নামায দ্বারা গুনাহ ঝরে যায়, নামায দুই নামাযের মধ্যখানে সংগঠিত গুনাহ সমূহ ধুয়ে দেয়, নামাযী নিরাপত্তার সাথে রাত অতিবাহিত করে, নামায মন্দ কাজ দুরীভুত করে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরও প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায নিয়মিত আদায় করার তৌফিক দান করুন এবং নফল নামাযেরও সৌভাগ্য দান করুন। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনরা! এতক্ষণ আমরা বিশেষ করে সেই গুনাহ সমূহের নিন্দা এবং এর ক্ষতি সম্পর্কে শুনলাম, যা পাপিষ্ঠ এজিদ প্রসার করেছিলো। মনে রাখবেন! গুনাহ ছোট হোক বা বড়, এতে ক্ষতিই ক্ষতি এবং গুনাহে কিরূপ ভয়াবহতা, এর ধ্বংসাত্মকতার অনুমান এই বর্ণনা দ্বারা করুন:

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللہُ عَنْہُ বলেন যে, তোমরা **আল্লাহ পাকে**র এই বাণী (পারা ৮, সুরা আনআম, আয়াত ১৬০) দ্বারা কখনো নির্ভয় হইয়ো না:

مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهٗ عَشْرُ اَمْثَالِهَا ۚ وَمَنْ جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰۤى اِلَّا مِثْلَهَا

(পারা ৮, সূরা আনআম, আয়াত ১৬০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যে কেউ একটা সৎকর্ম করবে, তবে তার জন্য তদনুরূপ দশগুন রয়েছে আর যে ব্যক্তি কোন পাপ কাজ করেম তবে প্রতিফল মিলবে না, কিন্তু সেটারই সমান।

কেননা গুনাহ যদিওবা একটিই হয় তবে তার সাথে দশটি (১০) মন্দ স্বভাব নিয়ে আসে: ১. যখন বান্দা গুনাহ করে তখন **আল্লাহ পাক** গযব দেন এবং সে তা পুরো করার শক্তি পায়। ২. তা (অর্থাৎ গুনাহ সম্পাদনকারী) অভিশপ্ত ইবলিশকে খুশি করে। ৩. জান্নাত থেকে দূরে সরে যায়। ৪. জাহান্নামের নিকটবর্তী হয়।

৫. সে তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস অর্থাৎ নিজের প্রাণকে কষ্ট দেয়। ৬. সে তার বাতিনকে নাপাক করে বসে অথচ তা পবিত্র হয়ে থাকে। ৭. আমল লেখার ফিরিশতা অর্থাৎ কিরামান কাতেবীনদেরকে কষ্ট দেয়। ৮. সে **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে রওযায়ে মুবারাকায় ব্যথিত করে। ৯. জমিন ও আসমান এবং সমস্ত সৃষ্টিকে নিজের অবাধ্যতার সাক্ষী বানিয়ে দেয়। ১০. সে সকল মানুষের খেয়ানত এবং **রাব্বুল আলামিনের** অবাধ্যতা করে।[১]

আহ! হার লমহা গুনাহ কি কসরত অউর ভরমার হে,
গালাবায়ে শয়তান হে অউর নফরে বদ আতওয়ার হে।
হায়! নাফরমানিয়াঁ বদ কারীয়াঁ বে বাকিয়াঁ,
আহ! নামে মে গুনাহোঁ কি বড়ি ভরমার হে।
চুপ কে লোগোঁ সে গুনাহোঁ কা রাহা হে সিলসিলা,
তেরে আগে ইয়া খোদা হার জুরম কা এজহার হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

সদাচরণের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! সদাচরণ সম্পর্কে কিছু সুন্নাত ও আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ করেন: প্রত্যেক সদাচরণ হলো সদকা, ধনীর সাথে হোক বা গরীবের সাথে।[২] (২) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ্** এবং কিয়ামতের প্রতি ঈমান রাখে, তার উচিৎ যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখা।[৩] ☆ কোরআন ও হাদীসে আত্মীয় এবং নিকট স্বজনদের সাথে

১. বহরুদ দুমু, আল ফসলুস সারি আওয়াকিবুল মাচিয়াতি, ৩০ পৃষ্ঠা।
২. মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু কুল্লু মারুফু সদকাতি, ৩/৩৩১, হাদীস ৪৭৫৪।
৩. বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু আকরামুল যইফ..., ৪/১৩৬, হাদীস ৬১৩৮।

সদাচরণের নির্দেশ রয়েছে।[১] ✯ সদাচরণের বিভিন্ন স্তর রয়েছে, উপহার দেয়া এবং যদি তাদের কোন কাজে সাহায্য প্রয়োজন হয় তবে সেই কাজে তাদের সাহায্য করা, তাদের সালাম দেয়া, তাদের সাথে সাক্ষাত করতে যাওয়া, তাদের সাথে উঠা বসা করা, তাদের সাথে কথাবার্তা বলা, তাদের সাথে ভালবাসা ও মমতা সূলভ সাক্ষাত করা।[২] ✯ হযরত ইমামে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন তুমি মানুষে সাথে সদাচরণ করবে তখন সে তোমার পিতামাতার মতো হয়ে যাবে, যদিওবা তোমার এবং তার মাঝে কোন আত্মীয়তার সম্পর্ক না থাকুক।[৩] ✯ **আল্লাহ**র আউলিয়াগণ তাঁদেরকে গালি প্রদানকারী বরং প্রাণের শত্রুদের সাথেও সদাচরণ করতেন।[৪] ✯ সদাচরণ করাতে **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টি অর্জিত হয়। ✯ সদাচরণ মানুষের খুশির কারণ হয়। ✯ সদাচরণ করাতে ফিরিশতারা আনন্দিত হয়। ✯ সদাচরণ করাতে মুসলামনের পক্ষ থেকে সেই ব্যক্তির প্রশংসা হয়। ✯ সদাচরণ করাতে শয়তানের কষ্ট হয়। ✯ সদাচরণ করাতে বয়স বৃদ্ধি পায়। ✯ সদাচরণ করাতে রিযিকে বরকত হয়।[৫]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. দুররে মুখতার, কিতাবুল খতরা ওয়াল আবাহাতি, ফসলূল বি'য়, ৯/৬৭৮।
২. আদ দুররুল হুক্কাম, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি ওয়াল ইস্তিহসান, ১/৩২৩।
৩. ইমাম আযম কি ওসীয়তেঁ, ২৬ পৃষ্ঠা।
৪. গীবত কে তাবাকারিয়াঁ, ৩৪২ পৃষ্ঠা।
৫. তাম্বিহুল গাফেলিন, ৭৩ পৃষ্ঠা।

বয়ান: ৫

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَارَسُوۡلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا حَبِيۡبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيۡكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ يَا نُوۡرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবী করীম, রঊফুর রহীম, রাসূলে আমীন, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন তোমরা কোন মজলিসে বসবে তখন এভাবে বলবে, "بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّ حِيۡمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد" আল্লাহ পাক তোমাদের উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন যে, তোমাকে গীবত থেকে বাঁচিয়ে রাখবে, এ পর্যন্ত যে তুমি গীবত করতে পারবে না এবং যখন মজলিশ থেকে উঠবে তখন বলবে, "بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّ حِيۡمِ وَ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد" তখন লোকজন তোমার গীবত করবে না এবং ফেরেশতা তাদেরকে তোমার গীবত করা থেকে বাঁচিয়ে রাখবে।

(আল কাওলুল বদী, আল বাবু ছানী ফি সাওয়াবুস সালাতি আলা রাসূলিল্লাহ, ২৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الۡمُؤۡمِنِ خَيۡرٌ مِّنۡ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।[১]

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

---

১. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ আমাদের বয়ানের বিষয়বস্তু হলো **‘সময়ের গুরুত্ব”** এই বয়ানের মধ্যে আমরা সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার প্রয়োজন কেন? বুযুর্গানে দ্বীনের সময় অতিবাহিত করার ঘটনাবলী, কোরআন ও হাদীসে সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার উৎসাহ সমূহ, সময় নষ্টকারী কাজের পাশাপাশি সময়ের মর্যাদা, হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং শেষে আমীরে আহলে সুন্নাত, মুফতিয়ে দাওয়াতে ইসলামীর সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রবণ করবো। হায়! আমাদের যদি সম্পূর্ণ বয়ান ভালো ভালো নিয়্যত এবং পরিপূর্ণ মনযোগ সহকারে শুনার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যেতো।

আসুন! সর্ব প্রথম দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৮২৬ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“কু'তুল কুলুব”** এর ৪৭৪ পৃষ্ঠা থেকে একটি শিক্ষামুলক ঘটনা শ্রবণ করুন এবং এ থেকে অর্জিত মাদানী ফুলের সুবাশিত সুগন্ধি দ্বারা নিজের অন্তরকে সাজানোর চেষ্টা করুন।

উদাসীনতার ঘুম এবং জীবনের ধ্বংসলীলা

কোন এক মূর্খ ব্যক্তি এক হাকীমকে বললো যে, আমাকে এমন কোন বস্তুর গুনাবলী বর্ণনা করুন, যা ব্যবহার করলে আমি দিনের বেলায়ও ঘুমিয়ে থাকবো। হাকীম বললো: হে অমুক! তুমি কতইনা বোকা! তোমার জীবনের অর্ধেক তো এমনিতেই (রাতে উদাসীনভাবে) ঘুমে কেটে যাচ্ছে, অথচ ঘুম হচ্ছে মৃত্যুর অপর নাম এবং এবার তুমি নিজের জীবনের তৃতীয়াংশকেই আরো ঘুমে কাটাতে চাও আর শুধুমাত্র এক অংশই জীবন? তখন সেই লোকটি জিজ্ঞাসা করলো: তা কিভাবে? অতঃপর সেই হাকীম বললো: যেমন ধরো, তোমার বয়স ৪০ বছর, তবে এর অর্ধেক ২০ বছর হলো এবং তুমি একেও আবার ১০ বছর বানাতে চাও (অর্থাৎ যদি দিনে আরো ঘুমাও তবে আরো ১০ বছর কমে যাবে এবং তোমার নিকট আখিরাতের পাথেয় জমা করার জন্য শুধুমাত্র ১০ বছরই অবশিষ্ট থাকবে, সুতরাং অধিক ঘুমানোর ইচ্ছা মন থেকে বের করে দাও।)

(কু'তুল কুলুব, ২৭তম অধ্যায়, ১/৪৭৪, সংক্ষেপিত)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, সেই জ্ঞানী ব্যক্তিটি অধিক ঘুমানোর আকাঙ্ক্ষী লোকটিকে কিরূপ উত্তম পদ্ধতিতে সংশোধন করেছেন এবং তাকে আখিরাতের চিন্তার কিরূপ মানসিকতা দেয়ার চেষ্টা করেছেন, বর্ণনাকৃত ঘটনাটি বিশেষকরে সেই সব মূর্খ লোকদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে যে, যাদের রাত দিনের অধিকাংশ সময়ই শুধুমাত্র ঘুমে অথবা অসুস্থ রোগীর ন্যায় বিছানায় পড়ে থাকাতেই কেটে যায়। এমন লোকেদের না তো নামাযের হুঁশ থাকে, না পরিবারের হকের পরওয়া। মনে রাখবেন! বিনা কারণে অধিক ঘুমানো এমন এক মন্দ স্বভাব, যা সময়ের খুবই অপচয়ের পাশাপাশি দুনিয়া ও আখিরাতে অপমান ও অপদস্তার কারণ। যেমনটি

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান বিন দাউদ عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কে তাঁর সম্মানিতা মা

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বললেন: হে আমার বৎস! রাতে বেশীক্ষণ ঘুমিও না, কেননা রাতে বেশী ঘুমানো মানুষকে কিয়ামতের দিন ফকীর বানিয়ে দেয়।

(ইবনে মাজাহ, কিতাব ইকামাতুস সালাত, বাবু মা'জা ফি কিয়ামিল লাইল, ২/১২৫, হাদীস নং-১৩৩২)

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মোস্তাফা আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, সকল বুযুর্গানে দ্বীন এটাই বলেন যে, তিন (৩) টি অভ্যাসকে অবশ্যই আঁকড়ে ধরো, কম কথা বলা, কম ঘুমানো, কম খাওয়া, কেননা অধিক কথা বলা, অধিক আহার করা, অধিক ঘুমানো, এই অভ্যাস সমূহ খুবই নিকৃষ্ট এবং এই অভ্যাস সমূহের কারণে মানুষ দ্বীন ও দুনিয়ায় ক্ষতিগ্রস্থ হয়। (জান্নাতী জেওর, ১২৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! সময় হচ্ছে **আল্লাহ পাকের** এমন এক নিয়ামত, যা সকলেরই সমপরিমাণ অর্জিত হয়। এমন নয় যে, দিন রাতে ডবল বার (২৪) ঘন্টা আর ধনীদের জন্য সাতাইশ (২৭) ঘন্টা, বরং **আল্লাহ তায়ালা** সকলের জন্যই দিন এবং রাতের আদলে ডবল বার (অর্থাৎ ২৪) ঘন্টাই দান করেন। এবার দেখার বিষয় হলো যে, কে এই সময়ের গুরুত্ব দেয় এবং কে নষ্ট করে দেয়? কেননা অতি শীঘ্রই এই নশ্বর জীবনের পথচলা শেষ হয়েই যাবে। যেমনটি

আদম সন্তানের ঠিকানা

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান বসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলতেন: হে আদম সন্তান! তুমি বিভিন্ন ধাপের সমষ্টি, যখনই তোমার থেকে রাত বা দিন অতিবাহিত হয়ে যায় তবে তোমার একটি ধাপ শেষ হয়ে যায় এবং যখন তোমার সকল ধাপ শেষ হয়ে যাবে, তবে নিজের গন্তব্য অর্থাৎ জান্নাত বা জাহান্নাম পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। (কু'তুল কুলুব, ২৮তম অধ্যায়, ১ম খন্ড, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সময়ের গুরুত্ব দ্বারা কি উদ্দেশ্য? সময়ের গুরুত্ব কিভাবে দেয়া যায়? আসুন! তা কোরআনে পাকের এই আয়াতে মুবারাকা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করি, যেমনটি ৩০তম পারা, সূরা আসর এর ১ থেকে ৩ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَالْعَصْرِ ۙ﴿۱﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ۙ﴿۲﴾ اِلَّا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَ تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ۬ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿۳﴾

(পারা ৩০, সুরা আসর, আয়াত ১,২,৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ওই মাহবূবের যুগের শপথ, নিশ্চয় মানুষ অবশ্য ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু (তারা নয়) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং একে অপরকে সত্যের জন্য জোর দিয়েছে আর একে অপরকে ধৈর্যধারণের উপদেশ দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুফতি আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (মানুষ) তার মূল পুঁজি (অর্থাৎ) বয়সকে কুফর, গুনাহ, উদাসীনতা, দুনিয়ার আকাঙ্ক্ষা, খেলাধুলায় নষ্ট করছে, একে আখিরাতকে উত্তম বানানোর উপায় বানালো না, মানুষ হলো ব্যবসায়ী, জীবন হলো তার দোকান এবং আমল হলো দোকানের সদায়, যদি (আমলসমূহ) ভাল হয় তবে তার ক্রেতা হলো রব তায়ালা এবং জান্নাত হলো তার মূল্য, যদি মন্দ হয় তবে শয়তান হলো তার ক্রেতা এবং দোযখ হলো তার মূল্য, যেমন সদায় তেমন ক্রেতা।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পারা ৩০, আল আসর, ২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৯৯৪ পৃষ্ঠা)

বয়স এবং বরফে সাদৃশ্য

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাণী উদ্ধৃত করেন: আমি সূরা আসরের মর্মার্থ একজন বরফ বিক্রেতাকে দেখে বুঝেছি, যে বাজারে এইরূপ বলছিলো: সেই ব্যক্তির উপর দয়া করুন, যার বিনিয়োগ গলে যাচ্ছে। সেই ব্যক্তির উপর দয়া করুন, যার বিনিয়োগ গলে যাচ্ছে। তার এই কথা শুনে আমি বললাম: এটাই হচ্ছে "اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِیْ خُسْرٍ ﴿۲﴾" (**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় মানুষ অবশ্য ক্ষতির মধ্যে রয়েছে) এর মর্মার্থ। (তিনি আরো বলেন) সুতরাং যার জীবন নিষ্ফল অতিবাহিত হয় তবে এরূপ ব্যক্তি ক্ষতির সম্মুখীন হবে। (তাফসীরে কবীর, পারা ৩০, সূরা আসর, ১ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩২তম অংশ, ১১/২৭৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমাদের জীবন বরং প্রতিটি মুহুর্ত কতই মূল্যবান এবং জীবনের এই সংক্ষিপ্ত পথচলা কিরূপ দ্রুতগতিতে কেটে যাচ্ছে, সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে এই নশ্বর দুনিয়ার ধোঁকায় পতিত না হওয়া, স্বর্ণ ও অলঙ্কারের চেয়েও মূল্যবান মুহুর্তের অবমূল্যায়ন না করা, তাকওয়া ও পরহেযগারী অবলম্বন করা, নিজের রাত ও দিনকে অহেতুকতা এবং দুনিয়ার আরাম আয়েশে নষ্ট না করা, যেই কাজ করার জন্য শরীয়ত আদেশ করেছে, তা পালন করতে কখনোই অলসতা প্রদর্শন না করা, যদিও নফস অলসতা দেয় তবে নফসকে খুবই কড়া শাসন করার অভ্যাস গড়া এবং যে সকল কাজ না করার জন্য শরীয়ত আদেশ করেছে তা থেকে বিরত থাকাতে "যদি-কিন্তু" "যেহেত-সেহেতু" ইত্যাদি অবলম্বন করার পরিবর্তে এক মুহুর্তও দেরী না করা, কেননা যদি আমরা এই নশ্বর দুনিয়ার রঙ তামাশায় ডুবে থাকি, শুধুমাত্র দুনিয়াবী ভবিষ্যত সাজাতেই আমাদের মূল্যবান দিনসমূহ উদাসীনতায় পর্যবসিত হয়ে যায় এবং মৃত্যু দূত (ফিরিশতা) এসে পৌঁছে যায়, তবে **আল্লাহ পাকের** শপথ! একবার سُبْحٰنَ الله! বলারও অবকাশ দেয়া হবে না। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষনীয় ঘটনা শ্রবণ করি।

সম্পদ বন্টন করারও অবকাশ পেলো না

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"ইহইয়াউল উলুম কা খোলাসা"** এর ৩৮৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর বিন আব্দুল্লাহ মুযনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সম্পদ জমা করলো। যখন তার মৃত্যুর সময় নিকটবর্তী হলো তখন সন্তানদের বলতে লাগলো: আমাকে আমার বিভিন্ন সম্পদগুলো দেখাও, তার নিকট অনেক ঘোড়া, উট এবং গোলাম আনা হলো। যখন সে তাদের দিকে তাকালো তখন আফসোসের সহিত কাঁদতে লাগলো। মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام তাকে কাঁদতে দেখে বললেন: কেন কাঁদছো? সেই স্বত্তার শপথ! যে তোমাকে এসব কিছু দিয়েছেন! যতক্ষন আমি তোমার রূহ এবং দেহকে একে

অপরের থেকে আলাদা করে দেব না, এখান থেকে যাবো না। সে বললো: আমাকে কিছুটা অবকাশ দিন, যেন আমি এই সম্পদ বন্টন করে দিতে পারি। ফিরিশতা বললো: এখন তুমি কোন অবকাশ পাবে না, তুমি এই কাজ তোমার মৃত্যু আসার পূর্বে কেন করোনি। অতঃপর মালাকুত মঊত عَلَيْهِ السَّلَام তার রূহ কবয করে নিলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাটিতে বিশেষকরে সেই সব উদাসীনদের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল বিদ্যমান যে, যাদের নিকট সম্পদের অভাব নাই, কিন্তু তারপরও তারা এতে আরো বৃদ্ধির জন্য দিন রাত চিন্তা করতে থাকে। লাখ, কোটি বরঞ্চ শত কোটি টাকা উপার্জন করে এবং অনেক জায়গা জমির মালিক হয়েও মন ভরে না, সম্পদের এমন লোভ যে, কমানোর পরিবর্তে আরো বৃদ্ধি করেই চলে। মনে রাখবেন! সম্পদ জমা করা মন্দ কাজ নয়, সেই সম্পদ মন্দ, যাতে ওয়াজিব হক (যেমন যাকাত, ফিতরা ইত্যাদি) আদায় করা হয় না, সেই সম্পদ মন্দ, যা আমাদেরকে শরীয়াতে আহকাম পালন, মৃত্যু, কবর ও হাশরের বিষয়াদি, উত্তম আমল ও সৎ সঙ্গ থেকে উদাসীন করে রাখে। সুতরাং সময়ের গুরুত্বকে বুঝার চেষ্টা করুন এবং প্রয়োজন অনুযায়ী হালাল রিযিক জমা করুন, কেননা জীবন বারবার পাওয়া যায় না, আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি:

১. ইরশাদ হচ্ছে: দু'টি নেয়ামত এমন, যেগুলো সম্পর্কে অনেক লোক ধোঁকায় রয়েছে, (১) স্বাস্থ্য এবং (২) আরাম।

(বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবু মা'জা ফির রিকাক..., ৪/২২২, হাদীস নং-৬৪১২)

২. ইরশাদ হচ্ছে: পাঁচটি বিষয়কে পাঁচটি বিষয়ের পূর্বে গণীমত মনে করো: (১) যৌবনকে বৃদ্ধকালের পূর্বে, (২) সুস্বাস্থ্যকে অসুস্থতার পূর্বে, (৩) ধন-দৌলতকে অভাবের পূর্বে, (৪) অবসরকে ব্যস্ততার পূর্বে এবং (৫) জীবনকে মৃত্যুর পূর্বে। (মুসতাদরিক, কিতাবুর রিকাক, ৫/৪৩৫, হাদীস নং-৭৯১৬)

৩. ইরশাদ হচ্ছে: প্রত্যেহ সূর্য যখন উদিত হয়, তখন সেই "দিন" এটি ঘোষণা করে যে, যদি আজ কোন ভাল কাজ করার থাকে তবে করে নাও, কেননা আজকের পর আমি আর কখনো ফিরে আসবো না।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়াম, মা'জা ফি লাইলাতুন নিসফুশ শা'বান, ৩/৩৮৬, হাদীস নং-৩৮৪০)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত হাদীসে মুবারাকা শুনে বিশেষকরে সেই লোকদের উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়া উচিৎ, যারা ঘন্টার পর ঘন্টা হোটেলে, অহেতুক বৈঠকে, পার্কে, সংমিশ্রিত বিনোদন স্পটে (অর্থাৎ এমন বিনোদন পার্ক যেখানে পরপুরুষ এবং পরনারী একত্র হয়, নির্লজ্জতার মাধ্যমে গুনাহের ভয়াবহতা ছড়ায় اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ), পত্রিকা পাঠে, বার বার আয়না দেখে, সিনেমা নাটক বা মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম দেখে ও শুনে, দেশীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং ম্যাচ নিয়ে আলোচনা করে, ক্রিকেট বা ফুটবল খেলে, দেখে বা এর বিস্তারিত শুনে, মোবাইল বা কম্পিউটারে গেইমস খেলে, নাইট প্যাকেজের মাধ্যমে পরনারীর সাথে ফোনে কথা বলে এবং সোস্যাল মিডিয়া অযথা ও গুনাহে ভরা ব্যবহার করে সময়ের এই নেয়ামতকে নষ্ট করে দেয় এবং যেন দুনিয়া ও আখিরাতে দুঃখ ও লজ্জার উপায় বানায়, অথচ যদি এই সময়কে নামায, রোযা, যিকির ও দরূদ, তিলাওয়াত, হামদ ও নাত, পিতা মাতার সেবা শশ্রুষা, নেকীর দাওয়াত, কবর ও আখিরাতের বিষয়ে প্রস্তুতি, সন্তানের শিক্ষাদান এবং জ্ঞানার্জনের মতো নেক কাজে অতিবাহিত করতো তবে নিঃসন্দেহে দুনিয়া ও আখিরাতে এর বরকত অর্জিত হতো। কিন্তু আহ! আমাদের অলসতা, মনে রাখবেন! সময় **আল্লাহ তায়ালার** এক আজিমুশ্‌শান নেয়ামত, কিয়ামতের দিন যেভাবে বান্দার নিকট বিভিন্ন নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, ঠিক তেমনি সময়ের সম্পর্কেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং এটা জিজ্ঞাসা করা হবে যে, জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছো, যেমনটি ৩০তম পারা, সূরা তাকাসুর এর ৮ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ হচ্ছে:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ یَوْمَىِٕذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ﴿۸﴾

(পারা ৩০, সুরা তাকাসুর, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নিয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুফতি মুহাম্মদ নাঈমুদ্দিন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পবিত্র আয়াতের পাদটিকায় বলেন: (সেই নেয়ামত) যা **আল্লাহ পাক** তোমাকে দান করেছেন (যেমন) সুস্বাস্থ্য, অবকাশ, নিরাপত্তা, আরাম ও সম্পদ ইত্যাদি, যা দ্বারা দুনিয়ায় স্বাদ গ্রহণ করতে। জিজ্ঞাসা করা হবে: এই নেয়ামতগুলো কোন কাজে ব্যয় করেছো, এর কিরূপ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছো? এবং অকৃজ্ঞতার জন্য আযাব দেয়া হবে।

তাজেদারে রিসালাত, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন বান্দা ততক্ষন পর্যন্ত কদম উঠাতে পারবে না, যতক্ষন পর্যন্ত তাকে পাঁচটি বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে না: (১) **জীবন কোন কাজে ব্যয় করেছো? (২) যৌবন কিভাবে অতিবাহিত করেছো? (৩) সম্পদ কোথা হতে অর্জন করেছো? (৪) কোথায় খরচ করেছো? এবং (৫) নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছো?** (তিরমিযী, কিতাবুল সিফতুল কিয়ামাহ..., বাবু ফিল কিয়ামাতি, ৪/১৮৮, হাদীস নং-২৪২৪)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ দুনিয়াতেই ঐ প্রশ্ন সমূহের উত্তর তৈরি করে নিন ঐ প্রশ্ন সমূহের উত্তর তৈরি করার জন্য একটি মাধ্যম হলো নিজের সময়কে কাজের মধ্যে ব্যস্ত রাখা, মনে রাখবেন! “**সময়** শব্দটিতে সাধারণত তিনটি অক্ষর রয়েছে, কিন্তু বাস্তবতা হলো এটি অনেক বড় মূল্যবান জিনিস, সময়কে না কেউ কিনতে পারে এবং না একে সংরক্ষন করতে পারে, এটি এমন এক মুসাফির যা বিরতিহীনভাবে নিজের পথচলা অব্যাহত রেখেছে, যা কোথাও বিরতি গ্রহণ করে না এবং সকল মানুষ থেকে বেপরোয়া হয়ে নিজের অভিষ্ট লক্ষ্যের দিকে বলিষ্ট পদক্ষেপে প্রবাহমান থাকে, সম্প্রদায়ের উন্নতি এবং অবনতিতে সময়ের অবদান অনেক গুরুত্ব বহন করে, যে সম্প্রদায় সময়ের মূল্য দিয়েছে এবং সকাল সন্ধ্যাকে সময়ের অনুসারী বানিয়ে নেয় তবে উন্নতি স্বয়ং অগ্রগামী হয়ে তাদের স্বাগতম জানায়, এর বিপরীত যে সম্প্রদায় সময়কে গুরুত্বহীন মনে করে অযথা অতিবাহিত করে দেয় তবে এরূপ সম্প্রদায় গোলামীর জীবন অতিবাহিত করে, সময়কে নষ্ট করা তাদেরকে অপমান ও অপদস্থতার

অতল গহবরে এমনভাবে ঠেলে দেয় যে, তাদের নাম গন্ধও আর থাকে না, সময়ের বিষয়ে যদি আমরা নিজের জীবন এবং **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের জীবনী সমূহের সাথে তুলনা করি তবে আমাদের এবং তাঁদের মাঝে জীবনের স্পষ্ট পার্থক্য দেখে সম্ভবত আমরা আফসোস ও লজ্জার সাগরে ডুবে যাবো, কেননা এই মহান ব্যক্তিত্বরা টাইম পাস (Time pass) করায় অভ্যস্ত ছিলো না, বরং তাঁদের মন ও মননে সময়ের গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে ভরা ছিলো, মৃত্যুর সময়ে মানুষের উপর যা ঘটে, তা মৃত্যু পথযাত্রীই জানে কিন্তু **আল্লাহ** ওয়ালারা সেই অন্তিম মুহুর্তেও সময়ের গুরুত্ব থেকে উদাসীন হন না, বরং তাঁরা শেষ মুহুর্তেও নেকীতে অতিবাহিত করতে চায়। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঈমানোদ্দীপক কাহিনী শ্রবণ করি এবং সময়ের গুরুত্ব ও মূল্যকে অনুধাবন করার চেষ্টা করি, **আল্লাহ পাক** তাঁদের সদকায় আমাদেরও সময়ের গুরুত্বদানকারী বানান।

এখনই সময়

হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে বর্ণিত: হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর আত্তার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে এরূপ বলতে শুনেছি: যখন হযরত সায়্যিদুনা আবু কাসিম জুনাইদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকালের সময় হলো তখন আমি এবং আমার কয়েকজন বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলাম, আমারা দেখলাম যে, ইন্তিকালের কিছুক্ষণ পূর্বে দূর্বলতার কারণে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বসে নামায পড়ছিলেন, তাঁর দুটি পা ফুঁলে গিয়েছিলো। যখন রুকু ও সিজদা করতো তখন একটি পা মুড়িয়ে নিতেন, যার কারণে অনেক কষ্ট ও পেরেশানী ভোগ করতেন। বন্ধুরা এই অবস্থা দেখে বললো: হে আবুল কাসিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! এটি কি? আপনার পা ফুঁলে আছে কেন? বললেন: اَللهُ اَكْبَرُ এটি তো নেয়ামত। হযরত সায়্যিদুনা আবু মুহাম্মদ হারীরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে আবু কাসিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ! যদি আপনি শুয়ে পড়েন তবে কি সমস্যা? বললেন: এখনই সময়, যাতে কিছু নেকী অর্জন করে নিই, এরপর কি আর সুযোগ হবে। অতঃপর اَللهُ اَكْبَرُ বললেন এবং তাঁর রূহ এই নশ্বর পৃথিবী থেকে উর্ধ্বকাশের দিকে উড়ে গেল। এটাও বর্ণিত

রয়েছে যে, যখন তাঁকে বলা হলো: হুযুর! নিজের প্রতি কিছুটা সদয় হোন, তখন বললেন: এখনই আমার আমলনামা বন্ধ করা হবে, এইসময় নেক আমলের প্রতি কে আমার চেয়ে বেশী অভাবগ্রস্থ হতে পারে। (উয়ূনুল হিকায়াত, ২৫০ পৃষ্ঠা)

কর যাওয়ানী মে ইবাদত কাহেলী আচ্ছি নেহী,
জাব বুড়হা পা আগেয়া কুচ বাত বন পড়তি নেহী
হে বুড়হা পা বিহ গনীমত যব যাওয়ানী হো চুকী,
ইয়ে বুড়হা পা বিহ না হোগা মাওত জিস দম আগেয়ী। (মিরাতুল মানাযিহ ৩ / ১৬৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! বুদ্ধিমানেরা না নিজের সময় নষ্ট করে এবং না অপরের সময়কেও নষ্ট করে বরং সে তো নিজের সময়ের মূল্য দেয়, নিজের কাজেই ব্যস্ত থাকে, সময়কে ভাল ভাল কাজে ব্যয় করে এবং অপরকে এর উৎসাহ দেয়, টাইম পাস (Time pass) কারীদের সংশোধন করে এবং অযথা কথা বলে ফেললে ফিকরে মদীনার মাধ্যমে নিজের কর্মের হিসাবও করে। এটিই সেই মাদানী চিন্তাধারা যে, যার স্পষ্ট প্রভাব আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام চরিত্রে উল্লেখযোগ্য ভাবে দেখা যায়। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে দু'টি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি এবং শিক্ষনীয় মাদানী ফুল সংগ্রহ করি।

(১) টাইম পাসকারীর সংশোধন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"ইহইয়াউল উলুম"** ২য় খন্ডের ৮২৯ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু আলী ফুযাইল বিন আয়ায رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মসজিদে হারামে একা উপবিষ্ট ছিলেন, সময় এক বন্ধু তাঁর নিকট আসলে তিনি তাকে আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বললেন: হে আবু আলী! আমি আপনাকে সঙ্গ দেয়ার জন্য এসেছি। তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বললেন: **আল্লাহ তায়ালার** শপথ! এটা তো ভীতি প্রদর্শনমূলক কাজ! তুমি কি এটাই চাও যে, তুমি আমার জন্য নিজের

ভাষাকে সুন্দর করবে, আমি তোমার জন্য নিজের ভাষাকে মার্জিত করবো, তুমি আমার জন্য মিথ্যা বলবে এবং আমি তোমার জন্যে মিথ্যা বলি? (সুতরাং উত্তম এতেই যে) হয়তো তুমি আমার নিকট থেকে চলে যাও নতুবা আমিই তোমার নিকট থেকে চলে যাই। (ইহইয়াউল উলুম, ২/২৮৭)

(২) অযথা প্রশ্নের কাফফারা স্বরূপ এক বৎসর রোযা রাখলেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিতাব **"মিনহাজুল আবেদীন"** এর ১৭৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা হাসসান বিন সীনান তাবেঈ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এক বালাখানার (সুউচ্চ ঘর) পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, তখন এর মালিক থেকে জিজ্ঞাসা করলেন: এই বালাখানা কতদিন হলো বানিয়েছো? এই প্রশ্নটি করে তিনি মনে মনে খুবই অনুশোচিত হলেন এবং নিজের নফসকে উদ্দেশ্য করে এভাবে বললেন: হে অহঙ্কারী নফস! তুমি অযথা এবং উদ্দেশ্যহীন প্রশ্ন করে মূল্যবান সময় কেন নষ্ট করো। অতঃপর এই অযথা প্রশ্নের কাফফারা স্বরূপ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এক বছর যাবৎ রোযা রাখেন। (মিনহাজুল আবেদীন, আল বাবুস সালিস, আল ফসলুস সালিস, ৬৫ পৃষ্ঠা)

নফস ইয়ে কিয়া জুলুম হে যব দেখো তাজা জুরম হে,
না'তাওয়া কে সর পে ইতনা বোঝ ভারী ওয়া ওয়া! (হাদায়িকে বখশিশ, ১৩৪ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই পংক্তিতে বলেন, হে দুষ্টু নফস! তোমার নির্যাতন ও নিপীড়নের এখন শাস্তি হয়ে গিয়েছে! তুমি সবসময় আমার ভূল-ত্রুটির মধ্যে বারবার বৃদ্ধি করিয়েছ এবং আমাকে সবচেয়ে অযোগ্য ভেবে মাথার উপর গুনাহের ভারী বোঝা তুলে দিতে চেয়ে ছিলে।

সময় নষ্ট করার কতিপয় কাজ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা সময়কে কিরূপ সতর্কতার সাথে অতিবাহিত করতেন, যদি তাঁদের কোন বন্ধু শুধুমাত্র এই জন্যই আসতো যে, একটু মনোরঞ্জন হবে এবং কিছুক্ষন টাইম পাসও হয়ে যাবে তবে এই ব্যক্তিরা তাকে সময়ের গুরুত্বের মাদানী ফুল প্রদান

করেন এবং সময় নষ্ট করার ক্ষতিসমূহ জানিয়ে তার সংশোধন করতেন। কিন্তু আফসোস যে, আমরা আমাদের সময়কে নষ্ট করে তাতে লজ্জিত ও অনুশোচনা করার পরিবর্তে গর্ববোধ করে থাকি। তা কোন কোন অহেতুক কাজ, যাতে লিপ্ত হয়ে আমরা নিজেরদের মূল্যবান মুহুর্তগুলো নষ্ট করছি, অতঃপর আমাদের নিষ্ফলতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

মনে রাখবেন! এগুলোই তো সময় নষ্ট করার কতিপয় কাজ, আসুন! তা থেকে এমন কতিপয় কাজ সম্পর্কে শ্রবণ করি যার মধ্যে আমরা অধিকাংশই লিপ্ত হয়ে নিজের সময় করে নষ্ট করে চলেছি,

(১) ইন্টারনেট (Internet)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সময় নষ্ট করার মাধ্যম গুলোর মধ্যে একটি বড় মাধ্যম হচ্ছে ইন্টারনেট, মনে রাখবেন! ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহার যেমনিভাবে অসংখ্য উপকার অর্জনের মাধ্যম, তেমনিভাবে এর ভূল এবং অপ্রয়োজনীয় ব্যবহারের কারণে অগনিত ক্ষতির সম্মুখিনও হতে হয়, যার মধ্যে সবচেয়ে বড় ক্ষতি হলো সময় নষ্ট হওয়া। অনেকে ইন্টারনেট, ফেইসবুক (Facebook) এবং ওয়াটস আপ (Whatsapp) ব্যবহারে এমন অভ্যস্ত হয়ে গেছে যে, এক মুহুর্তের জন্যও মোবাইল ফোন হাত ছাড়া করে না এবং মুহুর্তে মুহুর্তে নিজের ঘুমা, জাগা, শপিং করা, ভাল খাবার দাবার এবং অন্যান্য বিষয়াদি তার বন্ধুদের মাঝে শেয়ার (Share) করে থাকে, নির্লজ্জতা ও অশ্লিলতার সীমাতিক্রম করে পর্দাহীন নারীরাও পেছনে থাকার পক্ষে নেই, তারাও নিজেদের অযথা ছবি (Picture) প্রকাশ করাকে গর্ব মনে করে থাকে। আমাদের নতুন প্রজন্ম (New Genretion) ইন্টারনেটের খারাপ ব্যবহারে এতই লিপ্ত হয়ে গেছে যে, তারা ঘন্টার পর ঘন্টা এতে নষ্ট করে দেয়। যদি কোনদিন ব্যবহার করতে না পারে তবে অশ্চার্যজনক চঞ্চলতা অনুভব করে এবং টাইম পাস হয় না। একটু ভাবুন তো! কোনদিন কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতে না পারার কারণে এরূপ চঞ্চলতা ও উদাসীনতা হয়েছিলো? এমনিভাবে যদি ইশরাক ও চাশত বা তাহাজ্জুদের নফল আদায় না হওয়ার কারণে

এরূপ চঞ্চলতা হয়েছিলো? আহ! যদি আমাদের কোনআনের তিলাওয়াতের ইচ্ছা ও আগ্রহ নসীব হয়ে যেতো! আহ! যদি আমাদের অধিকহারে ইবাদত করার তৌফিক নসীব হয়ে যেতো!

ইবাদত মে গুযরে মেরী যিন্দেগানী, করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১০৫)

(২) মোবাইল ফোন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেরূপ ইন্টারনেটের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে অসংখ্য দ্বীনি এবং দুনিয়াবী উপকারীতা অর্জিত হতে পারে, তেমনি মোবাইল ফোনের প্রয়োজনীয় ব্যবহারও আমাদের ব্যবসায়ী কর্মকান্ড, আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখা, বন্ধু বান্ধবের সাথে সাক্ষাত এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে আমাদের সহায়ক। কিন্তু আমরা একে সময় নষ্ট করার সম্ভবত একটি যন্ত্র মনে করে রেখেছি, বিশেষকরে যুবক ছেলে এবং যুবতী মেয়েরা একে খারাপ এবং অযথা ব্যবহার করে পুরো পুরো দিন ভিডিও গেইম খেলা আর অযথা sms পাঠাতে থাকে, যাতে অহেতুক ঠাট্টা, প্রেম কাব্য, চরিত্র নষ্টকারী এবং অনেক সময়তো শরিয়ত বিরোধী বাক্যও হয়ে থাকে, যার কারণে কুফরের হুকুম আবশ্যক হয়ে পড়ে। আরো যে, sms পড়ে مَعَاذَ الله খুশি প্রকাশ করে অন্যকেও পাঠিয়ে (Forward) থাকে। মনে রাখবেন! এরূপ পুরো দিন মোবাইল ফোনের ব্যবহারের ফলে দৃষ্টি শক্তি দূর্বল হওয়া, লেখাপড়ার ক্ষতি, চিন্তাভাবনার ক্ষমতা হ্রাস, টাকা ও জীবনের মূল্যবান মুহুর্তগুলো নষ্ট হওয়ারও কারণ হয়। যদি আমাদের নিকট মোবাইল ফোন থাকে তবে আমাদের নিজের টাকা এবং মূল্যবান সময় বাঁচিয়ে এর সঠিক ব্যবহার করা উচিৎ, মোবাইল ফোনে গান শুনার পরিবর্তে মাকতাবাতুল মদীনার শাখা থেকে নাত, তিলাওয়াত এবং আমীরে আহলে সুন্নাত, নিগরানে শুরা ও অন্যান্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের সুন্নাতে ভরা বয়ান, ফরয জ্ঞানের কোর্স, ইলমে দ্বীনে ভরপুর বিভিন্ন মূল্যবান মাদানী ফুলের সুগন্ধিতে সুরভিত মাদানী মুযাকারার মেমোরী কার্ড মূল্য পরিশোধের মাধ্যমে সংগ্রহ করুন এবং মনযোগ মহকারে শ্রবণ করুন, জি হ্যাঁ! জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষীদের জন্য

দা'ওয়াতে ইসলামীর আইটি মজলিশের পক্ষ থেকে বিভিন্ন এ্যাপ্লিকেশন্সও (Applications) প্রবর্তন করা হয়েছে, যেমন **"মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী, আলহাজ্ব ওবাইদ রযা আত্তারী, হাজী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী, আওকাতুস সালাত** (Prayer time), **আল কোরআনুল করীম, রূহানী চিকিৎসা, মাদানী ইনআমাত, মাদানী চ্যানেল, মাদানী খাকা, দরূদ ইফতা আহলে সুন্নাত, হজ্ব ও ওমরা, যেহেনী আযমাইশ (কুইজ এ্যাপ্লিকেশনস), "কালেমা এন্ড দোয়া", "কাফন ও দাফন", "কালামে আলা হযরত"** ইত্যাদি, এ্যাপ্লিকেশন্স (Applications) এর মাধ্যমেও জ্ঞানের অশেষ ভান্ডার অর্জিত হবে। اِنْ شَآءَالله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে এই জীবন কয়েকদিনের, যদি আমরা একে উদ্দেশ্যহীন কাজে নষ্ট করে দেয়ার পরিবর্তে প্রতিটি কাজকে তার নির্দিষ্ট সময়ে করি, গুনাহ থেকে বিরত থেকে নেকীর মাঝে অতিবাহিত করি, তবে আমাদের দুনিয়াও ভাল ও আখিরাতও উত্তম হয়ে যাবে। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা সময়ের বড়ই গুরুত্বদানকারী ছিলেন, তাইতো আজ পর্যন্ত তাঁদের আলোচনা সাধারণ ও বিশেষ সবার মুখেই চলে আসছে, যেমন সাহাবায়ে কিরাম, পবিত্র আহলে বাইত, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن, আউলিয়াগণ, মুহাদ্দিসগণ, মুফাসসীরগণ, ফকীহগণ এবং সূফীগণ ইত্যাদি সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাদের আলোচনা করা আমরা আমাদের জন্য সৌভাগ্যের কারণ মনে করি এবং তাঁদের নাম আসতেই মুখে অনায়াসেই رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه চলে আসে, কেন? এই জন্যই যে, তাঁরা সময়ের গুরুত্ব ও মূল্য সম্পর্কে খুবই অবহিত ছিলেন। এই সময়ের গুরুত্ব প্রদান কারীদের মধ্যে একটি উল্লেখ যোগ্য নাম পবিত্র আহলে বায়তে রাসূলের উজ্জল প্রদীপ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম যয়নুল আবেদীনও رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তিনি সময়ের এমন গুরুত্ব দিতেন যে যয়নুল আবেদীন (ইবাদত গুযারদের সৌন্দর্য) এবং সাজ্জাদ (অধিক সিজদাকারী) উপাধিতে প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, আসুন! তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কিছু উজ্জল ঘটনা শ্রবণ করি।

হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

তাঁর নাম আলী বিন হুসাইন, তাঁর জন্ম ৩৮ হিজরীতে মদীনাতুল মনোওয়ারায় হয়েছিল। তাঁর কুনিয়্যত আবু মুহাম্মদ, আবুল হাসান, আবুল কাসেম এবং আবু বকর ছিল অথচ অধিক ইবাদত করার কারণে তাঁর উপাধি সাজ্জাদ, যয়নুল আবেদীন এবং আমীন নামে প্রসিদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তিনি ২ বছর পর্যন্ত আপন দাদা হযরত সায়্যিদুনা আলী উল মুরতাদ্বার কোলে লালিত পালিত হয়, অতঃপর ১০ বছর পর্যন্ত আপন চাচা জান হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসানের ছায়ায় থাকেন এবং কমপক্ষে ১১ বছর আপন সম্মানিত পিতা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হুসাইনের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ লাভ করে জ্ঞানের উচ্চ স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন। তিনি তাঁর আকাবের (পূর্ববর্তীদের) পবিত্র জীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি ছিল এবং চেহারায় আল্লাহ পাকের ভয়ও ছিল। ইমাম মালেক বলেন আমার নিকট এই সংবাদ পৌঁছল যে, আলী বিন হুসাইন رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায়ের অভ্যাস ছিল এবং তাঁকে অধিক ইবাদতের কারণে "যয়নুল আবেদীন" বলা হতো। (সিয়ারু আলামিন নুবালা ৪/ ৩৯২) ইমাম যুহরী আলী বিন হুসাইনের আলোচনা করতেই কান্না করতে থাকতেন এবং তিনি যয়নুল আবেদীনের নাম দ্বারা স্মরণ করে থাকতেন। (হিলয়াতুল আউলিয়া, যয়নুল আবেদীন আলী ইবনুল হুসাইন নং ৩৫৪২, ৩/ ১৫৯) ইমাম আবু নাঈম বলেন, হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ ইবাদত পরায়ণদের সৌন্দর্য, বার্ধক্যদের নিদর্শন, ইবাদতের হক আদায়কারী এবং অত্যন্ত দানশীল ও দয়ালু ছিলেন। তিনি যখন অযু করতেন তখন আল্লাহ পাকের ভয়ে তাঁর চেহারার রং হলুদ বর্ণের হয়ে যেতো, ঘরের সদস্যরা জিজ্ঞাসা করলেন এই অযুর সময় আপনার কি হয়েছে? তিনি বললেন, তোমার জানা আছে যে, আমি কার সামনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা পোষণ করছি? (হিলয়াতুল আউলিয়া, কিতাবুল খওফ ওয়ার রিযায়ি ৪/২২৬) কারবালার ময়দানের দিকে গমনকৃত হুসাইনী কাফেলার সদস্যদের মধ্যে তিনিই رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কিন্তু যখন ১০ই মুহররামুল হারাম ঐতিহাসিক শাহাদাতের দিন তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন, তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হুসাইনী কাফেলার একমাত্র পুরুষ ছিলেন যিনি এই যুদ্ধে সত্য

মিথ্যার পার্থক্যের পর জীবিত ছিলেন। ৫৮ বছর বয়সে ওয়ালিদ বিন আব্দুল মালিক তাঁকে বিষ প্রয়োগ করেছেন যার কারণে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুহররামুল হারাম ৯৪ হিজরীতে শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করে মদীনা শরীফের জান্নাতুল বাকীর মধ্যে আরাম করছেন।

সায়্যিদে সাজ্জাদ কে সদকে মে সাজিদ রাখ মুঝে
ইলমে হকদে বাকিরে ইলমে হুদাকে ওয়াসেতে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত এবং সময়ের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত ইমাম যয়নুল আবেদীন رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র জীবন কর্মের আলোক ছটা পূর্ব থেকে জানা ছিল যে, তিনি নিজের সময়ের প্রতি অনেক বেশি সজাগ ছিলেন, তবুও তিনি এতো বেশি ইবাদত ও সাধনা করতেন যা তাঁর জীবনেরই অংশ ছিল। اَلْحَمْدُ لله আজ এই ফিৎনা ফ্যাসাদের যুগে শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه পূর্ববর্তীদের বুযুর্গানে কেরামের স্মরণকে উজ্জীবিত কারী এমন মহান হাস্তী যে, যার প্রত্যেকটা আমল আমাদের জন্য অনুসরণের উপযুক্ত, কেননা তিনি তাঁর সময়কে একটি উত্তম পদ্ধতিতে বন্টন করেন। যেমন নামায, ওয়াজিফা, বয়ান সমূহ, মাদানী মুযাকারা, অধ্যয়ন, ধারাবাহিক ভাবে রোযা রাখা, অধিক হারে নফল নামায আদায়, মাদানী মাশওয়ারা, সেহেরী ও ইফতার, মুরীদ, শিষ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং আলেম ও জনসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ, চিঠির উত্তর প্রদান, অসুস্থদের দেখাশোনা, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনদের সমবেদনা জ্ঞাপন, মাদানী কাজ বৃদ্ধির জন্য দাওয়াতে ইসলামীর যিম্মাদারদের সংশোধন মূলক মাদানী ফুল প্রদান, পরিবার বর্গের চাহিদা পূরণ, নিজের সন্তানদের মাদানী প্রশিক্ষণের সাথে সাথে দৌহিত্র, দৌহিত্রী এবং কন্যার পুত্র এবং কন্যার কন্যাকে প্রশিক্ষণ প্রদান, সাংগঠনিক কাজ, আরাম করা এবং জীবনের প্রতিটি মূহুর্তের অসংখ্য কার্যবলীকে বিভিন্ন সময়ের মধ্যে বন্টন করে স্থায়ীত্বের সাথে এর উপর আমল ও সময়ের গুরুত্ব তাঁর প্রমাণ বহন করে। তাঁর দ্বীনি সংগঠন সফলতার উত্তম দৃষ্টান্ত হলো বিশ্বের অধিকাংশ দেশে

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী বার্তা এবং ১০৮ এর অধিক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করার সাথে সাথে কুফরিয়্যা কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, গীবত কি তাবাহ কারীয়াহ, নেকী কি দাওয়াত, ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২ টি রিসালার সমষ্টি, নামাযের আহকাম, ফয়যানে সুন্নাত, পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর, ফেকাহের মাসয়ালা, কবর ও আখিরাত,চিকিৎসা এবং শতশত বিষয়ে শতশত বয়ান এবং মাদানী মুযাকারা ও হাজারো বিষয়াবলী লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه তিনি মুসলমানের মন-মানসিকতা ও সময়ের গুরুত্বের অনুভূতি জাগ্রত করার জন্য এবং তাদের অন্তরে বুযুর্গানে দ্বীন এবং উপদেশে পরিপূর্ণ মাদানী ফুলে সজ্জিত "**অমূল্য রত্ন**" নামে একটি রিসালাও লিখেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه অনুবাদ মজলিশের পক্ষ থেকে এই রিসালা বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদও হয়েছে। তার মধ্যে আরবী, উর্দ্দু, বাংলা, ইংলিশ, হিন্দি, গুজরাটি এবং সিন্দি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। আজই মাকতাবাতুল মদীনার স্টল হতে হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে নিজেও অধ্যয়ন করুন এবং অপর ইসলামী বোনকেও উপহার স্বরূপ প্রদান করুন।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন আমীরে আহলে সুন্নাত শুধু নিজের সময়ের ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন না বরং তাঁর মুরীদগণ এবং তাঁর সংস্পর্শের ফয়েয লাভের দ্বারা আশিকানে রাসূলও আপন সময়ের গুরুত্ব দিচ্ছে, তাঁর মুরীদগণের মধ্যে আপন সময়কে গুরুত্ব প্রদান কারীদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য নাম হলো, মুফতিয়ে দাওয়াতে ইসলামী, মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তিনি তাঁর সময়ের ক্ষেত্রে অনেক সতর্ক ছিল, প্রত্যেক কাজ সময় মতো করার অভ্যাসে অভ্যস্ত ছিল এবং আজকের কাজ কালকের জন্য রেখে না দেয়ার উজ্জল দৃষ্টান্ত ছিল, আসুন! এই ব্যাপারে মুফতিয়ে দাওয়াতে ইসলামীর কিছু গুণাবলী শ্রবণ করি।

সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নাম মুহাম্মদ ফারুক ছিল, তাঁর জন্ম ২৬ শে আগষ্ট ১৯৯৭ রমযানুল মোবারক মাসে লারকানা বাবুল ইসলাম সিন্দুতে হয়েছিল। দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণের বরকতে

মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়েছিল। ৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০২ সালে আপন মুর্শিদে করীম হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর সাথে হজ্জ ও মদীনা মনোওয়ারা যিয়ারত করার সৌভাগ্য লাভ করেন। (মুফতিয়ে দাওয়াতে ইসলামী ১২-১৩)

তাঁর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অভ্যাস ছিল যে, প্রত্যেক মাসে নিয়মিত মাদানী ইনআমতের রিসালা জমা করাতেন। (মুফতিয়ে দাওয়াতে ইসলামী ২৫) তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ফরয ও ওয়াজিব সমূহ, সুন্নাত এবং মুস্তাহাবের অনুসারী, সময়ের গুরুত্ব এবং উত্তম ইমাম ছিল। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর লিখিত কিতাব **"গীবত কি তাবাকারীয়া"** এর ৪৬৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, দাওয়াতে ইসলামীর মরকাযী মজলিশে শুরার রুকন মুফতিয়ে দাওয়াতে ইসলামী মাওলানা মুহাম্মদ ফারুক আত্তারী মাদানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ব্যাপারে আমার সু-ধারণা হলো যে, সে দাওয়াতে ইসলামীর একনিষ্ঠ মুবাল্লীগ এবং আল্লাহ পাককে ভয়কারী বুযুর্গ ছিল। তিনি এই হাদীসে পাকের উদাহরণ ছিল, كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ অর্থাৎ দুনিয়ায় এভাবে থাকো যেন তুমি মুসাফির। (বুখারী কিতাবুর রিকাক, বাবু কাওলিন নবী, কুন ফিদ দুনিয়া ২/২২৩ হাদীস ৪৬১৬) ১৮ই মুহাররামুল হারাম ১৪২৭ হিজরী অনুযায়ী ১৭ই ফেব্রুয়ারী ২০০৬ জুমাতুল মোবারকে জুমার পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই দুনিয়া থেকে পর্দা করেন। (মুফতিয়ে দাওয়াতে ইসলামী ৫৭) তাঁর জানাযার নামায দাওয়াতে ইসলামীর আর্ন্তজাতিক মাদানী মরকয ফয়যানে মাদীনা বাবুল মদীনা করাচীতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه পড়িয়েছেন। তাঁর পবিত্র মাযার সেহরায়ে মদীনা (নযাত টুল প্লাজা বাবুল মদীনা) করাচিতে অবস্থিত। (মুফতিয়ে দাওয়াতে ইসলামী ২১-২৫)

সময়ের গুরুত্ব দেয়ার পদ্ধতি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজ এই বয়ান শ্রবণ করার পর হয়তঃ আমাদেরও নিজেদের সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার উৎসাহ সৃষ্টি হবে। আসুন! নিজেদের সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়ার উৎসাহকে আরো বৃদ্ধি করতে কয়েকটি এমন পদ্ধতি শ্রবণ করি, যার উপর আমলের বদৌলতে আমাদের দৃঢ়তা নসীব হতে পারে। যেমনটি

মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটের অপ্রয়োজনীয় ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন এবং প্রয়োজনে সাধারণ এবং সস্তা মোবাইল ব্যবহার করুন। যথাসম্ভব লিখে কথা বলার অভ্যাস গড়ুন, নতুবা অল্প শব্দে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করুন। সময়ের গুরুত্বের চেতনা বাড়ানোর জন্য নিজেকে অধিক পরিমান নেকীর কাজে ব্যস্ত রাখুন এবং পুরো দিনের একটি রুটিন (Schedule) বানিয়ে নিন, যাতে অহেতুক এবং সময় নষ্টকারী কাজ অন্তর্ভুক্ত থাকবে না। ভোরে তাড়াতাড়ি উঠে সম্ভব হলে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করুন। ঘরের এবং বাইরের লোকদের সাদায়ে মদীনার মাধ্যমে ফযরের নামাযের জন্য জাগিয়ে দিন। ফযরের নামাযের পর মাদানী হালকায় অংশগ্রহন করে কোরআনে করীমের তিন আয়াত তিলাওয়াত, অনুবাদ ও তাফসীর সহ শুনে এর বরকত অর্জন করুন। ইশরাক ও চাশতের নফলও আদায় করুন। নাশতা করার পর দিনের ব্যস্ততায় যেমন; জামেয়াতুল মদীনা ইত্যাদিতে জ্ঞানার্জন করুন, বা নিজের পরিবার পরিজনের ভরন পোষণের জন্য হালাল রিযিক উপার্জনে ব্যস্ত হয়ে পড়ুন। এর মাঝে যোহর ও আসরের নামায জামাআত সহকারে আদায় করুন। মাগরীবের নামায জামাআত সহকারে আদায় করার পর দরস ও বয়ানে অংশগ্রহণ করুন, এরপর আওয়াবীনের নফলও আদায় করুন অতঃপর ইশার নামাযের পর প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় সঠিক উচ্চারণ সহকারে কোরআনে পাক শিখুন এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ সেরে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়ার অভ্যাস গড়ুন, অকারণে বেশী রাত পর্যন্ত জেগে থাকাতে ফযরের নামাযের জন্য উঠতে অলসতা হবে। এই রুটিন ছাড়াও পুরোদিন অযথা কথাবার্তা থেকে বাঁচার জন্য মুখের কুফলে মদীনা লাগান। অবসর মুহুর্তগুলোতে অধিকহারে যিকির ও দরূদ শরীফ পাঠ করুন। সিনেমা নাটক এবং গুনাহেপূর্ণ বিভিন্ন চ্যানেল দেখার পরিবর্তে **১০০% ইসলামী চ্যানেল, মাদানী চ্যানেল** দেখুন এবং পরিবার পরিজনদেরও এর উৎসাহ দিন, জি হ্যাঁ! **মাদানী চ্যানেলই** একমাত্র চ্যানেল, যা আপনি যুবক ছেলে মেয়েদের সাথে একত্রে বসে দেখতে পারবেন। ছুটির দিনে খেলাধুলায় সময় নষ্ট করার পরিবর্তে আহ! যদি উম্মতে মুসলিমার নিকট নেকীর দাওয়াত পৌঁছানোর নিয়্যতে

"মাদানী দাওরা"য় অংশগ্রহণের সৌভাগ্য হয়ে যায়! যদি এভাবে আমরা রুটিন বানিয়ে এই অনুযায়ী আমল তবে اِنۡ شَآءَ الله আমাদের সময় অযথা কাজে নষ্ট হওয়ার পরিবর্তে নেকীতে অতিবাহিত হবে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের **প্রিয় আক্বা, মদীনা ওয়ালা মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক সময়ের বন্টন প্রক্রিয়া কিরূপ ছিলো? সময়ের সঠিক ব্যবহার কিভাবে হবে? অল্প সময়ে বেশী পরিমান দ্বীনের খেদমত কিভাবে করা যায়? ইবাদত ও রিয়াযতকে নিজের রুটিনে কিভাবে অন্তর্ভূক্ত করা যায়? রুটিনের গুরুত্ব ও উপকারীতা কি? রুটিনে কি ঘরে কাজকর্মও অন্তর্ভূক্ত হওয়া চাই? বুযুর্গানে দ্বীনদের মুবারক জীবনের রুটিন কিরূপ হতো, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** যিম্মাদারগণ নিজের রুটিন কিভাবে বানাবেন? রুটিন বানানোর কি কি নিয়্যত হওয়া চাই, এ সকল বিষয় জানার জন্য "**আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **কা জাদওয়াল**" রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনার স্টল থেকে উপযুক্ত মূল্যে কিনে অধ্যয়ন করুন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও উপহার দিন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net এ বিদ্যমান রয়েছে, এই রিসালাটি মাকতাবাতুল মদীনায় পাওয়ার পাশাপাশি **দা'ওয়াতে ইসলামীর** ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও পড়া ও প্রিন্ট আউট করা যাবে। اِنۡ شَآءَ الله

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস নং-১৭৫)

সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব

আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা “**১০১ মাদানী ফুল**” থেকে সুরমা লাগানোর সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “সকল সুরমার চাইতে উত্তম সুরমা হচ্ছে “ইসমাদ” কেননা এটা দৃষ্টি শক্তি বৃদ্ধি করে এবং পালক গজায়।” (ইবনে মাজাহ, ৪/১১৫, হাদীস নং- ৩৪৯৭) ✲ পাথুরী সুরমা ব্যবহার করাতে অসুবিধা নেই এবং কালো সুরমা কিংবা কাজল রূপচর্চার নিয়্যতে পুরুষের লাগানো মাকরূহ। আর যদি রূপচর্চা উদ্দেশ্যে না হয় তবে মাকরূহ নয়। (ফতোওয়ায়ে আলমগিরী, ৫/৩৫৯) ✲ শয়ন করার সময় সুরমা লাগানো সুন্নাত। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬/১৮০) ✲ সুরমা ব্যবহারের বর্ণিত তিনটি পদ্ধতির সারাংশ উপস্থাপন করছি: (১) কখনো উভয় চোখে তিন তিন শলাই (২) কখনো ডান চোখে তিন শলাই এবং বাম চোখে দুই শলাই, (৩) অথবা কখনো উভয় চোখে দুই বার করে অতঃপর সবশেষে এক শলাই সুরমা লাগিয়ে ওটাকেই পরপর উভয় চোখে লাগান। (শুয়াবুল ঈমান, ৫/২১৮-২১৯) ✲ এরূপ করাতে اِنْ شَآءَ الله তিনটার উপরই আমল হয়ে যাবে। ✲ সম্মানজনক যত কাজ রয়েছে সব কাজই **আমাদের প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ডান দিক শুরু করতেন তাই সর্বপ্রথম ডান চোখে সুরমা লাগাবেন এরপর বাম চোখে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ৬

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি দিন ও রাতে আমার প্রতি ভালবাসা ও আগ্রহ সহকারে তিন তিনবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাকের** প্রতি দায়িত্ব হলো যে, তিনি তার সেই দিন ও সেই রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।(১)

কাবে কে বদরুদ্দোজা তুম পে করোড়ো দুরুদ,
তায়বা কে শামসুদ্দোহা তুম পে করোড়ো দুরুদ।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِه" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।(২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

---

১. মু'জামুল কাবীর, ১৮/৩৬২, হাদীস ৯২৮।
২. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতে এজাম رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْن এর মর্যাদা ও মর্তবা এবং তাঁদের শান সম্পর্কে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। প্রথমেই সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শান সম্বলিত কোরআনে পাকের আয়াত এবং কিছু হাদীসে মুবারাকা বর্ণনা করা হবে। এরপর আহলে বাইতে কিরাম رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ কে ভালবাসার গুরুত্ব সম্পর্কে হাদীসে মুবারাকা শুনবো। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তানাদীদের কিরূপ ভালবাসতেন, এর কয়েকটি ঘটনাও বর্ণনা করা হবে। শেষের দিকে হযরত ইমাম হোসাইন رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও বর্ণনা করা হবে। **আল্লাহ পাক** যেনো আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান শুনাতে সফল করে। কিছু ইসলামী বোন বয়ান চলাকালিন সময়ে তাসবীহের মাধ্যমে যিকির ও দরূদ ইত্যাদি পাঠে ব্যস্ত থাকে। মনে রাখবেন! এটা এই কাজের সময় নয়, আমরা যেহেতু ইলমে দ্বীন শিখার নিয়্যতে এখানে সমবেত হয়েছি, সেহেতু বয়ান

চলাকালিন সময়ে সম্পূর্ণ মনযোগ বয়ানের দিকেই থাকা উচিৎ, তাছাড়া ইলমে দ্বীন সম্বলিত বয়ান শুনাও **আল্লাহর** যিকিরের অন্তর্ভূক্ত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফারুকে আযমের আসহাবে কাহাফের সাথে সাক্ষাত

“ফয়যানে ফারুকে আযম” কিতাবের ১ম খন্ডের ৩০৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: একদিন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দরবারে আসহাবে কাহাফের সাথে সাক্ষাতের ইচ্ছা করেন, তো সাথে সাথেই হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাইল عَلَيْهِ السَّلَام উপস্থিত হলেন এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: **“ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনি তাঁদেরকে দুনিয়ায় প্রকাশ্যভাবে দেখতে পাবেন না, তবে আপনার সাহাবাদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মধ্য থেকে চারজন সাহাবাকে তাঁদের নিকট পাঠিয়ে দিন, যাতে তাঁরা আপনার বার্তা তাঁদের নিকট পৌঁছে দেয় এবং তাঁদেরকে আপনার প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দেয়। এভাবে পাঠাবেন যে, আপনি আপনার চাদর মুবারক বিছিয়ে দিন! এক কোণায় হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, দ্বিতীয় কোণায় হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ, তৃতীয় কোণায় হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং চতুর্থ কোণায় হযরত সায়্যিদুনা আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বসিয়ে দিন। অতঃপর ঐ বাতাসকে ডাকুন যা হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর অনুগত ছিলো এবং তাকে আদেশ দিন যে, এই চারজন সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُم কে উড়িয়ে সেই গুহা পর্যন্ত নিয়ে যাও, যেখানে আসহাবে কাহাফরা আরাম করছে।” **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এভাবেই করলেন। বাতাস সেই চাদরটি যেখানে চারজন সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُم আরামে বসে ছিলেন তা উড়িয়ে নিলো এবং আসহাবে কাহাফের গুহার নিকট চাদরটি মাটিতে নামিয়ে দিলো। সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُم গুহার নিকট পৌঁছে এর প্রবেশদ্বার থেকে পাথর সরালেন, আলো ভেতরে প্রবেশ করতেই আসহাবে কাহাফের কুকুর হালকা আওয়াজ করলো এবং হামলা করার জন্য বাইরে এলো কিন্তু যখন সে **রাসূলে পাক**

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُمۡ দেখলো তখন তাঁদের কদম চুমু খেতে এবং লেজ নাড়াতে লাগলো আর মাথার ইশারায় ভেতরে আসার জন্য বললো। চারজন সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُمۡ গুহার ভেতরে গেলেন এবং ঘুমন্ত আসহাবে কাহাফদেরকে এভাবে সালাম করলেন: "اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ" **আল্লাহ পাক তাঁর** দয়ায় আসহাবে কাহাফদের জাগ্রত করলেন এবং তাঁরাও উত্তরে সালাম দিলো। চারজন সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُمۡ নিজ নিজ পরিচয় দিলেন এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সালাম পৌঁছালেন। তাঁরা সালামের উত্তর দিলেন এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ঈমান আনয়ন করলেন, দ্বীনে ইসলাম কবুল করলেন এবং আরয করলেন: "আমাদের পক্ষ থেকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম প্রদান করবেন।" অতঃপর তাঁরা নিজ নিজ স্থানে আবারো শুয়ে গেলেন। সেই চারজন সাহাবায়ে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُمۡ পুনরায় চাদরে বসে গেলেন এবং বাতাস তাঁদেরকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পৌঁছে দেয়ার জন্য চাদরটি নিয়ে রওয়ানা হয়ে গেলো।

এদিকে হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট উপস্থিত হলেন এবং ঐ চারজন সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সাথে যাকিছু ঘটলো সবকিছু বর্ণনা করলেন। যখন চারজন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন তখন তাঁরাও সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং আসহাবে কাহাফের সালামও পৌঁছালেন। একথা শুনে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুবই খুশি হলেন, **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়ার জন্য হাত উঠিয়ে দিলেন এবং **আল্লাহ পাকের** দরবারে এভাবে দোয়া করলেন: "হে **দয়ালু রব**! আমাকে, আমার আত্মীয়, আমার বন্ধু এবং আমার প্রতি ভালবাসা পোষণকারীদের মাঝে কখনো দূরত্ব সৃষ্টি করো না এবং যারা আমাকে, আমার আহলে বাইত এবং আমার সাহাবাদের (عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) ভালবাসে তাদের সবাইকে ক্ষমা করে দাও।[১]

১. তাফসীরে শা'বলি, ১৫তম পারা, সূরা কাহাফ, ১৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/১৫৬। রুহুল বয়ান, ১৫তম পারা, সূরা কাহাফ, ১৬নং আয়াতের পাদটিকা, ৫/২৩১। আনওয়ারে আফতাবে সাদাকাত, ২/১৯৮। ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর, ৬১২ পৃষ্ঠা। ফয়যানে ফারুকে আযম, ১/৩০৪।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনার মধ্যে অসংখ্য বিষয় বিদ্যমান রয়েছে, আসুন! আমরাও কিছু বিষয় সম্পর্কে শুনার চেষ্টা করি:

(১) **আল্লাহ পাক নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰه عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে মালিক ও মুখতার (ক্ষমতাবান) বানিয়েছেন বরং এমন নেতৃত্ব ও বাদশাহী এবং শাহানশাহি দান করেছেন যে, **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমগ্র জগতের প্রতিটি জিনিসের উপর **আল্লাহ পাকের** আদেশে শাসন করেন। অতএব যখন **তিনি** صَلَّى اللّٰه عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাতাসকে আদেশ দিলেন তখন তা তাঁর আদেশ পালন করে সাহাবায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আসহাবে কাহাফের গুহা পর্যন্ত নিয়ে গেলো, নিঃসন্দেহে এটি **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি মহান মুজিযা যে, বাতাসের উপরও **হুযুর নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাসন প্রতিষ্ঠিত।

খালিকে কুল নে আ'প কো মালিকে কুল বানা দিয়া
দুনোঁ জাহাঁ হে আ'প কে কবযে ও এখতিয়ার মে

(২) **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শান হলো যে, মানুষ তো বটেই, বোবা প্রাণীরাও **তাঁকে** চিনতো এবং **তাঁকে** সম্মান করতো, অতএব গুহার ভেতর থাকা আসহাবে কাহাফের কুকুরটি যখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহাবীদের দেখলো তখন তাঁদের মুবারক কদমে চুমু খেতে লাগলো, নিজের লেজ নাড়াতে লাগলো অতঃপর ইশারা করে ভেতরে যেতে বললো।

কোন কবি খুবই সুন্দর বলেছেন:

দা'মনে মুস্তফা সে জু লেপটা ইয়াগানা হো গেয়া
জিস কে হুযুর হো গেয়ে উস কা যমানা হো গেয়া

(৩) সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতে মুস্তফা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمۡ কে ভালবাসা পোষণকারীদের জন্য **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাগফিরাতের দোয়া করেছেন, আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও যেনো পবিত্র আহলে বাইত এবং সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان প্রতি ভক্তি ও ভালবাসা পোষণ করি, তাঁদের শান ও মহত্বে গীত গাই, তাঁদের প্রতি বেআদবী করা থেকে

বিরত থাকি এবং তাঁদের সম্মান করতে থাকি। আহ! যদি **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়া থেকে আমাদেরও কিছু নসীব হয়ে যায় এবং **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে ভালবাসা পোষণ করার জন্য আমাদেরও মাগফিরাত প্রাপ্ত লোকেদের অন্তর্ভূক্ত করে নেন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان অতুলনীয়

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে কোন মুসলমানের বড় বড় নেকী সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ছোট্ট কোন নেকীর সমানও হতে পারবে না, তেমনিভাবে কেউ যত বড় অলী, গাউস এবং কুতুব হয়ে যাক না কেন এবং তাঁর থেকে অসংখ্য কারামতও প্রকাশ পাক না কেন, তবুও সে কোন সাধারণ সাহাবার মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না।

"কারামাতে সাহাবা" কিতাবের ৫২ পৃষ্ঠায় রয়েছে: উম্মতের সকল ওলামা ও বুযুর্গরা এই মাসআলায় ঐক্যমত যে, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان **"আফযালুল আউলিয়া"** অর্থাৎ কিয়ামত পর্যন্ত সকল আউলিয়ায়ে কিরাম (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) যদিও তাঁরা বিলায়তের মর্যাদায় উচ্চতর পর্যায়েও পৌঁছে যাক না কেন, কিন্তু কখনোই তাঁরা কোন সাহাবার বিলায়তের উৎকর্ষতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। **আল্লাহ পাক তাঁর হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নবুয়তের প্রদীপের পতঙ্গদেরকে বিলায়তের মর্যাদার ঐ উচ্চ ও উচ্চতর মর্যাদা প্রদান করেছেন এবং সেই সম্মানিত ব্যক্তিত্বদেরকে এমন এমন মহান কারামত দ্বারা ধন্য করেছেন যে, অন্যান্য সকল আউলিয়াদের (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) জন্য এই উৎকর্ষতার মেরাজের কল্পনাও করা যাবে না। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان থেকে এত বেশি কারামত প্রকাশ পায়নি, যতবেশি অন্যান্য আউলিয়ায়ে কিরাম (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) থেকে কারামতের বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু প্রকাশ থাকে যে, অধিকহারে কারামত প্রকাশ পাওয়া বিলায়তের ফযিলতের দলীল নয়, কেননা বিলায়ত আসলে **আল্লাহ পাকের** নৈকট্যের নাম। **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য যার যত বেশি

অর্জিত হবে, তার ততবেশি বিলায়তের মর্যাদা উচ্চ থেকে উচ্চতর হবে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان যেহেতু **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চোখের মণি এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফয়েয ও বরকতপ্রাপ্ত, ছিলেন, তাই **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাঁদের যেই নৈকট্য অর্জিত, তা অন্যান্য আউলিয়াদের (رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) অর্জিত নয়।[১]

শানে সাহাবা এবং কোরআন ও হাদীস

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলেই সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان শান এমন অতুলনীয় যে, কেউই তাঁদের মর্যাদা ও মর্তবা পর্যন্ত যেতে পারবে না। **তাঁরা ঐ মুবারক মনিষী**, যাঁরা সর্ব প্রথম ইসলাম কবুল করেছেন, **তাঁরা ঐ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিত্ব**, যাঁদেরকে **আল্লাহ পাক আপন প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বন্ধুত্ব ও বিশ্বস্থতার জন্য বাচাই করেছেন, **তাঁরা ঐ পবিত্র দল**, যাঁরা সর্বপ্রথম ইসলামের তাবলীগ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন, **তাঁরা ঐ পবিত্র লোক**, যাঁরা দ্বীনে ইসলামের উন্নতি ও প্রসারের জন্য অত্যাচার ও নিপীড়নকে সহ্য করেছেন, **তাঁরা হলেন সেই লোক**, যাঁরা ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে বিপদ সঙ্কুল পরিবেশে ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করে, পেটে পাথর বেঁধে, নিকটাত্নীয়দেরকে শত্রু বানিয়েও ইসলামী পতাকাকে সমুন্নত রেখেছেন, নিঃসন্দেহে তাঁদের দিনরাতের ধারাবাহিক পরিশ্রম এবং কুরবানীর প্রতিফল হলো যে, আজ আমরা **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম নিতে পারছি। সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মান ও মর্যাদা এতই সমুন্নত যে, স্বয়ং **আল্লাহ পাক** কোরআনে পাকের বিভিন্ন আয়াতে খুবই সুন্দরভাবে তাঁদের প্রশংসা করা করেছেন। আসুন! সেই পবিত্র মনিষীদের শান ও মহত্ব সম্পর্কে কোরআনে পাকের একটি আয়াতে মুবারাকা শ্রবণ করি, যাতে আমাদের অন্তরে তাঁদের মহত্ব ও ভক্তি আরো জাগ্রত হয়ে যায়।

১১তম পারা সূরা তাওবার ১০০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

১. কারামাতে সাহাবা, ৫২ পৃষ্ঠা।

رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ وَ رَضُوۡا عَنۡہُ وَ اَعَدَّ لَہُمۡ جَنّٰتٍ تَجۡرِیۡ تَحۡتَہَا الۡاَنۡہٰرُ خٰلِدِیۡنَ فِیۡہَاۤ اَبَدًا ؕ ذٰلِکَ الۡفَوۡزُ الۡعَظِیۡمُ ﴿۱۰۰﴾
(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১০০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: **আল্লাহ** তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও **আল্লাহ**র প্রতি সন্তুষ্ট আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন বাগান (জান্নাত), যেগুলোর নিম্নদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, তারা সদা-সর্বদা সেখানে অবস্থান করবে, এটাই হচ্ছে মহা সাফল্য।

سُبْحٰنَ الله! সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শান কিরূপ উচ্চ যে, **আল্লাহ পাক** তাদের আমল সমূহ কবুল করে তাঁদের সর্বদা আপন সন্তুষ্টি এবং জান্নাতী নেয়ামতের সুসংবাদ শুনিয়েছেন, এছাড়াও অন্যান্য অনেক আয়াত রয়েছে যাতে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان শান, তাদের মর্যাদা, অন্যান্য গুণাবলী এবং উৎকর্ষতা বর্ণনা করা হয়েছে। **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى الله عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও বিভিন্ন সময়ে আপন প্রিয় সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মহত্ব ও শান এবং তাঁদের মান ও মর্যাদাকে আজিমুশ্মান ভাবে বর্ণনা করেছেন। আসুন! বরকত অর্জনের জন্য সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان মহত্ব সম্বলিত **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করি।

১) ইরশাদ হচ্ছে: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** আমাকে নির্বাচন করেছেন এবং আমার জন্য আমার আসহাবদের (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان) পছন্দ করেছেন, অতঃপর মধ্য থেকে উজির, সাহায্যকারী এবং আত্মীয় বানিয়েছেন, فَمَنْ سَبَّهُمْ তবে যারা তাঁদের গালি দিবে, فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْن তাদের প্রতি **আল্লাহ পাক**, তাঁর ফিরিশতা এবং সকল মানুষের অভিশাপ, لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفًا وَّلَا عَدْلًا অর্থাৎ কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক** তাদের কোন ফরয কবুল করবেন না, কোন নফল নফলও কবুল করবেন না।[১]

২) ইরশাদ হচ্ছে: আমার সাহাবাদের সম্পর্কে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করতে থাকো! আমার পর তাঁদের (অপবাদ ও মন্দ বিষয়ের) নিশানা বানিও না, তবে যারা

১. আস সিওয়ায়িকিল মাহরিকা, ৪র্থ পৃষ্ঠা।

তাঁদেরকে ভালবাসলো, তারা আমাকে ভালবাসার কারণেই এরূপ করলো এবং যারা তাঁদের সাথে শত্রুতা পোষণ করলো, তারা (আসলে) আমার সাথে শত্রুতার কারণেই এরূপ করলো, যারা তাঁদের কষ্ট দিলো, তারা আমাকে কষ্ট দিলো এবং যারা আমাকে কষ্ট দিলো, তারা **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দিলো আর যারা **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দিলো, অতিশীঘ্রই **আল্লাহ পাক** তাদেরকে গ্রেফতার করবেন।[১]

৩) ইরশাদ হচ্ছেঃ যে ব্যক্তি আমার সাহাবাদের সম্পর্কে মন্দ কথা বললো, তবে সে আমার পথ থেকে সরে গেলো, তার ঠিকানা হলো আগুন।[২]

আহলে বাইতের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان প্রতি ভালবাসার গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো যে, সাহাবায়ে কিরামে عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان প্রতি শত্রুতা পোষণকারী **আল্লাহ পাক**, ফিরিশতা এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপের হকদার হয়। তাই আমাদের সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان সহিত সর্বদা ভালবাসা ও আদবের সম্পর্ক রাখা উচিৎ, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ভালবাসায় সর্বদা মগ্ন রাখুন, তাদের ভালবাসার প্রদীপ আমাদের অন্তরে সদা আলোকিত থাকুক এবং আমরা এই আলোকিত প্রদীপ নিয়েই কবরে যাই আর এর বরকতে আমাদের কবরের অন্ধকার দূর হয়ে যাক।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان পাশাপাশি পবিত্র আহলে বাইতের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি পোষণ করাও আবশ্যক। সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان প্রতি ভালবাসা আর অন্তরে مَعَاذَ الله পবিত্র আহলে বাইতের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ প্রতি শত্রুতা পোষণ বা আহলে বাইতের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ ভালবাসা তো মনে রয়েছে পাশাপাশি সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان প্রতি مَعَاذَ الله শত্রুতার বীজও মনের মধ্যে রয়েছে, এরূপ কখনোই হওয়া উচিৎ নয়। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان হলেন আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّی اللہُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

১. মিশকাত, কিতাবুল মানাকিব, বাবু মানাকিবিস সাহাবা, ২/৪১৪, হাদীস ৬০১৪।
২. আর রিয়াযুন নদ্বারা, ১ম অধ্যায়, ১/২২।

এর সত্যিকার এবং বিশ্বস্ত সাথী আর পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ তাঁর বংশধর। **দয়ালূ নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি নিজের সত্যিকার ভালবাসা প্রকাশ করার জন্য আমাদেরও নিজের অন্তরে আহলে বাইতের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা উচিৎ।

নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ওসীলা অর্জন করতে চায় এবং এটাও চায় যে, আমার দরবারে তার কোন খেদমত হোক, যার কারণে কিয়ামতের দিন তার শাফায়াত করি, তবে তার উচিৎ যে, আমার আহলে বাইতের (رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ) খেদমত করা এবং তাঁদের খুশি করা।[১]

سُبۡحٰنَ اللہِ! কিরূপ সৌভাগ্যবান সেই মুসলমান, যে **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পরিবারবর্গের খুশির উপলক্ষ্য হয় এবং এই কারণেই সে **রাসূলে আকরাম** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাফায়াতের আশাবাদী হয়ে যায়। আর কতযে দূর্ভাগা সেই ব্যক্তি, যে পবিত্র আহলে বাইতের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং এই শত্রুতা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করে দেয়।

মনে রাখবেন! যেমনিভাবে পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡএর প্রতি ভালবাসাই **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালবাসা, তেমনিভাবে পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ এর সাথে শত্রুতা পোষণ করা **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথেই শত্রুতার পোষণ করা। সেই লোকেরো, যারা পবিত্র আহলে বাইতের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং তাঁদের শানে মন্দ বলে, এরূপ লোকেদের ভাবা উচিৎ যে, কাল কিয়ামতের দিন যখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন তখন তারা কোথায় যাবে। **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم স্বয়ং **তাঁর** আহলে বাইতের رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمۡ প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করার শাস্তি সম্পর্কে ইরশাদ করেছেন। আসুন! শিক্ষা গ্রহণের জন্য তিনটি শাস্তি সম্পর্কে শুনুন:

১. বারাকাতে আলে রাসূল, ১১০ পৃষ্ঠা।

১. যারা আহলে বাইতের (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمۡ) সাথে যুদ্ধ করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধ করবো এবং যারা তাঁদের সাথে সন্ধি করবে, আমি তাদের সাথে সন্ধি করবে।(১)

২. সাবধান! যে ব্যক্তি আহলে বাইতের (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمۡ) প্রতি শত্রুতা পোষণ অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো, সে কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় আসবে যে, তার উভয় চোখের মধ্যখানে লিখা থাকবে: এই ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র রহমত থেকে নিরাশ।(২)

৩. যে ব্যক্তি আহলে বাইতের (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمۡ) প্রতি শত্রুতা ও হিংসা পোষণ করবে, তাকে কিয়ামতের দিন হাউজে কাওসার থেকে আগুনের চাবুক দ্বারা দূর করে দেয়া হবে।(৩)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! আহলে বাইতে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمۡ এর প্রতি শত্রুতা কিরূপ বিপদজনক, যারা তাঁদের সাথে যুদ্ধ করবে, যেনো তারা **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে যুদ্ধ লিপ্ত হয়েছে এবং এরূপ ব্যক্তি যখন মৃত্যুবরণ করবে তখন কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকে**র রহমত থেকে দূরে করে দেয়া হবে, অনুরূপভাবে কিয়ামতে এরূপ ব্যক্তিকে হাউজে কাওসার থেকে আগুনের চাবুক মেরে মেরে দূর করে দেয়া হবে। ঐ হাউজে কাওসার থেকে নেককার লোকেরা পিপাসা নিবারণ করবে এবং কাউসারের মালিক **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক হাত থেকে পূর্ণ সূধা পান করবে। **আল্লাহ পাক** পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمۡ এর ভালবাসা দ্বারা আমাদের অন্তরকে সিক্ত করুন এবং আমৃত্যু আমরা এই ভালবাসায় যেনো অবিচল থাকি আর কিয়ামতের **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাফায়াত দ্বারাও ফয়েয প্রাপ্ত হই এবং **হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাত থেকে আবে কাউসোরের সূধাও পান করি।

اٰمِیۡن بِجَاہِ النَّبِیِّ الۡاَمِیۡن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

---

১. তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৬৫, হাদীস নং- ৩৮৯৬।
২. আশ শরীফুল মাওবিদ, ৭৯ পৃষ্ঠা।
৩. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল ফাযায়িল, ৬/৪৮, হাদীস নং-২৪১৯৮।

হাউজে কাওসার কি?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হাউজে কাওসার কি? এ সম্পর্কে হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه লিখেন: এই হাউজ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে। এই হাউজের প্রশস্ততা এক মাসের পথ, এর কিনারায় (প্রান্তে) মুক্তার গম্বুজ রয়েছে, চারিদিক সমান, এর মাটি খুবই সুগন্ধিময় মুশকের, এর পানি দুধের চেয়েও বেশি সাদা, মধুর চেয়েও বেশি মিষ্টি এবং মুশকের চেয়েও অধিক পবিত্র আর এতে রাখা পাত্র নক্ষত্রের চেয়েও সংখ্যায় বেশি। যে এর পানি পান করবে কখনোই পিপাসার্ত হবে না, এতে জান্নাত থেকে দু'টি নালা সর্বদা এসে পরছে, একটি স্বর্ণের, অপরটি রূপার।(১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ইশকে রাসূল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার এবং সবচেয়ে বড় আশিক ছিলেন, আজকাল অনেকে এটা দাবী করে যে, তারা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে ভালবাসে, কিন্তু তারা ভালবাসার দাবী পূরণ করে না আর সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সেই মহান মনিষী, যাঁরা নিজের আচার আচরণে এটা প্রমাণ করে দিতেন যে, ইশকে রাসূলই সত্য দ্বীনের প্রথম শর্ত, যেনো তাঁরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালবাসাকে নিজের জীবনের সাথে ওতপ্রতভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন, এই কারণেই যে, আজ কয়েক শতক অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও এই মনিষীগণ আশিকানে রাসূলের হৃদয়ের স্পন্দন হয়ে আছেন। সাধারনত অনেক রোগীকে ডাক্তার বিশেষ ঔষধ খেতে বলে থাকে, রোগী যদি সেই ঔষধ খায় তবে ভাল থাকে আর না খেলে তবে তাদের অবস্থা খারাপ হতে

১. বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১/১৪৫।

থাকে, অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان অবস্থা ছিলো যে, তারা ইশকে রাসূলের পবিত্র রোগী ছিলেন, তাঁদের জন্য মুস্তফার দীদার, মুস্তফার সান্নিধ্য, মুস্তফার আনুগত্য এবং মুস্তফার অনুসরণ ঔষধের ন্যায় ছিলো, যা ছাড়া তাঁদের জীবিত থাকা কষ্টকর ছিলো। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই সত্যিকার প্রাণ উৎসর্গকারীগণ আপন **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক একটি আচরণ নোট করতেন এবং এর উপর আমল করতেন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** আহলে বাইতের رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمۡ সহিত প্রেম ও ভালবাসা মূলক আচরণ এমন ছিলো, যা সাহাবায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নিকট লুকায়িত ছিল না, সাহাবায়ে কিরামগণ ভালভাবে জানতেন যে, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** আহলে বাইতের رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمۡ প্রতি কিরূপ ভালবাসা পোষণ করতেন, এই কারণেই সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَانও আহলে বাইতে কিরামের رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمۡ প্রতি সত্যিকার ভালবাসা পোষণ করতেন এবং সর্বদা তাঁদের প্রতি আদব ও ভালবাসাময় সম্পর্ক রাখতেন। এমনকি তাঁরা আপন আত্মীয় স্বজনদের চেয়েও বেশি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আহলে বাইত رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمۡ কে প্রিয় মনে করতেন।

সাহাবায়ে কিরাম এবং আহলে বাইতের رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمۡ ভালবাসা

বর্ণিত আছে: হযরত আবু বকর সিদ্দীক رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ যখন আমীরুল মুমিনিন (অর্থাৎ মুমিনদের আমীর), খলিফাতুল মুসলিমিন (অর্থাৎ মুসলমানদের খলিফা) নির্বাচিত হলেন, তখন **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে তিনি رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ পবিত্র আহলে বাইত رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمۡ এর অনেক বেশি খেয়াল রাখতেন এবং পবিত্র আহলে বাইত رَضِىَ اللهُ عَنۡهُمۡ সম্পর্কে বলতেন: **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আত্মীয় স্বজনগণ আমার নিকট আমার আত্মীয় স্বজনের চেয়ে বেশি প্রিয়।[১]

১. বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু হাদীসে বনী নদীর, ৩/২৯, হাদীস ৪০৩৬।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! আমিরুল মুমিনিন হযরত সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আহলে বাইতে কিরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁদেরকে আপন পরিবারের উপর প্রাধান্য দিতেন। আসুন! সাহাবায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان পবিত্র আহলে বাইত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর প্রতি ভালবাসার আরো কিছু ঘটনা শ্রবণ করি:

১. হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর দরবারে হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আলোচনা হলো, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বললেন: **আল্লাহর** শপথ! যখন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কথা বলতেন তখন তাঁর আওয়াজে বাঘের মতো গর্জন হতো, যখন প্রকাশ হতেন তখন চাঁদের ন্যায় আলোকিত হতেন এবং যখন প্রদান করতেন তখন বৃষ্টির ন্যায় অধিকহারে দান করতেন। উপস্থিত কেউ জিজ্ঞাসা করলো: আপনি উত্তম নাকি হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উত্তম? বললেন: "হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নকশাও আবু সুফিয়ানের সন্তান থেকে উত্তম। অতঃপর বললেন: যে ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রশংসায় তাঁর শান অনুযায়ী শে'র শুনাবে আমি তাকে প্রতি শে'রের বিনিময়ে এক হাজার (১০০০) দীনার পুরস্কার দিবো।" অতএব উপস্থিতি ব্যক্তিরা শে'র শুনালো, হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলতেন: এই শে'রগুলো মধ্যে যা আপনারা "**আমীরুল মুমিনিন হযরত আলী** رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **এর শান ও মহত্ব বর্ণনা করেছেন, তিনি** رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **এর চেয়েও আরো বেশি উত্তম।**" অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শান ও মহত্বে কয়েকটি শে'র পাঠ করেন।[১]

২. বর্ণিত আছে: কোন জানাযায় রাসূলের নাতি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন এবং প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে ফিরার সময় হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ক্লান্তি (Weariness) অনুভব হলে একটি জায়গায় তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিছুক্ষণ আরাম করার জন্য বসে গেলেন। হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা

১. আন নাহিয়া, ১৩২ পৃষ্ঠা।

رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নিজের চাদর দ্বারা হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পায়ের ধুলাবালি পরিষ্কার করতে লাগলেন, তখন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তাঁকে নিষেধ করলেন। এতে হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: فَوَاللهِ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مِنْكَ مَا اَعْلَمُ لَحَمَلُوْكَ عَلٰى رِقَابِهِمْ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** শপথ! আপনার যে মহত্ব আমি জানি, যদি তা লোকেরা জানতে পারে তবে তারা আপনাকে নিজেদের কাঁধে উঠিয়ে নিবে।[১]

৩. হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইয়াকুব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে সাক্ষাত হলো, তখন হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এই বলে স্বাগত জানালেন যে, مَرْحَبًا وَّ اَهْلاً بِابْنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ অর্থাৎ "হে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এর সন্তান! সুস্বাগতম" এবং হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর দরবারে তিন লাখ দিরহাম উপস্থাপন করার আদেশ দিলেন।[২]

৪. হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আমাকে বললেন: হে আমার বৎস! আমার ইচ্ছা হলো যে, আপনি আমার নিকট আসা যাওয়া করবেন। সুতরাং আমি একদিন তাঁর ঘরে গেলাম, কিন্তু তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে আলাদাভাবে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন এবং তাঁর সন্তান হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর সে ফিরে যেতে লাগলো তখন আমি ফিরে এলাম। কদিন পর আমিরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো তখন তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: "لَمْ اَرَكَ অর্থাৎ আপনি আমার নিকট তো আর আসেননি?" আমি আরয করলাম: "হে আমিরুল মুমিনিন! আমি এসেছিলাম কিন্তু আপনি হযরত

১. তারিখে ইবনে আসাকির, ১৪/১৭৯, নম্বর ১৫৬৬।
২. আত তাবকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, হুসাইন বিন আলী, ৬/৪০৯।

আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন। আপনার সন্তান আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُও বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলো (আমি ভাবলাম যে, যখন সন্তানের যাওয়ার অনুমতি নেই তবে আমার কিভাবে হতে পারে?) তাই আমিও তার সাথে ফিরে গেলাম।" তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বললেন: " اَنْتَ اَحَقُّ بِالْاِذْنِ مِنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ اِنَّمَا اَنْبَتَ مَاتَرٰی فِیْ رُؤُوْسِنَا اللهُ ثُمَّ اَنْتُم অর্থাৎ আপনি আমার সন্তানের চেয়ে বেশি হকদার যে, ভেতরে আসার। আমার মাথায় যে চুল রয়েছে, **আল্লাহ পাকের** পর আপনিই তো উঠিয়েছেন।"[১]

কিয়া বা'ত রযা উস চমনিস্তানে করম কি,
যাহরা হে কলি জিস মে হোসাইন অউর হাসান ফুল।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৭৯ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পঙতিতে নিজেকে সম্বোধন করে এভাবে বলেন: হে রযা! সেই রহমতপূর্ণ বাগানের কি মহিমা, যে বাগানে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কলি সায়্যিদাতুন নিসা ফাতেমাতুয যাহারা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এবং জান্নাতের যুবকদের সর্দার ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا এর মতো সুবাশিত বাগানের ফুল হবে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর আলোচনা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ১০ মুহাররামুল হারাম রাসূলের নাতি, ফাতেমার কলিজার টুকরো, সৈয়্যদুশ শুহাদা, হযরত ইমামে আলী মকাম, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে তাঁর সঙ্গী সাথীসহ কারবালার তপ্ত মরুভূমিতে শহীদ করা হয়েছে। আসুন! সাওয়াব অর্জনের নিয়্যতে হযরত ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবণ করি।

✲ তাঁর জন্ম ২ শা'বান ৪র্থ হিজরীতে মদীনায়ে পাকে হয়েছে। ✲ তাঁর নাম **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **"হুসাইন"** এবং **"শাব্বির"** রাখেন। ✲ তাঁর

১. তারিখে ইবনে আসাকির, ১৪/১৭৬, নম্বর ১৫৬৬। রিয়াযুন নাদারা, ২য় অধ্যায়, ১/৩৪১।

উপনাম **“আবু আব্দুল্লাহ”** এবং তাঁর উপাধী হলো **“সিবতু রাসূলিল্লাহি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم” এবং **“রায়হানাতুর রাসূল”**।(১) ✲ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে দুনিয়ায় আপন ফুল বলে ঘোষনা করেছেন।(২) ✲ তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তাঁর বড় ভাই হযরত ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর ন্যায় জান্নাতী যুবকদের সর্দার।(৩) ✲ তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ইলমের শহর **রাসূলে খোদা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং ইলমে মুস্তফার শহরের দরজা, আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা মওলা মুশকিল কোশা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে ইলমে দ্বীনের ভান্ডার পেয়েছেন। ✲ তাঁর ইলমে দ্বীন সম্বলিত কথাবার্তা এমন মনমুগ্ধকর হতো যে, মানুষের এরূপ আকাঙ্ক্ষা হতো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ যেনো চুপ না থাকেন বরং ইলম ও প্রজ্ঞা দান করতে থাকেন। ✲ তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ **আপন নানাজান** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং আপন সম্মানিত আব্বাজান, সম্মানিতা আম্মাজান এবং আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন এবং বর্ণনা করেন। ✲ তাঁর থেকে বর্ণনাকারীদের মধ্যে তাঁর ভাই হযরত ইমাম হাসান, তাঁর শাহজাদা ইমাম যায়নুল আবেদীন, তাঁর শাহজাদীগণ, নাতি ইমাম বাকের رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُم সহ অন্যান্য ওলামা ও মুহাদ্দিসগণ অন্তর্ভূক্ত।(৪) ✲ তাঁর স্থায়ীভাবে ইলমের আসর মসজিদে নববীতে বসতো, যাতে তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ মানুষদের শরয়ী মাসআলা সম্পর্কে অবহিত করতেন।(৫)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **“সুন্নাত ও আদব”** বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে

১. আসাদুল গাবা, ১১৭৩ পৃষ্ঠা। হুসাইন ইবনে আলী, ২/২৫,২৬। সিয়রে আ'লামুন নিবালা, ২৭০ পৃষ্ঠা। আল হুসাইন শহীদ..., ৪/৪০২।
২. বুখারী, কিতাবু ফাযায়িলে আসহাবীন নবী, ২/৫৪৭, হাদীস ৩৭৫৩।
৩. তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪২৬, হাদীস ৩৭৯৩।
৪. আল আসাবা, হুসাইন বিন আলী, ২/৬৮, নম্বর ১৭২৯।
৫. তারিখে ইবনে আসাকির, নম্বর ১৫৬৬, আল হুসাইন বিন আলী বিন আবী তালিব.., ১৪/১৭৯।

(মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।”[১]

সৈয়দ বংশীয়দের সম্মানের আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ানের শেষের দিকে সৈয়দ বংশীয়দের সম্মানের ব্যাপারে কিছু আদব শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করব। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী অবলোকন করি: (১) ইরশাদ করেন: যে আমার আহলে বাইতের মধ্যে কারো সাথে সদাচরণ করবে, আমি কিয়ামতের দিন এর বিনিময় তাকে প্রদান করবো।[২] (২) ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তানদের মধ্যে থেকে কারো সাথে দুনিয়ায় নেকী (কল্যাণ) করবে, যখন সে কিয়ামতের দিন আমার সাথে সাক্ষাত করবে তার বিনিময় দেয়া আমার জন্য আবশ্যক।[৩] ✯ সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান করা ফরয এবং তাঁদের অপমান করা হারাম।[৪] ✯ সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান করার মূল কারণ হলো যে, তাঁরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শরীরের টুকরো।[৫] ✯ **আল্লাহ পাকের রহমত হয়ে দুনিয়ায় আগমনকারী নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, এমন সকল জিনিস যা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ততা রাখে, তারও সম্মান করা।[৬] ✯ সম্মান করার জন্য কোন নিশ্চিত হওয়ারও প্রয়োজন নেই আর না কোন বিশেষ সনদেরও প্রয়োজন নেই, সুতরাং যারাই সৈয়দ বলবে তাঁদেরকে সম্মান করা উচিৎ।[৭] ✯ যারা আসলেই সৈয়দ নয় এবং জেনে শুনেই সৈয়দ সাজে, তারা অভিশপ্ত, তাদের না ফরয কবুল হবে, না নফল।[৮] ✯ যদি কোন বদমাযহাব সৈয়দ হওয়ার দাবী করে এবং তাদের

---

১. মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস ১৭৫।
২. জামেয়ে সগীর, ৫৩৩ পৃষ্ঠা, হাদীস ৮৮২১।
৩. তারিখে বাগদাদ, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবী কামিল, ১০/১০২, নম্বর ৫২২১।
৪. কফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৭৭ পৃষ্ঠা।
৫. সাদাতে কিরাম কি আযমত, ৭ পৃষ্ঠা।
৬. আশ শিফা, আল বাবুস সালিস ফি তাযিমি আমরাহু, ২য় অংশ, ৫২ পৃষ্ঠা।
৭. সাদাতে কিরাম কি আযমত, ১৪ পৃষ্ঠা।
৮. সাদাতে কিরাম কি আযমত, ১৬ পৃষ্ঠা।

বদমাযহাবী কুফরের সীমা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে তবে কখনো তাদের সম্মান করা যাবে না।(১) ☆ সৈয়দ বংশীয়দের সম্মান আমাদের **শাফায়াতকারী আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান।(২) ☆ ওস্তাদরাও সৈয়দকে প্রহার করা থেকে বিরত থাকুন।(৩) ☆ সৈয়দ বংশীয়দের এমন কাজের জন্য চাকরীতে রাখা যাবে, যা অপমান জনক নয়, তবে অপমান জনক কাজে তাঁদের চাকরীতে রাখা জায়িয নেই।(৪) ☆ সৈয়দকে সৈয়দ হিসেবে অর্থাৎ সে সৈয়দ হওয়ার কারণে অপমান করা কুফর।(৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দুগ্ধপোষ্য শিশুর বমি ও প্রস্রাব

(১) এক দিন বয়সের দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রস্রাবও সাধারণ মানুষের প্রস্রাবের ন্যায় নাপাক। (বাহারে শরীয়ত, ২/১১২) (২) দুগ্ধপোষ্য শিশু দুধ বমি করল, তাও মুখভর্তি, তাও প্রস্রাবেরই ন্যায় নাপাক। অবশ্য দুধ যদি শিশুটির অন্ত্র পর্যন্ত না পৌঁছে থাকে, কেবল বক্ষ পর্যন্ত গিয়ে পুনরায় ফিরে আসে তাহলে পাক। (প্রাগুক্ত, ৩২ পৃষ্ঠা)

১. সাদাতে কিরাম কি আযমত, ১৭ পৃষ্ঠা।
২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া থেকে সংক্ষেপিত/ সাদাতে কিরাম কি আযমত, ৭ পৃষ্ঠা।
৩. কফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৮৪ পৃষ্ঠা।
৪. সাদাতে কিরাম কি আযমত, ১২ পৃষ্ঠা।
৫. কফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব, ২৭৬ পৃষ্ঠা।

বয়ান: ৭

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ فِيْ يَوْمٍ اَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرٰى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একদিনে এক হাজারবার (১০০০) দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃতুবরণ করবেনা, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে তার স্থান দেখে নিবে না।

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকরে ওয়াদ দোয়া, ২/৩২৮, হাদীস নং-২৫৯১)

ওহ তো নেহায়ত সস্তা সাওদা বেছ রহে হে জান্নাত কা,
হাম মুফলিস কিয়া মৌল ছুকায়ি আপনা হাত হি খালি হে।

(হাদায়িকে বখশিশ ১৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।(১)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

---

১. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা ! আজ আমাদের বয়ানের বিষয় হচ্ছে "ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা" এই বয়ানে আমরা শুনবো যে, ইসলাম মহিলাদের উপর কেমন ইহসান (দয়া) করেছেন, এ সম্পর্কে হযরত ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর যুগের একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনাও বর্ণনা করা হবে, ইসলাম পিতা মাতার ব্যাপারে আমাদেরকে কি শিক্ষা দিয়েছেন তার ব্যাপারে কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা শ্রবণ করবো। প্রতিবেশীর অধিকার বর্ণনা করার সাথে সাথে এই সম্পর্কিত তিনটি হাদীসে মোবারাকাও বর্ণনা করা হবে, হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আপন প্রতিবেশীর সাথে কেমন আচরণ করার বলেছেন সে সম্পর্কে কিছু দিকনির্দেশনা বর্ণনা করা হবে। **আল্লাহ পাক** যদি চাই মনযোগ সহকারে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। কতিপয় ইসলামী বোনরা বয়ানের

মধ্যখানে তাসবীর মাধ্যমে যিকির ও দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করতে থাকে। মনে রাখবেন! এটা সে সময় নয়, আমরা এখানে ইলমে দ্বীন শেখার নিয়্যতে এখানে একত্রিত হয়েছি, তাই বয়ানের মাঝেও সম্পূর্ণ মনযোগ বয়ানের দিকে হওয়া চাই কেননা ইলমে দ্বীন শেখার উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করাও **আল্লাহ পাকের** যিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ইসলাম (Islam) একটি শান্তিকামী, সত্য, সুন্দর, পরিপূর্ণ ও নির্ভুল, খুবই দ্রুত ছড়িয়ে পরা সার্বজনিন ধর্ম, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার অনুসারীরর সংখ্যা পুরো দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি, ইসলামে দ্বীনি, ইহকালীন, পরকালীন, চারিত্রিক, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য, পারিবারিক, বংশীয়, সামাজিক বরং প্রত্যেক ব্যাপারে জীবন ব্যবস্থার সকল বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের জন্য অনন্য নিময় ও নীতি এবং নির্দেশনা বিদ্যমান রয়েছে। যা এই সত্যকে প্রমাণ করে যে, **"ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান"**। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ শুধুমাত্র ইসলামই **আল্লাহ পাকের** পছন্দনীয় ধর্ম, যেমনটি ৬ষ্ঠ পারা সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَ اَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِيْنًا ؕ

(পারা ৬, সূরা মায়েদা, আয়াত ৩)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পরীপূর্ন করে দিলাম এবং তোমাদের উপর আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম আর তোমাদের জন্য ইসলামকে দ্বীন মনোনীত করলাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই আয়াতে মোবারাকা থেকে কিছু বিধি-বিধান সম্পর্কে জানা যায়, (১) **আল্লাহ পাকের** নিকট শুধু দ্বীন ইসলামই পছন্দনীয় অর্থাৎ যা এখন দ্বীনে মুহাম্মদী অবস্থায় রয়েছে, বাকী সব দ্বীন এখন অগ্রহণযোগ্য। (২) এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত ইসলামের কোন বিধান রহিত হতে পারে না। (৩) দ্বীনের

মূলনীতির মধ্যে হ্রাস বৃদ্ধি হতে পারে, শরীয়তের মাসয়ালা সমূহ প্রচেষ্টার মাধ্যমে সর্বদা বের হতে থাকবে। (৪) প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পর আর কেউ নবী হতে পারবে না, কেননা দ্বীন পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে, সূর্য উদিত হওয়ার পর প্রদীপের আর প্রয়োজন হয় না, সুতরাং কাদেয়ানীরা মিথ্যুক, বেদ্বীন এবং **আল্লাহ পাকের** কালাম এবং দ্বীনকে অপরিপূর্ণ মনে করে থাকে। (৫) ইসলামকে ছেড়ে কেউ লক্ষ নেকী করলে তা **আল্লাহ পাকের** নিকট গ্রহণ যোগ্য নয় কেননা ইসলাম হলো মূল এবং আমল হলো শাখা, আর পাতা এবং মূল কেটে দেয়ার পর শাখা এবং পাতায় পানি দেয়া বোকমী।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান পারা ৬ সূরা মায়েদার ৩ নং আয়াতের পাদটীকা, ২ /৩৮৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দ্বীন ইসলাম মহিলাদের অনেক অধিকার বর্ণনা করেছে এবং তাদেরকে সমাজে ঐ মর্যাদা ও সম্মান দান করেছে, যা মনুষত্বকে গর্বিত করে দিয়েছে। আসুন! মহিলাদের ব্যাপারে ইসলামের প্রদানকৃত সুন্দর দিক নির্দেশনার একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি, যাতে আমাদেরও এই কথার পরিপূর্ণ বিশ্বাস লাভ হয় যে, নিঃসন্দেহে **"ইসলাম একটি পরিপূর্ণ জীবন বিধান"**।

ফারুকে আযমের উত্তম জবাব

তাম্বীহুল গাফেলীনে বর্ণিত রয়েছে, এক ব্যক্তি আমীরুল হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর দরবারে আপন স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয়, যখন তিনি দরজায় পৌঁছলেন তখন তাঁর স্ত্রীর উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا কে অসন্তুষ্টির আলোচনা করতে দেখল। ঐব্যক্তি এটা বলতে বলতে পূণরায় ফিরে আসলো যে, আমি তো আমার বিবির অভিযোগ বলার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে তাঁর নিকট আসলাম কিন্তু এখানে তো ঐ বিষয়টি তাঁর সাথে হচ্ছে, (সুতরাং তিনি কীভাবে আমার সমস্যার সমাধান করবেন?) আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তাঁকে ডেকে পাঠালেন এবং আসার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন, সে আরয করলো আমি তো আপনার দরবারে আমার স্ত্রীর

বিরুদ্ধে অভিযোগ করার জন্য এসে ছিলাম, তবে যখন আমি (আপনার ব্যাপারে) আপনার সম্মানিত স্ত্রীর কথোপকথন শুনি তখন (নিরাশ হয়ে) পূনরায় ফিরে গেলাম। আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বলেন, আমার উপর আমার স্ত্রীর কিছু অধিকার রয়েছে, (অর্থাৎ আমি তার দ্বারা কিছু উপকারীতা লাভ করে থাকি) যার কারণে আমি তাকে ক্ষমা করে দিই (১) সে আমার জন্য জাহান্নামের আড়াল, তার জন্য আমার অন্তর হারাম বেঁচে থাকে (অর্থাৎ আমি এর মাধ্যমে অন্তরের চাহিদা পূরণ করে প্রশান্তি লাভ করে থাকি এবং ঐসব হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকি। (২) যখন আমি আমার ঘর থেকে বের হয়ে যায় তখন সে আমার কোষাধ্যক্ষ এবং আমার সম্পদের সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। (৩) আমার ধোপানী, আমার কাপড় ধৌত করে। (৪) আমার বাচ্চাদের লালন পালন করে এবং (৫) আমার জন্য রুটি এবং খাবার রান্না করে। এসব শুনে ঐব্যক্তি বলল নিঃসন্দেহে আমিও আমার স্ত্রীর নিকট হতেই উপকারীতা লাভ করে থাকি যা আপনি লাভ করে থাকেন কিন্তু আমি তাকে কখনো ক্ষমা করে উপকারীতা লাভ করিনি সুতরাং এখন আমিও ক্ষমা করে উপকারীতা লাভ করব। (তাম্বীহুল গাফেলীন ২৮০)

اَلْحَمْدُ لِلّٰہ আপনারা শুনলেন! ইসলাম মহিলাদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে কতো বড় রক্ষক, প্রিয় এবং ধর্মের ক্ষেত্রে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ যে, যা শুধু প্রত্যেক প্রকারের যুলুম (অত্যাচার) ও অপব্যবহার থেকে মুক্তি দেয়নি বরং একে মান্যকারীদের কে আহায্য সহ্য করার শিক্ষাও দিয়েছেন। যেমনিভাবে এক ব্যক্তি যখন ফারুকে আযমের দরবারে আপন স্ত্রীর ব্যাপারে অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হয় তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ সততার সাথে প্রমাণ দিয়ে এই বিষয়াবলীতে ইসলামী শিক্ষাকে তার সামনে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ যে, ইসলামই মহিলাদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার বাস্তব রক্ষক। **মনে রাখবেন!** ইসলামের পূর্বে মহিলাদের অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো, পুরুষের দৃষ্টিতে মহিলাদের কোন মর্যাদা ছিলো না, মহিলারা দিনরাত পরিশ্রম করে যা কিছু উপার্জন করতো, তাও পুরুষকে দিয়ে দিতো, কিন্তু পুরুষরা তবুও সেই মহিলাদের

কোন গুরুত্ব দিতো না, বরং পশুর ন্যায় তাদেকে মারতো পিটতো, সামান্য কথাতেই মহিলাদের কান নাক ইত্যাদি অঙ্গ কেটে দিতো এবং কখনো তো হত্যাও করে দিতো, আরবের লোকেরা কন্যা সন্তানকে জীবিত মাটিতে পুতে ফেলতো আর পিতার মৃত্যুর পর তার ছেলেরা যেভাবে পিতার সম্পত্তি ও মালামালের মালিক হতো, তেমনিভাবে নিজের পিতার স্ত্রীদেরও মালিক হয়ে যেতো আর সেই মহিলাদের জোড় করে নিজের নিকট রাখতো, মহিলারা তাদের পিতামাতা, ভাইবোন বা স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তি (Inheritance) থেকে কোন অংশ পেতো না, মহিলারা কোন জিনিষের মালিক হতো না। যখন **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে **"দ্বীন ইসলাম"** নিয়ে আসেন তখন পৃথিবীর অত্যাচারিত মহিলাদের ভাগ্যের নক্ষত্র চমকে উঠলো। ইসলামের কারণেই অত্যাচারে অতিষ্ট নারীদের মর্যাদা এতবেশি সমুন্নত হয়ে গেছে যে, কন্যার রূপে তাকে রহমত হিসেবে ঘোষিত করে দেয়া হয়েছে, মায়ের রূপে তাঁর পা'কে জান্নাতের চৌকাঠের সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে এবং সমাজে তাঁকে সম্মান ও মর্যাদাময় স্থান দেয়া হয়েছে, যা এর পূর্বে চিন্তাই করা যেতো না, ইবাদত ও অবস্থাদৃষ্ট বরং জীবন ও মৃত্যুর প্রতিটি স্তর এবং প্রতিটি পর্যায়ে পুরুষের ন্যায় মহিলাদেরও অধিকার নির্ধারিত হয়েছে, সুতরাং মহিলাদের মালিকানার অধিকার অর্জিত হয়েছে, মহিলাদের নিজের মোহরের টাকা, নিজের গহনা, নিজের সম্পত্তির মালিক, আপন পিতামাতা, ভাইবোন, সন্তান এবং স্বামীর সম্পত্তির ওয়ারিশ ঘোষনা করে দেয়া হয়েছে। (জান্নাতি যেওর, ৩৯-৪২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পিতামাতার ব্যাপারে ইসলামী নির্দেশনার উল্লেখযোগ্য দিক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পিতামাতা সেই মহান ব্যক্তিত্ব, যাঁদের সবকিছুই সন্তানরাই হয়ে থাকে, সন্তান যদি অকমর্ণ হয়, অবাধ্য হয়, যদিওবা প্রতিবন্ধিও হোক না কেন তবুও তারা পিতামাতার কলিজার টুকরো হয়ে থাকে, কিন্তু আফসোস! পিতামাতা সমাজের সেই অত্যাচারিত ব্যক্তিত্ব, যাঁরা প্রত্যেক যুগে অত্যাচারের চরকায় নিকৃষ্টভাবে পেষণ হয়ে আসছে, অবাধ্য সন্তান পিতামাতার

সকল অনুগ্রহকে ভুলে গিলে তাঁদেরকে নিজেদের জন্য مَعَاذَالله কাবাবে হাঁড়ের ন্যায় মনে করে থাকে, পিতামাতার সহিত চাকরের চেয়েও খারাপ আচরণ করা হয়, পিতামাতা সন্তানের উন্নতির জন্য কোন উপদেশ দিলে তখন তাঁদের দিকে কড়াভাবে তাকানো হয়, তাঁদেরকে ধমকানো হয়, কষ্ট দেয়া হয় এবং ঘর থেকে বের করে দেয়ার ধমক দেয়া হয়, অথচ ব্যাপারটি এখন এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, অনেক দেশে তো ঘর থেকে বের করে দেয়া এবং সন্তান কর্তৃক কষ্ট দেয়া পিতামাতাকে দেখাশুনার জন্য রীতিমতো ওল্ড হাউস (Old House) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যেখানে এই বেচারাদের সারা জীবন নিজেদের সন্তান থেকে দূরত্বের কষ্ট, তাদের স্মরনে কান্না করতে করতে এবং চোখের পানি মুছতে মুছতে কেটে যায়। **মনে রাখবেন!** ইসলাম এই বিষয়গুলোকে কঠোরভাবে মন্দ বলে বর্ণনা করেছে, পিতামাতার সম্মান এবং তাঁদের অধিকার পূরণ করার ব্যাপারে ইসলামে খুবই স্পষ্টভাবে নিদের্শনা অধিকহারে বিদ্যমান, পিতামাতার অধিকার পূরণ করা এবং তাঁদের সম্মান করার জন্য ইসলাম যেভাবে উৎসাহ ও নির্দেশ প্রদান করেছে, তা উদাসীনদের জাগ্রত করার জন্য যথেষ্ট। পিতামাতার সহিত সদাচরন করার নির্দেশ দিয়ে **আল্লাহ পাক** ১৫তম পারার সূরা বনী ইসরাঈলের ২৩ ও ২৪ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ؕ اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَاۤ اَوْ كِلٰهُمَا فَلَا تَقُلْ لَّهُمَاۤ اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَ قُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا ﴿۲۳﴾ وَ اخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ﴿ؕ۲۴﴾

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ২৩,২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং মাতাপিতার প্রতি সদ্ব্যবহার করো। যদি তোমার সামনে তাদের মধ্যে একজন কিংবা উভয়ে বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে 'উহ্' বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না আর তাদের সাথে সম্মানসূচক কথা বলবে এবং তাদের জন্য নম্রতার বাহু বিছাও কোমল হৃদয়ে; আর আরয করো, '**হে আমার রব**! তুমি তাদের উভয়ের উপর দয়া করো যেভাবে তারা উভয়ে আমাকে শৈশবে প্রতিপালন করেছেন'।

বর্ণনাকৃত আয়াতে মোবারাকার ব্যাখ্যায় সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নাঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখন পিতা মাতার উপর দূর্বলতা প্রভাব বিস্তার করলে, শরীরে শক্তি না থাকলে এবং যেভাবে তুমি বাল্যকালে তাদের নিকট শক্তিহীন ছিলে ঐভাবে তারা শেষ বয়সে এসে তোমার নিকট অসহায় হয়ে থাকবে। তখন এমন কোন কথা মুখ দিয়ে বের করবে না, যার দ্বারা এটা বুঝা যায় যে, তার মধ্যে চরিত্রের কিছু অভাব রয়েছে। না তাদের ধমক দিবে, না উচ্চ আওয়াজে কথা বলবে, বরং খুব সুন্দর ও আদব সহকারে পিতা মাতার সাথে এভাবে কথা বলবে যেভাবে গোলাম ও খাদেম মনিবের সাথে কথা বলে। তাদের সাথে নম্রতা ও বিনয়ী প্রদর্শন করবে, আর তাদের সাথে ক্লান্তের সময় ভক্তি ও মুহাব্বাত পূর্ণ আচরণ করবে যে, তারা তোমার দূর্বলতার সময় তোমাকে মুহাব্বাতের সহিত লালন পালন করেছিল এবং যে জিনিস তার প্রয়োজন তিনি তার জন্য ব্যয় করতে কৃপনতা বোধ করেন নি। মোটকথা হলো দুনিয়ার মধ্যে সদাচারণ এবং খেদমত কতই অতিশয়োক্তি করা হয় কিন্তু পিতা মাতার দয়ার হক আদায় হতে পারে না। এই জন্য বান্দার উচিত **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাদের উপর দয়া ও রহমত বর্ষণের দোয়া করা এবং আরয করা হে আমাদের প্রতিপালক! আমার খেদমত সমূহ তার দয়ার প্রতিদান হতে পারে না তবে তার উপর দয়া করাটা তার অনুগ্রহের প্রতিফল হবে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা ! বর্ণনাকৃত আয়াতে মোবারাকায় পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, আসুন! পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং তাদের অধিকার সম্পর্কিত তিনটি হাদীসে মোবারাকা শ্রবণ করি।

(১) হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত এক ব্যক্তি আরয করল ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমার সর্বোত্তম ব্যবহারের হকদার কে? ইরশাদ করলেন, তোমার মাতা (অর্থাৎ মাতার অধিকার সবচেয়ে বেশী) সে আবার জিজ্ঞাসা করল এরপর কে? ইরশাদ করলেন, তোমার মাতা, সে আবার জিজ্ঞাসা করল এরপর কে? প্রিয় নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন

তোমার মাতা, সে আবার জিজ্ঞাসা করল এরপর কে? ইরশাদ করলেন, তোমার পিতা। (বুখারী কিতাবুল আদব, বাবু মান আহাক্কা নাসী বিহুসনিস সাহাবা ৪ / ৯৩ হাদীস ৫৯৭১)

(২) হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا হতে বর্ণিত, নূর নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, আমি জান্নাতে গিয়ে ছিলাম তখন তা থেকে কোরআন পাঠের আওয়াজ শুনতে পেলাম, আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এটা কে পড়ছে? ফেরেশতা বলল, হারেস বিন নোমান رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ, প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, এটিই দয়াশীলতার অবস্থা, এটিই দয়াশীলতার অবস্থা। (শরহুস সুন্নাহ, কিতাবুল বিররে ওয়াস সেলাহ, বাবু বিররুল ওয়ালেদায়ন, ২ /৪২৬ হাদীস ৩৩১২) আর শুয়াবুল ঈমানের বর্ণনায় আরো বৃদ্ধি করা হয়েছে যে, হারেস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ আপন মায়ের সাথে খুব সুন্দর ব্যবহার করতো।

(শুয়াবুল ঈমান, আল খামেসু ওয়াল খামেসুনা মিন শুয়াবুল ঈমান, ৬ /১৮৪ হাদীস ৭৮৫১)

(৩) হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হতে বণিত প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, **আল্লাহ পাকে**র আনুগত্য, পিতার আনুগত্যের মাধ্যমেই হয়, আর **আল্লাহ পাকে**র নাফরমানি, পিতার সাথে নাফরমানী করার মাধ্যমেই হয়ে থাকে।

(আল মুজামুল আওসাত বাবুল আলফি,মিন ইসমিহি আহমদ ১ / ৬৪১ হাদীস ২২৫৫)

শায়খুল হাদীস আল্লামা মাওলানা আব্দুল মোস্তফা আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পিতা মাতার হক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, (১) সাবধান! সাবধান! কখনোই নিজের কোন কথা ও কাজে পিতামাতাকে কোন ধরনের কষ্ট দিও না। যদিওবা পিতামাতা সন্তারে প্রতি অতিরঞ্জিতও (অত্যাচার) করে, তবুও সন্তানের প্রতি ফরয যে, সে যেনো কখনোই এবং কোন অবস্থাতেই পিতামাতার মনে কষ্ট না দেয়। (২) নিজের প্রতিটি কথা এবং নিজের প্রতিটি আমলে পিতামাতার সম্মান করা আর সর্বদা তাঁদের সম্মানের প্রতি সজাগ থাকা। (৩) প্রত্যেক জায়িয কাজে পিতামাতর আদেশ (Orders) মান্য করা। (৪) যদি পিতামাতার কোন কিছুর প্রয়োজন হয় তবে জান প্রাণ দিয়ে তাঁদের খেদমত করা। (৫) যদি পিতামাতা নিজেদের প্রয়োজনে সন্তানের সম্পদ ও মালামাল থেকে কোন জিনিস নেয় কবে সাবধান! কখনোই মন খারাপ করো না। অসন্তুষ্টিও প্রকাশ করো না বরাং এটা মনে করো যে, আমি এবং আমার সম্পদ সবই পিতামাতারই।

হাদীস শরীফে রয়েছে: **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তিকে ইরশাদ করলেন: اَنْتَ وَمَالُكَ لِاَبِيْكَ অর্থাৎ তুমি এবং তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিজারাত, ৩/৮১, হাদীস নং-২২৯২) (৬) পিতামাতা ইন্তিকাল হয়ে গেলে তবে সন্তানের প্রতি পিতামাতার হক হলো যে, তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকা এবং নিজের নফল ইবাদত ও দান খয়রাতের সাওয়াব তাঁদের রূহে পৌঁছাতে থাকা, খাবার এবং শিরনী ইত্যাদিতে ফাতিহা দিয়ে তাঁদের রূহে ইসালে সাওয়াব করতে থাকা। (৭) পিতামাতার নিকট যে ঋণ ছিলো, তা আদায় করা বা যেসকল কাজের অসীয়ত করে গেছেন, তাঁদের অসীয়ত অনুযায়ী আমল করা। (৮) যে সকল কাজ করলে জীবিত অবস্থায় পিতামাতার কষ্ট হতো, তাঁদের মৃত্যুর পরও সেই কাজ করবে না, কেননা এতে তাঁদের রূহ কষ্ট পায়। (৯) তাঁদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করবে, এতে পিতামাতার রূহ আনন্দিত হবে এবং ফাতিহার সাওয়াব ফিরিশতারা নূরের থালায় করে তাঁদের সামনে উপস্থাপন করবে আর পিতামাতা খুশি হয়ে তাঁদের সন্তানদের জন্য দোয়া করবে। (জান্নাতি যেওর, ৯২-৯৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, ইসলাম কতইনা সুন্দর ধর্ম, যা সত্যিকার অর্থে পিতামাতার হক সম্পর্কে মানুষের মাঝে অনুভুতি জাগ্রত করলো, যদি ইসলামের আগমন না হতো তবে এই মহান পদ্ধতিতে তাঁদের হক সংরক্ষণের শিক্ষা কে দিতো? সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও ইসলামী শিক্ষাকে কার্যতভাবে অবলম্বন করে পিতামাতার গুরুত্ব অনুধাবন করা, তাঁদের হক আদায় করা, তাঁদের অসন্তুষ্টি মুলক কাজ থেকে বিরত থাকা এবং তাঁদের খেদমত করাকে অভ্যাসে পরিণত করা। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে পিতামাতার আদব ও সম্মান করা এবং তাঁদের আনুগত্য করতে থাকার তৌফিক দান করো।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বড় ভাইয়ের ব্যাপারে ইসলামী শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! পিতামাতার পর ভাইবোনের সম্পর্ক (Relation) খুবই নিকটতম গন্য করা হয়, পিতামাতার মৃত্যুর পর সাধারনত তাদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সুতরাং ভাইবোনের মাঝে অসন্তুষ্টির দরজা বন্ধ করার জন্য পিতামাতার পর পরিবারের সদস্যদের মধ্যে যেই ব্যক্তিত্বের মান ও মর্যাদাকে ইসলাম শান ও শওকত দ্বারা ধন্য করেছে এবং যার আদব ও সম্মানের শিক্ষা দিয়েছে সে হলো **"বড় ভাই"**। বড় ভাইয়ের সম্মানকে জাগ্রত করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: حَقُّ كَبِيْرِ الْاِخْوَةِ عَلٰى صَغِيْرِهِمْ حَقُّ الْوَالِدِ عَلٰى وَلَدِهٖ অর্থাৎ বড় ভাইয়ের অধিকার ছোট ভাই বোনদের উপর এমনি যে, যেমনটি পিতার অধিকার তাঁর সন্তানের উপর।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি বিররুল ওয়ালিদাইন, ফসলে ফি সিলাতুর রেহেম, ৬/২১০, হাদীস নং-৭৯২৯)

মনে রাখবেন! বড় ভাইয়ের অন্তরে ছোট ভাইবোনের জন্য পিতার মতোই ভালবাসা ও মমতা রাখা হয়েছে। বড় ভাই পিতার জীবদ্দশায় ছোটদের খেয়াল রাখে, তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করে এবং যদি পিতার মমতার ছায়া উঠে যায় অর্থাৎ পিতার মৃত্যু হয় তখনও নিজের দায়িত্ব ভালভাবে পালন করে থাকে, বড় ভাইয়ের এতো অনুগ্রহ এই বিষয়ের দাবী করে যে, ছোট ভাইবোনেরাও তাদের আদব করবে, পিতামাতার অবর্তমানে তাদেরকে নিজের পিতামাতার মর্যাদা দিবে, অন্যথায় তাদেরকে নিজের তত্ত্বাবধায়ক মনে করবে, তাদের গীবত, চুগলী এবং তাদের সম্পর্কে কু-ধারণা করা থেকে বিরত থাকবে, এমনকি তাদের জায়িয চাহিদা এবং নির্দেশের উপর আমল করবে, সর্বদা তাদের সাথে ভাল সম্পর্ক রাখবে আর যদি কখনো তারা অসন্তুষ্ট হয়ে যায় তবে স্বয়ং নিজে থেকেই তাদের নিকট ক্ষমা চাইবে এবং তাদেরকে মানানোর জন্য যতভাবে সম্ভব চেষ্টা করবে।

বড় ভাইয়ের সাথে সদাচরণ করুন

হযরত সায়্যিদুনা জাবির বিন হাযিম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম যে, আমার মাথা ছিলো আমার হাতে, এর তাবীর (ব্যাখ্যা) জানার

জন্য আমি আমার এই স্বপ্ন হযরত সায়্যিদুনা ইমাম ইবনে সিরীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে শুনালাম (যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানা অভিজ্ঞ ছিলেন) তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার পিতামাতার মধ্যে কি কেউ বেঁচে আছেন? আমি বললাম: নাই। বললেন: তোমার কি কোন বড় ভাই আছে? আমি বললাম: জি হ্যাঁ। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: **আল্লাহ পাক**কে ভয় করো, তার সাথে সদাচরণ করো এবং তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে বিরত থাকো।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি বিররুল ওয়ালিদাইন, ফসলু ফি সিলাতুর রেহেম, ৬/২১০, নম্বর-৭৯২৮)

বড়ো ভায়ি বেহন কা মে কাহা মানা করো হার দম,
করো মা বাপ কি দিন রাত খেদমত ইয়া রাসূলাল্লাহ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩৩১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ছোটদের প্রতি স্নেহ

মনে রাখবেন! ইসলাম যেখানে ছোটদেরকে বড় ভাইয়ের আদব ও সম্মান করার শিক্ষা দেয়, তেমনি বড়দেরও আদেশ দিয়েছে যে, তারাও ছোট ভাইবোনদের প্রতি স্নেহ ও ভালবাসা সূলভ আচরন করে। আসুন! উৎসাহ লাভের জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

(১) ইরশাদ হচ্ছে: যার তিনজন কন্যা সন্তান বা তিনজন বোন থাকে অথবা দুইজন কন্যা সন্তান কিংবা দুইজন বোন থাকে এবং সে তাদের সহিত উত্তম আচরণ করে আর তাদের ব্যাপারে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করে তবে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। **(তিরমিযী, কিতাবুল ওয়াস সিলাহ, ৩/৩৬৭, হাদীস নং-১৯২৩)**

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া করে না, আমাদের বড়দের সম্মান করে না এবং আমাদের অধিকার সম্পর্কে অবগত নয়, সে আমাদের নয়। **(মু'জামু কবীর, সাইদ বিন জাবীর আন ইবনে আব্বাস, ১১/৩৫৫, হাদীস নং-১২২৭৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা ! বড় ভাই বোনের উপর ছোটদের কি হক রয়েছে এবং ছোটদের উপর বড় ভাই বোনের কি হক রয়েছে? আসুন তাও শুনি, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আমল করার সামর্থ্য দান করুক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বড় ভাই বোনের উপর ছোটদের হক ও আদব সমূহ

বড় ভাই এবং বড় বোনের উপর ছোট ভাই বোনের হক সমূহের মধ্যে রয়েছে যে, (১) পিতা মাতার মৃত্যুর পর ছোট ভাই বোনদের লালন পালন করা এবং তাদের উত্তম শিক্ষা প্রদান করা। (২) তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করা এবং কঠিন বিপদের মূহুর্তে তাদের সাথে থাকা এবং যথাসম্ভব তাদের প্রয়োজনীয় অভাব পূরণ করা। (৩) পিতা মাতার জীবদ্দশায়ও তাদের প্রতি স্নেহ মুহাব্বাত বিদ্যমান রাখা। (৪) গীবত, চুগলী, মন্দ ধারণা এবং হিংসা সাধারণ মুসলমানের জন্য হারাম, তবে তার মধ্যে বদ মেজায নাজায়িয। (৫) মানবতার দাবি তাদের দ্বারা প্রকাশিত মন খারাফের মত ভূল সমূহকে ক্ষমা করে দেয়া এবং তাদের সাথে নম্রতা প্রদর্শন করা।

ছোট ভাই বোনের উপর বড়দের হক ও আদব সমূহ

এভাবে ছোট ভাই বোনের উপর বড়দের হক ও আদব সমূহের মধ্যে রয়েছে ঃ (১) তাদের ইজ্জত ও সাম্মান করেই তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী স্থান দেয়া। (২) পিতা মাতার অবর্তমানে তাদেরকে পিতা মাতার মতো সম্মান করা, আর না হয় তাদেরকে প্রধান পথ প্রদর্শক মনে করা। (৩) যথাসম্ভব তাদের জায়েয দিকনির্দেশনার মান্য করার চেষ্টা করা। (৪) নিজের পক্ষ থেকে সংগঠিত ভূলের জন্য স্বয়ং নিজে এসে ক্ষমা চাওয়া। (৫) তাদের মনে কষ্ট দেয়া থেকে বেঁচে থাকা।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা ! এই দ্বীনে ইসলাম কতই সুন্দর যে, এটি আমাদের প্রত্যেকটি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করে। এখন আমরা বড় এবং ছোটদের সাথে সদাচরণ সম্পর্কে শুনেছি এবং বড় ও ছোটদের হক সম্পর্কেও

শ্রবণ করেছি, নিঃসন্দেহে যদি আমরা উল্লেখিত নির্দেশনার উপর আমল করি তাহলে اِنْ شَآءَ الله **আল্লাহ পাক** এর বরকতে ভাই বোনদের মাঝে যে অসন্তুষ্টতা প্রকাশ পাই এবং এর কারণে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে দীর্ঘ দিন পর্যন্ত চলতে থাকে, তা ভূলে মিলে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আত্মীয়দের ব্যাপারে ইসলামী জীবন বিধান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেভাবে ঘরোয়া আত্মীয়ের ব্যাপারে দ্বীন ইসলাম আমাদের শিক্ষা ও নির্দেশনা প্রদান করে এবং একে অপরের অধিকার পালন করার শিক্ষা দেয়, তেমনিভাবে অন্যান্য আত্মীয়ের ব্যাপারেও এই ধর্মে আমাদের জন্য নির্দেশনা, নীতি ও আইন বিদ্যমান।

আত্মীয়দের সাথে সদাচরণ করার ব্যাপারে ইসলাম আমাদের কি আদেশ দিয়েছে এবং আমাদের তাদের সাথে কিরূপ ব্যবহার (Behaviour) করা উচিৎ। আসুন! শ্রবণ করি এবং আত্মীয়দের সহিত সদাচরণ করার পরিপূর্ণভাবে চেষ্টা করি।

৪র্থ পারার সূরা নিসার প্রথম আয়াতে মুবারাকায় **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَآءَلُوْنَ بِهٖ وَ الْاَرْحَامَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا ﴿۱﴾

(পারা ৪, সূরা নিসা, আয়াত ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং **আল্লাহ**কে ভয় করো, যাঁর নাম নিয়ে যাচঞা করো আর আত্মীয়তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখো। নিশ্চয় **আল্লাহ** সর্বদা তোমাদেরকে দেখছেন।

তাফসীরে নাঈমীতে এই আয়াতে করীমার আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে: মুসলমানদের জন্য যেমনিভাবে নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত ইত্যাদি আবশ্যক, তেমনিভাবে নিজের আত্মীয়দের অধিকার আদায় করাও আবশ্যক। আরো ইরশাদ

হচ্ছে: নিজের আত্মীয়, নিকটস্তদের সাথে সদাচরন করা খুবই উপকারী, দুনিয়াতেও, আখিরাতেও, এতে জীবন, মৃত্যু, আখিরাত সব সজ্জিত হয়ে যায়।

(তাফসীরে নাঈমী, ৪/৪৫৫-৪৫৬)

শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মোস্তফা আযমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন! দাদা, দাদী, নানা, নানী, চাচা, ফুফী, মামা, খালা ইত্যাদিরও কিছু অধিকার রয়েছে। (জান্নাতী যেওর ৯৬)

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে: আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ, সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানকে সর্বদা এর খেয়াল রাখা উচিৎ, যেনো কোন আত্মীয়ের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না হয় বরং সর্বদা এই চেষ্টায় লেগে থাকবে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক যেনো অটুট থাকে এবং কখনোই যেনো সম্পর্ক ছিন্ন না হয়। অনেকে এরূপ বলে থাকে, যে আত্মীয় আমাদের সাথে সম্পর্ক রাখবে, আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক রাখবো এবং যারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, আমরাও তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবো, এরূপ বলা এবং এই পদ্ধতিও ইসলাম বিদ্বেষী। (আরো বলা হয়:) আত্মীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার একটিই অবস্থাই জায়িয এবং তা হলো যে, শরীয়তের ব্যাপারে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া হয়, যেমন; কোন আত্মীয় যদিওবা যতই নিকটাত্মীয় হোক না কেন, যদি সে মুরতাদ (ইসলাম ত্যাগকারী) হয়ে যায় তবে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব বা কোন আত্মীয় কোন কবীরা গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেছে এবং নিষেধ করার পরও বিরত থাকে না বরং নিজের কবীরা গুনাহে জিদ করে লেগে থাকে তবে তার সাথেও সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক, কেননা তার সাথে সম্পর্ক রাখা এবং সাহায্য করা যেনো সেই কবীরা গুনাহে অংশগ্রহন করাই এবং তা কখনোই জায়িয নয়। (বেহেশতের দু'টি কুঞ্জি, ১৯৭ পৃষ্ঠা) কিন্তু যদি সে তার গুনাহে কোন প্রকার সাহায্য না করে এবং তার গুনাহের কারণে এর মাঝে গুনাহের আগ্রহ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে সম্পর্ক ছিন্ন করা ওয়াজিব নয় এবং যদি সম্ভব হয় তবে নেকীর দাওয়াত অবশ্যই দিতে থাকুন যাতে সে গুনাহ থেকে বিরত থাকে।

মনে রাখবেন! শরীয়তে সবার হক বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু শরীয়তের সীমা অনুযায়ী পিতামাতা হোক বা ভাইবোন অধিকার তখনই আদায় করা হবে, যখন তা শরীয়ত সম্মত হয়, যদি পিতামাতা শরীয়ত বিরোধী কাজের আদেশ দিবে তখন কারো আনুগত্য করা যাবে না এবং আত্মীয়ও রক্ষা করা যাবে না বরং **আল্লাহ পাক** এবং **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্যই করা হবে, কেননা **আল্লাহ পাকে**র অবাধ্যতা মুলক কাজে সৃষ্টির মধ্যে কারো আনুগত্য করা যাবে না। এই পয়েন্টটি সম্পর্কে আমাদের সর্বদা সজাগ থাকা উচিৎ এবং সবত্রই এর উপর আমল করা আবশ্যক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সামাজিক প্রেক্ষাপটে ইসলামী নির্দেশনার উল্লেখযোগ্য দিক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সমাজে বসবাসকারীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি যাদের প্রয়োজন পরে তা হলো প্রতিবেশি (Neighbour)। اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইসলামের মনুষত্বে এটা অনেক বড় দয়া ও অনুগহে যে, তা প্রতিবেশিদের সাথেও উত্তম আচরন করার আদেশ দিয়ে আপন অনুসারীদেরকে একে অপরের সম্মানের হিফাযতকারী বানিয়ে দিয়েছে।

আসুন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাণী শ্রবণ করি যে, ইসলাম প্রতিবেশিদের সম্পর্কে আমাদের কিরূপ নির্দেশনা প্রদান করেছেন এবং আমাদের উপর তাদের হক আদায় করা কিরূপ আবশ্যক করেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে: তোমরা কি জানো যে, প্রতিবেশির হক কি? তা হলো, যখন তারা তোমার নিকট সাহায্য চাইবে তখন তাদের সাহায্য করো, যখন ঋণ চাইবে তখন তাদের ঋণ দাও, যখন মুখাপেক্ষী হবে তখন তাদের দাও, যখন অসুস্থ হবে তখন তাদের দেখতে যাও, যখন তারা কল্যাণময় কিছু পায় তখন তাদের মোবারকবাদ দাও, যখন বিপদ আসে তখন তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করো, নিজেদের পাত্র দ্বারা তাদের কষ্ট দিও না, তা থেকে তাদেরকেও কিছু দাও, যদি ফল কিনো তবে তাদের জন্যও পাঠাও, যদি পাঠানো সম্ভব না হয়

তবে লুকিয়ে বাড়িতে এনো এবং তোমাদের সন্তানরা যেনো তা নিয়ে বাইরে না যায়, কেননা এতে প্রতিবেশির সন্তানরা কষ্ট পাবে।

(শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি ইকরামুল জা'র, ৭/৮৩, হাদীস নং- ৯৫৬০)

ইরশাদ হচ্ছেঃ **আল্লাহ পাকের** শপথ! সে পরিপূর্ণ মুমিন হবে না, **আল্লাহ পাকের** শপথ! সে পরিপূর্ণ মুমিন হবে না, **আল্লাহ পাকের** শপথ! সে পরিপূর্ণ মুমিন হবে না। আরয করা হলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! কে? ইরশাদ হলো: সে ব্যক্তি, যার প্রতিবেশি তার অন্যায় আচরণের প্রতি ভীতিহীন থাকবে না। (বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১০৪, হাদীস নং- ৬০১৬)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! দ্বীন ইসলাম প্রতিবেশকে অনেক মর্যাদা প্রদান করেছেন, এ পর্যন্ত যে, কেউ পরিপূর্ণ মুমিন হওয়া এবং ভাল ও মন্দ হওয়ার নির্ণায়ক তার প্রতিবেশীকে নির্ধারণকরে দেয়া হয়েছে, যেমনিভাবে,

এক ব্যক্তি আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে এমন আমল সম্পর্কে বলুন যার মাধ্যমে আমি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারব? তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন, নেককার হয়ে যাও, সে আরয করল আমি নিজেকে নেককার বলে কখন মনে করব? হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, আপন প্রতিবেশীর নিকট জিজ্ঞাসা করো যদি সে তোমাকে নেককার বলে তাহলে তুমি নেককার আর যদি সে তোমাকে খারাফ বলে তাহলে তুমি খারাফ।

(শুয়াবুল ঈমান বাবু ফি ইকরামিল জার ৭ / ৮৫ হাদীস ৯৫৬৭)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর মুবারক জীবন ইসলামের সাঁচে ঢালা ছিলো, এই কারণেই সেই মনিষীরা তাঁদের প্রতিবেশিদের খোঁজখবর নেয়াতে অগ্রগামী থাকতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে দুইটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ও প্রতিবেশীর হক

মাকতাবাতুল মদীনার **"বেহতর কোন?"** কিতাবের ৬২নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা খাজা গরীবে নেওয়াজ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাঁর প্রতিবেশীর প্রতি অনেক

খেয়াল রাখতেন, তাঁদের খোঁজখবর নিতেন, যদি কোন প্রতিবেশীর ইন্তিকাল হয়ে যেতো তবে তার পরিবারের সদস্যদের ধৈর্যধারণের জন্য বলতেন এবং তাদের সান্তনা দিতেন। (বেহতর কোন, ৬২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিবেশীর জন্যও মাংস ক্রয়

হযরত ফাকীয়া মাদয়ি বিন ইহইয়া رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, আমরা সর্বদা সূফী বুযুর্গ হযরত শায়খ আবু আব্দুলাহ মুহাম্মদ আরাবী ফিশতালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতিবেশী থেকে তাঁর প্রশংসা শুনলাম, তাঁর প্রতিবেশীরা অনেক ভাল শব্দাবলী দ্বারা তাঁকে স্মরণ করে থাকেন, প্রতিবেশীরা এটাও বললেন যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন পরিবারের জন্য গোসত ক্রয় করতেন তখন প্রতিবেশীর জন্যও ক্রয় করতেন এবং বলতেন, আমি একাই গোসত রান্না করে আপন প্রতিবেশীকে বঞ্চিত করতে পারব না। (বেহতর কোন ৫৫)

আহকামের ব্যাপারে ইসলামী জীবন বিধান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা ! সমাজকে ফিৎনা ও ফ্যাসাদ এবং রক্তপাত থেকে বাঁচানোর জন্য ইসলামী বিধানের একটি বৈশিষ্ট্য এটাও যে, ইসলামী বিধান সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন হয় না আর কারো পদমর্যাদা এবং স্থানের কারণে তার মধ্যে পরিবর্তন হয় না বরং ধনী ও গরীব, ফর্সা কালো, আরবী অনারবী সবার জন্য ইসলামী বিধান সমান যা এই বর্ণনা থেকে অনুমান করা যায়। যেমন, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন, কুরাইশেরা এক গরীব মহিলার ব্যাপারে অনেক পেরেশান ছিল যে চুরি করত, লোকজন বলতে লাগল যে, তার ব্যাপারে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আলোচনা করবে কে? কতিপয় ব্যক্তি বলল হযরত সায়্যিদুনা উসামা বিন যায়েদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ব্যতিত এমন সাহসিকতা আর দেখাতে পারে, কেননা সে হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর স্নেহাস্পদা। যখন হযরত সায়্যিদুনা উসামা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ তার ব্যাপারে হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে আলোচনা করল তখন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ

করলেন, তোমরা কি **আল্লাহ পাকের** বিধানের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? অতঃপর হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে খুতবা প্রদান পূর্বক ইরশাদ করলেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এজন্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল যে, যখন কোন ধনী চুরি করতো তখন তাকে ছেড়ে দিত আর যখন কোন গরীব ব্যক্তি চুরি করতো তখন তার উপর শাস্তির বিধান আরোপ করতো। **আল্লাহ পাকের** শপথ! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করতো তবে আমি তার হাতও কেটে দিতাম।

(বুখারী কিতাবুল আহাদীসুল আম্বিয়া বাব ৫৬, ২/ ৪৬৮ হাদীস ৩৪৭৫)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা ! এটি দ্বীন ইসলামের অনেক বড় বৈশিষ্ট্য যে, তাতে শরয়ী শাস্তি দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন মর্যাদা সম্পন্ন বা ধনী ব্যক্তিকে ছাড় দেয়া হয় না, যখন শরয়ী শাস্তির বিষয় আসতো তখন ধনী গরীব পার্থক্য করা ব্যতিত শুধু **আল্লাহ পাক** এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নির্দেশকে দেখা হয় এবং এর উপর আমল করা হয়ে থাকে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে দ্বীন ইসলামের সত্যিকারের মুহাব্বাত দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আত্মীয়তার বন্ধনের সংজ্ঞা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ানের শেষের দিকে আত্মীয়তার বন্ধনের ব্যাপারে কিছু সংজ্ঞা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো, প্রথমে দুইটি হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শ্রবণ করি, (১) প্রত্যেক সদাচরণ সদকা তুল্য, ধনী সাথে হোক বা গরীবের সাথে হোক। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ কিতাবুত যাকাত, বাবু কুল্লি মারিফাতি সদকা ৩ /৩৩১ হাদীস ৪৭৫৪) (২) যে ব্যক্তি পিতা মাতার সাথে সদাচরণ করল তাকে মোবারকবাদ যে, **আল্লাহ পাক** তার হায়াত বৃদ্ধি করে দেন। (মুসতাদরাক কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, বাবু মিন বিররু ওয়াদ দিয়া ৫ /২১৩ হাদীস ৭৩৩৯) ❀ আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ওয়াজিব এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। (বাহারে শরীয়ত ৩/ ৫৫৮ অংশ ১৬) ❀ আত্মীয়দের সাথে ভাল আচরণ করাটা এর নাম নয় যে, সে ভাল আচরণ করলে তবে তুমিও করবে, এটার বাস্তবিক অর্থ হলো বিনিময় করা যে, সে তোমার নিকট হাদিয়া প্রেরণ করবে তুমিও তার নিকট হাদিয়া প্রেরণ করবে,

সে তোমার নিকট আসবে আর তুমি তার নিকট চলে যাবে। বাস্তবিক আত্মীয়তার বন্ধন এটাই যে, সে কাটবে এবং তুমি জোড়বে, সে তোমার নিকট থেকে পৃথক হতে চাইবে আর তুমি তার সাথে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রেখে সম্মান ও হক সমূহ আদায় করা। (রদ্দুল মুহতার, কিতাবুল হতরে ওয়াল ইবাহাত, ফসলু ফিল বাইয়ি, ৯/ ৬৭৮) ❀ আত্মীয়তার সম্পর্কের বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে, তাকে হাদিয়া ও উপহার দেয়া এবং যদি সে কোন কথার মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করে, তাহলে এরকম কাজে তাকেও সাহায্য করা, তাকে সালাম করা, তার সাথে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া, তার সাথে উঠা বসা, তার সাথে আলোচনা করা, তার সাথে উদারতা ও বিনম্রতা প্রদর্শন করা। ❀ মুহরিম আত্মীয়দের সাথে বিরতি দিয়ে সাক্ষাৎ করতে থাকা অর্থাৎ এক দিন সাক্ষাৎ করবে দ্বিতীয় দিন সাক্ষাৎ করবে না, এভাবে করার দ্বারা মুহাব্বাত ও স্নেহ মমতা বৃদ্ধি পাবে বরং নিকট আত্মীয়দের সাথে জুমার দিন সাক্ষাৎ করা বা মাসে একবার সাক্ষাৎ করা। ❀ হক ও জায়েয কাজের ক্ষেত্রে গোত্র এবং বংশদের সাথে একজোট হওয়া চাই অর্থাৎ যদি আত্মীয়-স্বজনরা হকের (সত্যের) উপর থাকেন তখন অপরের মোকাবেলায় এবং সত্যকে প্রকাশ করার জন্য সবাই একত্রিত হয়ে কাজ করা। ❀ আত্মীয় - স্বজনরা কোন প্রয়োজন উপস্থাপন করলে তবে তা প্রত্যাখান করে দেয়া গুনাহ, যখন কোন আত্মীয়-স্বজন কোন প্রয়োজন উপস্থাপন করে তাহলে তার চাহিদা পূরণ করবে, এটা প্রত্যাখান করা মানে সম্পর্ক ছিন্ন করা। (কিতাবুদ দুররুল হাকেম ১/ ৩২৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ৮

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার যে উম্মত একনিষ্ঠভাবে আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করবেন, তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, তার জন্য দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করবেন এবং তার দশটি গুনাহ মিটিয়ে দিবেন।(১)

মেরী যান তর রাহে যিকির ও দুরূদ সে, বে জা হাঁসো কভী না করোঁ গুফতুগু ফুযুল।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ২৪৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।(২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

১. সুনানে কুবরা, কিতাবু আমলুল ইয়াওম.., বাবু সাওয়াবুস সালাত..., ৬/২১, হাদীস ৯৮৯২।
২. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা **"সমাজের রীতিনীতি"** এর মধ্যে মন্দ রীতি সম্পর্কে শুনবো। মিশরে একটি অনৈসলামিক এবং অমানবিক রীতি অনেকদিন ধরে অব্যাহত ছিলো, সেই রীতি কি ছিলো এবং কোন মহান ব্যক্তিত্বের কারামতে তা নিঃশেষ হলো, সে সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হবে। সফর মাস সম্পর্কেও অসংখ্য ভূল বিষয় এবং রীতি মানুষের মাঝে প্রচলিত আছে, সে সম্পর্কে ওলামায়ে দ্বীনের বর্ণিত বাণী সমূহও শুনবো এবং এটাও শুনবো যে, বর্তমান সমাজে বিয়ের অনুষ্ঠানে কি কি শরীয়াত বিরোধী রীতি প্রচলিত আছে, বয়ানের শেষ দিকে হুযুর দাতা গঞ্জেবখশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এবং উম্মে আত্তার رَحْمَةُ الله عَلَيْهَا এর সংক্ষিপ্ত বয়ান হবে। হে **আল্লাহ!** আমরা যেনো সম্পূর্ণ বয়ান শুনাতে সফল হয়ে যাই। কিছু ইসলামী বোন বয়ানে মাঝে তাসবীহের মাধ্যমে যিকির ও দরূদ ইত্যাদি পাঠে ব্যস্ত থাকে। মনে রাখবেন! এটা এই কাজের সময় নয়, আমরা যেহেতু ইলমে দ্বীন শিখার নিয়্যতে এখানে সমবেত হয়েছি, সেহেতু বয়ান চলাকালীন সময়ে সম্পূর্ণ মনযোগ বয়ানের দিকেই থাকা উচিৎ, তাছাড়া ইলমে দ্বীন সম্বলিত বয়ান শুনাও **আল্লাহ**র যিকিরের অন্তর্ভূক্ত।

গতিহারা নদীকে প্রবাহিত করে দিলেন ফারুকে আযম

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর **"ফারুকে আযমের কারামত"** পুস্তিকায় একটি ঘটনা উদ্ধৃত করেন: যখন মিশর বিজয় হয়, তখন একদিন মিসরের অধিবাসীরা হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট আরয করলো: হে আমীর! আমাদের নীল নদের একটা রীতি আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তা পালন করা হবে না, নদী প্রবাহিত হবে না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: সেটা কী? তারা বললো: আমরা একজন কুমারী মেয়েকে তাদের পিতামাতা থেকে নিয়ে উন্নত পোশাক ও মনোরম অলংকার (Fine Jewellery) দিয়ে সাজিয়ে নীল নদে নিক্ষেপ করি। হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ বললেন: ইসলামে কখনো এমন হতে পারে না এবং ইসলাম প্রাচীন কালের সব কুপ্রথা ও খারাপ রীতিনীতিকে রহিত করেছে। অতঃপর তিনি সেই কুপ্রথাটি বন্ধ করে দেন আর নীল নদের পানির প্রবাহ কমে যেতে লাগলো, এমন কি লোকেরা সেখান থেকে চলে যাওয়ার জন্য ইচ্ছা করলো। তা দেখে হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ আমিরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর খেদমতে সমস্ত ঘটনা লিখে প্রেরণ করেন। তিনি رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর উত্তরে লিখেন: তুমি সঠিক কাজ করেছো, নিঃসন্দেহে ইসলাম এমন কু-প্রথাকে রহিত করেছে। আমার এ চিঠির মধ্যে একটি চিরকুট আছে, সেটা নীল নদে নিক্ষেপ করবে। হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর নিকট যখন আমিরুল মুমিনীন رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর চিঠিটি এসে পৌঁছলো, তখন তিনি সে চিরকুটটি এই চিঠির মধ্য থেকে বের করলেন আর তাতে লিখা ছিল: "(হে নীল নদ!) যদি তুমি নিজ থেকে প্রবাহিত হও, তবে প্রবাহিত হয়ো না আর যদি **আল্লাহ পাক** (তোমাকে) প্রবাহিত করে, তবে আমি **আল্লাহ**র নিকট প্রার্থনা করছি **তিনি** যেনো তোমাকে প্রবাহিত করে দেন।" হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এই চিরকুটটি নীল নদে নিক্ষেপ করলেন, এক রাতেই ষোল গজ পানি বেড়ে গেলো আর এই কুপ্রথা মিশর থেকে চিরতরে বন্ধ হয়ে গেলো।

(ফারুকে আযামের কারামত, ১২ পৃষ্ঠা। আল আযমাতু লি ইমাম আসবাহানী, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৯৪০)

চাহে তু ইশারোঁ সে আপনে, কায়া হি পলট দেয় দুনিয়া কি,
ইয়ে শান হে খেদমত গারোঁ কি, সরদার কা আলম কিয়া হোগা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! সমগ্র জগতে ইসলাম শিক্ষার আলো ছড়ানোর পূর্বে কেমন কেমন আশ্চার্য জনক, যন্ত্রণাদায়ক এবং শরীয়াত বিরোধী রীতিনীতি ও কুসংস্কার সমাজকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে নিয়েছিলো। যেমন; যখন নীল নদ শুকিয়ে যেতো তখন মিশরবাসীরা প্রতি বছর একজন নিরাপরাধ মেয়েকে অলঙ্কার দ্বারা সাজিয়ে তাকে নদীতে বলি দিতো অর্থাৎ নিক্ষেপ করতো এবং এই ভ্রান্ত ধারণা প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছিলো যে, যদি এরূপ করা না হয় তবে নীল নদ শুকিয়ে যাবে, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! নবুওয়াতের দৃষ্টির ফয়েয প্রাপ্ত, বারগাহে রিসালত থেকে শিক্ষিত ও প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর প্রতি, যার কারণে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই মূর্খতা সম্পন্ন ও নিলর্জ্জ রীতি চিরস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে মিশরবাসীরা নীল নদকে প্রবাহিত রাখার জন্য ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে রীতি প্রচলন করেছিলো, তেমনিভাবে বর্তমানেও অসংখ্য ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুসংস্কার, নাজায়িয রীতি এবং শরীয়াত বিরোধী উৎসবের ধ্বংসলীলা সমাজকে শরীয়াত ও সুন্নাত থেকে দূরে সরিয়ে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গিয়েছে। আসুন! কয়েকটি নাজায়িয রীতি ও উৎসব সম্পর্কে শুনি।

সফর মাস সম্পর্কে প্রথম ভিত্তিহীন ধারণা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এমনিতে তো আমাদের সমাজে এমন অসংখ্য রীতনীতি পাওয়া যাবে, যা ইসলামী শিক্ষার পরিপূর্ণ বিরোধী এবং অজ্ঞতার

কারণে লোকেরা তা ভাল মনে করে থাকে, কিন্তু বার মাসের মধ্যে একটি মাস এমন রয়েছে, যার কুসংস্কার বেশি প্রসিদ্ধ আর তা হলো সফর মাস, অথচ সফর মাস হলো ইসলামী বছরের দ্বিতীয় বরকতময় মাস, আসুন! প্রথমে আমরা এই মাসের মহত্ব এবং এতে সংগঠিত মহান ঘটনাবলী সম্পর্কে শুনি:

মনে রাখবেন! যেমনিভাবে অন্যান্য মাসে **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহের বর্ষণ হয়ে থাকে, তেমনিভাবে এই মাসেও হয়ে থাকে বরং একে তো সফরুল মুযাফফর অর্থাৎ সফলতার মাস বলা হয়, اَلْحَمْدُ لِلّٰه সফরুল মুযাফফরের এই পবিত্র এবং বরকতময় মাসে অনেক মহান ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সংগঠিত হয়েছে, যেমন;

সফর মাসে সংগঠিত কিছু ঐতিহাসিক ঘটনাবলী

☆ **সফরুল মুযাফ্ফর** মাসে হিজরতের দ্বিতীয় বছর হযরত সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এবং খাতুনে জান্নাত হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতিমা যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর শাদী মোবারক অনুষ্ঠিত হয়।[১] ☆ **সফরুল মুযাফফর** মাসে মুসলমানদের খায়বার বিজয় নসীব হয়।[২] ☆ **সফরুল মুযাফফর** মাসে سَیْفُ اللّٰہ হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালীদ, হযরত সায়্যিদুনা আমর বিন আস এবং হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে ইসলাম কবুল করেন।[৩] ☆ **সফরুল মুযাফফর** মাসে মাদায়িন (যেখানে কিসরার প্রাসাদ ছিলো) বিজয় হয়।[৪] ☆ **সফরুল মুযাফফর** মাসে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর খেলাফত কালে ১৬ হিজরীতে হযরত সাআদ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ কিসরার (প্রাসাদের) আঙ্গিনায় জুমার নামায আদায় করেন এবং এটা প্রথম জুমা ছিলো, যা ইরাকের

১. আল কামিলু ফিত তারীখ, ২/১২।
২. আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩/৩৯২।
৩. আল কামিলু ফিত তারীখ, ২/১০৯।
৪. আল কামিলু ফিত তারীখ, ২/৩৫৭।

মাটিতে পড়া হয়েছিলো। ✯ **সফরুল মুযাফফর** মাসে ১১ হিজরীতেই মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার আসওয়াদ আনসী কাজ্জাব থেকে মুসলমানরা মুক্তি পায়।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! **সফরুল মুযাফফর** মাস কিরূপ সুন্দর একটি মাস এবং এই মুবারক মাসে কিরূপ মহান ঘটনাবলী সংগঠিত হয়েছিলো! ভাবুন তো! যেই পবিত্র মাসে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী সংগঠিত হলো, সেই মাস কিভাবে অপয়া ও অলুক্ষণে হতে পারে? কিন্তু আফসোস! কোটি কোটি আফসোস! ইলমে দ্বীন থেকে দূরত্ব এবং খারাপ সহচর্যের কারণে মানুষের মধ্যে অনেকে **সফরুল মুযাফফর** এর মতো সমৃদ্ধ ও বরকতময় মাসকেও বিপদাপদ অবতীর্ণ হওয়ার মাস মনে করা হয়, বিশেষ করে এর প্রাথমিক তেরটি তারিখ সম্পর্কে অনেক বেশি শরীয়াত বিরোধী কথা প্রসিদ্ধ (Famous) রয়েছে।

সফর মাস সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সমূহ

✯ সফর মাসকে বালা অবতীর্ণের মাস মনে করে প্রাথমিক তেরটি তারিখে ছোলা বা গম সিদ্ধ করে নিয়ায দেয়া হয়। ✯ বিশেষ সংখ্যায় সূরা মুযযাম্মিল খতম দেয়া হয়। ✯ সমুদ্র সৈকতে আটার গোল্লা বানিয়ে মাছের জন্য নিক্ষেপ করা হয় ইত্যাদি। এসকল বিষয়ের পেছনে মানুষের এই মানসিকতা তৈরী হয়ে থাকে যে, সফর মাসে যে আপদ ও বালা অবতীর্ণ হয়, এই সকল কাজ করাতে এই বালা দূর হয়ে যায়। মনে রাখবেন! বিপদাপদ ও কষ্ট **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকেই এসে থাকে, এর জন্য কোন দিন বা মাস নির্দিষ্ট নেই, যার হকে যে কষ্ট লিপিবদ্ধ হয়ে গেছে তা তার আসবেই, এখন তা সফর মাসেই হোক বা বছরের অন্য যেকোন মাসে। এই বিষয়টিও মনে গেঁথে নিন যে, কোরআন খানি বা ফাতিহা নিয়ায করা একটি মুস্তাহাব কাজ এবং যেকোন হালাল রিযিক দ্বারা প্রতি মাসের যেকোন তারিখে যেকোন সময়ে দেয়া যায়, কিন্তু শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে এটা মনে করে নেয়া যে, যদি তের তারিখে ফাতিহা দেয়া না হয় এবং ছোলা সিদ্ধ করে বন্টন করা না হয় তবে পরিবারের উপার্জনকারী ব্যক্তি উপর

১. ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর, ৩৯১ পৃষ্ঠা।

প্রভাব পরবে বা পরিবারের লোকজন কোন বিপদের সম্মুখীন হবে, এই ধারণাটি ভিত্তিহীন এবং কুসংস্কারের প্রমাণ বহন করে।

সফরের শেষ বুধবার এবং অভিশাপ

সফরুল মুযাফফর মাসের শেষ বুধবারকে অলুক্ষনে মনে করে অনেক কিছু করা হয়ে থাকে, যেমন; এই দিনে ✯ লোকেরা নিজেদের ব্যবসা বানিজ্য বন্ধ করে দেয়, ✯ আনন্দ ভ্রমণ (Entertainment) ও শিকারে বের হয় ✯ পুরি বানায় ✯ গোসল করে, আনন্দ উদযাপন করে আর বলে: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই দিনে সুস্থতার গোসল করেছিলেন এবং মদীনা শরীফের বাইরে ভ্রমনের জন্য তাশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। এসব কথা ভিত্তিহীন বরং এই দিনগুলোতে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রোগ প্রচণ্ড ছিলো, এসব কথা বাস্তবতা বিরুদ্ধ। ✯ কেউ কেউ বলে থাকে: এই দিনে বালা-মুসিবত অবতীর্ণ হয়, এবং বিভিন্ন ধরনের কথা বলা হয়ে থাকে, সবই ভিত্তিহীন।[১]

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে সফর মাসের শেষ বুধবার সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো যে, এইদিন মহিলারা ভ্রমনের উদ্দেশ্যে শহর থেকে বের হয়ে যায় এবং কবরে নিয়ায ইত্যাদি দেয়, এটা জায়িয কিনা? তখন এর উত্তরে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: (এরূপ) কখনোই করবে (কেননা এতে) প্রবল ফিতনার সম্ভাবনা রয়েছে এবং চাহার সোম্বা (অর্থাৎ বুধবার উদযাপন) একেবারেই ভিত্তিহীন।[২]

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: অনেকে সফর মাসের শেষ বুধবার খুশি উদযাপন করে থাকে যে, অলুক্ষণে মাস চলে যাচ্ছে, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।[২]

১. বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৬৫৯। ২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২২/২৪০।
২. মিরাতুল মানাজিহ, ৬/২৫৭।

আরবে সফর মাসকে অলুক্ষণে মনে করা হতো

জাহেলিয়্যতের যুগেও (অর্থাৎ ইসলামের পূর্বে) সফর মাস সম্পর্কে মানুষ এরূপ সন্দেহযুক্ত মনোভাব পোষণ করতো যে, এই মাসে বিপদাপদ অনেক হয়ে থাকে, অতএব তারা সফর মাসকে অলুক্ষণে মনে করতো।[১]

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে প্রশ্ন করা হলো: মুহাররম ও সফর মাসে কি বিবাহ করা নিষেধ? বললেন: বিবাহ কোন মাসেই নিষেধ নেই, এটা ভূল পরামর্শ।[২]

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সফর মাসকে লোকেরা অলুক্ষণে মনে করে, এতে বিবাহ করে না, কন্যা বিদায় করে না, আরো অনেক এধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকে এবং সফর করা থেকে বিরত থাকে, বিশেষকরে সফর মাসের প্রথম তেরটি তারিখ অনেক বেশি অপয়া বলে মনে করা হতো এবং একে তেরাতেজি বলা হয়, এসবই অজ্ঞতাপূর্ণ কথা। হাদীসে পাকে ইরশাদ করা হয়েছে: "**সফর কোন কিছুই না।**"[৩] অর্থাৎ মানুষের একে অলুক্ষণে মনে করা ভূল। অনুরূপভাবে যিলক্বদ মাসকেও অনেকে খারাপ মনে করে এবং একে শূন্যের মাস বলা হয়, এটাও ভূল এবং প্রতি মাসের ৩, ১৩, ২৩, ৮, ১৮, ২৮ (তারিখকে) অলুক্ষণে মনে করে, এটাও ভূল।[৪]

সফর মাস এবং ইসলামী শিক্ষা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আশা করছি বর্ণনাকৃত বিষয়গুলো শুনে সফরুল মুযাফফরকে অলুক্ষণে মনে করার সন্দেহ মন থেকে বের হয়ে গেছে। যদি কারো মন ও মননে কখনো এরূপ কুমন্ত্রণা আসে, তবে তার উচিৎ যে, সে যেনো এই বিষয়কে পাত্তা না দেয় বরং ইসলামী শিক্ষার প্রতি আমল করে। সফর মাস সম্পর্কে অলুক্ষণে হওয়ার সন্দেহ দূর করার জন্য এই বিষয়টি মনে গেঁথে নিন যে,

১. ওমদাতুল ক্বারী, ৭/১১০।
২. মলফুযাতে আলা হযরত, ৯৫ পৃষ্ঠা।
৩. বুখারী, কিতাবুত তিব্ব, বাবুল জুযাম, ৪/২৪, হাদীস ৫৭০৭।
৪. বাহারে শরীয়ত, ৩/৬৫৯।

বছরের সকল মাস **আল্লাহ পাকের**ই বানানো, এতে কোন দিন বা মাস কখনোই অলুক্ষণে নয়। যেমনিভাবে অন্যান্য মাসগুলোতে সকাল সন্ধ্যা **আল্লাহ**র রহমত বর্ষণ হয় তেমনিভাবে সফর মাসের প্রতিটি মুহুর্ত রহমতে ভরপুর। তবে যদি কেউ এই মাসে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতায় লিপ্ত থাকে, অতঃপর কোন বিপদে গ্রেফতার (Captured) হয়ে যায় তবে তা তার গুনাহের ভয়াবহতাও তো হতে পারে কিন্তু এই মাসের সাথে এই ভয়াবহতার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

তাফসীরে রুহুল বয়ানে লিপিবদ্ধ রয়েছেঃ সফর ইত্যাদি কোন মাস বা বিশেষ সময়কে অলুক্ষণে মনে করা ঠিক নয়, সকল সময়ই **আল্লাহ পাকের** বানানো এবং এতে মানুষের আমল সংগঠিত হয়। যে সময়ে মুমিন বান্দা **আল্লাহ পাকের** আনুগত্য ও বন্দেগীতে লিপ্ত হয়, সেই সময় বরকতময় আর যে সময়ে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা করবে, সেই সময় তার জন্য অলুক্ষণে। আসলে মূল অমঙ্গল তো গুনাহে।[(১)]

গুনাহোঁ সে মেরা সারা উজুদ আফসোস হে লাতড়া,
মুঝে আব পাক কর দিজিয়ে গুনাহোঁ কি নাহুসত সে।

(ওয়াসায়িয়ে বখশীশ, ৪০২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সমাজের নাজায়িয রীতিনীতি ও উৎসবের মধ্যে একটি হলো **“বসন্ত মেলা”**। এই উৎসবটি যদিও অমুসলিমদের আবিষ্কৃত কিন্তু ইলমে দ্বীনের অভাবের কারণে মুসলমানদের মধ্যেও এখন এই উৎসব পালনের প্রচলন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মনে রাখবেন! বসন্ত মেলা অসংখ্য মন্দকাজ ও অশ্লীলতার সমন্বয়, টাকা অপচয় করার মাধ্যম এবং মূল্যবান প্রাণনাশের কারণ হয়ে থাকে।

বসন্ত মেলা এবং ঘুড়ি উড়ানোর আপদ

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেনঃ বসন্ত মেলা একটি রাসূল বিদ্বেষীর স্মৃতিচারণ, এর প্রচলনকারী তো কবেই মরে মাটির সাথে মিশে

১. তাফসীরে রুহুল বয়ান, ১ম পারা, আত তাওবা, ৩৭নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪২৮।

গেছে কিন্তু আফসোস! শত কোটি আফসোস! নিজের নিশ্চিত ও অবধারিত মৃত্যুর প্রতি উদাসীন হয়ে মুসলমানেরা তা অব্যাহত রাখাতে নিজের কৃতিত্ব দেখিয়েছে এবং দেখাচ্ছে, যার কারণে এখনো এই গুনাহে ভরা পর্বটি তার সমস্ত ধ্বংসযজ্ঞতা সহকারে নিজের ভয়াবহতা ছড়িয়ে যাচ্ছে। বর্তমান মুসলমান নামধারীরা **"বসন্তে"**র নামে অমুসলিমের এই উৎসবকে গর্ব সহকারে খুবই ধুমধামের সহিত উদযাপন করছে, যাতে ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে, একে অপরের রশি কাটা ও চুরি করা হয়, বাড়ির ছাদে ডেকসেট লাগিয়ে অশ্লীল গান বাজানো হয়। ঘুড়ি কাটা গেলে এত বেশি খুশি উদযাপন করা হয় যে, ছেলে মেয়ে একত্রে নাচানাচি করে থাকে, পুরুষরা তো আছেই মহিলারাও এই গুনাহের কাজে পুরুষের চেয়ে পেছনে থাকাকে অসম্মানের মনে করে থাকে, বড় বড় শহরে পূর্বে থেকেই হোটেল এবং উঁচু উঁচু বিল্ডিংয়ের ছাদ বুকিং করা হয়, যাতে দেশের দীর্ঘ ও উচ্চ ভবন থেকে অসংখ্য লোক এই গুনাহের কাজে অংশগ্রহণ করে থাকে, মোটকথা হলো অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা এবং অন্যান্য গুনাহের কার্যাদী বেশ প্রাধান্য লাভ করে। اَلْاَمَانُ وَالْحَفِيْظ

প্রতি বছর এই অভিশপ্ত উৎসবের কারণে অসংখ্য লোক ছাদ থেকে পরে, ঘুড়ির দড়ি ফেঁসে, বিদ্যুতের তারে আটকে বা প্রতিযোগিতার সময় পরস্পর ঝগড়ায় মৃত্যুবরন করে থাকে, জানিনা কত শিশুর শাহী রগ ধারালো দড়িতে কেটে যায়, অসংখ্য লোক পা বা হাত কাটিয়ে সারা জীবনের জন্য পঙ্গু এবং পিতামাতা ও পরিবারের অন্যান্যদের জন্য বোঝা হয়ে যায় আর অনেক মাবাবা নিজের সন্তানকে এই অভিশপ্ত উৎসবে উৎসর্গ করে সারা জীবনের জন্য অন্তরে সন্তান হারানোর দাগ বয়ে বেড়ায়। গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা ছাড়াও বিদেশী পর্যটকদেরও দাওয়াত দিয়ে ঘুড়ি উড়ানোর দৃশ্য দেখার কষ্ট দেয়া হয় এবং তারা এই জাতীর এরূপ কার্যকলাপ দেখে মুচকী হাসে যে, এই জাতীর জনগণ অন্যান্যদের নিকট ঋণী কিন্তু এই জাতী নিজের দেশকে (Country) বাঁচানো পরিবর্তে কোটি কোটি টাকা ঘুড়ি উড়ানোতে খরচ করে দিচ্ছে। মোটকথা নফস ও শয়তানের ফাঁদে পরে অসংখ্য মুসলমান নিজেদের সময় এবং টাকা নষ্ট করার

পাশাপাশি অনেক সময় নিজের প্রাণও হারিয়ে বসে। **আল্লাহ পাক** সকল মুসলমানকে সঠিক জ্ঞান দান করুন এবং এই অহেতুক কাজ থেকে নিজেকে বাঁচার ও অপরকে বাঁচানোর তৌফিক দান করুন।

(মাদানী মুযাকারা, ৯ম পর্ব, পরিপূর্ণ বিশ্বাসের বরকত, ২৫-২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের সমাজে বাগদান ও বিবাহের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রথা পালন করার অনেক প্রচলন রয়েছে। অতঃপর বিভিন্ন এলাকা, বিভিন্ন গোত্রে এবং বিভিন্ন বংশের নিজস্ব বিশেষ রীতিনীতি রয়েছে। যেহেতু এই রীতিনীতি বিশেষকরে প্রচলিত নিয়মের ভিত্তিতে আদায় করা হয় এবং কেউই একে ফরয ও ওয়াজিব মনে করে না, সুতরাং যতক্ষণ কোন রীতিনীতিতে শরীয়াত বিরোধী কিছু পাওয়া যাবে না, একে হারাম ও নাজায়িয বলা যাবে না।

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: রীতিনীতির অনুসরণ ততক্ষণ পর্যন্ত করা যাবে, যতক্ষণ কোন হারাম কাজে লিপ্ত হতে হবে না কিন্তু অনেকে এত বেশি অনুসরণ করে যে, নাজায়িয কাজ করতে হলেও এই রীতি বাদ দেয়া পছন্দ করে না, যেমন; মেয়ে যুবতী হয়েছে এবং রীতিনীতি পালন করার জন্য টাকা নেই, তবে এরূপ করবে না যে, রীতিনীতি বাদ দিয়ে বিবাহ দিয়ে মুক্ত হয়ে যাক এবং ফিতনার দরজা বন্ধ হয়ে যাক বরং সুদ (Interest) এর ন্যায় অভিশাপকে গলা জড়িয়ে ধরার জন্যও প্রস্তুত হয়ে যায়। (বাহারে শরীয়াত, ৩/১০৪)

এটাকি বিয়ে নাকি যুদ্ধের দামামা?

তিনি আরো বলেন: বিয়েতে নাচ গান হওয়া অনেকের নিকট এতই জরুরী কাজ যে, বাগদানের সময় ঠিক করে নেয় যে, ব্যান্ডপার্টি আনতে হবে অন্যথায় আমরা বিয়ে দিবো না। মেয়ে পক্ষ এটা খেয়াল করে না যে, প্রয়োজনের বেশি খরচ না করলে তা তাদেরই মেয়ের কাজে আসবে। একটু সাময়িক খুশির জন্য এসব কিছু করে নেয় কিন্তু এটা বুঝে না যে, মেয়ের যেখানে বিয়ে হয়ে

গেছে এখন তো সেখানে তার বসারও অবস্থা রইলো না। একটি বাড়ি ছিলো, তাও সুদের কারণে গেলো, এখন কষ্ট হলে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া দীর্ঘ হতে থাকবে তখন রীতিমতো যুদ্ধ লেগে যাবে, এটা কি বিয়ে হলো নাকি যুদ্ধের দামামা বাজলো। আমরা মেনে নিলাম যে, এটা খুশির সময়, এবং অনেকদিনে আশা আকাঙ্ক্ষার পর এই দিন দেখা নসীব হলো, নিশ্চয় খুশি উদযাপন করো কিন্তু সীমা লঙ্ঘন করা এবং শরয়ী সীমার বাইরে চলে যাওয়া কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয়। (বাহারে শরীয়াত, ২/১০৬)

গান বাজনা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাধারণত অধিকাংশ ঘরে রেওয়াজ হলো যে, বিয়ের সময় আত্মীয় স্বজন এবং মহল্লার মহিলারা একত্র হয়ে ঢোল বাজায় এবং গান গায়, এটা হারাম, কেননা প্রথমত ঢোল বাজানোই হারাম অতঃপর মহিলাদের গান গাওয়া, আরো হলো মহিলাদের আওয়াজ নামুহরিম পর্যন্ত পৌঁছা এবং তাও গানের আওয়াজ। যে মহিলারা নিজের ঘরে কথা বলার সময় ঘর থেকে বাইরে আওয়াজ যাওয়াকে মন্দ মনে করে, এমন সময়ে তারাও অংশগ্রহণ করে, যেনো তাদের নিকট গান গাওয়া কোন দোষই নয়, যতই দূরে আওয়াজ যাক, কোন সমস্যা নয়, তাছাড়া এরূপ গানে যুবতী কুমারী মেয়েরাও অংশগ্রহণ করে। এরূপ গানের কলি পাঠ করা ও শুনা কতক্ষণ তাদের মাঝে লুকায়িত উৎফুল্লতাকে উদ্বেলিত করবে না এবং চরিত্রের উপর কতক্ষণ প্রভাব পরবে না, এই বিষয়টি এমন নয় যে, যাদেরকে বুঝানো প্রয়োজন হবে বা প্রমাণ দেয়ার প্রয়োজন হবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/১০৫)

মেহেদীর প্রথা

অনুরূপভাবে মেহেদীর প্রথাও, যাতে যুবতী মেয়েরা শরীয়াত বিরোধী পোশাক পরিধান করে অত্যধিক সাজসজ্জা করে, পর্দাহীন অবস্থায় বাজার এবং অলিতে গলিতে মেহেদীর থাল নিয়ে যায় অতঃপর কনে বা বরের বাড়িতে গিয়ে

নাচ গানের "প্রাইভেট" অনুষ্ঠান করে এবং বিভিন্ন ধরনের ফিতনা সৃষ্টির মাধ্যম হয়। (তরবিয়্যতে আওলাদ, ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা)

মিউজিক্যাল অনুষ্ঠান

এতেই ক্ষান্ত হয়না বরং এখন তো রীতিমতো মিউজিক্যাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, যাতে বাদ্যযন্ত্রসহ গায়ক গায়িকারা স্পিকারে (Speaker) গান পরিবেশন করে এবং নষ্টা মেয়েদের নাচ দেখানো হয় আর তালি বাজিয়ে বাজিয়ে তাদেরকে উৎসাহ দেয়া হয়। এই ধরনের অনুষ্ঠানে যেই অশ্লীল ও নগ্নতা এবং চরিত্র নষ্ট করার বিষয়ের সমাবেশ হয়, তা বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই। مَعَاذَ اللّٰه পিতামাতা, ছেলে মেয়ে, ভাই বোন একত্রে খুশিতে আত্মহরা হয়ে যায় এবং "লজ্জা" দূরে দাঁড়িয়ে মরতে থাকে। এরূপ অনুষ্ঠানের কারণে অনেক যুবক ভবঘুরে হয়ে যায় এবং নিজের ধন সম্পদ নষ্ট করে দেয়। (তরবিয়্যতে আওলাদ, ৩৭ পৃষ্ঠা)

বাগদানের প্রথা

বাগদান বিয়ের অঙ্গীকারের নাম। কিন্তু এতেও অহেতুক প্রথা পালন করা আবশ্যক মনে করা হয়, যার মধ্যে একটি এটাও যে, ছেলে নিজের হাতেই তার বাগদত্তার হাতে আংটি পরিয়ে দেয়। (তরবিয়্যতে আওলাদ, ৩৭ পৃষ্ঠা) পুরুষের মাথার চুল ও দাঁড়ি ছাড়া অন্য কোথাও মেহেদী লাগানো নাজায়িয, কিন্তু প্রায় বর নিজের হাতে বরং পায়েও মেহেদী লাগিয়ে থাকে। (তরবিয়্যতে আওলাদ, ৩৭ পৃষ্ঠা) ব্যান্ডপার্টি ভাড়া করা হয়, যারা বরযাত্রীর আগমনে নিজেদের কৌশল দেখিয়ে থাকে এবং বাদ্যযন্ত্র বাজানোর গুনাহের পাশাপাশি ঘুমন্ত মুসলমান এবং অসুস্থ রোগীদের কষ্ট দিয়ে থাকে। (তরবিয়্যতে আওলাদ, ৩৮ পৃষ্ঠা)

দুধ পান করানোর প্রথা

কন্যা বিদায়ের সময় দাধ পান করানো প্রথা পালন করা হয়, যাতে বরকে দুধ নামুহরিম মহিলাদের ভীড়ের (Crowd) মধ্যে ডাকা হয়। তার বন্ধুরা এরূপ পরিস্থিতিতে তাকে একা ছেড়ে দেয় না এবং তার সাথে চলে যায়। অতঃপর

কোন নামুহরিম যুবতী মেয়ে তার সমবয়সী ছেলেদের মাঝে বরকে দুধের গ্লাস দেয় আর হাসিঠাট্টা শুরু হয়ে যায় এবং বরের বন্ধুরা নামুহরিম মেয়েদের সাথে হাসিঠাট্টা করতে থাকে, অতঃপর অবশেষে বর থেকে দুধ পান করানোর জন্য টাকা দাবী করা হয়, যা সাধারণত তার ক্ষমতার অনেক গুণ বেশি হয়ে থাকে, এরূপ পরিস্থিতিতে বেপর্দা হওয়া ছাড়াও আরো অনেক দৃষ্টি কটু দৃশ্যের অবতারনা হয়ে থাকে। (তরবিয়্যতে আওলাদ, ৩৮ পৃষ্ঠা)

আতশবাজি

নাচগান ও আতশবাজি হারাম, কেইবা এসব হারাম হওয়া সম্পর্কে জানে না, কিন্তু অনেকে (এই কাজে) এমনভাবে মগ্ন থাকে যে, এগুলো না হলে যেনো বিয়েই হয়নি, বরং অনেকে তো এতই নির্বাক হয়ে থাকে যে, যদি বিয়েতে শরীয়াত বিরোধী কাজ না হয় তবে একে শোক ও লাশের বাড়ির সাথে তুলনা করে থাকে। এটা ভাবে না যে, এগুলো একেতো গুনাহ ও শরীয়াত বিরোধী, দ্বিতীয়তো সম্পদ নষ্ট করা, তৃতীয়তো সেই সকল তামাশার গুনাহের কারণ এবং সবার সমষ্টি বরাবর গুনাহের বোঝা তার উপর বর্তাবে। আতশবাজিতে কখনো কাপড় জ্বলে যায়, কারো ঘরে আগুন লেগে যায়। মুসলমানের উপর আবশ্যক যে, নিজের সকল কাজ শরীয়াত অনুযায়ী করা, **আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিরোধীতা থেকে বিরত থাকা, এতেই দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ নিহিত। (বাহারে শরীয়াত, ২/১০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

"ভেলেন্টাইন ডে" এর কুসংস্কার

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সমাজে ছড়িয়ে পরা নাজায়িয প্রথা ও উৎসবের মধ্যে একটি হলো **"ভেলেন্টাইন ডে"**। বসন্তের ন্যায় এটাও অমুসলিমদের উৎসবের মধ্যে একটি উৎসব, যা অসংখ্য মন্দের সমষ্টি। আফসোস! শত কোটি আফসোস! বসন্তের ন্যায় **"ভেলেন্টাইন ডে"** এর সময়ও অনেক মূর্খ লোক শরীয়াতের সকল সীমা অতিক্রম করে গুনাহের সাগরে ডুবে যায়। যুবক যুবতীর

অশ্লীল মেলামেশা, উপহার সামগ্রী বিনিময় থেকে শুরু করে অশ্লীলতা ও নগ্নতার দৃশ্য প্রকাশ্যে বা গোপনে যে যেভাবে পারে করে যায়, গিফটশপ (Gift shops) এবং ফুলের দোকানে ভীড় বেড়ে যায় এবং এই জিনিসগুলোর ক্রেতাও যুবক যুবতীরাই হয়ে থাকে। ভেলেন্টাইন ডেতে হোটেল বুকিং অন্যান্য সাধারন দিনের চেয়ে বেড়ে যায়। مَعَاذَ الله মদের ব্যবসা বেড়ে যায় আর সমুদ্র সৈকতে বেপর্দা ও অশ্লীলতার একটি নতুন সমুদ্র হয়ে থাকে।

ঐসকল দেশ যেখানে অমুসলিমরা ধর্মীয় ও চারিত্রিক বিধি নিষেধ থেকে মুক্ত এবং অশ্লীল কার্যকলাপ যেখানে সবদিক দিয়ে আইনত বাধাহীন। এইদিনের হাঙ্গামায় অনেক সময় তারাও চিন্তিত হয়ে যায় এবং এর বিরুদ্ধে অনেক সময় কোথাও কোথাও প্রতিবাদও হয়ে থাকে কিন্তু খুবই দুঃখ এবং আফসোসের বিষয় হলো যে, এইদিনটি অমুসলিমের ন্যায় অশ্লীলতার সহিত উদযাপনকারী অসংখ্য মুসলমানও **আল্লাহ পাক** ও **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রদত্ত পবিত্র আহকামকে পদদলিত করে প্রকাশ্যে গুনাহ করে শুধু নিজের আমল নামার কৃষ্ণতার বৃদ্ধি করছে না বরং মুসলমান সমাজের পবিত্রতাকেও অপবিত্র করছে। কুদৃষ্টি, বেপর্দা, অশ্লীলতা ও নগ্নতা, অপরিচিত ছেলে মেয়ের মেলামেশা, হাসি ঠাট্টা, এরূপ নাজায়িয সম্পর্ককে দৃঢ় করার জন্য উপহার বিনিময় এবং অপকর্ম পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া, এসবই সেইদিনে জোড়ে শোরে হতে থাকে, এই শয়তানী কর্মকান্ড নাজায়িয ও হারাম হওয়ার ব্যাপারে কোন মুসলমানের একেবারেই সন্দেহ থাকতে পারে না, কেননা কোরআনে করীমের স্পষ্ট আয়াত ও **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী দ্বারা এই কাজের নিষেধাজ্ঞা ও নিন্দা প্রমাণিত। তাই আমাদের উচিৎ যে, আমরা এরূপ সকল কুসংস্কার থেকে বিরত থাকা এবং **আল্লাহ পাক**কে সন্তুষ্টকারী কাজে লেগে যাওয়া। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করুন। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

সদকা মুঝে সরকার নওয়াসোঁ কা আতা হো
আগইয়ার কে ঠুকড়োঁ সে শাহানশাহ বাঁচালো। (ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩০৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা সমাজের মন্দ প্রথা এবং এর ধ্বংসযজ্ঞতা সম্পর্কে শুনছিলাম। সাধারণত অনেক মূর্খ লোক আনন্দ ও শোকের সময়ে শরীয়াত বিরোধী প্রথা পালন করা এবং অমুসলিমের উৎসব উদযাপন করতে সীমাতিরিক্ত আসক্ত হয়ে থাকে। দুনিয়া উলট পালট হয়ে যাক, ঝড়, তুফান, বন্যা বা ভুমিকম্প এসে যাক কিন্তু তবুও এই নাজায়িয প্রথা আদায় করা এবং অমুসলিমের উৎসব উদযাপন করার মন্দ ইচ্ছা থেকে এক ইঞ্চি পরিমাণও সরে আসার জন্য প্রস্তুত হয়না। যদি কেউ তাদের সংশোধন করার চেষ্টা করে এবং তাদেরকে এই কুসংস্কারের দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি সম্পর্কে বলে তবে উত্তর আসে যে, এটা আমাদের বংশীয় প্রথা এবং আমাদে বাপ দাদার সময় থেকে চলে আসছে, সুতরাং আমরা এই প্রথা কখনোই ছাড়বো না। اَلْاَمَانُ وَ الْحَفِيْظ মনে রাখবেন! নাজায়িয প্রথার জন্য বংশীয় কার্যকলাপকে দলীল বানিয়ে নেয়া কখনোই বুদ্ধিমানের কাজ নয় বরং শরীয়াতের প্রকাশ্য বিরোধীতা।

আনন্দ শোকের নাজায়িয প্রথায় লিপ্ত মানুষকে উপদেশ

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: ঐ সকল মানুষকে তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে চিন্তা করা উচিৎ, যারা আনন্দ শোকের সময়ে শরীয়াত বিরোধী প্রথা পালনে এবং অন্যান্য কর্ম করতে শরীয়াতের কোন দলীল দেয়া ছাড়া এরূপ বলে যে, আমাদের বড়রা অনেকদিন ধরে এই প্রথা পালন করে আসছে এবং আমাদের বংশে হয়তো এমন কোন ঘর নেই, যারা আনন্দ শোকের সময়ে এই প্রথাগুলো এবং কাজগুলো করেনা, অতএব আমরা কারো কথায় এই সকল বিষয় ছেড়ে দিতে পারিনা! যদি তারা **আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রদত্ত আহকামকে সামনে রেখে নিজেদের কর্মকান্ডের প্রতি সঠিকভাবে ভাবে তবে তারা বুঝবে যে, তাদরে কিছু প্রথা এবং কর্ম শরীয়াতের একেবারেই বিপরীত আর তা তদের কাঁধের উপর নিজের এবং অপরের গুনাহের ভারী বোঝা স্বরূপ। (সীরাতুল জিনান, ১০৪ পৃষ্ঠা)

শরীয়াতের বিপরীতে বাপ দাদার অনুসরন করা কেমন?

(মনে রাখবেন!) শরীয়াতের বিপরীতে পথভ্রষ্ট বাপ দাদার অনুসরন করা হারাম। শুধু তাই নয়, গুনাহের কাজে বাপ দাদার অনুসরন করা নাজায়িয, কেননা **আল্লাহ পাকের** হুকুমের অবাধ্য কাজে কারো অনুসরন করা যাবে না।

(মুসলিম, কিতাবুল ইমারাত, বাবু ওজুবি তাআতিল উমরা..., ৭৮৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৭৬৫)

আমাদের এখানে বিয়ে শোক এবং অন্যান্য অসংখ্য সময়ে শরীয়াতের উপর চলতে বলা হলে তবে লোকেরা এমন ভাবেই বাপ দাদা, বংশ এবং গোত্রের প্রথার কথা উপস্থাপন করে, এটাও একেবারে ভুল। মূলকথা কথা হলো যে, মন্দের অনুসরন মন্দ এবং উত্তমের অনুসরন উত্তম হয়ে থাকে। যেমনটি আমরা সাহাবা (عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان), তাবেঈন, আয়িম্মায়ে মুজতাহিদিন, আউলিয়া ও সালেহীনের (رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن) অনুসরন করে থাকি আর তা খুবই উত্তম, কেননা এর আদেশ স্বয়ং কোরআনে দেয়া হয়েছে, যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

وَ كُوۡنُوۡا مَعَ الصّٰدِقِيۡنَ ﴿۱۱۹﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।

প্রত্যেক নামাযে বুযুর্গদের অনুসরনের দোয়া প্রার্থনা করতে বলা হয়েছে, যেমনটি ইরশাদ হচ্ছে:

صِرَاطَ الَّذِيۡنَ اَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۬ۙ

(পারা ১, সূরা ফাতিহা, আয়াত ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাঁদেরই পথে, যাঁদের উপর তুমি অনুগ্রহ করেছো;

আল্লাহ পাক আমাদেরকে উত্তমদের অনুসরন করা এবং মন্দদের অনুসরন করা থেকে বিরত থাকার তৌফিক দান করুন। (সীরাতুল জিনান, ১/২৭১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সফরুল মুযাফফরের মুবারক মাস আমাদের মাঝে তার বরকত ছড়িয়ে যাচ্ছে। ১৭ সফরুল মুযাফফর ১৩৯৮ হিজরীতের উম্মে আত্তার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا (অর্থাৎ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর আম্মাজান) এর ওফাত দিবস। তো আসুন! এরই ধারাবাহিকতায় উম্মে আত্তার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শুনি:

উম্মে আত্তার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর কল্যাণময় আলোচনা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর সম্মানিতা আম্মাজান একজন নেককার, পরহেযগার মহিলা ছিলেন। স্বামীর ইন্তিকালের পরও প্রবল আর্থিক দৈন্যদশাতেও নিজের সন্তানদেরকে ইসলামের আলোকে প্রশিক্ষণ দিয়েছেন, যার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো স্বয়ং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর বরকতময় স্বত্বা। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه একবার বলেছিলেন যে, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه সম্মানিতা আম্মাজানের শুরু থেকেই ফরয ও ওয়াজিবের উপর আমল করা ও করানোর প্রতি এমনভাবে মানসিকতা ছিলো যে, ছোট বয়স থেকেই আমরা ভাই বোনদের নামাযের জন্য চাপ দেয়ার পাশাপাশি কঠোরভাবে আমলও করাতেন, বিশেষকরে ফজরের নামাযের জন্য আমাদের সবাইকে অবশ্যই উঠাতেন। সম্মানিতা আম্মাজানের এরূপ শিক্ষা ও মাদানী প্রশিক্ষণের বরকতে আমার মনে পরে না যে, আমার বাল্যকালেও কখনো ফজরের নামায ছুটেছে।

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه বলেন: সম্মানিতা আম্মাজান বৃহস্পতিবার রাতে মিঠাদার (করাচী) এলাকায় ইন্তিকাল করেন। মৃত্যুর সময় আমার কথা অনেক বলেছেন, আমার বোন জানালো: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه কলেমা তায়্যিবা ও ইস্তিগফার পাঠ করার পর মুখ বন্দ হয়েছিলো। বিশেষ করে গোসল দেয়ার পর চেহারা খুবই উজ্বল হয়ে গিয়েছিলো। যে স্থানে রূহ কবয হয়েছিলো সেখান থেকে অনেকদিন পর্যন্ত সুগন্ধ আসতে থাকে এবং বিশেষকরে রাতের যে অংশে ইন্তিকাল করেছিলেন তাতে বিভিন্ন ধরনের সুগন্ধ অনুভূত হতে থাকে। তৃতীয় দিবসের সকালে কয়েকটি গোলাপ ফুল নিয়ে রাখা হয়েছিলো যা সন্ধ্যা পর্যন্ত প্রায় সতেজ ছিলো, যা আমি আমার নিজের হাতেই আম্মাজানের কবরে সাজিয়ে ছিলাম। বিশ্বাস করুন তাতে এমন আশ্চর্য জনক সুবাশ ছিলো যে, আমি আশ্চার্য হয়ে গিয়েছিলাম, কখনো গোলাপ ফুলে এরূপ সুগন্ধ আমি পাইনি বরং ঘন্টা খানেক সেই সুবাশ আমার হাতেও ছিলো।

(তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, ২য় পর্ব, ৪১ পৃষ্ঠা)

আরশে পাক আ'গেয়া উম্মে আত্তার কা, মওলা রওযা দেখা উম্মে আত্তার কা।
উন সে আত্তার কি হাম কো নে'মত মিলি, হক হো কেয়সে আদা উম্মে আত্তার কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ২০ সফরুল মুযাফফর হযরত সায়্যিদুনা দাতা আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ওরশে পাক। আসুন! এরই ধারাবাহিকতায় সৈয়দ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি শুনি:

জন্ম ও বংশীয় ধারা

হুযুর সৈয়দ দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সৌভাগ্যময় জন্ম প্রায় ৪০০ হিজরীতে গযনী শহরে হয়েছিলো। কিছুদিন পর তাঁর বংশীরা হাজবেরী মহল্লায় এসে যায়, এরই সাথে সম্পর্কের কারণে তাঁকে হাজবেরী বলা হয়। (উর্দু দায়েরাতুল মাআরিফ, ৯/৯১) তাঁর নাম ছিলো **"আলী"** পিতার নাম ছিলো **"ওসমান"**। তাঁর বংশীয় ধারা ছয় পূর্বপুরুষে গিয়ে সৈয়্যদুশ শোহাদা, রাকিবে দোশে মুস্তফা, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম হাসান মুজতাবা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সাথে মিলিত হয়। (বুযুর্গানে লাহোর, ২২২ পৃষ্ঠা) তাঁর উপনাম হলো **"আবুল হাসান"**। (উর্দু দায়েরাতুল মাআরিফ, ৯/৯১) প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত উপাধি হলো **"গঞ্জে বখশ"** ও **"দাতা সাহেব"**।

তিনি অনেক বড় আলিমে দ্বীন, শায়খে তরীকত, ইবাদত গুজার এবং মুত্তাকী বুযুর্গ ছিলেন, তাঁর কিতাব **কাশফুল মাহজুব** জগৎ জুড়ে খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁর ওফাত ২০ সফরুল মুযাফফর ৪৬৫ হিজরীতে লাহোরে (পাকিস্তান) হয়েছিলো এবং সেখানেই তাঁর মাযার শরীফ বিদ্যমান, যা দোয়া কবুলিয়্যতের কেন্দ্র। দাতা সাহেবের মুবারক জীবনি সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা "ফয়যানে দাতা আলী হাজবেরী" অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আকীকার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **“উদাসীনতা”** থেকে আকীকার কয়েকটি সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। ❁ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সন্তান আপন আকীকার ব্যাপারে বন্ধক, সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে প্রাণী জবেহ করবে, তার নাম রাখবে এবং মাথা মুণ্ডন করবে। (জামে তিরমিযী, ৩/১৭৭, হাদীস ১৫২৭) ❁ বন্ধকের উদ্দেশ্য হলো; যতক্ষণ পর্যন্ত আকীকা করা হবে না ততক্ষণ পর্যন্ত বাচ্চা থেকে পূর্ণ উপকার অর্জিত হবে না আর কতিপয় মুহাদ্দিসগণ বলেন: সন্তানের নিরাপত্তা, তার লালন-পালন এবং তার মধ্যে উত্তম গুণাবলী সম্পন্ন হওয়া আকীকার সাথে সম্পৃক্ত। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৪) ❁ সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার শুকরিয়া আদায় স্বরূপ যে প্রাণী জবেহ করা হয়, তাকে আকীকা বলে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৫) ❁ ছেলে সন্তানের আকীকায় দু’টি ছাগল এবং কন্যা সন্তানের আকীকায় একটি ছাগী জবেহ করবে অর্থাৎ ছেলের ক্ষেত্রে ছাগল আর কন্যার ক্ষেত্রে ছাগী হওয়াটা ভালো আর ছেলের আকীকায় দু’টি ছাগী ও কন্যার আকীকায় ছাগল হওয়াতে কোন সমস্যা নেই। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৭) ❁ কুরবানীর উট, গরু, ইত্যাদিতে আকীকার অংশ দেওয়া যাবে। ❁ আকীকা ফরয কিংবা ওয়াজিব নয়, শুধুমাত্র প্রিয় সুন্নাত। (যদি সামর্থ্য থাকে অবশ্যই করবে, না করলে গুনাহগার হবে না, তবে আকীকার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে।) দরিদ্র ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় যে, সুদি কর্জ নিয়ে আকীকা করবে। (ইসলামী যিন্দেগী, ২৭ পৃষ্ঠা) ❁ সন্তান যদি সপ্তম দিনের পূর্বেই মারা যায়, তবে তার আকীকা না করার কোন প্রভাব শিশুর সুপারিশ (শাফায়াত) ইত্যাদিতে পড়বে না। যেহেতু আকীকার সময় আসার পূর্বেই মারা গিয়েছে। হ্যাঁ! যে, সন্তান আকীকার সময় পেয়েছে অর্থাৎ: সপ্তম দিনের হয়েছে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও বিনা কারণে তার আকীকা করেনি, তার জন্য এসেছে যে, সে আপন মা-বাবার জন্য সুপারিশ করবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৯৬) ❁ জন্মের সপ্তম দিন আকীকা করা সুন্নাত। আর এটাই উত্তম। নতুবা চৌদ্দতম দিন অথবা একুশতম

দিনে। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২০/৫৮৬) ❁ আকীকার প্রাণীর মধ্যে ঐ সকল শর্ত বিদ্যমান থাকতে হবে, যা কুরবানীর পশুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আকীকার পশুর মাংস ফকীর, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে কাঁচা বন্টন করা যাবে অথবা রান্না করেও দেওয়া যাবে। কিংবা মেজবানী হিসাবে দাওয়াত দিয়ে খাওয়ানো যাবে। এ সকল পদ্ধতি বৈধ। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৭) ❁ আর যদি সপ্তম দিনে করতে না পারে, তবে যখন সামর্থ্য সুযোগ হয় করতে পারবে। সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৩৫৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গর্ভবতীর জন্য উত্তম আমল

গর্ভে যদি কোন প্রকারের কষ্ট হয় তার জন্য অনুরূপ সহজ ভাবে সন্তান প্রসবের জন্য সূরা মরিয়ম (পারা ১৫) এর ওজিফা খুবই উপকারী। প্রতিদিন গর্ভবতী নিজে পাঠ করে আপন শরীরের উপর ফুঁক দিন বা অন্য কেউ পাঠ করে ফুঁক দিবে। প্রতিদিন পাঠ করতে না পারলে যখন প্রচন্ড ব্যথা হবে অথবা বাচ্চা পেটের মধ্যে বাঁকা হয়ে গেলে, তখন পাঠ করে ফুঁক দিবে। اِنْ شَآءَ الله এর বরকত খুব বেশি প্রকাশ পাবে।

বয়ান: ৯

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَانَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اِذَا كَانَ يَوْمُ الْخَمِيْسِ بَعَثَ اللّٰهُ مَلَائِكَةً مَعَهُمْ صُحُفٌ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَقْلَامٌ مِّنْ ذَهَبٍ يَكْتُبُوْنَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اَكْثَرَالنَّاسِ عَلَيَّ صَلَاةً অর্থাৎ যখন জুমার দিন আসে, **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদের প্রেরণ করেন, যাঁদের নিকট রূপার কাগজ এবং স্বর্ণের কলম থাকে, তারা লিপিবদ্ধ করেন, কে বৃহস্পতিবার দিন ও শুক্রবার রাতে আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১/২৫০, হাদীস নং- ২১৭৪)

হাম নে খতা মে না কি তুম নে আতা মে না কি
কোয়ী কমী সরওয়ারা তুম পে করোরো দরূদ। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।[১]

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

১. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُو الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা উম্মতে মুস্তফার বিশেষত্ব, এর ব্যাপারে শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। সর্ব প্রথম আমরা শোনবো তাওরাত শরীফে উম্মতে মোস্তাফার কোন কোন বৈশিষ্ট্য এবং ফযীলত ও উৎকর্ষতা, লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, যখন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কে প্রিয় নবীর উম্মতের বৈশিষ্ট্য সর্ম্পকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তিনি কোন বস্তুর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন, ঐ ইচ্ছার ব্যাপারেও আমরা শ্রবণ করবো। এরপর মাহবুবের উম্মতের মহত্বের কারণ এবং **নবীয়ে পাকের** আপন উম্মতের ৬টি মহৎ ফযীলতও বর্ণনা করা হবে, প্রিয় নবীর উম্মতের মধ্যে হাফেজের স্মরণ শক্তি কেমন হয়ে থাকে সে সর্ম্পকে বুযুর্গানে দ্বীনের বাণী সমূহ এবং হাফেজে হাদীস হযরত সায়্যিদুনা ইমাম বুখারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অতুলনীয় স্মরণ শক্তির একটি ঘটনাও শ্রবণ করবো। শেষে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপন উম্মতের প্রতি মমতা

ও ভালবাসার কিছু ঝলকও এখানে বর্ণনা করা হবে। আল্লাহ পাক যদি চাই মনযোগ সহকারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাল ভাল নিয়্যতের সাথে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। কতিপয় ইসলামী বোন বয়ানের মধ্যখানে তাসবীহের মাধ্যমে যিকির ও দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে থাকে। মনে রাখবেন! এটা ঐ সময় না, আমরা এখানে ইলমে দ্বীন শিখার নিয়্যতে একত্রিত হয়েছি, তাই বয়ানের মধ্যখানেও পরিপূর্ণ মনযোগ বয়ানের দিকে হওয়া চাই, কেননা ইলমে দ্বীন শিখার উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করাও আল্লাহর যিকিরের অন্তর্ভুক্ত।

তাওরাতে উম্মতে মুহাম্মদিয়ার ফযীলত

দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার অনেক সুন্দর একটি কিতাব **“আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাঁতে”** এর ৫ম খন্ডের ৫১৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **“হে আমার মাওলা!** আমি তাওরাতে এমন এক উম্মতের আলোচনা পেয়েছি, যারা সকল উম্মতের মাঝে শ্রেষ্ঠ (Better) হবে, মানুষদেরকে কল্যাণের আদেশ দিবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, তারা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল কিতাবের উপর ঈমান আনয়ন করবে, এমনকি এক চোখ বিশিষ্ট দাজ্জালকে হত্যা করবে। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করেন: **হে আমার পাক পরওয়ারদিগার**! তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা **আহমদে মুজতবা** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করেন: **হে আমার প্রতিপালক**! আমি এমন একটি উম্মতের আলোচনা পেয়েছি, যে লোকেরা **আল্লাহ পাকের** হামদ অধিকহারে করবে, সূর্যের প্রতি খেয়াল রাখবে (অর্থাৎ নামায এবং রোযার কারণে সর্বদা সূর্যের উদয় ও অস্তের হিসাব রাখবে। ইসলামে নামায, ইফতার, সেহেরী তো সূর্যের সাথে সম্পর্কীত কিন্তু স্বয়ং রোযা, ঈদ, হজ্ব ইত্যাদি চাঁদের সাথে, তাই মুসলানরা উভয়ের হিসেব রাখে এবং কোন সম্প্রদায় এই দু'টি কাজ একত্রে করে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ৫/৮)) এবং যখন কোন কাজের ইচ্ছা পোষণ করবে তখন বলবে: “اِنْ شَآءَ اللّٰه আমি এই কাজটি করবো।”

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: হে আমার প্রতিপালক! তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দিন। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা হলো **আহমদে মুজতবা** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে দয়ালূ রব**! আমি তাওরাতে এমন এক উম্মতের আলোচনা পেয়েছি, যাদের দোয়া কবুল হবে এবং তাদের হকেও দোয়া কবুল করা হবে, তাদের সুপারিশ গ্রহন করা হবে এবং তাদের হকেও সুপারিশ গ্রহন করা হবে। একথা বলে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করেন: **ইলাহী**! তুমি তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা হলো **আহমদে মুজতবা** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত।

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে দয়ালূ রব**! আমি তাওরাতে এমন একটি উম্মতের আলোচনা পেয়েছি, যারা উঁচুতে উঠার সময় **আল্লাহ পাকের** মহত্ব বর্ণনা করবে এবং যখন কোন উপত্যকায় নামবে তখন **আল্লাহ পাকের** হামদ ও সানা বর্ণনা করবে, তাদের জন্য সমস্ত জমিন পাক হবে এবং তারা যেখানেই থাকবে সমস্ত জমিন তাদের জন্য নামায পড়ার উপযুক্ত হবে, তারা অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করবে, যেখানে পানি পাবে না, সেখানে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা তাদের জন্য এমন হবে যেমন পানি দ্বারা করা হয় আর কিয়ামতের দিন অযুর প্রভাবে তাদের অঙ্গসমূহ ঝলমল করবে। একথা বলে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে আমার প্রতিপালক**! তুমি তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা হলো **আহমদে মুজতবা** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করবেন: **হে দয়ালূ রব**! আমি (তাওরাতে) এমন এক উম্মতের আলোচনা পেয়েছি যে, যখন তারা কোন নেক কাজ করার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তাদের জন্য একটি নেকী লিখে দেয়া হবে, যখন তারা নেকী করে নিবে তখন তাদের নেকীকে ১০ থেকে ৭০০ গুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করে দেয়া হবে, যদি কোন গুনাহ করার ইচ্ছা পোষণ করবে তখন তাদের জন্য কিছুই লিখা হয়না এবং যদি গুনাহ করে নেয়ে তখন তাদের জন্য শুধুমাত্র সেই গুনাহটিই লিখা হবে। একথা বলে হযরত মূসা

عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে আমার প্রতিপালক**! তুমি তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা হলো **আহমদে মুজতবা** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত। (এখানে এই বিষয়টি মনে গেঁথে নিন যে, কেউ গুনাহের দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করলো কিন্তু উপায় না থাকার কারণে গুনাহ করতে পারেনি তবে এখন সে গুনাহগার হবে।)

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাওরাতে দেখে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! আমি এক মরহুম উম্মতের আলোচনা পেয়েছি, যে দূর্বল হওয়ার পরও কিতাবুল্লাহর ওয়ারিশ হবে এবং তুমি তাঁকে নির্বাচন করে নিয়েছো, তাদের মধ্যে কেউ নিজের উপর অত্যাচারকারী হবে, কেউ মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারী হবে এবং কেউ দ্রুত নেকী সম্পাদনকারী হবে, আমি তাদরে মধ্যে এমন কাউকে পাইনি, যার প্রতি দয়া করা হয়নি। একথা বলে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে পাক পরওয়ারদিগার**! তুমি তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা হলো **আহমদে মুজতবা** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত।

হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাওরাতে দেখে আরয করলেন: হে **আল্লাহ পাক**! তাদের সহিফা তাদের অন্তরে (সংরক্ষিত) থাকবে (অর্থাৎ কোরআনে করীম তাদের অন্তরে সংরক্ষিত থাকবে), তারা জান্নাতবাসীদের ন্যায় বিভিন্ন রঙের পোশাক পরিধান করবে এবং দোযখে তাদের মধ্যে তারাই প্রবেশ করবে, যারা নেকী থেকে বঞ্চিত হবে, যেমনটি পাথর গাছের পাতা থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকে। একথা বলে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام আরয করলেন: **হে পাক পরওয়ারদিগার**! তুমি তাদেরকে আমার উম্মত বানিয়ে দাও। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: হে মূসা! তারা হলো **আহমদে মুজতবা** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উম্মত। যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর এই ফযীলত শুনে আশ্চার্য হতে লাগলেন যা **আল্লাহ পাক নবীয়ে করীম, রউফ রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** উম্মতকে দান করেছেন তখন বলতে লাগলেন: **"আহ! আমি যদি হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা, আহমদে মুজতবা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর সাহাবাদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।"** তখন **আল্লাহ পাক তাঁকে** সন্তুষ্ট করার জন্য তিনটি আয়াতে মুবারাকা অবতীর্ণ করেন।

৯ম পারার সুরা আরাফের ১৪৪ ও ১৪৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

قَالَ يٰمُوْسٰۤى اِنِّى اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسٰلٰتِىْ وَ بِكَلَامِىْ ۖ٘ فَخُذْ مَاۤ اٰتَيْتُكَ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ ﴿۱۴۴﴾ وَ كَتَبْنَا لَهٗ فِى الْاَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَیْءٍ مَّوْعِظَةً وَّ تَفْصِيْلًا لِّكُلِّ شَیْءٍ ۚ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَّ اْمُرْ قَوْمَكَ يَاْخُذُوْا بِاَحْسَنِهَا ؕ سَاُورِيْكُمْ دَارَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۱۴۵﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৪৪,১৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: (আল্লাহ পাক) ইরশাদ করলেন: ‘হে মূসা! আমি তোমাকে লোকদের থেকে মনোনীত করে নিয়েছি স্বীয় রিসালাত (এর বাণী সমূহ) এবং স্বীয় বাক্যালাপ করে যা আমি তোমাকে দান করেছি এবং কৃতজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হও’ এবং আমি তার জন্য ফলকসমূহে লিখে দিয়েছি প্রত্যেক কিছুর উপদেশ আর প্রত্যেক জিনিষের বিশদ বিবরণ; (এবং বললেন, ‘হে মূসা!) সেটা শক্তভাবে ধরো এবং স্বীয় সম্প্রদায়কে নির্দেশ দাও যেন সেটার উত্তম কথাগুলো গ্রহণ করে নেয়। শীঘ্রই আমি তোমাদেরকে দেখাবো নির্দেশ অমান্যকারীদের ঘর।

৯ম পারার সুরা আরাফের ১৫৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَ مِنْ قَوْمِ مُوْسٰۤى اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَ بِهٖ يَعْدِلُوْنَ ﴿۱۵۹﴾

(পারা ৯, সূরা আরাফ, আয়াত ১৫৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি মূসার সম্প্রদায় থেকে এমন এক দল রয়েছে, যারা সত্য পথের সন্ধান দেয় এবং তা দ্বারা ন্যায় বিচার করে।

এটা শুনে হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام পরিপূর্ণভাবে সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন।

(আল্লাহ ওয়ালো কি বাঁতে, ৫১৬-৫১৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! শুনলেন তো আপনারা! উম্মতে মুস্তফাকে **আল্লাহ পাক** দুই চারটি নয় বরং অসংখ্য ফযীলত ও বরকত এবং অনেক বিশেষত্ব দ্বারা ধন্য করেছেন, আর তা তাওয়াত শরীফ যা **আল্লাহ পাক** হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অবতীর্ণ করেন, সেই পবিত্র আসমানি কিতাবেও এই মাহান উম্মতের ফযীলত ও উৎকর্ষতা এবং অসাধারন বিশেষত্বকে বর্ণনা করা হয়েছে, এমনকি

যখন হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام জানতে পারলেন যে, এ সকল উৎকর্ষতা উম্মতে মুস্তফার, তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** দরবারে সেই উম্মতকে নিজের উম্মত বানানোর আবেদন করেন, কিন্তু যখন এর অনুমতি পাননি তখন তিনি عَلَيْهِ السَّلَام উম্মতে মাহবুব অর্থাৎ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত হওয়ার ইচ্ছা এভাবে প্রকাশ করেন যে, **"আহ! আমি যদি হযরত মুহাম্মদে মুস্তফা, আহমদে মুজতবা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর সাহাবাদের অন্তর্ভূক্ত হতাম।"**

আল্লাহ পাকের অসংখ্য দয়া যে, তিনি **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন এবং আমাদেরকে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতে অন্তর্ভূক্ত করে আমাদের প্রতি এত বড় দয়া করেছেন। যদি আমরা তাঁর এই দয়ার প্রতি সারা জীবনও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি তবুও এর হক আদায় করতে পারবো না। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আপন প্রসিদ্ধ নাতের কিতাব "ওয়াসায়িলে বখশিশে লিপিবদ্ধ করেন:

শোকর তেরা কে উন কি উম্মত মে
মুজ কো আয় যুল জালাল রাক্কা হে (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৪৪৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় নবীর উম্মত শ্রেষ্ঠ হওয়ার কারণ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল রাসূলের সর্দার এবং সবচেয়ে উত্তম, নিঃসন্দেহে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত সকল উম্মতের চেয়ে উত্তম। (বাহারে শরীয়াত, ১/৫৪) اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা কতইনা সৌভাগ্যবান যে, **আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় মুবারক আঁচল আমাদের হাতে এসেছে, নিশ্চয় **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام চেয়ে উত্তম ও শ্রেষ্ট। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় **তাঁর** উম্মতও পূর্ববর্তী উম্মতের চেয়ে উত্তম।

৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ؕ

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা শ্রেষ্ঠতম ঐসব উম্মতের মধ্যে, যাদের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে মানব জাতির মধ্যে; সৎকাজের নির্দেশ দিচ্ছো এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করছো, আর **আল্লাহ**র উপর ঈমান রাখছো।

তাফসীরে খাযিনে এই আয়াতে মুবারাকার আলো লিপিবদ্ধ রয়েছে: এই উম্মতকে নেকীর আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার বরকতে অন্যান্য সকল উম্মতের উপর ফযীলত দেয়া হয়েছে এবং এই কারণেই এই উম্মত সকল উম্মতের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম উম্মত, ব্যস প্রমাণিত হলো! এই উম্মত উত্তম হওয়ার কারণ তাদের নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করা। (তাফসীরে খাযিন, ৪র্থ পারা, আলে ইমরান, ১১০ নং আয়াতের পাদটিকা, ১/২৮৯)

এখন আমাদেরকে নিজেদের সম্পর্কে চিন্তা করা উচিৎ যে, আমরা কি নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী এবং মন্দ থেকে বারণকারী? **মনে রাখবেন!** যদি আমাদের প্রবল ধারনা হয় যে, মন্দ কাজ সম্পাদনকারীকে মন্দ কাজ করা থেকে বাঁধা দিলে সে ফিরে আসবে তখন আমাদের বাঁধা দেয়া ওয়াজিব, বাঁধা না দিলে গুনাহগার হবে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের দয়া যে, আশিকানে রাসূলের মসজিদ ভরো ও মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশ আমাদের নসীব হয়েছে, উৎসর্গিত হয়ে যান! আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মুবারক চিন্তা ভাবনার প্রতি! যিনি এমন একটি মহৎ মাদানী উদ্দেশ্য প্রদান করেছেন।

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** হলো নামাযী বাড়াও কার্যক্রম, আহ! যদি আমরাও এই কার্যক্রমে অংশীদার হয়ে আমলীভাবে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতাম। এটা খুবই ভাল যে,

আমরা অধিকহারে নেকীর দাওয়াত প্রদান করার জন্য নিজেকে উপস্থাপন করে দেয়া, **“নেকীর দাওয়াত”** প্রসার করা তো খুবই প্রয়োজন, তাই আমাদের সময়ের কোরবানি দিতে হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! উম্মতে মুস্তফার আরো কিছু ফযীলত ও উৎকর্ষতা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

মাহবুবের উম্মতের ৬টি ফযীলত

প্রসিদ্ধ মুফাসসীর হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতের তাফসীরে বলেন: **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের অসংখ্য ফযীলত রয়েছে, এখানে তা থেকে কয়েকটি আরয করা হলো: (১) এই উম্মত হলো উম্মতদের মধ্যে শেষ উম্মত, পূর্ববর্তী উম্মতদের দোষত্রুটি কোরআনে করীমে বর্ণিত হয়েছে, যার কারণে সারা দুনিয়ায় তাদের দূর্নাম হয়ে গেছে, কিন্তু এই উম্মতের পর কোন নতুন নবী আসবে না, তাদের দোষত্রুটি বর্ণনা হওয়ার জন্য কোন আসমানি কিতাব আসবে না, মোটকথা সেই উম্মতের দোষত্রুটি গোপন করা হয়েছে। (২) পূর্ববর্তী কিতাবে এই উম্মতের গুণাবলী তো বর্ণনা করা হয়েছে কিন্তু তাদের দোষত্রুটির উল্লেখ ছিলো না, যার কারণে তারা এই উম্মতে হওয়ার ইচ্ছা করতো। (৩) যেমন **রাব্বে করীম** অন্যন্য আম্বিয়ায়ে কিরামকে (عَلَيۡهِمُ السَّلَام) নাম ধরে ডেকেছেন, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে উপাধী দ্বারা ডেকেছেন, অনুরূপভাবে তাঁদের উম্মতদেরকে বংশীয় নাম দ্বারা ডেকেছেন (يٰبَنِيۡۤ اِسۡرَآءِيۡلَ، يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ هَادُوۡا) ইত্যাদি কিন্তু এই উম্মতকে (يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا) অর্থাৎ **“হে ঈমানদানগণ!”** বলে সুন্দর ও মনমুগ্ধকর উপাধী দান করা হয়েছে। (৪) পূর্ববর্তী উম্মতরা তাদের নবীর পর সবাই পথভ্রষ্ট হয়ে যেতো, কিন্তু এই উম্মতের মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত একটি দল (অর্থাৎ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত) সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

(৫) এই উম্মতের মধ্যে সর্বদা **আল্লাহ**র আউলিয়া ও ওলামায়ে রাব্বানী আসতে থাকবে, যে গাছের শিখর সতেজ থাকবে, সেই গাছে ফুল ফল আসতে থাকবে। (৬) এই উম্মত কাল কিয়ামতের দিন **আল্লাহ**র দরবারে পূর্ববর্তী নবীদের সম্পর্কে স্বাক্ষ্য দিবে যে, **আল্লাহ**র শপথ! তাঁরা আপন সম্প্রদায়ের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছিলেন। (তাফসীরে নাঈমী, ৪র্থ পারা, আলে ইমরান, ১১০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৯১)

আয় খোদায়ে দো'জাহা ইহসান তেরা হে বড়া,
তো নো পায়দা উন কি উম্মাত মে হামে ফরমায়ে হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৪৬২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতকে **আল্লাহ পাক** যে সকল বিশেষত্ব দ্বারা ধন্য করেছেন, তার মধ্যে একটি বিশেষত্ব হলো যে, **আল্লাহ পাক** এই উম্মতকে প্রখর মুখস্ত শক্তির মহান নেয়ামতও দান করেছেন।

কম বয়সে ইলম অর্জন করা

হযরত হাসান বিন আব্দুর রহীম ইরাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই উম্মতের একটি বিশেষত্ব হলো যে, এই উম্মতের লোকেরা নিজেদের কম বয়সে যেভাবে জ্ঞান লাভে দক্ষতা অর্জন করে, পূর্ববর্তী উম্মত দীর্ঘ বয়স পাওয়ার পরও তা অর্জন করতে পারেনি, এই কারণেই এত কম বয়সেও এই উম্মতের ইজতিহাদকারী ওলামাদের মাঝে জ্ঞানের ভান্ডার খুলে গেলো।

(শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ৭/৪৭৮)

আসুন! আমরা নিজেদের সম্পর্কে ভাবি যে, আমরা কি আমাদের উপর আবশ্যক (ফরয ও ওয়াজিব) জ্ঞানও অর্জন করার চেষ্টা করছি? অসংখ্য ফরয জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যম হলো প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা, মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন (On line) এর মাধ্যমে নিজের সময় ও সুযোগ অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করা যেতে পারে (মাদরাসাতুল মদীনা On line এর ফিসও রয়েছে এবং এখানে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পড়ানো হয়)। মনে রাখবেন!

মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইনে ইসলামী বোনদেরকে ইসলামী বোনেরাই পড়িয়ে থাকে।

মুখস্ত শক্তির সক্ষমতা

হযরত কাতাদাহ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বলেন: **আল্লাহ পাক** এই উম্মতকে মুখস্ত শক্তির ঐ সক্ষমতা প্রদান করেছেন, যা পূর্ববর্তী উম্মতদের কাউকেও দান করা হয়নি, **আল্লাহ পাক** এই নেয়ামতকে **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট করেছেন এবং এর মাধ্যমে এই উম্মতের সম্মান বৃদ্ধি করেছেন।

(শরহে যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ৭/৪৭৮)

আসুন! বরকত অর্জনের জন্য স্মরণশক্তির মহান সম্পদে সমৃদ্ধ এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মকে হাদীসের ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধকারী একজন আশিকে রাসূল বুযুর্গের মুখস্তশক্তি সম্পর্কে শ্রবণ করি।

৩ লক্ষ হাদীসে মুবারাকা

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه হযরত আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাইল বুখারী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর মুখস্তশক্তি বর্ণনা করার জন্য এই বিষয়টিই যথেষ্ট যে, যেই কিতাব তিনি এক নজর দেখে নিতেন, তা তাঁর মুখস্ত হয়ে যেতো, ইলম অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়ে তাঁর ৭০ হাজার হাদীস শরীফ মুখস্ত ছিলো এবং পরবর্তিতে তা ৩ লক্ষ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, যার মধ্যে ১ লক্ষ হাদীস শরীফ সহীহ এবং ২ লক্ষ সহীহ ছিলো না। একবার "বলখ" নামক শহরে গেলেন, তখন সেখানকার লোকেরা অনুরোধ করলো যে, আপনি আপনার ওস্তাদদের থেকে এক করে রেওয়ায়াত বর্ণনা করুন, তখন তিনি رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এক হাজার ওস্তাদ থেকে এক হাজার হাদীস শরীফ মুখস্ত বর্ণনা করে দিলেন। (ইরশাদুস সারী, তরজুমাতির ইমাম বুখারী, ১/৫৯)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের বিশেষত্বের মধ্যে একটি অনন্য বিশেষত্ব হলো যে, কিয়ামতের দিন যখন পূর্ববর্তী

উম্মতরা আপন নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে তখন **আল্লাহ পাক** উম্মতে মুস্তফাকে এই সৌভাগ্য দান করবেন যে, সেই দিন তারা আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام পক্ষে সাক্ষ্য দিবে।

নবীদের পক্ষে মাহবুবের উম্মতের সাক্ষ্য

নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম হযরত নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام এবং তাঁর উম্মতদের ডাকবেন এবং ইরশাদ করবেন: তোমরা নূহকে কি উত্তর দিয়েছিলে? তারা বলবে: তিনি আমাদেরকে কখনো দাওয়াত দেননি, তোমার কোন আদেশ পৌঁছায়নি, কোন উপদেশ দেয়নি, আমাদেরকে কোন কিছুর আদেশ দেননি এবং নিষেধও করেননি, হযরত নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام আরয করবেন: **হে আমার দয়ালু রব**! আমি তাদেরকে এমনভাবে দাওয়াত দিয়েছি, যাতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবাই অন্তর্ভূক্ত ছিলো, **আল্লাহ পাক** ফিরিশতাদের ইরশাদ করবেন: **আহমদ** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এবং **তাঁর** উম্মতদের ডাকো, তখন **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** উম্মত এমন শান সহকারে উপস্থিত হবে যে, তাদের নূর তাদের সামনে সামনে থাকবে। হযরত নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতদের বলবেন: আপনারা কি জানেন, আমি আমার সম্প্রদায়কে **আল্লাহ পাকের** বার্তা পৌঁছিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাদেরকে বুঝানোর অনেক চেষ্টা করেছিলাম, তাদেরকে দোযখ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু তবুও তারা আমার দাওয়াত থেকে পালিয়ে বেড়াত। তখন **রাসূলে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** উম্মতরা বলবে: আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি যা কিছু বলেছেন, তা সব সত্য। এতে হযরত নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام এর সম্প্রদায়রা বলবে: **হে আহমদ** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি এবং আপনার উম্মতেরা তা কিভাবে জানেন? আমরা হলাম সর্বপ্রথম উম্মত আর আপনি এবং আপনার সবশেষে তাশরীফ এনেছেন। তখন **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূরা নূহ তিলাওয়াত করবেন, যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সূরা শেষ করবেন তখন তাঁর উম্মতরা বলবে, আমরা সাক্ষ্য

দিচ্ছি যে, এটা সত্য ঘটনা এবং **আল্লাহ** ব্যতীত কোন উপাস্য নেই আর নিশ্চয় **আল্লাহ পাকই** সর্বাধিক প্রজ্ঞাময়। (মুসতাদরিক, ৩/৪১৪, হাদীস নং- ৪০৬৬)

ইয়ে সব আল্লাহ কি ইনায়াত হে,
মিল গেয়ী মোস্তফা কি উম্মত হে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৬৮৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্লেগ রোগ এই উম্মতের জন্য রহমত স্বরূপ!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্লেগ এমন একটি প্রাণঘাতি রোগ, যাকে ডাক্তাররা Plague বলে থাকে। এই রোগে আমের আঁটির ন্যায় বিচি বের হয়। যা অসহ্য ব্যাথা এবং খুবই ফুলে যায়। প্রচন্ড জ্বর এসে যায়, চোখ লাল হয়ে যন্ত্রণাদায়ক জ্বলা পোড়া শুরু হয়ে যায়, অবশেষে রোগী প্রচন্ড ব্যাথায় অতিষ্ট হয়ে ছটফট করতে করতে মারা যায়। (আজায়িবুল কোরআন, ২৬১ পৃষ্ঠা)

মনে রাখবেন! প্লেগ এর মত এই ধ্বংসময় রোগ পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য আযাব হিসেবে নির্ধারিত করা হয়েছিলো, কিন্তু এটি মাহবুবের উম্মতের বিশেষত্ব যে, **আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকায় এই রোগকে মুসলমানদের জন্য রহমত স্বরূপ বানিয়ে দেন।

উম্মতে মুহাম্মদীয়ার জন্য এটি আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহ

বুখারী শরীফের হাদীসে রয়েছে: **রাসূলে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্লেগ রোগ একটি আযাব ছিলো, **আল্লাহ পাক** যাকে ইচ্ছা তা পাঠিয়ে দিতেন। অতঃপর **আল্লাহ পাক** মুমিনদের জন্য তা রহমত বানিয়ে দেন। তখন যে ব্যক্তি প্লেগ ছড়ানোর যুগে নিজের শহরে ধৈর্য্য সহকারে সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে এই বিশ্বাসে অবস্থান করতো যে, এই রোগ তারই হবে, যার জন্য **আল্লাহ পাক** লিখে দিয়েছেন, তবে তার জন্য শহীদের ন্যায় সাওয়াব রয়েছে। (বুখারী, কিতাবুত তিব, বাবু আজরিস সাবির ফিত তাউন, ৪/৩০, হাদীস নং- ৫৭৩৪)

হযরত আল্লামা গোলাম রাসূল রযবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এই হাদীস দ্বারা স্পষ্ট হয় যে, এই উম্মদের মুহাম্মদীয়ার প্রতি **আল্লাহ পাকের** অসংখ্য দয়া রয়েছে, কেননা যে রোগ অন্যান্য উম্মতের জন্য আযাব হিসেবে নির্ধারিত ছিলো, তা এই উম্মতের জন্য **আল্লাহ পাকের** রহমত স্বরূপ। প্লেগ বনী ইসরাঈলের জন্য আযাব এবং এই উম্মতের জন্য রহমত। (তাফহিমুল বুখারী, ৫/৩৫৫) অপর স্থানে বলেন: এই উম্মতের মুমিনের জন্য প্লেগকে রহমত বানানো হয়েছে, এর রহমত হওয়া এই হিসেবে যে, এতে শহীদের সাওয়াব রয়েছে, যদিওবা অবস্থার প্রেক্ষিতে খুবই কষ্টদায়ক। (তাফহিমুল বুখারী, ৮/৮০০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! **আল্লাহ পাকের** দয়ার প্রতি কোরবান! তিনি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের জন্য প্লেগ রোগ যা কিনা পূর্ববর্তী উম্মতের জন্য আযাব হিসেবে নির্ধারিত ছিলো, এই উম্মতের জন্য তা রহমত বানিয়ে দিলেন। যা দ্বারা এটা অনুমান করা কোনরূপ কঠিন নয় যে, **আল্লাহ পাক** আপন **প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** উম্মতকে কতটুকু ভালবাসেন।

একটু ভাবুন তো! গুনাহের কারণে যদি এই উম্মতের জন্যও প্লেগ রোগকে আযাব বানিয়ে দেয়া হতো, তবে কিরূপ কষ্ট হতো, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা থেকে নিজেকে বাঁচানো এবং অপরকেও বাঁচানো, অধিকহারে নেকী করা এবং সুন্নাতে ভরা জীবন অতিবাহিত করা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শবে কদর সেই মহান রাত, যার গুরুত্ব ও ফযীলত সম্পর্কে মুসলমানদের বাচ্চার পর্যন্ত সবাই জানে, কেননা এই রাতে কোরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে, এই রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম, এই রাতে ফযীলত সম্পর্কে কোরআনে পাকের ত্রিশতম পারায় একটি পরিপূর্ণ সূরাও রয়েছে, এছাড়াও এই রাতের আরো অনেক ফযীলত ও বরকত কিতাবে বিদ্যমান রয়েছে।

মনে রাখবেন! এই উম্মতের পূর্বেও অনেক উম্মত এসেছে, কিন্তু কেউই এই মহান নেয়ামত পায়নি, আর **আল্লাহ পাক মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতকে এই সম্মান দান করেছেন যে, শবে কদরের ন্যায় মহান এবং মুবারক রাত উপহার স্বরূপ দান করেছেন।

শবে কদর দান করা হয়েছে

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির আলোচনা হলো, যে এক হাজার (১০০০) মাস **আল্লাহ পাকের** পথে যুদ্ধ করেছে। সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان তার ব্যাপারে খুবই আশ্চার্য্য হলেন এবং আকাংখা করতে লাগলেন: আহ! তাঁদের জন্যও যদি এটা সম্ভব হতো। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করলেন: হে আমার রাব্বে করীম! তুমি আমার উম্মতদের বয়স কম দিয়েছ, আর তাদের আমলও কম হবে। তখন **আল্লাহ পাক নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে শবে কদর দান করলেন এবং ইরশাদ করলেন: **হে মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! শবে কদর হাজার (১০০০) মাসের চেয়েও উত্তম, যা আমি আপনাকে এবং আপনার উম্মতদেরকে প্রতি বৎসর দান করলাম। এই রাত রমযান মাসে আপনার জন্য এবং কিয়ামত পর্যন্ত আগত আপনার উম্মতদের জন্য, যা হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। (আর রওযুল ফায়েক, ৪৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبۡحٰنَ الله! শুনলেন তো আপনারা! **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতদের প্রতি কিরূপ দয়ালূ যে, যখন **তাঁর** সামনে বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি কাহিনী বর্ণনা করা হলো তখন **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের মনবেদনা অস্থির হয়ে গেলেন এবং এই অস্থির অবস্থায় **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দরবারে উম্মতের মনবেদনা প্রকাশ করলেন, তখন **আল্লাহ পাক রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** প্রিয় উম্মতকে শবে কদরের ন্যায় মুবারক নেয়ামত দ্বারা ধন্য করলেন।

মনে রাখবেন! উম্মতের মনবেদনায় অস্থির হওয়ার এটা প্রথম ঘটনা নয়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তো আপন উম্মতের প্রতি এতো ভালবাসা যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিভিন্ন সময়েই গুনাহগার উম্মতদের স্মরণ করেছেন।

পৃথিবীতে আগমন করতেই **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদায় অবনত হলেন এবং ঠোঁটে এই দোয়া অব্যাহত ছিলো: رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ অর্থাৎ হে দয়ালূ রব! আমার উম্মত আমাকে সমর্পণ করে দাও। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৭১৭)

ইমাম যুরকানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুল সমূহ এমনভাবে উঁচিয়ে রাখেন, যেমনিভাবে কোন কান্নারত ব্যক্তি উঁচিয়ে রাখে। (যুরকানী আলাল মাওয়াহেব, ১/২১১)

رَبِّ هَبْ لِیْ اُمَّتِیْ কেহতে হোয়ে পায়দা হোয়ে
হক নে ফরমা ইয়া কেহ বখশা اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَام।

(কাবালায়ে বখশিশ ৯৪)

অনুরূপভাবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মেরাজের সফরে যাত্রা করার সময় উম্মতকে স্মরণ করে উদাস হয়ে গেলেন, **আল্লাহ**র দীদার এবং বিশেষ দানের সময়ও উম্মতকে স্মরণ করেন। (বুখারী, কিতাবুত তাওহিদ, ৪/৫৮১, হাদীস নং- ৭৫১৭)

সারা জীবন (বিভিন্ন সময়ে) উম্মতের জন্য আবেগাপ্লুত ছিলেন। (মুসলিম, বাবু দোয়ায়িন নবী লি উম্মতি, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০২)

যখন কবর শরীফে নামানো হলো, মুবারক ঠোঁট নড়ে উঠলো, অনেক সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কান লাগিয়ে শুনলেন, ধীরে ধীরে **"আমার উম্মত"** বলছিলেন। (আশিকে আকবর, ৪৭ পৃষ্ঠা) কিয়ামতেরও তাঁরই নিকট আশ্রয় পাওয়া যাবে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام থেকে "نَفْسِیْ نَفْسِیْ اِذْهَبُوْا اِلٰی غَیْرِیْ" (অর্থাৎ আজ আমার নিজের চিন্তা, অন্য কারো নিকট যাও) শুনা যাবে এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঠোঁটে "یَارَبِّ اُمَّتِیْ اُمَّتِیْ" (**হে রব**! আমার উম্মতকে ক্ষমা করে দাও) এর আওয়াজ হবে। (মুসলিম, বাবু আদনা আহলুল জান্নাতি মঞ্জিলাতি ফিহা, ১০৫,১০৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৯৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতের গুনাহগারদের কিরূপ ভালবাসেন এবং **তাঁর** আপন উম্মতের প্রতি

কিরূপ মনযোগ আর অন্যদিকে যদি আমরা এই উম্মতের অবস্থা সম্পর্কে নিরীক্ষণ করি তবে এই নির্মম বাস্তবতা (Reality) সামনে আসবে যে, উম্মতে মুসলিমার অধিকাংশই এখন এই **আপন দয়ালু আক্বা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহ ও বাণী সমূহকে ভুলে গিয়ে ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায়ে উদাসিন হয়ে নফস ও শয়তানের অনুসরনে মত্ত রয়েছে, কোরআনে করীমের বাণী সমূহকে ভুলে গেছে, ইলমের গুরুত্ব বুঝা থেকে বঞ্চিত হতে দেখা যাচ্ছে, নিজেদের বুযুর্গদের শিক্ষাকে একেবারেই ভুলে বসেছে, সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে ফ্যাশনের চোরাবালিতে পতিত হচ্ছে, **আল্লাহ পাক** ও বান্দাদের হক আদায়ের গুরুত্ব থেকে উদাসিন হয়ে গেছে, সম্পর্ক ছিন্ন করার আপদে লিপ্ত রয়েছে, আর মিথ্যা, গীবত, হিংসা, অহঙ্কার, ওয়াদা খেলাফী, অত্যাচার, দোষ অন্বেষণ, পিতামাতার অবাধ্যতা, অশ্লিলতা এবং বেপর্দার ন্যায় অনেক ধ্বংসময় মন্দ কাজের শিকার হচ্ছে।

ওয়াহী উম্মত খাতাও মে পড়ি হে রাত মে জিন কে,
লিয়ে রূয়া কায়ে মা'নিনদ শবনম ইয়া রাসূলাল্লাহ! (ওয়াসায়েলে বখশিশ ৩৩৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস নং-১৭৫)

সুন্নাতে আম করে দ্বীন কা হাম কাম করে নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে

পোষাক পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনরা! আসুন! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর **"১৬৩টি মাদানী ফুল"** রিসালা থেকে পোষাক পরিধান সম্পর্কে মাদানী ফুল শুনি। প্রথমে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী: (১) "জ্বীনের দৃষ্টি ও মানুষের লজ্জাস্থানের মাঝখানে পর্দা হচ্ছে, যখন কেউ

কাপড় খুলে তবে بِسۡمِ اللّٰه পাঠ করা।” (মুজামুল আওসাত, ২/৫৯, হাদীস নং-২৫০৪) হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ বলেন: যেরূপ দেয়াল ও পর্দা মানুষের দৃষ্টি আড়াল হয়, অনুরূপ এই **আল্লাহ পাকের** যিকির জ্বীনদের দৃষ্টি থেকে আড়াল হবে, যার কারণে জ্বিন তা (অর্থাৎ লজ্জাস্থান) দেখবে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ১/২৬৮) (২) “যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্তেও বিনয়বশতঃ উন্নত কাপড় পরিধান করা পরিহার করে, **আল্লাহ পাক** তাকে সম্মানের (কারামাতের) পোশাক পরিধান করাবেন।” (আবু দাউদ, ৪/৩২৬, হাদীস নং-৪৭৭৮) ☆ যে পোশাক হারাম উপার্জনের হয়, তা দ্বারা ফরয ও নফল কোন নামায কবুল হয় না। (কাশফুল ইলতেবাছ ফি ইস্তেহবাবিল লিবাস, ৪১ পৃষ্ঠা) ☆ পরিধান করার সময় ডান দিক থেকে আরম্ব করুন (কেননা, এটা সুন্নাত) মহিলা মহিলা সূলভ পোশাকই পরিধান করুন। ছোট ছেলে-মেয়েদের ক্ষেত্রেও এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু’টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর দু’টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِيۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

সুন্দর ও জ্ঞানী সন্তানের জন্য

গর্ভবতী যদি বেশি পরিমাণে বাঙ্গি খায় তাহলে সন্তান সুন্দর ও সুস্থ হবে اِنۡ شَآءَ اللّٰه, আর যদি গর্ভবতী পরাশ সীমের বীচি বেশি পরিমাণে খায়, তবে সন্তান বিবেক সম্পন্ন হবে اِنۡ شَآءَ اللّٰه।

বয়ান: ১০

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকে**র আরশ ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না, তিন ধরনের ব্যক্তি **আল্লাহ পাকে**র আরশের ছায়ায় থাকবে। (১) ঐ ব্যক্তি, যে আমার উম্মতের কষ্ট দূর করবে, (২) আমার সুন্নাতকে জীবিত কারী এবং (৩) আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠকারী।[১]

শাফেয়ে রোযে জযা তুম পে করোড়ো দুরূদ,
দাফেয়ে জুমলা বালা তুম পে করোড়ো দুরূদ।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৬৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।[২]

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

---

১. আল বদরুস সাফির লিস সয়ুতী, ১৩১ পৃষ্ঠা, হাদীস ৩৬৬।
২. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজকের আমাদের বয়ান আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর তাসাউফের ঘটনাবলী সম্বলিত হবে, সর্ব প্রথম আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বাইয়াত ও খেলাফতের একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি (Introduction) এবং তাঁর জীবনের কিছু ঝলক বয়ান হবে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জামাআত সহকারে নামাযের প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিলো, তাঁর তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টিতা কিরূপ উচ্চ মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছিলো, সে সম্পর্কে তাঁর জীবনের কিছু ঘটনাবলীও আমরা শুনবো, শরীয়ত বিরোধী কাজকে তরীকতের নাম প্রদানকারীদের ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম যে বাণী সমূহ দিয়েছেন, তাও বয়ান করা হবে। **আল্লাহ পাক** যেনো আমাদেরকে একনিষ্ঠভাবে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভাল ভাল নিয়্যতে বয়ান শুনার সৌভাগ্য নসীব করেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বাইয়াত ও খেলাফত

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা **"পীর পর এতেরায মানআ হে"** এর ৪৭নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ একুশ বছর বয়সে তাঁর সম্মানিত পিতা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর সাথে হযরত সৈয়দ শাহ আলে রাসূল মারহিরি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হন এবং সিলসিলায়ে আলীয়া কাদেরীয়ায় তাঁর নিকট বাইয়াত হন। তাঁর কামিল মুর্শিদ (আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে মুরীদ বানানোর পাশাপাশি) সকল সিলসিলার অনুমতি ও খেলাফত এবং হাদীসের সনদও প্রদান করেন। অথচ হযরত শাহ আলে রাসূল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খেলাফত ও অনুমতির ব্যাপারে খুবই সাবধানতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু যখন আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে মুরীদ হওয়ার সাথেসাথেই সকল সিলসিলার অনুমতি অর্জিত হয়, তখন খানকার একজন খাদিমের সেটা সহ্য হলো না। আরয করলো: হুযুর! আপনার খান্দানে তো খেলাফত অনেক রিয়াযত এবং সাধনা করার পর দেয়া হয়। ইনাকে আপনি এত দ্রুত খেলাফত প্রদান করে দিলেন। হযরত শাহ আলে রাসূল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই ব্যক্তিকে বললেন: মানুষ ময়লা অন্তর ও নফস নিয়ে আসে, তা পরিষ্কার করতে অনেক সময় লেগে যায় কিন্তু সে পবিত্র অন্তর সহকারে এসেছিলো। শুধুমাত্র সম্পর্কের প্রয়োজন ছিলো, তা আমি প্রদান করেছি। অতঃপর উপস্থিত জনতাকে (Audience) উদ্দেশ্য করে বললেন: আমি অনেকদিন ধনে একটি বিষয়ে চিন্তায় ছিলাম। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه তা আজ দূর হয়ে গেছে। কিয়ামতে যখন **আল্লাহ পাক** জিজ্ঞাসা করবেন যে, **আলে রাসূল! আমার জন্য কি এনেছো? তখন আমি আমার মুরীদ আহমদ রযা খানকে উপস্থাপন করে দিবো।** অতঃপর তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে ঐ সকল আমল ও ওযীফা প্রদান করে দিলেন যা বারাকাতি সিলসিলায় বংশ পরম্পরায় চলে আসছে।

জু হে আল্লাহ কা ওলী বে শক আশিকে সাদিকে নবী বে শক,
গউসে আযম কা জু হে মাতওয়ালা ওয়াহ কিয়া বাত হে আলা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! আমাদের আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তাসাউফের কিরূপ মহান মর্যাদায় পৌঁছে গিয়েছিলেন, অথচ ২১ বছর বয়সের পূর্ণ যৌবনে তো আশা আকাঙ্ক্ষাও তরুণ হয়ে থাকে, চারিদিক থেকে কামভাবের চাপ থাকে, দুনিয়াবী আরাম আয়েশের প্রতি আগ্রহী হয়ে যায়, নফস ও শয়তান সম্পূর্ণ শক্তি দ্বারা মানুষকে আখিরাতের চিন্তা ও নেক আমল থেকে উদাসীন করে তার কবর ও আখিরাতকে ধ্বংস করাতে লিপ্ত থাকে, মানুষের ধন সম্পদ জমা করা এবং ব্যাংক ব্যালেন্স বৃদ্ধির ভুত চেপে থাকে, মোটকথা এই বয়সে মানুষ সাধারণত **আল্লাহ পাকের** স্মরণ থেকে উদাসীন থাকে, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর প্রতি! যিনি যৌবনের নেয়ামতের গুরুত্ব দিয়ে এর সকল মন্দ বিষয় থেকে নিজেকে এবং বাতিনকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখেন, বাল্যকাল থেকেই ধর্মভীরুতা ও তাকওয়া অবলম্বন করেন আর সুন্নাত অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করেন, অতএব যখন তিনি তাঁর উজ্জল বাতিন সহকারে হযরত শাহ আলে রাসূল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর পবিত্র দরবারে উপস্থিত হন তখন তিনি তাঁর নূরানী অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তাঁর বাতিনকে পর্যবেক্ষণ করে নেন এবং সাথেসাথেই তাঁকে অনুমতি ও খেলাফত এবং হাদীসের সনদ প্রদান করে দেন, এসকল নেয়ামত ও অনুগ্রহ দ্বারা ধন্য করার পর তাঁর পীর ও মুর্শিদ নিজের এই কামিল মুরীদের শান ও মহত্বকে এভাবে জাগ্রত করেন যে, কিয়ামতে যখন **আল্লাহ পাক** জিজ্ঞাসা করবে যে, **“আলে রাসূল! আমার জন্য কি এসেছো? তখন আমি আমার মুরীদ আহমদ রযা খানকে উপস্থাপন করে দিবো।”**

বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে এই মাদানী ফুলও অর্জিত হলো যে, যদি পীর নিজের কোন মুরীদকে কিছু দান করে তবে এই দানের ব্যাপারে সে যেনো তার পীর ভাইকে হিংসা না করে, অন্যথায় এর ক্ষতি স্বয়ং হিংসাকারীকেই বহন করতে হবে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল ওয়াহাব শা’রানী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: মুরীদের জন্য আবশ্যক যে, যখন তার মুর্শিদ তার পীর ভাইদের মধ্যে কোন একজনকে তার সামনে অগ্রসর করে দেয় (বা কোন পদ প্রদান করে) তবে সে

যেনো আপন মুর্শিদের আদবের কারণে আপন এই পীর ভাইয়ের খেদমত (এবং আনুগত্য) করে আর হিংসা যেনো কখনোই না করে। অন্যথায় তার দৃঢ় কদম পিছলে যাবে এবং সে অনেক বড় ক্ষতির সম্মুখীন হবে। কিন্তু যদি মুরীদ আপন পীর ভাই থেকে অগ্রসর হতে চায় তবে তার উচিৎ যে, সে যেনো আপন মুর্শিদের একান্ত আনুগত্য করে এবং নিজেকে এমন গুণাবলী দ্বারা সজ্জিত করে নেয়, যার মাধ্যমে সে অগ্রসর হওয়ার উপযুক্ত হয়ে যায় এবং তখন মুর্শিদও তাকে সেই পীর ভাইয়ের ন্যায় অন্য পীর ভাইদের থেকে অগ্রসর করে দিবে, কেননা মুর্শিদ তো মুরীদদের শাসক এবং তাদের মধ্যে ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে থাকে আর খুবই কমই যে, কোন মুরীদ এই রোগ থেকে বেঁচে যায়।(১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং তাঁর জীবনের কিছু ঝলক অবলোকন করি:

আলা হযরতের পরিচিতি এবং তাঁর জীবনের কিছু ঝলক

☆ আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সৌভাগ্যমন্ডিত জন্ম বেরেলী শরীফে ১০ শাওয়ালুল মুকার্‌রম ১২৭২ হিজরী শনিবার যোহরের সময় অনুযায়ী ১৪ জুন ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে হয়েছিলো।(২) ☆ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বংশীয়ভাবে পাঠান, মসলক হানাফী এবং কাদেরী তরীকতের অনুসারী ছিলেন। ☆ তাঁর পিতা মহোদয়ের নাম মাওলানা নকী আলী খান (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه) এবং দাদার নাম মুফতী রযা আলী খান (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه)।(৩) ☆ তাঁর জন্মগত নাম **"মুহাম্মদ"**। ☆ সম্মানিতা আম্মাজান **"আম্মান মিয়া"** বলে ডাকতেন। ☆ পিতা মহোদয় এবং অন্যান্য আত্মীয়রা **"আহমদ মিয়া"** এবং দাদাজান **"আহমদ রযা"** নাম রাখেন। ☆ তাঁর

---

১. আনওয়ারুল কুদসীয়া, ২য় অংশ, ২৯ পৃষ্ঠা।
২. হায়াতে আলা হযরত, ১/৫৮।
৩. ফাযেলে বেরলভী ওলামায়ে হিজায কি নযর মে, ৬৭ পৃষ্ঠা।

ঐতিহাসিক নাম **"আল মুখতার"** ছিলো। ✯ আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নিজের নামের পূর্বে **"আব্দুল মুস্তফা"** লিখতেন।[১] ✯ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বাল্যকাল থেকেই অত্যন্ত মেধাবী এবং চুপচাপ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। ✯ ছয় বছরের অল্প বয়সেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মিলাদুন্নবীর একটি সমাবেশে আরবী ভাষায় খুবই বাকপটুতা সহকারে খুতবা প্রদান করে মানুষকে আশ্চার্য করে দেন।[২] ✯ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অট্টহাসি দিতেন না। ✯ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হাই আসলে দাঁত দিয়ে আঙ্গুল কামড়ে ধরতেন এবং কোন আওয়াজ সৃষ্টি হতো না। ✯ কিবলার দিকের আদবের কারণে কুলি করার সময় বাম হাত দাড়ি শরীফের উপর রেখে মাথা ঝুকিয়ে পানি মুখ থেকে ফেলতেন। ✯ কিবলার দিকে কখনো থুথু নিক্ষেপ করতেন না। ✯ কিবলার দিকে পাও লম্বা করতেন না। ✯ পাঁচ ওয়াক্ত নামায মসজিদে জামাআত সহকারে আদায় করতেন। ✯ ফরয নামায পাগড়ী সহকারে পড়তেন। ✯ মিসওয়াক করতেন এবং মাথা মুবারকে তেলও লাগাতেন। ✯ তাঁর জাহির ও বাতিন একই ছিলো, যা কিছু তাঁর মনে আসতো তাই পবিত্র মুখে বলতেন এবং যা কিছু মুখে বলতেন, তার উপর নিজে আমল করতেন। ✯ যখন কোন সুন্নী আলিমের সাথে সাক্ষাত হতো, দেখে খুশি হয়ে যেতেন এবং তাঁকে এমন সম্মান ও গুরুত্ব দিতেন, যার উপযুক্ত তিনি নিজেকে মনে করতেন। ✯ বাড়ি থেকে কোন ভিক্ষুক খালি হাতে ফিরে যেতো না। ✯ হাদীসের কিতাবের উপর অন্য কিতাব রাখতেন না। ✯ মিলাদ শরীফের মজলিশে বিলাদত শরীফের আলোচনার সময় সালাত ও সালাম পাঠ করার জন্য দাঁড়াতেন, অবশিষ্ট শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সময় দুযানু হয়ে বসে থাকতেন।[৩] ✯ যেকোন জিনিস দেয়া নেয়াতে ডান হাতই ব্যবহার করতেন, যদি কখনো গ্রহণকারী তার বাম হাত অগ্রসর করে তবে তিনি সাথে সাথেই মুবারক হাত ফিরিয়ে নিতেন এবং বলতেন যে, ডান হাতে নিন, কেননা বাম হাতে শয়তান নিয়ে থাকে।[৪] ✯ তাঁর

১. তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রযা, ২১ পৃষ্ঠা।
২. ফয়যানে আলা হযরত, ৮৫ পৃষ্ঠা।
৩. ফয়যানে আলা হযরত, ১১৪, ১১৫ পৃষ্ঠা।
৪. ফয়যানে আলা হযরত, ১১ পৃষ্ঠা।

ওফাত ২৫ সফর ১৩৪০ হিজরী, ১৮ অক্টোবর ১৯২১ সালে হয়েছিলো।[১]
✫ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মসজিদের অনেক আদব করতেন। ✫ মসজিদের প্রবেশ করার সময় সর্বদা ডান পা প্রথমে প্রবেশ করাতেন। ✫ আর বের হওয়ার সময় প্রথমে বাম কদম বাম জুতার উপর রাখতেন অতঃপর ডান পায়ে জুতা পরিধান করে বাম পালে জুতা পরিধান করতেন (যাতে সুন্নাত অনুযায়ী আমল হয়ে যায়)।
✫ একদিন ফজরের নামায আদায় করার জন্য অভ্যাসের বিপরীত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সামান্য দেরী হয়ে গেলো, নামাযীদের দৃষ্টি বারবার তাঁর বাড়ির দিকে যাচ্ছিলো, এরূপ অপেক্ষার সময় দ্রুত আগমন করলেন, এই দ্রুততায় সুন্নাতের অনুসরণের অবস্থা এমন ছিলো যে, মসজিদের দরজায় যখন তখন তাঁর পা পৌঁছলো তখন ডান পা, মসজিদের নতুন মেঝে ও পুরোনো মেঝেতে যখন পা আসলো তখনও ডান পা, সামনে অগ্রসর হয়ে মসজিদের বারান্দায় একটি চাটাই বিছানো ছিলো তাতেও যখন পা পৌঁছলো তখন ডান পা এবং এতেই ক্ষান্ত হননি, প্রতিটি কাতারে প্রথমে ডান পাই রাখলেন, এমনকি মেহরাবের মুসল্লায়ও ডান পাই রাখলেন।[২]

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **“ওয়াসয়িলে বখশীশ”** এ লিখেন:

ইস কি হাসতি মে থা আমলে জুহার — সুন্নাতে মুস্তফা কা ওহ পেয়কর,
আলিমে দ্বীন, সাহিবে তাকওয়া — ওয়াহ কিয়া বাত হে আলা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

তাসাউফ কিসের নাম?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরীয়তের অনেক বড় মুফতী এবং তাসাউফে অলীয়ে কামিলের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। মনে রাখবেন! **তাসাউফ** হলো শরীয়তের অনুসরণের নাম, **তাসাউফ** হলো গুনাহ থেকে

১. ফয়যানে আলা হযরত, ২৩১ পৃষ্ঠা।
২. ফয়যানে আলা হযরত, ১২০ পৃষ্ঠা।

বিরত থাকার নাম, **তাসাউফ** হলো সুন্নাতের উপর আমলকারী হওয়ার নাম, **তাসাউফ** হলো **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি মূলক কাজ করার নাম, **তাসাউফ** হলো **আল্লাহ**র হক সমূহ রক্ষনাবেক্ষনের নাম, **তাসাউফ** হলো বান্দার হক আদায়ের নাম, **তাসাউফ** হলো দ্বীনের উপর আমল করার নাম, **তাসাউফ** হলো ফরয ও ওয়াজিবের পাশাপাশি ইশরাক ও চাশত এবং তাহাজ্জুদও নিয়মিত আদায় করার নাম, **তাসাউফ** হলো ফরয ও ওয়াজিব এবং মুস্তাহাব সমূহ পালন করার নাম, **তাসাউফ** হলো মুসলমানে দুঃখ দুর্দশা লাঘব করার নাম, **তাসাউফ** হলো সদাচরণের নাম, **তাসাউফ** হলো মুসলমানের কল্যাণ কামনার নাম, **তাসাউফ** হলো অপরকে খেদমত করার নাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নামে নয় বরং সত্যিকার অর্থে সূফী ছিলেন এবং তাসাউফের নির্দশনাবলী তাঁর পবিত্র স্বত্বায় পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যেতো এবং মুসলমানের কল্যাণ কামনার প্রেরণা তাঁর অন্তরে ভরা ছিলো। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শুনি এবং এর থেকে শিক্ষা অর্জন করি ও মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিই:

রোগীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য শহরের বাইরে গেলেন

একবার শেরপুর পিলীভেত জেলার দু'জন ব্যক্তি যারা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ভক্ত ছিলো, তাদের আত্মীয় কোন মহিলা অসুস্থ হলে তখন শেরপুর থেকে কিছু লোক আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে নিতে আসলো এবং সাথে যাওয়ার জন্য খুবই জোড় করলো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাদের সাথে যাওয়ার ওয়াদা করলেন, স্টেশনে অনেক লোক স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলো, তাঁকে খুবই আরাম ও নিরাপত্তার সহিত নিয়ে গেলেন। যখনই আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখানে পৌঁছলেন তখন এক ব্যক্তি আসলো এবং আরয করলো যে, হুযুর! আপনি সম্ভবত ট্রেনে আরোহন করেছেন আর এদিকে রোগী সুস্থ হতে শুরু করলো। এবার হুযুরের কদম মুবারক পড়েছে, তবে একেবারে সুস্থতা অর্জন করবে اِنْ شَآءَ الله। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেখানে দু'দিন অবস্থান করলেন, **আল্লাহ**

পাকের দয়া ও অনুগ্রহে রোগী সুস্থ হয়ে গেলো, খুবই আদব ও সম্মানের সহিত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বিদায় দেয়া হলো।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন কারামত সম্পন্ন অলী ছিলেন, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র স্বত্বার বরকতে অসুস্থ রোগী সুস্থ হয়ে যেতো, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দিনরাত দ্বীনের খেদমতে ব্যস্ত থাকার পরও মানুষে মনতুষ্টিতে অগ্রগামী থাকতেন। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরয়ী কারণ ব্যতীত কারো মনে কষ্ট দিতেন না, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখনই কারো সাথে ওয়াদা করতেন, তবে তা অবশ্যই পূরণ করতেন, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রোগী সেবার করার সুন্নাতের উপর আমল করতেন। এবার আমরা আমাদের হিসাব করি যে, দ্বীনের খেদমতের এই মাদানী প্রেরণা আমাদের মাঝেও কি বিদ্যমান আছে? আমাদের অন্তরও কি মুসলমানের মন খুশি করার প্রেরণা দ্বারা পূর্ণ? আমরাও কি ওয়াদা রক্ষা করি? আমাদেরও কি রোগীর সেবার করার সৌভাগ্য অর্জিত হয়? যদি না হয়! তবে আসুন! একত্রে মিলে নিয়্যত করি যে, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে ব্যাপকহারে দ্বীন ইসলামের খেদমত করবো, মুসলমানের অন্তর খুশি করাতে অগ্রণী ভূমিকা রাখি, শরীয়তের বিনা কারণে কোন মুসলমানের মনে কষ্ট দিবো না, ওয়াদা করলে তবে তা অবশ্যই রক্ষা করবো, রোগীর (Patients) সেবা করার সুন্নাতের উপর আমল করার পূর্ণ চেষ্টা করবো। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ভন্ড সূফী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্তমানে তাসাউফকে আলাদা রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে, শরীয়তের বিরোধীতাকারী এবং অনৈতিকতা ও গুনাহে লিপ্ত লোকেরা তাসাউফ ও তরীকতের আড়ালে সাধারন মানুষকে বোকা বানাচ্ছে। মনে

১. ফয়যানে আলা হযরত, ১৮৩ পৃষ্ঠা।

রাখবেন! তাসাউফ শরীয়তের বিরোধীতা করা, নামায ছেড়ে দেয়ার নাম নয়, তাসাউফ মাদকের নেশায় ডুবে তরীকত তরীকত করা, চুল লম্বা করা এবং রঙ বেরঙের পোশাক পড়ার নাম নয়।

জাহেরী ও বাতেনী শরীয়তের বাস্তবতা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে এই প্রশ্ন করা হলো যে, অনেকে নিজেকে মাজযুব বা ফকির নাম দিয়ে শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপকে مَعَاذَ الله নিজের জন্য জায়িয করে নিয়ে বলে, এটা তরীকতের ব্যাপার, এটাতো ফকিরি লাইন, সবাই বুঝবে না। অতঃপর যদি তাদেরকে নামায পড়তে বলা হয়, তবে مَعَاذَ الله বলে থাক যে, এটা হলো জাহেরী শরীয়ত, জাহেরী লোকের জন্য, আমরা বাতেনী শরীর সহকারে কাবা শরীফ বা মদীনায় নামায পড়ি ইত্যাদি। এরূপ লোকদের ব্যাপারে আপনি কি বলবেন? এই প্রশ্নের উত্তরে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন:

শরীয়ত ছেড়ে দিয়ে শরীয়ত বিরোধী কাজকে তরীকত আ ফকিরি লাইন ঘোষণা করা বা তরীকতকে শরীয়ত থেকে পৃথক মনে করা পথভ্রষ্টতা। আমার আক্বা আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরীয়ত ও তরীকতের পারস্পরিক সম্পর্ককে এভাবে বর্ণনা করেন: শরীয়ত হলো উৎপত্তিস্থল আর তরীকত হলো তা থেকে নির্গত হওয়ার একটি নদী। সাধারণত কোন উৎস অর্থাৎ উৎপত্তিস্থল থেকে যদি নদী প্রবাহিত হয় তবে তা মাটিকে ভিজিয়ে দিতে উৎসের প্রয়োজন হয়না কিন্তু শরীয়ত হলো সেই উৎপত্তিস্থল, তা থেকে নির্গত হওয়া নদী অর্থাৎ তরীকতকে সর্বদা এর (উৎসের) প্রয়োজন হয়, যদি শরীয়তের উৎস থেকে তরীকতের নদীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তবে শুধু এটাই নয়, ভবিষ্যতেও এতে পানি আসবে না বরং এই সম্পর্ক ছিন্ন হতেই তরীকতের নদী সাথে সাথেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।[১]

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫২৫। ফয়যানে মাদানী মুযাকারা, ১০ পর্ব, অলী আল্লাহর পরিচয়, ২১ পৃষ্ঠা।

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: তরীকত শরীয়তের বিরোধী নয়, তা শরীয়তেরই বাতেনী অংশ, অনেক মূর্খ সূফী নামধারী এরূপ বলে দেয় যে, তরীকত এক জিনিস আর শরীয়ত আরেক জিনিস, এটা সম্পূর্ণরূপে পথভ্রষ্টতা এবং এরূপ ভ্রান্ত ধারনার কারণে নিজেকে শরীয়ত থেকে মুক্ত মনে করা অকাট্য কুফরী ও বেদ্বীনি কাজ। শরীয়তের আহকামের অনুসরণ করা থেকে কোন মহান অলীও মুক্ত হতে পারে না। অনেক মূর্খ যারা এরূপ বলে দেয় যে, শরীয়ত হলো রাস্তা আর রাস্তা প্রয়োজন তাদেরই যারা গন্তব্যে পৌঁছতে চায়, আমরা তো পৌঁছে গেছি। হযরত জুনাইদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه তাদেরকে বলেন: صَدَقُوْا لَقَدْ وَصَلُوْا، وَلٰكِنْ اِلٰى اَيْنَ؟ اِلَى النَّارِ অর্থাৎ তারা সত্যি বলছে, নিশ্চয় পৌঁছে গেছে, কিন্তু কোথায়? জাহান্নামে।(১) তবে যদি মজযুবিয়তের কারণে জ্ঞান লোপ পায়, যেমন বেহুঁশ ব্যক্তি, তবে তার জন্য শরীয়তের কলম উঠে যাবে কিন্তু এটাও বুঝে নাও, যারা এধরনের হবে, তাদের এরূপ ব্যাপার কখনোই হবে না, শরীয়তের বিরোধীতা কখনোই করবে না।(২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! তাসাউফের অধ্যায়টি খুবই ব্যাপক, সুফীয়ায়ে কিরামগণ তাসাউফের বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, অতএব বর্ণিত আছে যে, বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা এবং তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টিতা অবলম্বন করার নাম হলো তাসাউফ।(৩)

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বিনয় ও নম্রতার অনুসারী হওয়ার পাশাপাশি তাওয়াক্কুল ও অল্পেতুষ্টিতার অমূল্য দৌলত দ্বারাও সমৃদ্ধ ছিলেন এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه খুবই কম আহার করতেন, তাঁর সাধারণ খাবার ছিলো চাক্কির পেষন করা আটার রুটি এবং ছাগলের কোরমা, শেষ বয়সে এই

১. আল ইউয়াকিয়্যত ওয়াল জাওয়াহির, আল ফসলুর রাবেয়ে, ২০৬ পৃষ্ঠা।
২. বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১/২৬৫-২৬৭।
৩. আল্লাহ ওয়ালোঁ কি বাতেঁ, ৫/৩৯।

খাবার আরো কমে গিয়ে শুধুমাত্র এক বাটি ছাগলের মাংসের ঝোল, মরিচ বিহীন আর এক দেড়টি সূজির বিস্কুট আহার করতেন, মোটকথা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই সাধাসিধে ছিলেন।[১] অনুরূপ ভাবে রোযা রাখা তাঁর খুবই পছন্দ ছিলো, যেমনি অসুস্থ হতেন না কেন, যতই দূর্বল হতেন না কেন (রমযান মাসের) রোযা কখনোই ছাড়তেন না, তাঁর ভাতিজা এবং খলিফা মাওলানা হাসানাঈন রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: রোযার কাযার ব্যাপারে না তাঁর বড়দের থেকে শুনেছি, না কোন সমবয়সীরা বলেছেন না আমরা ছোটরা কখনো রমযানুল মুবারক মাসে কোন রোযা কাযা করতে দেখেছি। অনেকবার রমযানুল মুবারক মাসেও অসুস্থ হয়েছেন কিন্তু আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রোযা ছাড়েননি, যদি কেউ জোড় করে আরযও করতেন যে, এমন অবস্থায় রোযা রাখাতে দূর্বলতা আরো বৃদ্ধি পাবে, তখন বলতেন: অসুস্থ হলে চিকিৎসা করাবো না? লোকেরা আশ্চার্য হয়ে বলতো যে, রোযা কি কোন চিকিৎসা। বলতেন: অবশ্যই চিকিৎসা, **আমার আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একে চিকিৎসা বলে গেছেন। ইরশাদ করেন: صُوْمُوْا تَصِحُّوْا অর্থাৎ রোযা রাখো, সবল হয়ে যাবে।[২] যখন ১৩৩৯ হিজরীর রমযান মাস মে, জুন ১৯২১ হিজরীতে আসলো এবং লাগাতার অসুস্থতা ও প্রবল দূর্বরতার কারণে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের মাঝে গরমের মৌসুমে রোযা রাখার শক্তি পেলো না তখন নিজের জন্য এই দিলেন যে, পাহাড়ী এলাকায় শীত থাকে, সেখানে রোযা রাখা সম্ভব, সুতরাং রোযা রাখার জন্য সেখানে যাওয়া সামর্থ থাকার কারণে ফরয হয়ে গেছে। অতঃপর তিনি রোযা রাখার জন্য কুহে বুয়ালী, নীনিতাল জেলায় চলে গেলেন।[৩] আর এমনও ছিলো না যে, রোযার সময় পেট ভরে খাবার খাওয়া তাঁর অভ্যাস ছিলো, সাধারণ সময়ে যেমন আহার করতেন রমযানে তা আরো কমে যেতো।

---

১. ফয়যানে আলা হযরত, ১১৩ পৃষ্ঠা।
২. মু'জামু আওসাত, ৬/১৪৬, হাদীস ৭৩১২।
৩. তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রযা, ১৩৩ পৃষ্ঠা।

রোযায় এক বেলা আহার

খলিফায়ে আলা হযরত, হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন মিরাটী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বর্ণনা করেন যে, আমি রমযানুল মুবারকের ২০ তারিখ থেকে ইতিকাফ করলাম। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মসজিদের আসার পর বললেন: "ইচ্ছে তো করে যে, আমিও ইতিকাফ করি, কিন্তু (দ্বীনি ব্যস্ততার কারণে) অবসর পাইনা।" অবশেষ ২৬ রমযানুল মুবারক বললেন: "আজ থেকে আমিও ইতিকাফকারী হয়ে যাবো।" হযরত মাওলানা মুহাম্মদ হোসাইন মিরাটী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: "সন্ধ্যায় খেজুর ইত্যাদি দ্বারা ইফতার তো করে নিতেন কিন্তু আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কে খাবার খেতে আমি কখনো দেখিনি। সেহেরীর সময় শুধুমাত্র একটি ছোট্ট পাত্রে ফিরনী এবং এক বাটি চাটনি আসতো, তা খেয়ে নিতেন।" একদিন আমি জিজ্ঞাসা করলাম: "হুযুর! ফিরনী ও চাটনীর সাথে সম্পর্ক কি?" বললেন: "লবণ দিয়ে খাবার শুরু করা এবং লবণ দিয়ে শেষ করা সুন্নাত, এই জন্যই চাটনী আসে।"[১]

মুস্তফা কা ওহ লাডলা পেয়ারা, ওয়াহ কিয়া বাত হে আলা হযরত কি।
গউসে আযম কি আঁখ কা তারা, ওয়াহ কিয়া বাত হে আলা হযরত কি।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! সুন্নাতের অনুসারী, আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه মিষ্টি ফিরনীর পূর্বে এবং পরে এই জন্যই লবণাক্ত চাটনী ব্যবহার করতেন, যেনো খাবারের শুরু এবং শেষে লবণ ব্যবহার করার সুন্নাত আদায় হয়ে যায়। খাবারের শুরু ও শেষে লবণ (বা লবণাক্ত) খাবারে اَلْحَمْدُ لله সত্তরটি (৭০) রোগ দূর হয়ে যায়।[২] **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহ যে, তিনি আমরা গুনাহগারদেরকে রযার আঁচলে সম্পৃক্ত হওয়ার এবং আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সদকায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আঁচল দান করেছেন কিন্তু আমাদের কি হয়ে গেলো যে, আমরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে আছি, একটা সময় ছিলো যখন

১. ফয়যানে আলা হযরত, ১১৩ পৃষ্ঠা।
২. ফয়যানে সুন্নাত, ৬৫৯ পৃষ্ঠা।

দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়া বা খাওয়ানোকে খুবই খারাপ মনে করা হতো কিন্তু এখন এরূপ করা যেনো একটি ফ্যাশন হয়ে যাচ্ছে, একটা সময় ছিলো যখন বাম হাতে খাওয়া দাওয়াতে দোষ মনে করা হতো এবং সাথেসাথেই সংশোধন করা হতো আর এখন বাম হাতে খাবার খাওয়াকে **“শিশুকালের অভ্যাস”** বলে হেলা করা হয় আর সংশোধনকারীকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা হয়, একটা সময় ছিলো যখন এক একটি গ্রাসের কদর করা হতো এবং পাত্র পরিষ্কার করে খাবারকে নষ্ট হওয়া থেকে বাঁচানো হতো কিন্তু এখন খাবার জেনে শুনে নষ্ট করে দেয়া হয়, একটা সময় ছিলো যখন মুসলমানের শিশুরা পর্যন্ত সুন্নাতের প্রেমিক ছিলো কিন্তু এখন সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা শেষ হয়ে যাচ্ছে, একটা সময় ছিলো যখন নাজায়িয ফ্যাশনকারীকে সকলেই খারাপ মনে করতো কিন্তু এখন একে গর্বের বিষয় মনে করা হয়, একটা সময় ছিলো যখন সুন্নাতের অনুসারীদের সব জায়গায় সম্মান করা হতো কিন্তু এখন সুন্নাতের অনুসারী ইসলামী বোনদের বিভিন্ন ভাবে কষ্ট দেয়া হয়, প্রাণভরে তাদেরকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করা হয়, তাদের মনে কষ্ট দেয়া হয় এবং তাদেরকে উদ্ভত উদ্ভত উপাধী দেয়া হয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! সূফীয়ায়ে কিরাম পবিত্র শরীয়তের অনুসরণকারী, নফসের চাহিদাকে নিশ্চিহ্নকারী, ফরয ও ওয়াজিবের অনুসারী এবং ইশকে রাসূলকেনিজের অন্তরে লালনকারী হয়ে থাকে। اَلْحَمْدُ لِله আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এমন সূফী ছিলেন, যার মাঝে সকল গুণাবলী পাওয়া যায় এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফরয ও ওয়াজিবের অনুসরণের প্রতি খুবই সচেষ্ট ছিলেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে দু'টি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি:

সফর ও অবস্থানে জামাআত সহকারে নামাযের নিয়মানুবর্তিতা

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সফর ও অবস্থানে, সুস্থতা ও অসুস্থতা সর্বাবস্তায় জামাআত সহকারে নামায আদায় করাকে অবশ্যই মনে রাখতেন। যদি কোন গাড়িতে করে সফরে যাওয়ার সময় স্টেশনে নামাযের জন্য না দাঁড়ায় তবে তিনি

সেই গাড়িতে সফরই করতেন না এবং অন্য গাড়ির জন্য অপেক্ষা করতেন অথবা জামাআত সহকারে নামায পড়ার জন্য কোন স্টেশনে নেমে যেতেন এবং সেই গাড়ি ছেড়ে দিতেন অতঃপর জামাআত সহকারে নামায আদায় করার পর যে গাড়ি পাওয়া যেতো তাতেই সফর সম্পন্ন করতেন।(১)

নামাযের প্রতি ভালবাসার অবস্থা

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল পেঁকে গিয়েছিলো, এর বিশেষ সার্জন (অর্থাৎ যে শহরের সবচেয়ে ভাল সার্জন ছিলো সে) এর অপারেশ করলো, ব্যান্ডেজ বেঁধে দেয়ার সে আরয করলো: হুযুর! যদি নাড়াছাড়া না করেন তবে এই ক্ষত দশ বার দিনের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে, অন্যথায় আরো অনেক সময় লাগবে, সে একথা বলে চলে গেলো, এটা কিভাবে সম্ভব যে, মসজিদে উপস্থিতি এবং জামাআত বর্জন করবেন। যখন যোহরের সময় হলো তখন আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অযু করলেন, দাঁড়াতে পারছিলেন না তাই বসে বসে বাইরের দরজা পর্যন্ত আসলেন, লোকেরা চেয়ারে বসিয়ে মসজিদে পৌঁছে দিলো এবং তখন মহল্লাবাসী ও পরিবারের লোকেরা সিদ্ধান্ত নিলো যে, প্রত্যেক আযানের পর আমরা চারজন শক্তিশালী লোক চেয়ার নিয়ে উপস্থিত হয়ে যাবো এবং খাট থেকেই চেয়ারে বসিয়ে মসজিদে নিয়ে গিয়ে মেহরাবের নিকট বসিয়ে দিবো। এরূপ প্রায় একমাস পর্যন্ত নিয়মিত চলেছিলো, যখন ক্ষত শুকিয়ে গেলো এবং তিনি নিজেই চলতে পারছিলেন তখন তা বন্ধ হলো। আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নামায তো নামাযই তাঁর শরীয়তের বিনা অনুমতিতে সম্ভবত জামাআত বর্জন করেছে এমন কারো স্মরণে নেই।(২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জামাআত সহকারে নামাযের প্রতি কিরূপ ভালবাসা ছিলো যে, কোন

১. ফয়যানে আলা হযরত, ১৩৬ পৃষ্ঠা।
২. ফয়যানে আলা হযরত, ১৩৬ পৃষ্ঠা।

অবস্থাতেই জামাআত বর্জন করা পছন্দ করতেন না, জামাআত সহকারে নামাযের প্রতি তাঁর ভালবাসার অবস্থা দেখুন যে, পায়ে প্রচন্ড ক্ষতের কারণে হাঁটতে সমস্যা হচ্ছিলো কিন্তু তবুও মসজিদের গিয়ে জামাআত সহকারে নামায আদায় করেছেন। বর্ণনাকৃত ঘটনা দু'টি থেকে ঐ সকল ইসলামী বোনদের জন্য শিক্ষার মাদানী ফুল বিদ্যমান, যারা নামাযের সময়ে অহেতুক কথায় বা অহেতুক কাজে ব্যস্ত থাকে।

পুস্তিকা বন্টনের সাড়া জাগিয়ে দিন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه মুসলমানরদের নেককার নামাযী বানানোর জন্য বিভিন্নভাবে নেকীর দাওয়াত দেয়ার প্রেরণা দিতে থাকেন, এর মধ্যে একটি পদ্ধতি হলো যে, পুস্তিকা বন্টন করা। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রায় পুস্তিকা বন্টন করার উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর প্রসিদ্ধ **"নেকীর দাওয়াত"** কিতাবে বলেন:

যেসকল ইসলামী বোনদের সামর্থ্য ও সুযোগ হবে একটি **'মাদানী ব্যাগ'** কিনে নিন আর তাতে আপনার সামর্থ্য অনুযায়ী **'মাকতাবাতুল মদীনার'** প্রকাশিত পুস্তিকা রাখুন। অবশ্যই সারাদিন না হলেও যখনই সুযোগ হয় সেই মাদানী ব্যাগটি নিজের সাথে রাখুন আর পুস্তিকা অন্যদের উপহার দিন। সময় ও সুযোগ অনুযায়ী এটাও করতে পারেন যে, কাউকে শুধু পড়ার জন্য দিন, সে যখন পড়ে ফেরৎ দিবে তখন তাকে আরেকটি পুস্তিকা পড়তে দিন। এতে করে আপনি অনেক সাওয়াব অর্জন করতে পারেন, কিন্তু এসব কিছু আপনার নিজেস্ব টাকা থেকে হতে হবে, এরজন্য চাঁদা সংগ্রহ করবেন না। তাছাড়া জশনে বিলাদতের সময় বা নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময়ে পুস্তিকা বিতরনও করতে পারেন। দরস, ইজতিমা, মাদানী মাশওয়ারায় এবং ইসালে সাওয়াবের মজলিশ সমুহে মাকতাবাতুল মদীনার মাদানী পুস্তিকা বিতরণ করে ব্যাপকহারে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার সাওয়াব অর্জন করুন।(১)

১. নেকীর দাওয়াত, ৩৭৯ পৃষ্ঠা।

পুস্তিকা বিতরন কারীদের প্রতি আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কিরূপ মনোরম দোয়া করছেন:

হার মাহিনে জু কোয়ী বারা রিসালে বাঁট দেয়,
اِنْ شَآءَ الله দো'জাহাঁ মে উস কা বেড়া পাড় হে।

সাপ্তাহিক ইজতিমায় অংশগ্রহনের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لله **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অধিনে ইসলামী বোনদের জন্য অনুষ্ঠিত সুন্নাতে ভরা ইজমিতায় অংশগ্রহনের অসংখ্য বাহার রয়েছে, ইজতিমায় অংশগ্রহনের বরকতে যেমনিভাবে অসংখ্য ইসলামী বোনের তাওবার তৌফিক অর্জিত হয়েছে এবং তারা গুনাহে ভরা জীবন ছেড়ে নেককার হয়ে গেছে, তেমনি অনেক সময় **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় ঈমানোদ্দীপক কারিশমাও প্রকাশ পায়, যেমন; অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ, নিঃসন্তানের সন্তান লাভ, মানসিক বিকারগ্রস্থের মুক্তি অর্জন ইত্যাদি। দেশের অসংখ্য শহর ও গ্রামে এবং পৃথিবীর অসংখ্য স্থানে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক ইজতিমা হয়ে থাকে।

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় কি হয়ে থাকে?

এই সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় কোরআন তিলাওয়াত, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাতে পাক, সুন্নাতে ভরা বয়ান, ভাব গাম্ভির্যপূর্ণ দোয়া, যিকির ও দরূদ, সালাত ও সালামের মাদানী ফুল এবং ইলমে দ্বীনের পুষ্পস্তবক দ্বারা সজ্জিত হয়ে থাকে আর নিঃসন্দেহে এই ধরনেই ইজতিমা সমূহে অংশগ্রহণ করা অসংখ্য সাওয়াব এবং বরকত অর্জনের মাধ্যম।

পবিত্র বিষয় অন্বেষনকারী

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন কিছু এমনও হবে, যারা নবীও নয়, শহীদও নয়, (কিন্তু) তাদের চেহারার নূর দর্শকের দৃষ্টিকে ঝলসিয়ে দিবে। আম্বিয়া ও শহীদরা তাদের মর্যাদা ও **আল্লাহ**র নৈকট্যকে দেখে উৎফুল্লতা প্রকাশ করবে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মধ্যে

কোন এক সাহাবী আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! তারা কারা (সৌভাগ্যবান) হবেন? ইরশাদ করলেন: তারা বিভিন্ন সম্প্রদায় এবং বসতীর লোক হবে, যারা (দুনিয়ায়) **আল্লাহ**কে স্মরণ করার জন্য জড়ো হতো এবং পবিত্র বিষয়াবলী এমনভাবে খুঁজে নিতো, যেভাবে খেজুর ভক্ষনকারীরা উন্নত খেজুর খুঁজে নেয়।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো যে, নেক ইজতিমায় অংশগ্রহণ করার কত বড় ফযীলত রয়েছে, অতএব নিয়্যত করে নিন যে, আগামী ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত নিয়মিত শুধু একা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করবো না বরং অন্যান্য ইসলামী বোনকেও অংশগ্রহণ করাবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নাম রাখার আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে নাম রাখার কিছু সুন্নাত ও আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করছি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবন করি: (১) ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের এবং তোমাদের বাপদাদার নাম সহকারে ডাকা হবে, অতএব নিজেদের উত্তম নাম রাখো।[২] (২) ইরশাদ করেন: আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর নামানুসারে নাম রাখো।[৩] ☆ সন্তানের উপনাম রাখা জায়িয এবং বরকত অর্জনের জন্য বরুযুর্গদের সাথে সম্পর্কযুক্ত উপনাম রাখা উত্তম, যেমন; আবু তুরাব (এটা হযরত আলীউল মুরতাদা رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর উপনাম) ইত্যাদি।[৪] ☆ আব্দুল মুস্তফা, আব্দুন নবী এবং আব্দুর রাসূল নাম রাখা সম্পূর্ণরূপে জায়িয, কেননা তা দ্বারা সম্পর্কের সম্মানই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। আব্দ এর দু'টি অর্থ রয়েছে, বান্দা ও গোলাম, তাই এই নাম রাখাতে কোন সমস্যা নাই। গোলাম মুহাম্মদ, গোলাম

১. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকিরি ওয়াদ দোয়া, ২/২৫২, হাদীস ২৩৩৪।
২. আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি তাগীরুল আসমা, ৪/৩৭৪, হাদীস ৪৯৪৮।
৩. আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবু ফি তাগীরুল আসমা, ৪/৩৭৪, হাদীস ৪৯৫০।
৪. বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৬০৩।

সিদ্দিক, গোলাম ফারুক, গোলাম আলী, গোলাম হোসাইন ইত্যাদি নাম রাখা, যাতে গোলাম দ্বারা ইঙ্গিত আম্বিয়া ও নেককার লোকদের সম্পর্কের প্রতি করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে জায়িয।[১] ✯ মুহাম্মদ বখশ, পীর বখশ এবং এরূপ অন্যান্য নাম রাখা, যাতে নবী বা অলীর নামের সাথে বখশ শব্দটি মিলানো হয়েছে, সম্পূর্ণরূপে জায়িয (কেননা মূলত প্রদানকারী একমাত্র **আল্লাহ পাকই**, **আল্লাহ পাক** যাকে ইচ্ছা অধিকার দেন, আর **আল্লাহ পাক** অধিকার দেয়াতেই কোন নবী, অলী দিতে পারে)[২] ✯ ত্বহা, ইয়াসিন নাম না রাখা উচিৎ, কেননা এই শব্দগুলো হলো মুকাত্তাআতে কোরআনীয়ার অন্তর্ভূক্ত, যার অর্থ জানা নেই।[৩] ✯ যে নাম খারাপ, তা পরিবর্তন করে ভাল নাম রাখা উচিৎ।[৪]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

লিউকোরিয়ার চিকিৎসা

নাস্তা খাওয়ার পর তিনটি শুকনো আনজির (ফল) খাবেন। اِنْ شَآءَ الله উপকার হবে।

---

১. বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৬০৪।
২. বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৬০৪।
৩. বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৬০৫।
৪. বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৬০৪।

বয়ান: ১১

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَامِنْ عَبْدَيْنِ مُتَحَابَّيْنِ فِي اللهِ يَسْتَقْبِلُ اَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَيُصَافِحُه وَيُصَلِّيَانِ عَلَى النَّبِيِّ اِلَّا لَمْ يَفْتَرِقَا حَتّٰى تُغْفَرَ ذُنُوْبُهُمَا مَا تَقَدَّمَ مِنْهُمَا وَمَا تَأَخَّرَ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** জন্য পরস্পর ভালবাসা পোষণকারী যখন পরস্পর সাক্ষাত করে এবং হাত মেলায় আর **নবী** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করে তবে তাদের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৩/৯৫, হাদীস নং-২৯৫১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।(১)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

১. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের এই সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা **"তাবাররুকের বরকত"**, তাবাররুকের প্রমাণে ২টি কোরআনের ঘটনাবলী, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র তাবাররুকের সম্মানের ঘটনাবলী, তাবাররুকের সম্মানের উপকারীতা এবং তাবাররুকের প্রতি বেআদবীর ক্ষতি সম্পর্কে শুনবো। পাশপাশি কিছু মাদানী ফুলের সুবাসের দ্বারা অন্তর ও মস্তিষ্ক সতেজ করবো, আল্লাহ পাক যদি চাই আমরা সম্পূর্ণ বয়ান মনযোগ সহকারে শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। অনেক ইসলামী বোন বয়ানের মধ্যখানে তাসবীর মাধ্যমে যিকির ও দরূদ শরীফ ইত্যাদি পাঠ করে থাকে, মনে রাখবেন! এটা ঐসময় নয়, আমরা তো ইলমে দ্বীন শেখার নিয়্যতে এখানে একত্রিত হয়েছি, তাই বয়ানে মধ্যখানেও সম্পূর্ণ মনযোগ বয়ানের দিকে হওয়া চাই, ঐভাবে ইলমে দ্বীন শেখার লক্ষ্যে বয়ান শ্রবণ করাও আল্লাহর যিকিরের অর্ন্তভূক্ত।

অনাবৃষ্টি থেকে মুক্তি অর্জিত হলো!

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একদা অনাবৃষ্টি দেখা দিলো, লোকেরা অনেক দোয়া করা সত্ত্বেও বৃষ্টি হচ্ছিলো না। অতএব হযরত সায়্যিদুনা বাবা নিজামুদ্দিন আউলিয়া رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ তাঁর আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর কাপড়ের একটি সুঁতা হাতে নিয়ে আরয করলেন: **হে আল্লাহ পাক**! এটা সেই মহিলার আঁচলের সুঁতা! যেই মহিলার উপর কখনও কোন পুরুষের দৃষ্টি পড়েনি। **হে আমার মাওলা!** এই সুঁতার ওসীলায় রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ করো! তখনও দোয়া শেষ হয়নি, রহমতের মেঘ ছেয়ে গেলো এবং রিমঝিম রিমঝিম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেলো। (আখবারুল আখইয়ার, ২৯৪ পৃষ্ঠা)

তাবাররুকের উপকারীতা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن শরীরের সাথে সম্পর্কিত পোশাকের একটি সুঁতারও কিরূপ শান যে, তা হাতে রেখে করা প্রার্থনা কবুল হয়ে গেছে। যেই **আল্লাহ পাক** সকল বরকতে মালিক, সেই **আল্লাহ পাক তাঁর** ঐসকল নেককার বান্দাদেরকে দুনিয়ায় এমন বরকত দ্বারা ধন্য করেন, যেসকল জিনিস এর সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়, তাও বরকতময় হয়ে যায়।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام, সাহাবয়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সাথে সম্পর্কিত জিনিস অনেক বরকতময় এবং ফয়েয প্রদানকারী হয়ে থাকে, অর্থাৎ সম্মানিত তাবাররুকের আদব ও সম্মানকারী সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূলের এই তাবাররুক দ্বারা অনেক ফয়েয অর্জিত হয়।

আসুন! শুনি তাবাররুক দ্বারা উদ্দেশ্য কি? যেমনিভাবে-

তাবাররুক কাকে বলে...?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! তাবাররুক দ্বারা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن ঐসকল জিনিস

যা বরকত হিসেবে রাখা হয়। (তাবাররুকাত কা সবুত, ২ পৃষ্ঠা) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শরীর মুবারকের সাথে স্পর্শ (Touch) হওয়া এবং সম্পর্কিত প্রতিটি জিনিসও বরকতময়, অনুরূপভাবে সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن এর মুবারক শরীরের সাথে স্পর্শ হওয়া (এবং সম্পর্কিত) প্রতিটি জিনিসই বরকতময় এবং সম্মানের উপযুক্ত। (তাবাররুকাত কা সবুত, ৪ পৃষ্ঠা) সুতরাং আমাদের ঐসকল জিনিসের আদব ও সম্মান করা উচিৎ, যা বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায়। তাঁদের মুয়ে মুবারক (চুল), জামা, জুব্বা, চাদর, পেয়ালা, তাঁদের উচ্ছিষ্ট, মোটকথা! তাঁদের সাথে সম্পর্কিত কোন খড় হোক বা পোশাকের সুঁতা, এর আদব ও সম্মান করাতেও اِنْ شَآءَ الله বরকত নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফয়েয পাওয়ার জন্য পরিপূর্ণ আস্থা রাখা শর্ত!

তাবাররুক থেকে ফয়েয পাওয়ার জন্য বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া উচিৎ, বিশ্বাস যেনো নড়বড়ে না হয়, যেমন; এরূপ ভাবা যে, মুয়ে মুবারক (চুল) থেকে বরকত অর্জিত হয় নাকি হয়না, যমযম শরীফ পান করাতে রোগ দূর হবে কি নাকি হবে না? তাবীয দ্বারা বিপদ দূর হয় নাকি হয়না ইত্যাদি। এমনিভাবে নড়বড়ে এবং অদ্ভুদ মানসিকতায় কোন ওযীফা বা তাবীয উপকৃত করে না। ফয়েযও সেরূপ বেশি হবে, কেননা ফয়েয অর্জনের জন্য বিশ্বাস দৃঢ় হওয়া শর্ত।

উল্লেখিত বর্ণনা দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, ফয়েয পাওয়ার সময় কেউ বঞ্চিত হয় না, নিজের ভাগ্য অনুযায়ী হয়ে থাকে, কেউ তাড়াতাড়ি (Instantly) ফয়েয দ্বারা ধন্য হয় আর কেউ কয়েক বছর পর্যন্ত কষ্ট করার পরও পাই না, কাজ হোক বা না হোক একটি দরজাকে আঁকড়ে ধরো এবং দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরার, মনমানসিকতা হওয়া চাই اِنْ شَآءَ الله কখনো না কখনো দয়া অবশ্যই হবে এবং ঘুমন্ত ভাগ্য জাগ্রত হবে আর দুনিয়া ও আখিরাত সজ্জিত হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! তাবাররুকাত থেকে বরকত অর্জন হয়, কষ্ট নিবারণ হয় এবং বিপদ দূর হয় এই আক্বীদা পোষণ করা কোন খারাপ বা নতুন বিষয় নয়, কেননা কোরআনে পাকের অসংখ্য আয়াতে মুবারাকায় তাবাররুকাতের গুরুত্ব এবং পূববর্তী উম্মতের তাবাররুকাত দ্বারা ফয়েয অর্জন করার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। “**তাবুতে সকীনা** (ঐ বরকতময় সিন্দুক, যাতে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর তাবাররুকাত রাখা হতো) থেকে বনী ইসরাঈলের বরকত অর্জন করা, **মেহরাবে মরিয়মে** হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর দোয়া প্রার্থনা করা এবং তা কবুল হওয়া” তাবাররুকাতের বরকত অর্জনের এগুলো ঐ ঘটনাবলী (Events) যা কোরআনে পাকে বর্ণিত হয়েছে। আসুন! তাবাররুকাতের বরকত অর্জন সম্পর্কিত একটি কোরআনি ঘটনা শ্রবণ করি:

হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ السَّلَام এর জামার মাধ্যমে শিফালাভ

(১) সূরা ইউসুফে **আল্লাহ পাকের** সম্মানিত নবী হযরত ইয়াকুব এবং হযরত ইউসুফ عَلَيْهِمَا الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে: যখন হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সৎ ভাইয়েরা ধোঁকা দিয়ে কুপে নিক্ষেপ করলো এবং কিছু ব্যবসায়ী তাঁকে কুপ থেকে বের করে মিশরে নিয়ে গেলো আর সেখানে বিক্রি করে দিলো, তখন হযরত ইয়াকুব عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর সন্তান হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর বিচ্ছেদে খুবই দুঃখ পেলেন এবং এই দুঃখে কান্না করার কারণে তার দৃষ্টিশক্তি প্রভাবিত হয়েছে জানতে পেরে হযরত ইউসুফ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তাঁর মুবারক জামা তাবাররুক হিসেবে তাঁর সম্মানিত পিতার জন্য পাঠালেন এবং যা বললেন তা কোরআনে পাকে এভাবে বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি ১৩তম পারা সূরা ইউসুফের ৯৩নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِذْهَبُوْا بِقَمِيْصِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وَجْهِ اَبِيْ يَاْتِ بَصِيْرًا

(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আমার এই জামা নিয়ে যাও, এটা আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখে দিও, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাবেন।

যখন ইউসুফ عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর ভাইয়েরা এই জামাটি হযরত ইয়াকুব عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর চেহারায় লাগালো তখন কি হলো, তা কয়েকটি আয়াতের পর এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে: সাথেসাথেই তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে এলো। সুতরাং **আল্লাহ তায়ালা** কোরআনে মজীদের ইরশাদ করেন:

فَلَمَّآ اَنۡ جَآءَ الۡبَشِيۡرُ اَلۡقٰىهُ عَلٰى وَجۡهِهٖ فَارۡتَدَّ بَصِيۡرًا ۚ

(পারা ১৩, সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর যখন সুসংবাদ বাহক উপস্থিত হলো, তখন সে জামাটি ইয়াকুবের মুখমন্ডলের উপর রাখলো। তখনই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসলো।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! হযরত ইউসুফ عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام স্বয়ং নবী ছিলেন, তিনি আরেক নবী নিজের পিতা হযরত ইয়াকুব عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর চোখের রোগের জন্য তাবাররুক স্বরূপ নিজের জামা পাঠালেন এবং সেই জামা তাঁর চেহারায় লাগানো হলো তখন **আল্লাহ পাক** তাঁকে চোখের রোগ থেকে আরোগ্য দান করলেন। এথেকে জানা গেলো! বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কযুক্ত জিনিসকে তাবাররুক মনে করা এবং তা থেকে বরকত গ্রহণ করা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর পদ্ধতি ছিলো আর এই ঘটনাটি কোরআনে পাকে আলোচনা করা, এই বিষয়ের ঘোষণা যে, তাবাররুক দ্বারা উপকার হয়ে থাকে। আসুন! সম্পর্কের বরকত সম্বলিত আরেকটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবন করি। যেমনিভাবে-

মকামে ইব্রাহিম থেকে তাবাররুক

(২) কাবা শরীফে একটি পাথর রয়েছে যাকে মকামে ইব্রাহিম বলা হয়। **মকামে ইব্রাহিম** ঐ মুবারক পাথর, যাতে **আল্লাহ পাকের** নবী হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام তাঁর কদম মুবারক রেখেছিলেন, তখন যতটুকু অংশ তাঁর কদমের নিচে এলো তা গলে গিয়ে মাটির ন্যায় নরম হয়ে গেলো, এমনকি হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর কদম মুবারক তাতে গেঁথে গেলো অতঃপর হযরত ইব্রাহিম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام যখন কদম উঠালেন তখন **আল্লাহ পাক** আবারো এই টুকরোতে

পাথরের কঠিনত্ব সৃষ্টি করে দিলেন আর সেই কদমের চিহ্ন তাতে সংরক্ষিত রয়ে গেলো। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৩৯৮) **আল্লাহ পাক** কিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানকে মকামে ইব্রাহিমের সম্মান করা এবং এর নৈকট্য অর্জন ও এখানে (Near) নামায পড়ার আদেশপূর্বক ইরশাদ করেছেন। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ১ম পারায় সূরা বাকারার ১২৫ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ

(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর (বললাম), 'ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মকামে ইব্রাহিম হলো সেই পাথর, যাতে দাঁড়িয়ে ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام কাবা শরীফ নির্মাণ করেছিলেন, তাও হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর বরকতে **আল্লাহ পাকের** নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন হয়ে গেলো এবং এর সম্মান এমন আবশ্যক হয়ে গেলো যে, তাওয়াফের নফল এর সামনে দাঁড়িয়ে পড়া সুন্নাত হয়ে গেলো। বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن কদম পরার কারণে সাফা ও মারওয়া এবং মকামে ইব্রাহিম **আল্লাহ পাকের** নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি নিদর্শন হয়ে গেলো এবং সম্মানের উপযুক্ত হয়ে গেলো। (ইলমুল কোরআন, ৪৮ পৃষ্ঠা)

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: এই আয়াতে মুবারাকা থেকে জানা গেলো! যে পাথরের নবীর কদম চুম্বন করার সৌভাগ্য নসীব হয়ে যায়, তা মহত্ববান হয়ে যায়। এটাও জানা গেলো! যখন পাথর, নবীর কদম মুবারক লাগাতে মহত্ববান হয়ে যায় তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্ত্রীগণ, আহলে বাইত এবং সাহাবায়ে কিরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان মহত্ব সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখেনা। সুতরাং এর দ্বারা তাবাররুকাতের সম্মানেরও প্রমাণ (Proof) পাওয়া যায়। (সীরাতুল জিনান, ১/২০৫)

কু-ধারণা থেকে বিরত থাকুন!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এবং **আল্লাহ পাকের** নেককার বান্দাদের বরকতময় জিনিস নেয়াতে অন্তরে কোন সন্দেহ থাকা

উচিৎ নয়, অন্তরে বিভিন্ন কুমন্ত্রণাকে স্থান দিয়ে, পরীক্ষা নেয়ার ইচ্ছা পোষণকারীরা অনেক সময় সাথেসাথে শাস্তি পেয়ে যায়। আসুন! এই বিষয়টি একটি ঘটনা দ্বারা বুঝার চেষ্টা করি।

আল্লাহ পাকের একজন অলীর খেদমতে যুগের বাদশাহ উপস্থিত হলো। তাঁর নিকট কিছু আপেল কারো পক্ষ থেকে উপহার স্বরূপ এসেছিলো। তিনি একটি আপেল বাদশাহকে দিলেন এবং বললেন: খাও। বাদশাহ আরয করলেন: আপনিও খান। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও খেলেন এবং বাদশাহও খেলো। তখন বাদশাহের মনে খেয়াল এলো যে, এখানে সবচেয়ে বড় সুন্দর যে আপেলটি রয়েছে, যদি নিজের হাতে উঠিয়ে আমাকে দেয়, তবে আমি বুঝবো যে, তিনি একজন অলী। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই আপেলটি উঠিয়ে বললেন: আমরা মিশর গিয়েছিলাম, সেখানে একটি জায়গায় অনেক লোক একত্র হয়েছিলো, দেখলাম যে, এক লোকের নিকট একটি গাধা এবং গাধার চোখে কাপড় বাঁধা। এক ব্যক্তির একটি জিনিস অন্যের নিকট রেখে দেয়া হতো। সেই গাধাকে জিজ্ঞাসা করা হতো, গাধা পুরো মজলিশ ঘুরতো, যার নিকট থাকতো, গিয়ে মাথা লাগিয়ে দিতো। অতঃপর সেই **আল্লাহ পাকের** অলী বলতে লাগলেন: এই ঘটনাটি আমি এই জন্যই বললাম যে, যদি এই আপেলটি না দিই তবে আমি অলী নই আর যদি দিই তবে আমি সেই গাধার চেয়ে বেশি দেখালাম? একথা বলে আপেলটি বাদশাহর দিকে ছুঁড়ে মারলেন। (কু-ধারণা, ৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! সু-ধারণা রাখাতে উপকারীতাই উপকারীতা আর কু-ধারণায় ক্ষতিই ক্ষতি। আফসোস! বর্তমান সময়ে একটি অংশ রয়েছে, যারা সু-ধারণা রাখার পরিবর্তে কু-ধারণার প্রতি বেশি ধাবিত হয়ে থাকে। কথায় কথায় কু-ধারণার দৃশ্য ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। কাউকে ফোন করলো আর সে যদি রিসিভ না করে তবে কু-ধারণা, ছেলের মনযোগ মায়ের থেকে কমে গেছে তবে সাথে সাথেই বউয়ের প্রতি কু-ধারণা, নিজের দূর্বল কার্যবিবরনী বা কোন সাংগঠনিক পলিসির কারণে সাংগঠনিক দায়িত্ব চলে গেলো বা পরিবর্তন হয়ে গেলে তবে দায়িত্বশীল ইসলামী বোনদের প্রতি কু-ধারণা,

ইজতিমার ব্যবস্থাপনায় কোন দূর্বলতা হলে তবে আয়োজকদের প্রতি কু-ধারণা, ইজতিমায় কেউ ইশকে রাসূলে দুলছে বা নিজের গুনাহকে স্মরণ করে কান্না করছে, তবে কু-ধারণা, কোন যিম্মাদার ইসলামী বোন তার অধীনস্তদের উৎসাহ দেয়ার জন্য বা নেয়ামতের বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে নিজের কোন ঘটনা বর্ণনা করলো তবে তাঁর প্রতি কু-ধারণা, যার থেকে ঋণ নিয়েছে এবং তার সাথে যোগাযোগ হচ্ছে না তবে কু-ধারণা, কেউ সময় দিয়েছে এবং আসতে দেরী হয়ে গেলো তবে কু-ধারণা, কারো নিকট কিছুদিনের মধ্যেই সুন্দর বাড়ি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা এসে গেলো তবে কু-ধারণা, । মোটকথা! আমাদের সমাজ বর্তমানে কু-ধারণার ভয়ঙ্কর আপদে ঝড়িয়ে গেছে।

মনে রাখবেন! কু-ধারণা অন্যান্য আরো অনেক গুনাহে লিপ্ত করে দেয়, ✲ কু-ধারণা অন্যের দোষ অন্বেষনে লাগিয়ে দেয়, ✲ কু-ধারণা হিংসায় উদ্বুদ্ধ করে, ✲ কু-ধারণা গীবত করায়, ✲ কু-ধারণা অন্তরে ঘৃণার বীজ বপন করে, ✲ কু-ধারণা পরস্পরের মাজে ভালবাসা মিটিয়ে আরো দূরত্ব বাড়িয়ে দেয়, ✲ কু-ধারণা সদাচরন করা থেকে বঞ্চিত করে দেয়, ✲ কু-ধারণা মানুষকে অসৎ চরিত্রবান বানিয়ে দেয়, ✲ কু-ধারণা অপবাদ লাগাতে উদ্বুদ্ধ করে, ✲ মোটকথা কু-ধারণা দুনিয়া ও আখিরাতে অপমানিত করে। সুতরাং বুদ্ধিমান সেই, যে কু-ধারণা করার পরিবর্তে সু-ধারণা করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ✲ সু-ধারণা উত্তম ইবাদত, ✲ সু-ধারণা গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখে, ✲ সু-ধারণা পোষণ করা ঈমানের দাবীর অন্যতম, ✲ সু-ধারণা ঈমানের অংশ, ✲ সু-ধারণা **আল্লাহ** ওয়ালাদের অভ্যাস, ✲ সু-ধারণা সাওয়াব অর্জনের উপায়, ✲ সু-ধারণা অপরের সম্মানের হিফাযত করা শিখায়, ✲ সু-ধারণা দ্বারা প্রশান্তি নসীব হয়, ✲ সু-ধারণা শয়তানের ধোকা থেকে বাঁচায়, ✲ সু-ধারণা ঈমানকে শক্তিশালী করে, ✲ সু-ধারণা অন্তর এবং রূহকে পবিত্র করে, ✲ সু-ধারণা নেককার বানায়, ✲ সু-ধারণা দ্বারা **আল্লাহ পাক** এবং **তাঁর মাদানী হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টি অর্জিত হয়।

একবার **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাবা শরীফকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: তুমি স্বয়ং এবং তোমার পবিবেশ কত উত্তম? তুমি কত মহত্ত্বান এবং তোমার সম্মান কত মহান? সেই পবিত্র সত্ত্বার শপথ! **যাঁর** কুদরতের আয়ত্বে আমি **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রাণ! **আল্লাহ পাকের** নিকট মুমিনের প্রাণ ও সম্পদ এবং তাদের প্রতি সু-ধারণা পোষণ করার মর্যাদা, তোমার মর্যাদার চেয়েও বেশি। (ইবনে মাজাহ, আবওয়াবুল ফিতন, ৪/৩১৯, হাদীস নং-৩৯৩২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

খোদা ইয়া আতা কর দে রহমত কা পানি,
রহে ক্বলব উজালা ধূলে বদ গোমানী।

(শয়তান কে বাদ হাতিয়ার ৩৩)

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাবাররুক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এই বিষয়টি ভালভাবে জানতেন যে, **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাথা থেকে পা পর্যন্ত রহমত ও বরকত, যে জিনিসই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কিত হয়ে যায় সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তা বরকতময় মনে করতেন। তাই সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان বিভিন্নভাবে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে বরকত লাভের চেষ্টা করতেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অযুর অবশিষ্ট পানিকে বরকতময় পানি মনে করতেন এবং তা দ্বারা বরকত অর্জন করতেন, যে পানি দ্বারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন মুবারক হাত ধৌত করতেন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان তা নিজেদের চেহারায় এবং শরীরে বরকত লাভের আশায় মালিশ করে নিতেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অবশিষ্ট খাবার থেকে বরকত অর্জন করতেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঘাম মুবারক, থুথু মুবারক, চুল মুবারক, আংটি মুবারক, বিছানা মুবারক, পোশাক মুবারক, খাট মুবারক এবং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ব্যবহার্য চাঠাই মুবারক দ্বারাও বরকত অর্জন করতেন, মোটকথা! ঐসকল জিনিস যা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সামান্য

সম্পর্কও রয়েছে তা সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان নিজেদের জন্য বরকত অর্জনের মাধ্যম বানিয়ে নিতেন। হাদীসে মুবারাকায় এরূপ অত্যাধিক ঘটনা বিদ্যমান। আসুন! বরকত লাভের জন্য তিনটি ঘটনা শ্রবণ করি।

(১) বর্ণিত আছে: প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক জামা এবং পবিত্র নখের কিছু টুকরো সংরক্ষিত ছিলো। যখন তাঁর ওফাতের সময় হলো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অসীয়ত করলেন যে, আমাকে সেই জামা দ্বারা কাফন দিবে, যা **নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে দান করেছিলেন এবং সেই মুবারক জামা আমার শরীরে ভালভাবে জড়িয়ে দিবে। আর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক নখ সম্পর্কে অসীয়ত করেন যে, ছোট ছোট করে চোখ এবং মুখে রেখে দিবে। এরপর তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এই কাজ অবশ্যই করবে এবং আমাকে সবচেয়ে বেশি দয়ালু **আল্লাহ পাকের** নিকট সমর্পণ করে দিবে। (আসাদুল গাবাতি ফি মারিফাতিস সাহাবাতি, বাবু মীম ও লীন, ৫/২২৩)

(২) মুসলিম শরীফে রয়েছে: আমীরুল মুমিনিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহজাদী হযরত আসমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নিকট **মাদানী আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি জুব্বা (Jubbah) ছিলো। একবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا সেই জুব্বা বের করলেন এবং বললেন: এই জুব্বা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর, **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটি পরিধান করতেন, এখন এটি আমি রোগের জন্য ধৌত করি এবং এর মাধ্যমে আরোগ্য লাভ করি।

(মুসলিম, কিতাবুল লিবাস ওয়াল জিনাতি, ৮৮৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০৬৯)

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখন লোকেরা এর যিয়ারত করতে আসতো তখন তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এটা বলে যিয়ারত করাতেন যে, এটি **হুযুর পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহেরী ওফাতের পূর্বে পরিধান করতেন, যা দ্বারা জানা গেলো যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পোশাকের যিয়ারত করা সাহাবাদের সুন্নাত, যেমনটি আজকাল চুল মুবারকের যিয়ারত করানো হয়। জানা গেলো! বুযুর্গদের তাবাররুকের যিয়ারত করা, তাঁদের

পোশাক ধৌত করে অসুস্থদের পান করানো সাহাবাদের সুন্নাত, এতে আরোগ্য লাভ হয়। যমযমের পানি হযরত ইসমাঈল عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর পায়ের গোড়ালীর আঘাতে সৃষ্টি হয়েছিলো, সকল রোগের জন্য এটা শেফা স্বরূপ। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৯৮) অনেকে উম্মুল মুমিনিন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এর খেদমতে তাবাররুকের যিয়ারতের জন্য আসতেন, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهَا তাদের যিয়ারত করাতেন। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৯১)

(৩) মুসলিম শরীফের একটি বর্ণনায় রয়েছে: হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আমি **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই পাত্র থেকে প্রত্যেক ধরনের শরবত, মধু, নবীয (তাজা ফলের রস), পানি এবং দুধ পান করিয়েছেন।

(মুসলিম, কিতাবুল আশরাবাতি, ৮৫৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-২০০৮)

হকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: হযরত আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর হাতে একটি কাঠের পাত্র ছিলো, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ লোকদেরকে দেখিয়ে বললেন: এই পাত্র থেকে আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অনেক ধরনের শরবত এবং দুধ পান করিয়েছি অর্থাৎ এই পাত্র খুবই বরকতময়, কেননা তা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত ঠোঁট অনেকবার লেগেছে। জানা গেলো! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যবহৃত পাত্র সমূহ বরকতের জন্য নিজের নিকট রাখতেন এবং মানুষদেরকে এর যিয়ারত করাতেন।

মসনবী শরীফে রয়েছে: হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঘরে সেই কাপড়ের দস্তরখানা ছিলো, যা দ্বারা **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাত ও মুখ পরিষ্কার করতেন, যখন তা অপরিষ্কার (Dirty) হয়ে যেতো, তখন তা আগুনে নিক্ষেপ করতেন, ময়লা পরিষ্কার হয়ে যেতো আর কাপড়ের কিছুই হতো না।

(মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৮১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জানা গেলো! সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আক্বিদা ছিলো যে, **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তাবাররুকে বরকতই

বরকত ছিলো। আমাদেরও এরূপ আক্বিদা পোষণ করা উচিৎ এবং বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কিত তাবাররুক যেমন; তাদের পোশাক, ব্যবহার্য জিনিস, থাকার স্থান, মোটকথা! তাঁদের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেকোন জিনিসই হোক না কেন, আমাদের এর আদব ও সম্মান করা উচিৎ। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে আরোগ্য লাভ হয়, নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে ফয়েয অর্জন করা আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام পদ্ধতি। নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে রিযিকে প্রশস্ততা নসীব হয়। নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে প্রশান্তি অনুভূত হয়। নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে ফয়েয অর্জন করা সাহাবাদের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان পদ্ধতি ছিলো। নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে দুনিয়া ও আখিরাতে গ্লানি দূর হয়। নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে দোয়া কবুল হয়, নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে অসুস্থতা দূর হয়, নেককার লোকের তাবাররুকের বরকতে গুনাহ ক্ষমা হয়, এবং নেককার লোকের তাবাররুকের আদব ও সম্মানের কারণে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হওয়া লোকেরা হেদায়ত পায়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তাবাররুকের যিয়ারত দ্বারা অন্তরে প্রশান্তি অনুভূত হয়, তাবাররুকের যিয়ারত দ্বারা চোখের শীতলতা নসীব হয়, তাবাররুকের যিয়ারতের সময় দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা (Chance) বৃদ্ধি পায়, তাবাররুকের যিয়ারত দ্বারা **আল্লাহ পাকের** রহমত নসীব হয়, তাবাররুকের যিয়ারত দ্বারা মুখে **আল্লাহর** যিকির শুরু হয়ে যায়। তাবাররুকের যিয়ারত দ্বারা নেকী করার প্রেরণা নসীব হয়। এসম্পর্কে একটি ঘটনা শ্রবণ করি। যেমনিভাবে-

তাবাররুকের আদবের বরকত

হযরত আবু আলী রোজবারী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর বোন ফাতিমা বিনতে আহমদ رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهَا বলেন: বাগদাদ শহরে কিছু যুবক তাদের মধ্য থেকে একজনকে কোন প্রয়োজনে প্রেরণ করে, সে ফিরে আসতে দেরী করলো, তারা রাগ করতে লাগলো, তখনই সে একটি তরমুজ (Melon) নিয়ে হাসিখুশিতে

ফিরে এলো। যুবকরা জিজ্ঞাসা করলো: একে তো তুমি দেরীতে এসেছো, আবার হাসছো? ছেলেটি বললো: আমি তোমাদের জন্য একটি আশ্চার্যজনক জিনিস নিয়ে এসেছি। সবাই জিজ্ঞাসা করলো: তা কি? ছেলেটি তার হাতের তরমুজটি তাদের দিলো এবং বললো: এই তরমুজের উপর হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাত রেখেছে, তাই আমি এটি বিশ দিরহাম দিয়ে কিনে এনেছি। তার কথা শুনে সবাই তরমুজটিকে চুম্বন করতে লাগলো এবং নিজ নিজ চোখে লাগালো। তাদরে মধ্যে একজন বললো: হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কোন বিষয়টি এই পর্যায়ে পৌঁছিয়েছে? কেউ একজন বললো: তাকওয়া। প্রশ্নকারী বললো: আমি তোমাদের স্বাক্ষ্য বানিয়ে **আল্লাহ পাকে**র নিকট তাওবা করছি, এরপর সবাই তার ন্যায় তাওবা করলো অতঃপর সবাই তরতুস নামক শহরে চলে গেলো এবং সেখানে শাহাদতের মর্যাদা পেলো। (রিয়াযুর রিয়াহীন, ২১৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! হযরত বিশর হাফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর হাত স্পর্শ হওয়া তরমুজকে আদব করার কারণে সেই যুবকদের অন্তরের দুনিয়া পরিবর্তন হয়ে গেলো, তারা গুনাহ থেকে তাওবা করলো এবং শাহাদতের মহান মর্যাদায় অধিষ্টিত হলো, এই ঘটনা থেকে আমরা এই শিক্ষা পাই! যদি বুযুর্গদের সাথে সম্পর্কযুক্ত জিনিসের মন থেকে সম্মান করা হয় তবে দ্বীন ও দুনিয়ার সৌভাগ্য থেকে আমরাও অংশ পেতে পারি।

মনে আছে! যেমনিভাবে তাবাররুকের আদব ও সম্মান করাতে অনেক উপকার লাভ হয় এবং বরকত নসীব হয়, তেমনিভাবে যদি এর সম্মান করা না হয় এবং এর প্রতি বেআদবী ও অবজ্ঞা করা হয় তবে অনেক সময় দুনিয়াতেই এর শাস্তিও পেয়ে যায়। এর সবচেয়ে স্পষ্ট উদাহরন হলো **তাবুতে সকীনা,**

মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত ৪৩০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“আজায়িবুল কোরআন মাআ গারাইবুল কোরআন”** এর ৫২-৫৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: (তাবুতে সকীনা) শামশাদ গাছের একটি সিন্দুক ছিলো, যা হযরত আদম عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নিকট অবতীর্ণ হয়, যা সারা জীবন তাঁর নিকট ছিলো, অতঃপর ওয়ারিশ সুত্রে বংশ পরিক্রমায় তাঁর সন্তানরা পেতে থাকে, এটি খুবই

সম্মানিত ও বরকতময় সিন্দুক (Box) ছিলো। বনী ইসরাঈলে যখন কোন মতানৈক্য সৃষ্টি হতো তখন লোকেরা এই সিন্দুক দ্বারা ফয়সালা করতো, সিন্দুক থেকে ফয়সালার আওয়াজ এবং বিজয়ের সুসংবাদ শুনানো হতো, বনী ইসরাঈলরা এই সিন্দুককে ওসীলা বানিয়ে দোয়া প্রার্থনা করতো, তখন তাদের দোয়া কবুল হতো। বালা মুসিবত এবং রোগ বালাইয়ের আপদ দূর হয়ে যেতো, মোটকথা এই সিন্দুক বনী ইসরাঈলের জন্য তাবুতে সকীনা (প্রশান্তির সিন্দুক), বরকত ও রহমতের ভান্ডার এবং **আল্লাহ**র সাহায্য অবতীর্ণ হওয়ার খুবই সম্মানিত এবং অনন্য মাধ্যম ছিলো। কিন্তু যখন বনী ইসরাঈলরা বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেলো এবং সেই লোকেরা গুনাহ ও নাফরমানি আর গুনাহে লিপ্ত হয়ে গেলো তখন তাদের অপকর্মের ভয়াবহতার কারণে **আল্লাহ পাক** এই আযাব অবতীর্ণ করলেন যে, আমালিকা সম্প্রদায়ের অপকর্মকারীরা একটি সৈন্য বাহিনী সহকারে তাদের উপর আক্রমন করলো, তারা বনী ইসরাঈলদের গনহারে হত্যা করে তাদের লোকালয় ধ্বংস করে দিলো। প্রাসাদ সমূহ ভেঙ্গেচুরে সম্পূর্ণ শহরকে তছনছ করে দিলো এবং বরকতময় সিন্দুকটিও নিয়ে গেলো। এই পবিত্র তাবাররুককে ময়লা আবর্জনায় ফেলে দিলো। কিন্তু এই বেআদবীর কারণে আমালিকা সম্প্রদায়ের উপর এই শাস্তি অবতীর্ণ হলো যে, তারা বিভিন্ন রোগ ও বিপদে আবদ্ধ হয়ে গেল। সুতরাং আমালিকা সম্প্রদায়ের ৫টি শহর একেবারে ধ্বংস ও বিরান হয়ে যায়। এমনকি সেই বদনসীবের বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, এগুলো সবকিছু রহমতপূর্ণ সিন্দুকের বেআদবীর শাস্তি, সুতরাং তাদের চোখ খুলে গেলো। অতএব তারা এই সিন্দুকটি একটি গরুর গাড়িতে করে বনী ইসরাঈলের লোকালয়ের দিকে পাঠিয়ে দিলো। (আজায়িবুল কোরআন, ৫২,৫৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা দ্বারা জানা গেলো! বুযুর্গদের তাবাররুককে অবজ্ঞা ও বেআদবী করা **আল্লাহ পাকে**র আযাবকে দাওয়াত দেয়া, কেননা আমালিকা সম্প্রদায় যখন এই বরকতময় সিন্দুকের প্রতি বেআদবী করলো

তখন তাদের উপর **আল্লাহ পাকের** আযাবের পাহাড় এমনভাবে ভেঙ্গে পরলো যে, তারা বিপদে নিক্ষেপ হয়ে গেলো এবং তারা এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, বিপদ ও রোগের আক্রমন এই বরকতময় সিন্দুকের প্রতি বেআদবীর কারণেই এসেছে। সুতরাং তাই তারা এই সম্মানিত সিন্দুকটি গরুর গাড়িতে রেখে বনী ইসরাঈলের লোকালয়ের দিকে পাঠিয়ে দিলো, যাতে তারা **আল্লাহ পাকের** আযাব থেকে মুক্তি পায়।

এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষাও অর্জিত হলো যে, কোন জাতি ততক্ষণ পর্যন্ত **আল্লাহ পাকের** রহমত ও নেয়ামত থেকে অংশ পেতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাঁর আনুগত্য করতে থাকে। যখন তারা **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা এবং গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায় তখন দুনিয়া ও আখিরাতের অনেক পেরেশানি তাদের সঙ্গী হয়ে যায়, যেমনটি বনী ইসরাঈলের সহিত হয়েছিলো যে, যতক্ষণ তারা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর অনুগত ছিলো, তাঁদের বর্ণনাকৃত বিষয়ের উপর আমল করতে থাকে এবং তাঁদের বিধানাবলীর অনুসরন করতে থাকে ততক্ষণ খুবই নিরাপত্তা ও প্রশান্তির সহিত ছিলো, কিন্তু যখনই তারা আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর বর্ণনাকৃত **আল্লাহ পাকের** বিধানাবলী থেকে বিচ্যুত হলো, অপমান এবং অপদস্ততা তাদের নিয়তি হয়ে গেলো। যদি গভীর ভাবে চিন্তা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, বর্তমানে মুসলমানদেরও এই অবস্থা বিরাজ করছে। বহুকাল ধরে মুসলমানরা দুনিয়ায় প্রাধান্য বিস্তার করে ছিলো এবং প্রতিটি পর্যায়ে সফলতা অর্জন করতে থাকে। কিন্তু যখন থেকেই কোরআনে করীমের বিধানাবলী এবং এর শিক্ষা অনুযায়ী আমল করা থেকে দূরে সরে যেতে থাকে এবং **নবীয়ে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আনুগত্য এবং ইসলামী বিধানাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো তখন বিভিন্ন বিপদাপদে লিপ্ত হতে থাকে আর বর্তমানে যে অবস্থা তা সবার সম্মুখেই বিদ্যমান।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এখনো সময় আছে, আজকেও যদি আমরা শরীয়তের উপর আমলকারী হয়ে যাই তবে বিপদাপদ থেকে মুক্তি পেতে পারি, শরীয়তের উপর আমলের বরকতে অশান্তি দূর হয়ে যেতে পারে, শরীয়তের উপর

আমলের বরকতে ঘৃণার দেয়াল ভালবাসার পরিবেশে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। যদি আমাদের সৃষ্টির আসল উদ্দেশ্যই হলো **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা এবং আমরা শরীয়তের বিধানাবলী থেকে মুক্তও নই আর আমাদেরকে কিয়ামতের দিন নিজের সকল আমলের হিসাবও দিতে হবে, তবে তাঁর ইবাদত করা থেকে উদাসিন হয়ে যাওয়া, তাঁর বিধানাবলীকে কোন গুরুত্ব না দেয়া এবং দুনিয়া ও দুনিয়ার কাজকর্মেই ব্যস্ত থাকা কিভাবে বুদ্ধিমানের কাজ হতে পারে?

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ানের শেষের দিকেই সুন্নাতের ফযীলত, বিভিন্ন সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করবো, প্রিয় নবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো মূলতঃ সে আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে। (মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, আল ফসলুস সানী ১/৫৫ হাদীস ১৭৫)

সিনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা
জান্নাত মে পড়োসি মুজে তুম আপনা বানা না

হাঁচির আদব ও সুন্নাত সমূহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত এর লিখিত রিসালা ১০১ মাদানী ফুল হতে হাঁচির আদব ও সুন্নাত সমূহ জেনে নিই। দু'টি হাদীস শরীফ: (১) "**আল্লাহ্ তাআলা** হাঁচি পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন।" (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ১৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৬২২৬) (২) যখন কারো হাঁচি আসে আর সে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে তখন ফিরিশতাগণ رَبُّ الْعٰلَمِيْن বলে। যদি সে رَبُّ الْعٰلَمِيْن বলে, তবে ফিরিশতাগণ বলেন: **আল্লাহ্ পাক** তোমার উপর দয়া করুক। (আল মুজামুল কবীর, ১১তম খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১২২৮৪) ❁ হাঁচি আসলে মাথা নিচু করুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং নিম্ন স্বরে বের করুন, উচ্চ স্বরে হাঁচি দেওয়া বোকামী। (রদ্দুল মুহতার, ৯ম খন্ড, ৬৮৪ পৃষ্ঠা) ❁ হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলা চাই।

খাযায়ীনুল ইরফান ৩য় পৃষ্ঠায় তাহতাবীর বরাতে লিখেন: হাঁচি আসলে **আল্লাহ্ পাকের** প্রশংসা করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। উত্তম হচ্ছে; اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ কিংবা اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলা। ❁ শ্রবণকারীর উপর তৎক্ষণাৎ يَرْحَمُكَ الله (অর্থাৎ **আল্লাহ্ পাক** তোমার উপর দয়া করুক) বলা ওয়াজীব এবং এতটুকু আওয়াজে বলুন যেন হাঁচিদাতা শুনতে পায়। (বাহারে শরীয়াত, ১৬তম খন্ড, ১১৯ পৃষ্ঠা) ❁ উত্তর শুনে হাঁচিদাতা এভাবে বলুন: يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ পাক** আমাদেরকে ও তোমাদেরকে ক্ষমা করুক) অথবা এভাবে বলুন: يَهْدِيْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَالَكُمْ (অর্থাৎ **আল্লাহ্ পাক** তোমাদের হিদায়াত দিক ও তোমাদের পরিশুদ্ধ করুক) ❁ মিরাতুল মানাজিহ এর মধ্যে রয়েছে, কারো হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে এবং নিজের জিহ্বা সকল দাঁতের উপর প্রদক্ষিণ করায়, তবে اِنْ شَآءَ الله দাঁতের রোগ থেকে মুক্ত থাকবে। (মিরআতুল মানাজিহ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৯৬ পৃষ্ঠা) ❁ হযরত সায়্যিদুনা শেরে খোদা আলী رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বলেন: যে কেউ হাঁচি আসলে اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَال বলে, তবে কখনো মাড়ি ও কানের ব্যথায় আক্রান্ত হবে না। (মিরকাতুল মাফাতীহ, ৮ম খন্ড, ৪৯৯ পৃষ্ঠা, ৪৭৩৯ নং হাদীসের পাদটিকা) ❁ হাঁচির উত্তর একবার দেওয়া ওয়াজীব দ্বিতীয়বার আসলো এবং পুনরায় اَلْحَمْدُ لِلّٰه বললো, তবে পুনরায় উত্তর দেওয়া ওয়াজীব নয় বরং মুস্তাহাব।

(আলমগীরী, ৫ম খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ১২

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه   وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জিব্রাঈল (عَلَيْهِ السَّلَام) আমাকে আরয করলো যে, **দয়ালূ রব** ইরশাদ করেন: **হে মুহাম্মদ** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! আপনি কি এই বিষয়ে সন্তুষ্ট নন যে, আপনার উম্মত আপনার প্রতি একবার দরূদ প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করবো এবং আপনার উম্মতের মধ্যে কেউ একটি সালাম প্রেরন করবে, আমি তার প্রতি দশবার সালাম প্রেরন করবো।(১)

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাকের** সালাম প্রেরণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, হয়তো ফিরিশতাদের মাধ্যমে তাকে সালাম বলানো অথবা বিপদাপদ থেকে নিরাপদ রাখা।(২)

দুনিয়া ও আখিরাত মে জব মে রাহোঁ সালামত
পেয়ারে পড়োঁ না কিউঁ কর তুম পর সালাম হারদম। (যওকে নাত, ১১৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।(১)

---

১. মিশকাত, কিতাবুস সালাত, বাবুস সালাত আলান্নবী ওয়া ফদলুহা, ১/১৮৯, হাদীস ৯২৮।
২. মিরাতুল মানাজিহ, ২/১০২।

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা “**প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর উম্মতের প্রতি ভালবাসা**” সম্পর্কে শ্রবন করবো যে, কিয়ামতের দিন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের চিন্তায় এমন চিন্তিত হবেন, গুনাহগার উম্মতের তরী পাড় করবেন, তাঁর সদকায় তাঁর উম্মতের প্রতি দুনিয়ায় যে দান সমূহ হয়েছে এবং যা আখিরাতে হবে, তার কিছু ঝলকও বর্ণনা করা হবে, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় আপন দূর্বল উম্মতকে কতটুকু স্মরণ করেছেন এবং উম্মতের স্মরনে **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিভাবে কান্নাকাটি করছিলেন তাও শুনবো,

১. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

আল্লাহ পাক যেনো আমাদেরকে সম্পূর্ণ বয়ান মনযোগ সহকারে শ্রবন করার সৌভাগ্য দান করে।

আসুন! সর্বপ্রথম একটি ঘটনা শুনি:

এই নাও এসে গেছে আমার রক্ষক!

হযরত সায়িদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত যে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন হযরত সায়িদুনা আদম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام আরশের পাশে একটি বিশাল ময়দানে অবস্থান করবেন, তিনি সবুজ কাপড় পরিহিত অবস্থায় থাকবেন, আপন সন্তানদের ঐসমস্ত লোকদের দেখতে পাবেন যারা জান্নাতে প্রবেশ করছে এবং আপন সন্তানদের মধ্যে তাদেরকেও দেখতে পাবেন যারা জাহান্নামে যাচ্ছে। ঐ সময় আদম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর একজন উম্মতকে জাহান্নামে প্রবেশ করতে দেখবেন। সায়িদুনা আদম عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام আহ্বান করবেন: **হে আহমদ** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! **হে আহমদ** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم)! **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: "লাব্বাইক হে আবুল বশর!" হযরত সায়িদুনা আদম عَلَیۡہِ السَّلَام বলবেন: "আপনার এক উম্মতকে জাহান্নামে নিয়ে যাচ্ছে।" একথা শুনে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ফিরিশতাদের পিছু নিবেন আর ইরশাদ করবেন: "হে আমার **প্রতিপালকের** ফিরিশতারা! থামো।" তাঁরা আরয করবে: "আমরা আদেশপ্রাপ্ত ফিরিশতা, যে কাজের জন্য **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন সেটার অবাধ্যতা আমরা করিনা, আমরা তাই করি যা আমাদের আদেশ দেয়া হয়েছে।" তখন **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দুঃখিত হয়ে আপন দাড়ি মুবারককে বাম হাতে ধরবেন এবং আরশের দিকে হাতে ইঙ্গিত করে বলবেন: "**হে আমার পরওয়ারদিগার!** তুমি কি আমার সাথে ওয়াদা করোনি যে, আমাকে আমার উম্মতের ব্যপারে অপমান করবেনা।" আরশ থেকে আওয়াজ আসবে: "হে ফিরিশতা! **মুহাম্মদ** (صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) এর আনুগত্য করো এবং তাকে ফিরিয়ে দাও।" অতঃপর **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিজের একটি থলে

থেকে একটি সাদা কাগজ বের করে তা মীযানের ডান পাল্লায় রেখে বলবেন: "بِسْمِ اللهِ" অতঃপর নেকীর পাল্লা গুনাহের পাল্লার চেয়ে ভারী হয়ে যাবে। আওয়াজ আসবে: "সৌভাগ্যবান, সৌভাগ্যশালী হয়ে গেলো এবং তার মীযান ভারী হয়ে গেলো। তাকে জান্নাতে নিয়ে যাও। ঐ বান্দা বলবে: "হে আমার **প্রতিপালকে**র ফিরিশতা! একটু দাড়াও, আমি এই বান্দার সাথে কথা বলে নিই, যিনি **আল্লাহ পাকে**র দরবারে এতোই সম্মানিত।" এরপর সে আরয করবে: "আমার মাতা-পিতা আপনার উপর উৎসর্গ হোক! আপনার নুরানী চেহারা কতইনা সুন্দর এবং আপনার আকৃতিও অনেক সুন্দর, আপনি আমার ভূলত্রুটি ক্ষমা করিয়ে আমার অশ্রুর প্রতি দয়া করেছেন (আপনি কে?)।" তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করবেন: আমি তোমার নবী **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) আর এগুলো তোমার ঐ দরূদ যা তুমি আমার প্রতি প্রেরণ করতে, তা তোমাকে পুরোপুরি উপকৃত করেছে, যতটুকু তোমার প্রয়োজন ছিলো।(১)

এই ঘটনার চিত্র ফুটিয়ে তুলে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন:

উন কি আওয়াজ পে কর উঠুঁ মে বে সাখতা শোর
অউর তড়প কর ইয়ে কাহোঁ আব মুঝে পরওয়া কিয়া হে
লো ওহ আয়া মেরা হামী মেরা গম খোয়ারে উমম!
আ'গেয়ি জাঁ তানে বে জাঁ মে ইয়ে আনা কিয়া হে
ফির মুঝে দামানে আকদাস মে চুপা লেঁ সরওয়ার
অউর ফরমায়েঁ "হঠো উস পে তাকাযা কিয়া হে"
ছুড় কর মুঝ কো ফিরিশতে কাহিঁ মাহকুম হে হাম
হুকুম ওয়ালা কি না তা'মিল হো যুহরা কিয়া হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাটি নিজের মাঝে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট জড়ো করে রেখেছে, যেমন; **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে গায়েবের জ্ঞান (অদৃশ্যের জ্ঞান) রাখেন, যা কিছু হচ্ছে এবং যা কিছু ভবিষ্যতে হবে বরং কিয়ামতে যা কিছু হবে সকল বিষয়ের জ্ঞান **আল্লাহ পাক প্রিয়**

---

১. মাওসূআহ ইবনে আবিদ দুনইয়া ফী হুসনিয যান্নে বিল্লাহ, ১/৯১, হাদীস ৭৯।

নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করে দিয়েছেন, যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে হযরত আদম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام সম্পর্কে বলে দিলেন যে, কিয়ামতের দিন আরশের নিকটে প্রশস্ত ময়দানে উপবিষ্ট থাকবেন, দু'টি সবুজ কাপড় পরিধান অবস্থায় থাকবেন, আপন সন্তানদেরও দেখবেন এমনকি **নবীয়ে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একজন উম্মতকে দোযখে যেতে দেখে **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাঁর প্রতি মনযোগী করে তাকে সাহায্য করবেন। এটাও জানা গেলো যে, দরূদে পাক পাঠ করা খুবই বরকতময়, দরূদে পাক পাঠকারী যেমনিভাবে দুনিয়ায় বরকত দ্বারা উপকৃত হয়, اِنۡ شَآءَ اللّٰه কিয়ামতের দিনও এরূপ ব্যক্তিরা খালি হাতে ফিরবে না, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও যেনো **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, মোটকথা সর্বদা (Every time) দরূদে পাকের নজরানা উপস্থান করতে থাকি, اِنۡ شَآءَ اللّٰه দরূদে পাকের বরকতে দুনিয়াও সজ্জিত হয়ে যাবে এবং আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যাবে।

এই ঘটনা থেকে একটি মাদানী ফুল এটাও অর্জিত হলো যে, **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতকে অত্যধিক ভালবাসেন, কিয়ামতের দিন যখন চারিদিকে নফসী নফসীর অবস্থা হবে, সেই দিন যার সম্পর্কে **আল্লাহ পাক** আপন পবিত্র বাণী কোরআনে করীমে ইরশাদ করেন:

يَوۡمَ يَفِرُّ الۡمَرۡءُ مِنۡ اَخِيۡهِ ﴿۳۴﴾ وَ اُمِّهٖ وَ اَبِيۡهِ ﴿۳۵﴾ وَ صَاحِبَتِهٖ وَ بَنِيۡهِ ﴿۳۶﴾ لِكُلِّ امۡرِیًٔ مِّنۡهُمۡ يَوۡمَئِذٍ شَاۡنٌ يُّغۡنِيۡهِ ﴿۳۷﴾

(পারা ৩০, সূরা আবাসা, আয়াত ৩৪-৩৭)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> সেদিন মানুষ পলায়ন করবে নিজ ভাই, মাতা ও পিতা এবং স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের সেদিন একটা মাত্র ভাবনা থাকবে, যা-ই তাকে (অন্যের ভাবনা থেকে) বিরত রাখবে।

উৎসর্গীত হয়ে যান! এরূপ বিপদসঙ্কুল সময়েও **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন গুনাহগার উম্মতের জন্য অস্থির হয়ে যাবেন, তাদেরকে আপন দয়াময় আঁচলে ঢেকে নিবেন, **আল্লাহ পাক** থেকে তাদের ক্ষমা করিয়ে নিবেন এবং

আল্লাহ পাকের দরবারে সুপারিশ করিয়ে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। আসুন! এরই সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবন করি।

কিয়ামতের দিনে উম্মতের চিন্তার নমুনা

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম (عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام) স্বর্ণের মিম্বরে উপবিষ্ট থাকবেন, আমার মিম্বর খালি থাকবে, কেননা আমি আপন **দয়ালূ রবের** নিকট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকবো যে, এমন যেনো না হয়, আমাকে জান্নাতে প্রবেশের আদেশ দিয়ে দিবেন আর আমার উম্মতরা আমার অবর্তমানে কষ্টে পতিত হতে থাকবে। **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: **হে মাহবুব**! আপনার উম্মতের ব্যাপারে সেটাই সিদ্ধান্ত নিবো, যা আপনার ইচ্ছা। আমি আরয করবো: "اَللّٰهُمَّ عَجِّلۡ حِسَابَهُمۡ অর্থাৎ **হে আল্লাহ**! তাদের হিসাব দ্রুত নিয়ে নিন।" এবং এরূপ বারবার আরয করতে থাকবো, এক পর্যায়ে আমাকে দোযখে যাওয়া উম্মতদের তালিকা প্রদান করা হবে (যারা দোযখে প্রবেশ করেছে তাদের শাফায়াত করে আমি তাদেরকে বের করতে থাকবো) আর এভাবে **আল্লাহর** আযাবের জন্য আমার উম্মতের মধ্যে কেন ব্যক্তিই অবশিষ্ট থাকবে না।(১)

ডর থা কেহ ইচইয়াঁ কি সাজা আব হোগী ইয়া রোজে জযা,
দিই উন কি রাহমত নে সাদা ইয়ে ভি নেহী ওহ ভি নেহী।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

سُبۡحٰنَ الله! একটু ভাবুন তো! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আমাদের প্রতি কতটুকু অনুভূতি এবং তিনি আমাদের প্রতি কতটুকু দয়ালূ, এবার আমরা আমাদের সম্পর্কেও চিন্তা করি যে, আমাদের **আপন আক্বা ও মওলা, প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم প্রতি কিরূপ এবং কতটুকু ভালবাসা রয়েছে? আমার **তাঁর** দয়ার পরিবর্তে **তাঁকে** কতটুকু খুশি করেছি এবং **তাঁর** বাণী অনুযায়ী আমরা কতটুকু আমল করছি? একটু ভাবুন! যারা নিজের পিতামাতাকে ভালবাসে, তারা কখনোই

১. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল কিয়ামতি, ৭/১৭৮, নম্বর ৩৯১১১।

তাদের মনে কষ্ট দেয় না, যাদের আপন সন্তানদের প্রতি ভালবাসা রয়েছে তারা তাদেরকে দুঃখ পেতে দেয় না, কেউই তাদের বান্ধবীকে চিন্তিত দেখা পছন্দ করে না, কেননা যাকে ভালবাসে তাকে দুঃখ দেয়া যায় না, কিন্তু আহ! বর্তমানে আমরা রাসূলের ভালবাসার দাবী করে থাকি, কিন্তু আমাদের কাজ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আনন্দ প্রদানকারী নয়, আমরা কেমন রাসূলের প্রেমিক, যে নামায থেকে পালিয়ে বেড়াই, জেনে শুনে নামায কাযা করে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী অন্তরের জন্য কষ্টের কারণ হই। এটা কেমন ভালবাসা এবং কেমন প্রেম যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم রমযান মাসের রোযা রাখার প্রতি জোড় দিয়েছেন কিন্তু নিজেকে আশিকানে রাসূল দাবীদাররা এই নির্দেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টির কারণ হই, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তারাবির নামাযের প্রতি জোড় দিয়েছেন কিন্তু অলস উম্মতীরা পড়তে পারে না। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্দার আদেশ দিয়েছেন আর আমরা পর্দাহীন ভাবে চলি, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গান বাজনা এবং সিনেমা নাটক দেখতে নিষেধ করেছেন আর আমারা তবুও গান বাজনা এবং সিনেমা নাটক দেখছি, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পিতামাতার আনুগত্য করার আদেশ দিয়েছেন আর আমরা তাদের অবাধ্যতা করছি, এটাই কি ইশকে রাসূল?

তো আসুন! মিলেমিশে নিয়্যত করি যে, আজ থেকে আমাদের কোন নামায কাযা হবে না, রমযানের কোন রোযা কাযা করবো না, যাকাত ফরয হলে তবে পরিপূর্ণভাবে তা আদায় করবো, হজ্ব ফরয হলে তবে আদায় করাতে দেরী করবো না, ফ্যাশনের ধারে কাছেও যাবো না, নামুহরিমের সাথে শরয়ী পর্দা করবো, সিনেমা নাটক দেখবো না, গান-বাজনা শুনবো না, পিতামাতার মনে কষ্ট দিবো না, **আল্লাহ পাক** এবং বান্দার হকের ব্যাপারে উদাসিনতা প্রদর্শন করবো না, আর এই মানসিকতা পেতে আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকবো اِنْ شَآءَ الله।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! জগতটি অনেক বড়, এটা সবাই জানে, কিন্তু এর একটি সীমা অবশ্যই রয়েছে, জমিন অনেক প্রশস্ত এটা সবাই জানে কিন্তু এর একটা সীমা অবশ্যই রয়েছে, সমুদ্র অনেক বড় এটা সবাই জানে কিন্তু এর কিনারা ও গভীরতার একটি সীমা অবশ্যই রয়েছে, নক্ষত্র সমূহের সংখ্যা অনেক বেশী এটা সবাই জানে কিন্তু এরও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা তো অবশ্যই রয়েছে, **খোদার** সৃষ্টির সংখ্যা অনেক বেশী এটা সবাই জানে কিন্তু এরও একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু মনে রাখবেন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** উম্মতের প্রতি দয়া ও ভালবাসা এমন একটি সমুদ্রের ন্যায় যার গভীরতা ও কিনারা সম্পর্কে আমাদের মধ্যে কেউ জানে না। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** উম্মতের প্রতি ভালবাসার বর্ণনা কোরআনে করীমেও বিদ্যমান। যেমনটি **১১**তম পারার সূরা তাওবার **১২৮** নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِیْزٌ عَلَیْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیْصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَءُوْفٌ رَّحِیْمٌ ﴿۱۲۸﴾

(পারা ১১, সূরা তাওবা, আয়াত ১২৮)

<u>**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:**</u> নিশ্চয় তোমাদের নিকট তাশরীফ এনেছেন তোমাদের মধ্য থেকে ওই রাসূল, যার নিকট তোমাদের কষ্টে পড়া কষ্টদায়ক, তোমাদের কল্যাণ অতিমাত্রায় কামনাকারী, মুসলমানদের উপর পূর্ণ দয়ার্দ্র, দয়ালু।

বর্ণনাকৃত পবিত্র আয়াতের আলোকে **“তাফসীরে সিরাতুল জিনান”** এ লিপিবদ্ধ রয়েছে: এটা তো কোরআনে মজীদ থেকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুসলমানের প্রতি দয়া ও মমতার বর্ণনা হলো, এবার মুসলমানের প্রতি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া ও মমতার কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ্য করুন:

উম্মতের প্রতি দয়া ও মমতার কয়েকটি উদাহরণ

(১) উম্মতের দূর্বল, অসুস্থ এবং কাজকর্ম সম্পাদনকারী লোকের কষ্ট হবে বলে ইশার নামাযকে রাতের তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরী করেননি। (২) দূর্বল, অসুস্থ এবং শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযের কিরাতকে বেশি দীর্ঘ না করার আদেশ দিয়েছেন। (৩) রাতের নফল সর্বদা আদায় করেননি, যাতে তা উম্মতের

উপর ফরয হয়ে না যায়। (৪) উম্মত কষ্টে পতিত হওয়ার আশংখ্যায় তাদেরকে সওমে বিছাল রাখতে নিষেধ করে দেন (অর্থাৎ ইফতার করা ছাড়াই পরবর্তি রোযা রেখে দেয়া এবং এভাবে লাগাতার রোযা রাখাকে সওমে বিছাল বলা হয়)। (৫) উম্মতের কষ্টের কারণে প্রতি বছর হজ্ব ফরয করেননি। (৬) মুসলমানদের প্রতি দয়া করে শুধুমাত্র তাওয়াফের তিন চক্করে রমলের নির্দেশ দিয়েছেন, সকল চক্করে নয়। (৭) **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সম্পূর্ণ রাত জেগে ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন এবং উম্মতের মাগফিরাতের জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে খুবই অস্থিরতার সহিত কান্নাকাটি করতে থাকতেন, এমনকি দাঁড়াতে দাঁড়াতে প্রায় তাঁর পা মুবারক ফুলে যেতো।[১]

আল্লাহ কিয়া জাহান্নাম আব ভি না সরদ হোগা,
রো রো কর মুস্তফা নে দরীয়া বাহা দিয়ে হে।

(হাদায়িকে বখশীশ, ১০২ পৃষ্ঠা)

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: এই পঙতিতে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **দয়ালু আল্লাহর** পবিত্র দরবারে আরয করছেন: **হে পরওয়ারদিগার!** এখনো কি জাহান্নামের আগুন **মুস্তফার** গোলামদের জন্য ঠান্ডা হবে না! **আমার প্রিয় প্রতিপালক! তোমার প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের ক্ষমার জন্য দোয়া করতে করতে এত বেশি কান্না করেছেন, এত বেশি কান্না করেছেন, কাঁদতে কাঁদতে নদী বইয়ে দিয়েছেন।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! উম্মতের প্রতি দয়া ও মমতার উদাহরন বর্ণনা করার পূর্বে যে আয়াতে করীমা বর্ণিত হয়েছে তার আলোকে **তাফসীরে সীরাতুল জিনানের** ৪র্থ খন্ডের ২৭৩ নং পৃষ্ঠায় কিছুটা এভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে, লোকেরা তো নিজের এবং নিজের সন্তানদের কল্যাণের লোভী (কল্যাণ কামনাকারী) হয়ে থাকে, কিন্তু **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতের কল্যাণ এবং তাদের মঙ্গলের প্রতিই লোভী। আসুন! উম্মতের প্রতি **তাঁর** লোভ এবং মমতার ঝলক সম্পর্কে শুনি:

১. সীরাতুল জিনান, ৫/২৬৭।

উম্মতের জন্য দোয়া

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে তিনটি চাওয়া দান করেছেন, আমি দু'টি (তো দুনিয়ায়) চেয়ে নিয়েছি: "اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِيْ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِاُمَّتِيْ" হে **আল্লাহ**! আমার উম্মতকে ক্ষমা করো, হে **আল্লাহ**! আমার উম্মতকে ক্ষমা করো। "وَاَخَّرْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ اِلَيَّ الْخَلْقُ كُلُّهُمْ حَتّٰى اِبْرَاهِيْمُ" এবং তৃতীয় চাওয়াটি সেই দিনের জন্য রেখে দিয়েছি, যেদিন **আল্লাহ**র সৃষ্টি আমার প্রতি মুখাপেক্ষী হবে, এমনকি (**আল্লাহ পাকে**র খলীল) হযরত ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام ও আমার মুখাপেক্ষী হবে।(১)

এ্যয় খোদায়ে দো'জাহাঁ এহসান তেরা হে বড়া,
তু নে পয়দা উন কি উম্মত মে হামে ফরমায়া হে।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৬২ পৃষ্ঠা)

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে গুনাহগার উম্মত! তোমরা কি **আপন মালিক ও মওলা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নম্রতা ও দয়ার এই উৎকর্ষতা নিজের অবস্থার উপর দেখনি যে, **আল্লাহ পাকে**র তিনটি চাওয়া **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) পেয়েছেন যে, যা চাইবে চাও, প্রদান করা হবে। **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর মধ্যে কোন চাওয়া নিজের পবিত্র স্বত্বার জন্য রাখেননি, সবই তোমাদের কাজেই লাগিয়ে দিলেন, দু'টি চাওয়া দুনিয়ায় চেয়েছেন, তাও তোমার জন্য, তৃতীয়টি আখিরাতের জন্য রেখে দিয়েছেন, তা তোমাদের মহৎ প্রয়োজনের জন্য, যখন এই **দয়ালূ মওলা, রউফুর রহিম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ব্যতীত কেউ উপকার করার, তরী পাড় করার থাকবে না। শপথ **তাঁর, যিনি** আপনার প্রতি দয়ালূ! কখনেই কোন মা তার প্রিয় একমাত্র সন্তানের (The only son) প্রতিও এত দয়ালূ নয়, যতটুকু **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন এক উম্মতের প্রতি দয়ালূ।(২)

---

১. মুসলিম, কিতাবু সালাতিল মুসাফিরিন ওয়া কসরুহা, ৩১৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ১৯০৪।
২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৯/৫৮৩। ২. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৭১২।

রোতা হে জু রাতোঁ কো উম্মত কি মুহাব্বাত মে,
ওহ শাফেয়ে মাহশার হে সরদারে মদীনে কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৮০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাধারনত যেকোন শিশু যখন এই দুনিয়ায় আসে, তখন না সে কথা বলতে পারে, না হাটতে পারে, না নিজের চেষ্টায় এদিকে সেদিক নড়াচড়া করতে পারে, না কোন বিষয় বুঝতে পারে আর না কাউকে চিনতে পারে, মোটকথা তার কোন বিষয়ে কোন কিছুই বোধগম্য হয় না কিন্তু **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শান তো ছিলো অনন্য। اَلْحَمْدُ لِله **আল্লাহ পাক প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এই মুজিযা দান করেছিলেন যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়াতে আসতেই কথা বলেছেন এবং এই কথায় **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতকে স্মরণ করেছেন।

আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুনিয়ায় আগমন করতেই **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সিজদা করেন এবং ঠোঁটে এই দোয়া অব্যাহত ছিলো: رَبِّ هَبْ لِيْ اُمَّتِيْ অর্থাৎ **হে পরওয়ারদিগার!** আমার উম্মত আমাকে সমর্পণ করে দাও।(২)

ইমাম যুরকানি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: "তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুলকে (Fingers) এমনভাবে উঠিয়ে রেখেছিলেন, যেমনটি কোন কান্নারত ব্যক্তি উঠিয়ে থাকে।(১)

হোতে হি পয়দা, করতে হে উম্মত কো ইয়াদ আ'প,
উম্মত কি মাগফিরাত কে তলবগার আ'গেয়ে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫১১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সারা জীবনই আপন উম্মতকে স্মরণ করছেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের ক্ষমা এবং মুক্তির জন্য রাতে ইবাদত করতেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم গুহায় একাকী গিয়ে কান্নাকাটি করতেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোরআন তিলাওয়াত করতে গিয়ে কান্না করতেন,

১. যুরকানি আলাল মাওয়াহেব, ১/২১১।

তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের গুনাহ এবং কিয়ামতের কঠোরতার কথা মনে করে **আল্লাহ পাকের** দরবারে কান্নাকাটি করতেন, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোরআনে সেই আয়াতের তিলাওয়াত শুনে কান্না করতেন যেই আয়াতে সকল উম্মত থেকে সাক্ষ্য নেয়া এবং **তাঁকে** সকল মানুষের সাক্ষ্য বানানোর আলোচনা বিদ্যমান, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো কখনো একটিই আয়াত তিলাওয়াত করে সারা রাত অতিবাহিত করে দিতেন, কখনোবা দীর্ঘ দীর্ঘ কিয়াম ও রুকু করতেন, কখনোবা কপাল সিজদায় রেখে উম্মতের কল্যাণ প্রার্থনা করতেন। **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কান্নাকাটি ও রাত্রি জাগরন, কেঁদে কেঁদে উম্মতের মুক্তি এবং কবর ও হাশরে কষ্ট থেকে বাঁচার জন্য দোয়া করতেন।

কান্না করার কারণ কি?

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উভয় হাত মুবারক উঠিয়ে উম্মতের জন্য কেঁদে কেঁদে দোয়া করেন এবং আরয করেন: اَللّٰهُمَّ اُمَّتِیْ اُمَّتِیْ হে **আল্লাহ!** আমার উম্মত, আমার উম্মত। **আল্লাহ পাক** হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দিলেন যে, তুমি আমার **হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট যাও। তোমার **প্রতিপালক** ভালই জানেন, কিন্তু **তাঁকে** জিজ্ঞাসা করো যে, **তাঁর** কান্না করার কারণ কি? হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আদেশ অনুযায়ী উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলে তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে সকল অবস্থা জানান এবং উম্মতের প্রতি মহানুভবতা প্রকাশ করেন। হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয করেন: হে **আল্লাহ! তোমার হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরূপ বলেন এবং **আল্লাহ পাক** সর্বজ্ঞাত। **আল্লাহ পাক** হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام কে আদেশ দেন: **আমার হাবীব** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে বলো যে, আমি আপনাকে আপনার উম্মত সম্পর্কে অতিশীঘ্রই সন্তুষ্ট করবো এবং আপনার মুবারক অন্তরে কষ্ট দিবো না।[১]

সদা শুকরে খোদায়া তু নে দিয়া, হে রহমত ওয়ালা ওহ আক্বা
জু উম্মত কে রঞ্জ ও গম মে, রাতোঁ কো আশক বাহাতা রাহে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৪৭৫ পৃষ্ঠা)

---

১. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ১০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৯৯।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আপনারা কি কখনো শুনেছেন যে, **যাঁর** আপনাদের প্রতি সত্যিকার ভালবাসা রয়েছে অতঃপর প্রেমিকও কেমন! ঈমানের প্রাণ এবং কল্যাণের ভান্ডার, যাঁর সৌন্দর্য জগতকে সজ্জিতকারী সৌন্দর্যের উদাহরন কোথাও পাওয়া যাবে না এবং তাকদীরের কলম **তাঁর** আকৃতি বানিয়ে হাত গুটিয়ে নিলো যে, আর কখনো এরূপ লিখবো না। **কিরূপ মাহবুব? যাকে তাঁর** মালিক সকল জাহানের জন্য রহমত স্বরূপ (বানিয়ে) পাঠালেন, **কিরূপ মাহবুব? যিনি** নিজের উপর একটি জগতের বোঝা উঠিয়ে নিলেন, **কিরূপ মাহবুব? যিনি** তোমার কষ্টে দিনের খাবার, রাতের ঘুম ত্যাগ করে দিলেন। তোমরা রাতদিন **তাঁর** অবাধ্যতায় লিপ্ত এবং খেলাধুলায় লিপ্ত রয়েছো আর **তিনি** তোমাদের ক্ষমার জন্য রাতদিন কান্নাকাটি ও বিষন্ন হয়ে থাকতেন। রাতকে **আল্লাহ পাক** আরামের জন্য বানিয়েছেন, সকাল সন্নিকটে, ঠান্ডা বাতাস প্রবাহিত হচ্ছে, প্রত্যেকের মন তখন আরামের দিকে ধাবিত হয়, আরামে লিপ্ত এবং যারা অসহায়, তাদেরও পা দুই গজ চাদর দ্বারা আবৃত, এমনই সুন্দর সময়, ঠান্ডা যুগে, সেই নিষ্পাপ, গুনাহহীন, পবিত্র আত্মা, যার আশ্রয়ে পবিত্রতা, নিজের আরাম আয়েশকে ছেড়ে দিয়ে, আরামের ঘুম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, পবিত্র কপাল **আল্লাহ পাকে**র দরবারে রেখে দিলেন যে, **ইলাহী!** আমার উম্মত গুনাহগার, ক্ষমা করে দাও এবং তাদের সকলের শরীরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচাও।[১]

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আপন উম্মতের ভালবাসা সম্পর্কে বয়ান শ্রবণ করছি। ভাবুন তো! দুনিয়ায় এমন অসংখ্য লোক রয়েছে, যাদের সাথে পরস্পর প্রেম ও ভালবাসার সম্পর্ক হয়ে থাকে, যেমন; পিতামাতা তাদের সন্তানদের ভালবাসে, সন্তান তার পিতামাতাকে ভালবাসে, বোন ভাইকে ভালবাসে, আত্মীয়রা পরস্পর একে অপরকে ভালবাসে

১. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ৩০/৭১৬-৭১৭।

ইত্যাদি, মনে রাখবেন! এই ভালবাসা অস্থায়ী হয়ে থাকে, এই ভালবাসা নশ্বর, এই ভালবাসা দুনিয়াতেই সীমাবদ্ধ হয়ে থাকে, এদিকে জীবনের রশি ছিন্ন হলো অপরদিকে ভালবাসার এই সকল সম্পর্কে যেনো ব্রেক লেগে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই ভুলে গিয়ে নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত হয়ে যায়, কিন্তু মনে রাখবেন! ভালবাসার এমন একটি সম্পর্কও রয়েছে, যা হ্রাস পায় না, যা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিষেশায়িত নয়, যুগের পরিক্রমায় এতে হ্রাস পায় না আর তা হলো **দয়ালু ও মেহেরবান আক্বা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর **তাঁর** উম্মতের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক, জি হ্যাঁ! **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** উম্মতকে নিজের জাহেরী জীবনেও স্মরণ রেখেছেন, নূরানী কবরে নূরানী শরীর নামানো হচ্ছে তখনও উম্মতকে স্মরণ করেছেন, নূরানী কবরে প্রবেশ হওয়ার পরও স্মরণ করছেন এমনকি কিয়ামতেও **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতকে স্মরণ করবেন। আসুন! এপ্রসঙ্গে দু'টি ঘটনা শ্রবন করি এবং নিজের ঈমান সতেজ করি।

(১) কিয়ামত পর্যন্ত "উম্মতি উম্মতি" করবেন

হযরত সায়্যিদুনা কুসাম رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নূরানী কবরে নামানোর পর সবশেষে বাইরে এসেছেন, তাঁর বর্ণনা হলো: আমিই শেষ ব্যক্তি, যে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারা নূরানী কবরে দেখেছি, আমি দেখলাম যে, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নূরানী কবরে আপন মুবারক ঠোঁট নাড়ছেন, আমি আমার কানকে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক মুখের নিকট করলাম, আমি শুনলাম যে **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলছেন: "رَبِّ اُمَّتِیۡ اُمَّتِیۡ" অর্থাৎ **আল্লাহ পাক**! আমার উম্মত, আমার উম্মত।[১] আর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন আমার ওফাত হয়ে যাবে, তখন আমার কবরে সর্বদা বলতে থাকবো: یَارَبِّ اُمَّتِیۡ اُمَّتِیۡ অর্থাৎ **হে পরওয়ারদিগার!** আমার উম্মত, আমার উম্মত। এমনকি দ্বিতীয়বার সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।[২]

---

১. মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪৪২।
২. কানযুল উম্মাল, কিতাবুল কিয়ামাতি, ৭/১৭৮, হাদীস ৩৯১০৮।

আমার আক্বা, আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী, হুযুর** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করছেন:

জিনহেঁ মারকদ মেঁ তা হাশর উম্মতি কেহ কর পুকারোগে,
হামে ভি ইয়াদ কর লো উন মে সদকা আপনি রহমত কা।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩৯ পৃষ্ঠা)

(২) মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলেন:

মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা সরদার আহমদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه বলতেন: **হুযুরে পাক** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো সারা জীবন আমাদেরকে উম্মতি উম্মতি বলে ফরিয়াদ করতে থাকেন, নূরানী কবরেও উম্মতি উম্মতি করছেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত করতে থাকবেন এমনকি হাশরের দিনেও উম্মতি উম্মতি করবেন। সত্য কথা হলো যে, যদি শুধুমাত্র একবারই উম্মতি বলে দিতেন আর আমরা সারা জীবন **ইয়া নবী ইয়া নবী, ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া হাবীবাল্লাহ** (صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বলতাম তবুও সেই একবার উম্মতি বলার হক আদায় হতে পারে না।[১]

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه তাঁর নাতের কিতাব **"হাদায়িকে বখশীশ"** এ লিখেন:

পেশে হক মুশদা শাফায়াত কা সুনাতে জায়েঙ্গে
আ'প রোতে জায়েঙ্গে হাম কো হাসাতে জায়েঙ্গে
উসআতেঁ দিই হে খোদা নে দামানে মাহবুব কো
জুরম খুলতে জায়েঙ্গে অউর ওহ চুপাতে জায়েঙ্গে
আঁখ খুলো গমযাদো দেখো ওহ গিরইয়াঁ আয়ে হে
লৌহে দিল সে নকশে গম কো আব মিটাতে জায়েঙ্গে

(হাদায়িকে বখশীশ, ১৫৫, ১৫৬ পৃষ্ঠা)

سُبۡحٰنَ الله! **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের প্রতি মমতা ও ভালবাসার পদ্ধতি কতইনা সুন্দর যে, দুনিয়ায় তো উম্মতকে স্মরণ করতেনই, দুনিয়ায় তো উম্মতের প্রতি দয়া করতেনই, দুনিয়ায় তো উম্মতের জন্য সহজতার

১. আশিকে আকবর, ৫৩ পৃষ্ঠা।

পথকে মসৃণ করাতে থাকেন, দুনিয়ায় তো উম্মতের তরী পাড় করতে থাকেনই কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! কিয়ামতের দিনও **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন উম্মতকে স্মরণ করবেন এবং উম্মতকে সাহায্যও করবেন, নিঃসন্দেহে এটা উম্মতের প্রতি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এত বড় দয়া যে, যদি একটি কেন কোটি কোটি জীবনও পেয়ে যায়, তবুও উম্মত এই দয়ার বিনিময় দিতে পারবে না।

১২ সপ্তাহ পর্যন্ত ইজতিমায় অংশগ্রহনের নিয়্যত করে নিন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদেরও উচিৎ যে, আমরাও **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নিরলসভাবে ভালবাসা, তাঁর বাণীর উপর আমল করা, নিজেও সুন্নাতের উপর আমল করা এবং অপরকেও এর উৎসাহ দেয়া, এর অনন্য উপায় হলো আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া। اَلْحَمْدُ لِلّٰه প্রতি সপ্তাহে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক ইজতিমা হয়ে থাকে, যাতে রাসূলের ভালবাসার সূধা পান করানোর পাশাপাশি নেকী করা, গুনাহ থেকে বাঁচা, নিজের অন্তরে সত্যিকার ইশকে রাসূলের প্রদীপ আলোকিত করার উৎসাহ প্রদান করা হয়ে থাকে, অতএব আপনিও আগামী ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুধু নিজে নয় বরং আপনার সাথে কমপক্ষে একজন ইসলামী বোনকে নিয়ে আসার নিয়্যত করে নিন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পুস্তিকা বন্টনের উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه রবিউল আউয়াল মাস তার বরকত ছড়াতে আমাদের মাঝে বিদ্যমান, এটা ঐ সম্মানিত মাস, যাতে আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দুনিয়ায় শুভাগমন করেন, **তাঁর** মিলাদের খুশিতে প্রত্যেক মুসলমান আলাদা আলাদ ভাবে খুশি উদযাপন করে থাকে, আমাদেরও উদযাপন করা উচিৎ, কিন্তু এবার আমরা আমাদের খুশি এভাবে

উদযাপন করবো যে, আমরা আমাদের **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মিলাদের খুশিতে ইসলামী বোনদের মাঝে পুস্তিকা বন্টন করবো, বিশেষকরে বসন্তের প্রভাত পুস্তিকাটি, হতে পারে আমার এই ছোট্ট প্রচেষ্টায় কোন ইসলামী বোনের নেকীতে ভরা জীবন নসীব হয়ে যাবে এবং সে গুনাহ থেকে বিরত হয়ে অন্যান্য ইসলামী বোনকে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীনি হয়ে যাবে, অতএব প্রত্যক ইসলামী বোন সামর্থ অনুযায়ী বেশি থেকে বেশি পরিমানে অন্যথায় **১১২** টাকার অথবা কমপক্ষে **১২** টাকার পুস্তিকা বা মাদানী ফুলের লিফলেট মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করে বন্টন করুন। অনুরূপভাবে সারা বছর কিছু না কিছু পুস্তিকা বন্টন করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগান। বিবাহ ও শোকের অনুষ্ঠানে এবং নিজের মরহুমদের ইসালে সাওয়াবের উদ্দেশ্যেও পুস্তিকা বন্টন করার ব্যবস্থা করুন আর অন্যান্য ইসলামী বোনদের উৎসাহ প্রদান করুন এবং অসংখ্য সাওয়াব অর্জন করুন।

বাঁট কর মাদানী রাসাইল দ্বীন কো পেহলাইয়ে
করকে রাজি হক কো হকদারে জিনাঁ বন জাইয়ে

সমবেদনা জ্ঞাপনের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সমবেদনা জ্ঞাপনের কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি।

প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শুনি: (১) যে কোন বিপদগ্রস্তকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, তার জন্য সেই বিপদগ্রস্থের সমান সাওয়াব রয়েছে।[১] (২) যে মুমিন বান্দা নিজের কোন বিপদগ্রস্থ ভাইকে সমবেদনা জ্ঞাপন করবে, **আল্লাহ পাক** কিয়ামতের দিন তাকে কারামতের পোষাক পরিধান করাবেন।[২] ✫ সমবেদনা অর্থ হলো: বিপদগ্রস্থকে ধৈর্য ধারনের জন্য বলা। ✫ সমবেদনা জ্ঞাপন করা সুন্নাত।[৩] ✫ দাফনের পূর্বেও সমবেদনা জ্ঞাপন করা

১. তিরমিযী, কিতাবুল জানায়িয, বাবু মাজাআ ফি আজরে মিন আযী মাসাবা, ২/৩৩৮, নম্বর ১০৭৫।
২. ইবনে মাজাহ, কিতাবুল জানায়িয, বাবু মাজাআ ফি সাওয়াবি মিন..., ২/২৬৮, নম্বর ১৬০১।
৩. বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫২।

জায়িয, কিন্তু উত্তম হলো যে, দাফনের পর করা, এটা তখনই, যখন মৃত্যের আত্মীয়রা হায় হুতাশ করবে না, অন্যথায় তাদের সান্তনার জন্য দাফনের পূর্বেই করুন।(১) ✯ মুস্তাহাব হলো যে, মৃতের সকল আত্মীয়দের সমবেদনা জ্ঞাপন করা, ছোট বড় পুরুষ মহিলা সবাইকে কিন্তু মহিলাদেরকে তাদের মাহরিমরাই সমবেদনা জ্ঞাপন করবে। সমবেদনায় এরূপ বলুন, **আল্লাহ পাক** মৃতের মাগফিরাত করুন এবং তাকে আপন রহমতে জায়গা দান করুক।(২) ✯ মৃতের আত্মীয়রা ঘরে অবস্থান করা যে, লোকেরা সমবেদনা জ্ঞাপন করতে আসুক, এতে সমস্যা নাই এবং বাড়ির দরজায় বা মানুষের চলাফেরার পথে বিছানা বিছিয়ে বসা মন্দ বিষয়।(৩) ✯ যে একবার সমবেদনা করে এসেছে, তার আবারো সমবেদনার জন্য যাওয়া মাকরূহ।(৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. আজ জাওয়াহিতুন নাইরিয়াতিম কিতাবুস সালাত, বাবুল জানায়িয, ১৪১ পৃষ্ঠা।
২. বাহারে শরীয়ত, ১/৮৫২।
৩. দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৭৬।
৪. দুররে মুখতার, কিতাবুস সালাত, ৩/১৭৭।

বয়ান: ১৩

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

হুযুরে আকরাম, নূরে মুজাসসাম, শাহে বনী আদম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে **আল্লাহ পাক** তার উপর ১০ দশটি রহমত নাযিল করবেন, আর যে ব্যক্তি আমার উপর ১০ দশ বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে **আল্লাহ পাক** তার উপর ১০০ টি রহমত নাযিল করবেন, আর যে ব্যক্তি আমার উপর ১০০ একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে **আল্লাহ পাক** তার দুই চোখের মধ্যখানে লিখে দিবেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত। আর কিয়ামতের দিন তাকে শহীদদের সাথে রাখা হবে। (মুজামু আওসাত, ৫/৭২৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।(১)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

১. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنْ شَآءَ الله আজ আমরা **মুস্তফার উৎকর্ষতা** এবং **তাঁর** মুজিযা সম্পর্কে ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলী শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। সর্ব প্রথম আমরা শুনবো অল্প খাবার ১৪০০ চৌদ্দশত সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان কে কিভাবে সংকোলন হয়ে গেল, আর ছাগল কিভাবে জীবিত হয়ে গেল? মুজিজা কাকে বলে? কারামাত কাকে বলে? মাউনাত ও ইসতিদরাজ কাকে বলে? এর সংজ্ঞাও শুনবো, এটাও শুনবো যে, **আল্লাহ পাক** আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আম্বিয়ায়ে কেরামগণের উপর কেমন সম্মান ও মর্যাদা দান করেছেন, এর সাথে সাথে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন কাউকে বরকতের জন্য দোয়া করতেন তখন কেমন বরকত প্রকাশ পেত তার ব্যাপারেও শ্রবণ করবো। **আল্লাহ পাক** যদি চাই! তাহলে আমরা সম্পূর্ণ বয়ান মনযোগ সহকারে শুনার ক্ষেত্রে সফল হবো।

ছাগল কান নেড়ে দাঁড়িয়ে গেলো!

প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ বর্ণনা করেন: (খন্দকের যুদ্দের সময়) পরিখা খনন করতে গিয়ে হঠাৎ এমন একটি শিলাখন্ড (যমিনের ঐ উঁচু এবং কঠিন অংশ যাতে শক্ত কড়ি, কয়লা এবং পাথর ইত্যাদি অর্ন্তভূক্ত হয়ে থাকে) বেরিয়ে এলো, যা কোন ভাবেই ভাঙ্গা গেলো না, যখন আমরা **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে এই ঘটনাটি আরয করলাম, তখন **তিনি** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم উঠলেন, তিনদিনের উপবাস এবং মুবারক পেটে পাথর বাঁধা ছিলো, **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আপন মুবারক হাতে বেলচা (মাটি খনন করার যন্ত্র, যা আঁকড়ে ধরার জন্য হাতল লাগানো থাকে) মারলেন, তখন শিলাখন্ডটি বড় টুকরা হয়ে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে পরলো। (বুখারী, ২/৫৮৮, হাদীস নং-৪১০১) অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এই শিলাখন্ডটির উপর তিনবার বেলচা মারেন, প্রতিটি আঘাতে এর থেকে এক একটি আলো বিচ্যুরিত হতো এবং এই আলোতে **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم সিরিয়া, ইরান এবং ইয়েমেনের শহর সমূহ দেখে নিলেন আর এই তিনটি দেশ বিজয় হওয়া সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামকে عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان সুসংবাদ দিলেন। (শরহে যুরকানী, ২/১০৯, মাদারিজ ২/১৬৯)

হযরত জাবির رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: ধারাবাহিক উপবাসের কারণে **নবীয়ে আকরাম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পেট মুবারকে পাথর বাঁধা দেখে আমার অন্তর কেঁদে উঠলো, আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট অনুমতি নিয়ে নিজের ঘরে এলাম, স্ত্রীকে বললাম: আমি **নবী করীম, রঊফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে প্রচন্ড ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখেছি, তা দেখে আমি আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। ঘরে কি খাবারের কিছু আছে? তিনি বললো: ঘরে এক সাগ (প্রায় সাড়ে চার কিলো) যব ছাড়া আর কিছুই নেই। আমি বললাম: তুমি দ্রুত এই যবগুলো পিসে খামির বানিয়ে নাও আর আমি আমাদের ঘরের পালিত ছাগলের ছানাটি জবাই করে এর মাংস কেটে দিচ্ছি এবং স্ত্রীকে বললো: তুমি দ্রুত মাংস ও রুটি তৈরী করো, আমি **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ডেকে আনছি। যাওয়ার সময় স্ত্রী বললো: দেখুন **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ছাড়া শুধুমাত্র কয়েকজন সাহাবীকেই সাথে আনবেন, কেননা খাবার কম, অধিক লোক এনে আমাকে লজ্জায় (Disgrace) ফেলে দিবেন না।

হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ পরিখায় এসে নিম্নস্বরে আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এক ছা (কমপক্ষে ৪ কিলো) আটার রুটি এবং একটি ছাগল ছানার মাংস আমি ঘরে প্রস্তুত করিয়েছি, সুতরাং আপনি কয়েকজন লোক নিয়ে এসে খেয়ে নিন, একথা শুনে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হে পরিখা খননকারীরা! জাবির (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) খাবারের দাওয়াত দিয়েছে, সুতরাং সবাই তাঁর ঘরে গিয়ে খাবার খেয়ে নাও, অতঃপর আমাকে ইরশাদ করলেন: যতক্ষণ আমি আসবো না রুটি পাকাবে না, সুতরাং যখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরীফ আসলেন তখন খামির করা আটায় **তাঁর** মুখের থুথু শরীফ দিয়ে বরকতের দোয়া করলেন এবং মাংসের পাতিলেও **তাঁর** মুখের থুথু শরীফ দিলেন। অতঃপর রুটি পাকানোর আদেশ দিলেন এবং এটাও ইরশাদ করলেন: পাতিল চুলা থেকে নামাবে না। যখন রুটি বানানো হয়ে গেলো তখন হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর স্ত্রী পাতিল থেকে মাংস বের করে করে দিতে শুরু করলেন, এক হাজার(১০০০) সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان পরিতৃপ্ত হয়ে খাবার খেলেন কিন্তু খামির করা আটা পূর্বে যতটুকু ছিলো ততটুকুই অবশিষ্ট রয়ে গেলো এবং পাতিল চুলার উপর রীতিমত উতলে পরতে লাগলো।

(বুখারী, ২/৫৮৯, গযওয়াতিল খন্দক ওয়া সিরাতে মোস্তাফা, ৩২৫-৩২৭)

হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم একটি পাত্রের মধ্যখানে খাওয়া হওয়া হাঁড় (Bones) একত্র করলেন এবং এর উপর আপন হাঁত মুবারক রাখলেন আর কিছু পাঠ করলেন যা আমি শুনিনি। এখনই যেই ছাগলের মাংস খেয়েছিলো, সেই ছাগলই হঠাৎ কান নাড়তে নাড়তে উঠে দাঁড়িয়ে গেলো, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: তোমার ছাগল নিয়ে যাও! আমি ছাগলটি আমার স্ত্রীর নিকট নিয়ে গেলাম। সে (আশ্চার্য হয়ে) বললো: এটা কি? আমি বললাম: **আল্লাহ**র শপথ! এটি আমাদের ঐ ছাগল, যাকে আমরা জবাই করেছিলাম। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দেয়ায় **আল্লাহ পাক** একে জীবিত করে দিলো! একথা শুনে তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী অস্ফুটে বলে উঠলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয় **তিনি আল্লাহ পাকের** রাসূল।

(খাচায়েসে কোবরা, ২/১১২)

মুদ্দো কো জিলাতে হে রাতো কো হাঁসাতে হে,
আলামে মিঠাতে হে বিগড়ি কো বানাতে হে।
সরকার কিলাতে হে সরকার পিলাতে হে,
সুলতান ও গদা সব কো সরকার নিবাতে হে। (ফয়যানে সুন্নাত ৩৫০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুস্তফার উৎকর্ষতার ঝলক

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! চিন্তা করুন! সাধারনত আমাদের এখানে খাবার কম হলে এবং খাওয়ার লোক বেশি হয়ে গেলে তখন খাবারের আয়োজন বাড়ানো ছাড়া আর কোন পথ থাকে না, এখন ভাবুন! প্রায় চার (৪) কিলো আটা এবং ছাগলের একটি ছানা আর কতোইবা স্বাস্থ্যবান হবে হয়ত পঞ্চাশ (৫০) ষাট (৬০) জন ব্যক্তি পেট ভরে খাওয়ার সামগ্রীর হতে পারে, কিন্তু **নবীয়ে রহমত** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থুথু মোবারকের বরকতে এতটুকু খাবার শুধু সাহাবায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان সম্পূর্ণ দলের জন্য যথেষ্ট হয়নি বরং যতটুকু রান্না করা হয়েছিলো ততটুকুই অবশিষ্ট থাকা অতঃপর ছাগলের হাঁড়ের উপর কিছু পাঠ করাতে তা মাংস ও চামড়া বেষ্টিত হয়ে পূর্বের ন্যায় কান নাড়তে নাড়তে দাঁড়িয়ে গেলো।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এই হাদীসে পাকের আলোকে যা কিছু বলেছেন, আসুন! এর মধ্য থেকে কিছু শ্রবণ করি: ✲ যে সকল লোকেরা খাবার খেয়েছে, তাঁদের সংখ্যা ছিলো ১৪০০ জন। তাঁদের মধ্যে এক হাজার (১০০০) জন তো খন্দক খননকারী ছিলেন এবং চারশত (৪০০) জন ঐ ব্যক্তিরা ছিলেন, যারা পরে অবশিষ্ট ছিলেন, যারা মদীনার ঘরে, বাজারে ছিলেন, মদীনা মুনাওয়ারার শিশু (বরং) মহিলারাও এই দাওয়াতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মোটকথা খাবার খাওয়ার লোকেদের মেলা বসে গিয়েছিলো। সৌভাগ্যবান ছিলেন সেই লোকেরা, যারা বরকতময় খাবারে অংশগ্রহণ করেন। ✲ **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐসকল লোকদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, সেইদিন লঙ্গর **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর ছিলো, ঘর হযরত জাবির

(رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) এর, সুতরাং এই ঘোষনা এবং দাওয়াত একেবারেই সঠিক ছিলো। যে জিনিষ ব্যবহার করাতে কমে যায় না তা মালিকের অনুমতি ছাড়াও ব্যবহার করা যেতে পারে, যেমন কারো প্রদীপের আলোয় অধ্যয়ন করে নেয়া, কারো দেয়ালের ছায়া গ্রহন করা। আজ এই খাবার সেই আহারকারীদের ব্যবহারে কমবে না, তাই হযরত জাবির (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) এর অনুমতি ছাড়া **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবাইকে দাওয়াত দিয়ে দিলেন। ✲ হযরত জাবির (رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ) সকল লোকদের দাওয়াত দেয়া এবং তাঁদের মাঝে ঘোষণা করে দেয়াতে আশ্চার্য হয়ে গেলেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর এই আশ্চার্য হওয়া অবলোকন করলেন এবং সান্তনা দেয়ার জন্য ইরশাদ করলেন: ঘাবড়িও না **আল্লাহ পাক** দয়া করবেন, যা আনবে তাই খাওয়াবো, তুমি শুধু এতটুকু করবে যে, আমার আসার পূর্বে পাতিল চুলা থেকে নামাবে না এবং আটা পাকানো শুরু করবে না, অতঃপর **খোদার কুদরতের** কারিশমা দেখো। ✲ এই ঘটনায় **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থুথু শরীফের অনেক বড় মুজিযা রয়েছে: মাংসের টুকরোয় আধিক্য ও বরকত, ঝোলে বরকত, ঝোলের লবন, মরিচ, মসলা এবং ঘিয়ে বরকত ও আধিক্য, আটায় বরকত ও আধিক্য, যে লাকরি দিয়ে এই খাবার পাকানো হলো তাতে বরকত, রুটি পাকানোর হাতে শক্তি ও সামর্থ, অন্যথায় এত বড় দলের দাওয়াতের জন্য কয়েক মণ মাংস, লাকরি, আটা, অনেক বাবুর্চি এবং অনেকগুলো চুলোর প্রয়োজন ছিলো, যেমনটি বর্তমানে বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখা যায়। ✲ হযরত মূসা عَلَيۡهِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর লাঠি মাধ্যমে পাথরের (Stone) মধ্য থেকে ১২টি পানির ঝর্ণা প্রবাহিত হয়, এখানে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর থুথু শরীফের মাধ্যমে পাতিলে মাংসের টুকরো এবং ঝোলের ঝর্ণা প্রবাহিত হয়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৩৫)

দারে চলতে হে আতা কে ওয়া হে কাতরা তেরা
তারে খুলতা হে সাহা কে ওয়া হে যররা তেরা
কায়য হে ইয়া শাহে তাসনীম নিরালা তেরা
আপ পিয়াসো কে তাজাসসুস মে হে দরিয়া তেরা
আসমা খান, যমি খান, যমানা মেহমান
সা'হেবে খা'না লকব কিস কা হে তেরা তেরা। (হাদায়েকে বখশিশ ১৫-১৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

মুজিযার সংজ্ঞা

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মুজিযার সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: ঐসকল কাজ যা সংগঠিত করা বরং তা বুঝতে সৃষ্টি অসহায়, তাকে **"মুজিযা"** বলে। শরীয়তের পরিভাষায় মুজিযা ঐসকল আশ্চার্যজনক স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ, যা নবুয়তের দাবীকারীর হাতে প্রকাশ পায়। নবুয়তের দাবী করা পূর্বে যা স্বভাব বিরুদ্ধ কাজ নবীর হাতে প্রকাশ পায় তকে **"ইরহাস"** বলে। আউলিয়ায়ে কিরাম (رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام) এর হাতে যে সকল আশ্চার্যজনক বিষয় প্রকাশ পায়, তাকে **"কারামত"** বলে। সাধারণ মুমিনের হাতে যদি কখনো কোন আশ্চার্যজনক বিষয় প্রকাশ পায়, তাকে **"মাউনাত"** বলে। এবং অমুসলিমের হাতে যে সকল আশ্চার্য বিষয় প্রকাশ পায়, তাকে **"ইসতিদরাজ"** বলে। মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরো বলেন: অনেক নবীদের মুজিযা কাহিনী (Parables) হয়ে গেছে, আমাদের **নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনেক মজিযা কিয়ামত পর্যন্ত দেখা যাবে, অধিকহারে আলোচনা, কোরআনে মজীদের প্রেম, পাথর ও প্রাণীর শরীরে **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর লিখিত নাম পাওয়া ইত্যাদি এগুলো জীবন্ত মুজিযা। আউলিয়ায়ে কিরামের (رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام) কারামত **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) জীবন্ত মুজিযা। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১৬২)**

মুজিযার সমষ্টি

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুজিযা নবীর নবুয়তের দলীল হয়ে থাকে, সুতরাং **আল্লাহ পাক** প্রত্যেক নবীকে সেই যুগের অবস্থা এবং উম্মতের চিন্তা ভাবনার উপযুক্ততা অনুযায়ী মুজিযা দ্বারা ধন্য করেছেন। যেমন; হযরত মূসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর নবুয়তের যুগে যেহেতু জাদুর (Magic) মাধ্যমে কৃতিত্ব দেখানো সফলতার উচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিলো, তাই **আল্লাহ পাক** তাঁকে **"ইয়াদি বাইদা"** (আলোকিত ও উজ্জল হাত) এবং **"আছা"** (লাঠি) এর মুজিযা দান করেছিলেন, যার সাহায্যে তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام জাদুকরের জাদুর কৃতিত্বের উপর এমন ভাবে প্রাধান্য লাভ করেন যে, সকল জাদুকর সিজদায় পরে গেলো

এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করলো। অনুরূপভাবে হযরত ঈসা عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এর যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞান (চিকিৎসার ইউনানী পদ্ধতি) খুবই উন্নতি লাভ করেছিলো এবং সেই যুগের ডাক্তাররা বড় বড় রোগের চিকিৎসা করে নিজেদের দক্ষতায় সকল মানুষকে নিজেদের কাবু করে নিয়েছিলো, তাই **আল্লাহ পাক** হযরত ঈসা عَلَیۡہِ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام কে জন্মান্ধ এবং কুষ্ট রোগে আক্রান্ত মানুষদের আরোগ্য দান করা এবং মৃতকে জীবিত করার মুজিযা দান করেন, যা দেখে তাঁর যুগের ডাক্তারদের হুঁশ উড়ে গেলো এবং তারা আশ্চার্য হয়ে গেলো, অবশেষে তারা তাঁর মুজিযাকে মানবিক উৎকর্ষতা থেকে অনেক উচ্চ মেনে নিয়ে তাঁর নবুয়তকে স্বীকার করে নিলো। মোটকথা প্রত্যেক নবীকে তাঁর যুগের অবস্থা অনুযায়ী এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের স্বভাব অনুযায়ী কাউকে একটি, কাউকে দু'টি আর কাউকে এর চেয়েও বেশি মুজিযা দান করা হয়েছে। কিন্তু **নবীয়ে করীম** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যেহেতু সকল নবীদেরও নবী এবং তাঁর পবিত্র চরিত্র সকল আম্বিয়া عَلَیۡہِمُ السَّلَام এর পবিত্র চরিত্রের সারমর্ম আর তাঁর শিক্ষা সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام এর শিক্ষার নির্যাস ও **হুযুর** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পৃথিবীতে একটি সর্বজন গৃহিত ধর্ম নিয়ে তাশরীফ আনেন এবং সমগ্র জগতে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকল সম্প্রদায় ও মিল্লাতের উদ্দেশ্যেই **তাঁর** পবিত্র দাওয়াত ছিলো, তাই **আল্লাহ পাক প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বাকে পূর্ববর্তী নবীদের সকল মুজিযার সমষ্টি বানিয়ে দিয়েছেন এবং **তাঁকে** বিভিন্ন ধরনের অসংখ্য মুজিযা দ্বারা ধন্য করে দিয়েছেন। (সীরাতে মুস্তফা, ৭১২-৭১৪ পৃষ্ঠা)

এছাড়াও এমন অসংখ্য মুজিযা দ্বারাও **আল্লাহ পাক তাঁর শেষ নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ধন্য করেন, যা **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিশেষত্ব ছিলো। অর্থাৎ তা **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ঐ সকল উৎকর্ষতা ও মুজিযা, যা অন্য কোন নবী ও রাসূলকে দান করা হয়নি। (সীরাতে মুস্তফা, ৮২০ পৃষ্ঠা) সুতরাং **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বা হলো সেই স্বত্বা, যাতে সকল মুজিযা একত্র করে দিয়েছেন।

সবার চেয়ে সেরা আমাদের নবী

সকল আম্বিয়া عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সকল উৎকর্ষতা, সকল ভাল দিক, গুণাবলী এবং সকল মুজিযা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বায় বিদ্যমান। সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ফযীলত কোরআনে পাকেও বর্ণনা করা হয়েছে।

৩য় পারা সূরা বাকারার ২৫৩নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

تِلۡكَ الرُّسُلُ فَضَّلۡنَا بَعۡضَهُمۡ عَلٰى بَعۡضٍ ۘ مِنۡهُمۡ مَّنۡ كَلَّمَ اللّٰهُ وَرَفَعَ بَعۡضَهُمۡ دَرَجٰتٍ ؕ
(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাঁরা রাসূল, আমি তাঁদের মধ্যে এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠ করেছি। তাঁদের মধ্যে কারো সাথে **আল্লাহ** কথা বলেছেন এবং কেউ এমনও আছেন, যাঁকে সবার উপর মর্যাদা সমূহে উন্নীত করেছেন।

তাফসীরে সীরাতুল জিনান ১ম খন্ডের ৩৭৯ পৃষ্ঠায় এই আয়াতে করীমার আলো লিপিবদ্ধ রয়েছে: ✵ যার সম্পর্কে ইরশাদ করা হয়েছে যে, **'আমি তাঁকে** মর্যাদাসমূহে উন্নীত করেছি' এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের **আক্বা ও মওলা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। ✵ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে অশেষ মর্যাদা সকহারে সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উপর ফযীলত দান করেছেন। ✵ এই স্থানে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম উল্লেখ না করাও তাঁর উচ্চ মর্যাদার কারণেই। এভাবে বলার উদ্দেশ্য হলো যে, যখনই আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর উপর ফযীলতের উল্লেখ করা হয় তখন অন্য কারো প্রতি মনযোগ যেনো না যায় বরং শুধুমাত্র **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বাই যেনো মনে আসে। ✵ **হুযুর পুরনুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ঐ বিশেষত্ব ও উৎকর্ষতা যা সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর উপর প্রাধান্য ও উত্তম এবং এর মধ্যে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে কেউ অংশীদার নেই, তা অসংখ্য। কেননা কোরআনে করীমে এরূপ ইরশাদ হয়েছে যে, মর্যাদা উন্নীত করেছি এবং এই মর্যাদার কোন সীমা কোরআনে করীমে উল্লেখ করা হয়নি, তাই এই মর্যাদা সীমা কেইবা লাগাতে পারে। ✵ **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অর্জিত বিশেষত্ব সমূহের মধ্যে কিছু হলো

যে, **তাঁর** রিসালত সর্বসাধারনের জন্য অর্থাৎ সমস্ত জগত **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মাধ্যমেই নবুয়ত শেষ হয়ে গেছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সকল আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام চেয়ে বেশি মুজিযা দান করা হয়েছে। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতকে সকল উম্মতের মাঝে উত্তম করা হয়েছে। হাউজে কাওসার, মকামে মাহমুদ, শাফায়াতে কুবরা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে। শবে মেরাজে **আল্লাহ পাকের** বিশেষ নৈকট্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই অর্জিত। এছাড়াও অসংখ্য বিশেষত্ব **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দান করা হয়েছে। (মাদারিক, সূরা বাকারা ২৫৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠা। জুমাল, বাকারা, ২৫৩নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৩১০। খাযিন, বাকারা, ২৫৩নং আয়াতের পাদটিকা, ১/১৯৩-১৯৪। বায়যাভী, বাকারা, ২৫৩নং আয়াতের পাদটিকা, ১/৫৪৯-৫৫০

ছবছে আওলা ও আলা হামারা নবী
ছবছে বালা ও ওয়ালা হামারা নবী
আপনে মওলাকা পেয়ারা হামারা নবী
দোনো আলম্‌কা দুল্‌হা হামারা নবী
বুঝগেয়ী জিসকে আগে ছবহী মশআলে
শাময়া উয়হ লে -কর আয়া হামারা নবী
খলক্বছে আউলিযা আউলিয়া ছে রুসূল
আওর রছূলূঁছে আলা হামারা নবী
মূলকে কওনাইনমে আম্বিয়া তাজেদার
তাজেদারোঁ কা আক্বা হামারা নবী
কেয়া খবর কেতনে তারে কিলে ছুপ গেয়ে
পর না ডুবে না ডুবা হামারা নবী। (হাদায়িকে বখশিশ ১৩৮-১৩৯)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! প্রিয় আক্বা صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসংখ্য মুজিযা, **আল্লাহ পাক** আপন দয়ায় **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে এমন এমন মহান ক্ষমতা দান করেছেন, যার কোন অনুমানও করা যাবে না, যেমন; "**আল্লাহ পাকের** দানক্রমে" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখন্ডিত করেন, "**আল্লাহ পাকের** দানক্রমে" **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করার ফলে ডুবন্ত সূর্য

ফিরে এলো, “**আল্লাহ পাকের** দানক্রমে” **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পাথরকে পানিতে সাতাঁর কাটালেন, “**আল্লাহ পাকের** দানক্রমে” থুথু মুবারক নিক্ষেপ করে লবণাক্ত কূপকে শিষ্ট করে দিলেন। “**আল্লাহ পাকের** দানক্রমে” **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করে দিলেন। “**আল্লাহ পাকের** দানক্রমে” গাছ ও পাথরের সাথে কথা বললেন, “**আল্লাহ পাকের** দানক্রমে” গাছ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলো, “**আল্লাহ পাকের** দানক্রমে” সামান্য দুধ (৭০) সত্তরজন লোকের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো, “**আল্লাহ পাকের** দানক্রমে” সামান্য খাবার অনেক বড় দলের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো এবং “**আল্লাহ পাকের** দানক্রমে” **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে প্রাণীরাও মানুষের মত কথা বলতে লাগলো, উদ্দেশ্য! আপনি যেমন চান ঐ দুনিয়ার রং সেভাবে পরিবর্তন হয়ে যায়, তাঁর নিকট সব কিছুর ক্ষমতা রয়েছে। আসুন ইলমে দ্বীন অর্জনের নিয়্যতে কিছু প্রিয় নবীর মুজিযা শ্রবণ করি।

খাবারের মধ্যে বরকত হয়ে গেলো

হযরত সায়্যিদুনা আবদুর রহমান বিন আবি ওমর আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ হতে বর্ণিত, আমাকে আমার পিতা বলেছেন, আমরা একবার যুদ্ধের সফরে নবী করীম রঊফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলাম আর পাথেয় প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছিল, যখন ক্ষুধার তীব্রতা বৃদ্ধি পেল তখন লোকজন **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে এই ব্যাপারে অনুমতি (Permission) প্রার্থনা করলো যে, কতিপয় অশ্বারোহণ যদি জবেহ করে দেয়া হয় তাহলে ক্ষুধা কিছুটা কমে যাবে, হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ যখন এটা দেখলেন যে, তাজেদারে রিসালাত শাহেনশাহে নবুওয়াত হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁদের ঐ প্রার্থনার অনুমতি দিচ্ছেন, তখন তিনি অগ্রসর হয়ে আরয করলো, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যদি আমরা আপন অশ্বসমূহ যবেহ করে খাওয়া শুরু করে দিই, তাহলে দুশমনের সামনে আমরা ক্ষুধার্থ এবং আরোহণ বিহীন হয়ে যাবো, অতঃপর তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বারগাহে রিসালাতে মুসলমানদের কল্যাণ কামনায় সুন্দর

পরামর্শ প্রদান পূর্বক আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমার পরামর্শ এটাই যে, সকল সৈন্যরা যদি এটা করে, যার নিকট খাবারোর জন্য যা কিছু আছে কম হোক বা বেশী হোক, যা অবশিষ্ট্য আছে তা সব যেন আপনার দরবারে উপস্থাপন করে, অতঃপর আপনি صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই খাবারের স্তুপে বরকতের জন্য দোয়া করবেন, তখন **আল্লাহ পাক** আপনার দোয়ার দ্বারা ঐ খাবারের মধ্যে এমন বরকত দান করবেন যে, ঐ খাবার আমাদের সবার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। শাহেনশাহে মদীনা হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট এই পরামর্শ অনেক পছন্দ হলো এবং তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করার আদেশ দিলেন, যেমনিভাবে যার নিকট যা কিছু অবশিষ্ট্য আছে সবাই বারগাহে রিসালাতে উপস্থাপন করলো, বর্ণনাকারী বলেন: فَجَمَعَهَا رَسُوۡلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ فَدَعَا مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنۡ يَدۡعُوَ অর্থাৎ প্রিয় আক্বা হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ সকল খাবার জিনিস একত্রিত করলেন, অতঃপর দাঁড়ালেন এবং তার উপর **আল্লাহ পাকের** দয়ায় যা কিছু বলার তা বললেন, অতএব তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সৈন্য বাহিনীর সদস্যদেরকে আদেশ দিলেন, আপন আপন প্লেট ভর্তি করে নাও। বর্ণনাকারী বলেন: فَمَا بَقِيَ فِي الۡجَيۡشِ وِعَاءٌ اِلَّا مَلَاؤُهُ وَبَقِيَ مِثۡلُهُ অর্থাৎ সৈন্য বাহিনীর মধ্যে উপস্থিত সকলে সকলের প্লেট নিয়ে তা থেকে ভর্তি করে নিল আর ঐ খাবারের স্তুপ যেমনই ছিল তেমনই রয়ে গেল তা থেকে কোন কিছুই কমে নি। এটা দেখে হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এতে অধিক মুসকি হাসলেন যে, তাঁর দাড়ি মোবারক প্রকাশ পেলো, ইরশাদ করলেন: اَشۡهَدُ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَنِّيۡ رَسُوۡلُ اللّٰهِ لَا يَلۡقَى اللّٰهَ عَبۡدٌ مُّؤۡمِنٌ بِهِمَا اِلَّا حُجِبَتۡ عَنۡهُ النَّارُ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ অর্থাৎ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে **আল্লাহ পাক** ব্যতীত কোন মাবুদ নেই, আর আমি **আল্লাহ পাকের** রাসূল। এই বাক্য দুটি পাঠকারী কাল কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** সাথে এই অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, তার এবং জাহান্নামের মধ্যখানে একটি আঁড়াল হয়ে দাঁড়াবে।

(মুসনাদে আহমদ ৫/২৬৪, হাদীস ১৫৪৪৯)

কাউনাইন বানায়ে গেয়ে সরকার কি খাতির,
কাউনাইন কি খাতির তুমহি সরকার বানায়া,
কুঞ্জী তুমহি দি আপনে খাযানো কি খোদানে,
মাহবুব কিয়া মালিকে ওয়া মুখতার বানায়া। (যাওকে নাত ৪৭-৪৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই হাদীসে পাক দ্বারা নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দোয়ার বরকত সম্পর্কে জানা গেল, আর আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِيَ اللهُ عَنْهُ এর আচরণ দ্বারা এটাও বুঝা গেল যে, সর্বদা অপরের কল্যাণ কামনা করার চেষ্টা করা চাই।

কল্যাণ কামনা করুন!

আফসোস! আজ আমাদের সমাজে কল্যাণ কামনার মন মানসিকতাও নিঃশেষ হতে দেখা যাচ্ছে, অথচ আমাদের দ্বীন "দ্বীনে ইসলামে " মানবতার সবচেয়ে মাধ্যম হলো কল্যাণ কামনা করা, একজন অপর জনের মঙ্গল এবং কল্যাণ কামনা করা, শিক্ষার্থীদের শিক্ষার একটি অধ্যায়, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি খুব উৎসাহ প্রদান করতেন। যেমনিভাবে

হযরত তামীম দারী رَضِيَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, কল্যাণ কামনায় হলো দ্বীন, আমরা আরয করলাম কার জন্য? ইরশাদ করলেন, **আল্লাহ পাকের** জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূল এবং মুসমানদের ইমাম ও সর্ব সাধারণের জন্য। (মুসলিম ৫১ হাদীস ১৯৬)

কিতাব "মুন্তাখাবে হাদীস" ২৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হয়েছে, কল্যাণ কামনার অর্থ হলো সম্প্রসারণ করা এবং মূল তো এটাই যে, মুসলমানদের কল্যাণ কামনা করা এটা এমন একটি উত্তম কাজ (নেক কাজ) যে, যদি প্রত্যেক মুসলমান এই নবুওয়াতের শিক্ষাকে অনেক প্রিয় মনে করে তার উপর আমল করা শুরু করে দেয় তাহলে মুসলমানদের অশ্লীল সমাজ সুশীল সমাজে পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং মুসলিম সমাজে আরাম ও সুখ এবং প্রশান্তি ও সন্তুষ্টির এমন একটা

পরিবেশ তৈরি হবে যে, দুনিয়াতেই জান্নাতের শান্তি ও তৃপ্তির আলোক রশ্মি দৃষ্টি গোচর হবে। (মুন্তাখাবে হাদীস ২৩১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! কল্যাণ কামনা শব্দটিকে অর্থের দিক দিয়ে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন আপন মুহরিম এবং ইসলামী বোনদের সাথে নম্রতা ও উত্তম ব্যবহার করা, তাদের আর্থিক সাহায্য করা, তাদের পেরেশানী দূর করা, তাদের কাপড়ের ব্যবস্থা করা, তাদের খাবার খাওয়ানো, তাদের আরাম ও আয়েশ প্রদান করা, তাদের প্রয়োজন সমূহ পূর্ণ করা, শরয়ী দিকনির্দেশনা প্রদান করা, বিপদগামী ইসলামী বোনকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা, বিশেষ করে যে কোন ইসলামী বোনের কল্যাণ কামনা করা সাওয়াবের কাজ। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমাদের অবস্থা এমন যে, আমরা "হে শায়খ নিজে নিজেকে দেখো" শুধু নিজের বিষয় সমূহ সমাধানের চিন্তায় থাকি, আমাদের আশেপাশে কতো ইসলামী বোন পেরেশান অবস্থায় আছেন আমাদের এর কোন অনুভূতি নেই, ঐ ইসলামী বোন যাদের সাথে আমাদের প্রতিদিন দেখাশুনা হয় তাদের মধ্যে কতোজন মন তুষ্টি এবং কতোজন পেরেশানী চেহারা নিয়ে আমাদের সাথে মিলিত হয়, আমরা কি কখনো এ বিষয়ে চিন্তা করেছি? আমাদের পরিচিতদের মধ্যে কতে ইসলামী বোন ঋণ গ্রস্থ বরং বংশের মধ্যে আমাদের কতো মুহরিম আত্মীয় -স্বজন দারিদ্র্য ও অভাব অনটনে ফেঁসে গিয়েছে, আমাদের এর কোন খবর নেই। আমাদের প্রতিবেশীদের দুই বেলা খাবার নসীব হয় কি হয় না, আমাদের এর কোন চিন্তা নেই। পরিধানের জন্য উপযুক্ত পোশাক পাচ্ছে নাকি পাচ্ছে না, আমাদের এর কোন খবর নেই, কতে অসুস্থ ইসলামী বোনের রাতের আরাম এবং দিনের প্রশান্তি পয়সা না থাকার কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, এই দিকে আমাদের মনযোগই নেই। হায়! মুসলমানের সম্মান হিফাযতের মাদানী চিন্তা ধারা আমাদের নসীব হয়ে যেতো।

মনে রাখবেন! একজন সত্যিকারের মুসলমান সেই হয় যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অপর মুসলমানের জন্যও পছন্দ করে থাকে। এভাবে আমাদেরও উচিত যে, আমরা যা নিজের জন্য পছন্দ করি তা আপন ইসলামী বোনের জন্যও পছন্দ করা। আসুন! নিজের অন্তরের মধ্যে **প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের কল্যাণ কামনার স্পৃহা জাগ্রত করার জন্য প্রিয় নবীর বাণী শ্রবণ করি। যেমন,

কল্যাণ কামনার ফযীলত

ইরশাদ হচ্ছেঃ মানুষের জন্যও তাই পছন্দ করো, যা নিজের জন্য করো থাকো, আর নিজের জন্য যা অপছন্দ করো, তা অপরের জন্যও অপছন্দ করো, যখন তুমি কথা বলবে তখন ভালো কথাই বলবে না হয় চুপ থাকবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ, হাদীস মুয়ায বিন জাবাল ৮/২৬৬, হাদীস ২২১৯৩)

ইজতিমার প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইসলামী বোনদের দ্বীনি কল্যাণের একটি উত্তম মাধ্যম হলো আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করানো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করে ইসলামী বোনেরা শুধু ইলমে দ্বীন অর্জন করবে তাই নয় বরং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণের জন্যও চেষ্টা করে থাকে, ইলমে দ্বীনের সাথে সাথে নেক আমলের বরকত সমূহও লাভ করে থাকে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাজারো জায়গায় ইসলামী ভাইদের এবং ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হয়ে থাকে, যাতে লাখো ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন অংশ গ্রহণ করে ইলমে দ্বীন অর্জন করে এবং এই মাদানী উদ্দেশ্যকে সাথে নিয়ে ফিরে আসে যে, আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে اِنْ شَآءَ الله

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শুধু পাকিস্তানের মধ্যে ইসলামী ভাইয়ের ৭৫১টি অথচ ইসলামী বোনদের ৭৩৪০ টি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হয়ে থাকে। সুতরাং সকল ইসলামী বোন কমপক্ষে ১২টি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশ গ্রহণের নিয়্যত করুন। যদি আমরা নিয়মিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করি তাহলে আমাদের এর দ্বারা প্রচুর বরকত নসীব হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ধনভান্ডার বন্টনকারী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা **মুস্তফার মুজিযা** ও **মুস্তফার উৎকর্ষতা** সম্পর্কে শুনছিলাম। মনে রাখবেন! যত অধিকহারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বা থেকে মুজিযা প্রকাশ হয়েছে, অন্য কোন নবী থেকে এত বেশি মুজিযা প্রকাশ হয়নি। হাদীসে মুবারাকায় এরূপ ঘটনাবলী পাওয়া যায় যে, যখন **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টিতে সামান্য খাবার অনেক লোকের জন্য এবং কয়েক মাসের জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়। সেই ঘটনাবলী দ্বারা অনুমান করুন যে, **আল্লাহ পাক** আপন **প্রিয় হাবীব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে কতটুকু ক্ষমতা দান করেছেন। যার জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হাত উঠে যেতো বা যার জন্য **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক ঠোঁট নড়ে যেতো, দুনিয়া ও আখিরাতের বরকত তার নিয়তি হয়ে যেতো। আসুন! মুস্তফার ভালবাসা বৃদ্ধি করার জন্য আরো দুইটি মুজিযা সম্পর্কে শ্রবণ করি।

১. হযরত জাবির رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: এক ব্যক্তি **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে কিছু খাবার চাইলো। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে অর্ধেক ওসক (অর্থাৎ প্রায় ১২০ কিলোগ্রাম) যব দিয়ে দিলেন, সেই লোক, তার স্ত্রী এবং তার মেহমানরা (অনেকদিন যাবৎ) সেই যবই খেতে থাকে, এমনকি একদিন সেই ব্যক্তি সেই যব ওজন করে নিলো। অতঃপর সে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত খেদমতে উপস্থিত হলো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি তুমি তা ওজন না করতে তবে তুমি সেই যব খেতে থাকতে এবং তা সর্বদা অবশিষ্ট থাকতো।

(মুসলিম, কিতাবুল ফাযায়িল, বাবু মুজিযাতিন নবী, ৯৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৫৯৪৬)

২. প্রসিদ্ধ সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর বর্ণনা হলো, আমি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানিত খেদমতে কিছু খেজুর নিয়ে উপস্থিত হলাম এবং আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই খেজুরে বরকতের দোয়া করে দিন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই খেজুরগুলো একত্র করে বরকতের দোয়া করে দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: তুমি এগুলো

তোমার থলেতে রেখে দাও এবং তুমি যখন চাও হাত ঢুকিয়ে তা থেকে বের করতে থাকো কিন্তু কখনো থলে একেবারে খালি করে দিও না। সুতরাং হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এই খেজুরগুলো থেকে নিজেও খেতেন, মানুষদেরও খাওয়াতেন এবং মণ মণ হিসেবে **আল্লাহর** পথেও দিতেন। তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সর্বদা এই থলেটি নিজের কোমড়ে বেঁধে রাখতেন, এক পর্যায়ে আমীরুল মুমিনিন হযরত ওসমানে গণী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর শাহাদতের দিন থলেটি তাঁর কোমড় থেকে কেটে কোথাও পরে যায়।

(তিরমিযী, কিতাবুল মানকিব, বাবু মানাকিবি লি আবী হুরায়রা, ৫/৪৫৪, হাদীস নং-৩৮৬৫)

ইনহি খোদা নে কিয়া আপনে মালিক কা মালিক
ইনহি কে কবযে মে রব কে খাযানে আয়ে হে
জো চাহে গে জিসে চাহে গে ইয়ে উসে দে গে
করীম হে ইয়ে খাযানে লুঠানে আয়ে হে
শুনোগে লা না যবানে করীম সে নূরী
ইয়ে কাইযো জুদো কে দরিয়া বাহা নে আয়ে হে। (সামানে বখশিশ ১৩৯)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

রিসালা বন্টনের প্রতি উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আরো মুজিযা ও উৎকর্ষতার ব্যাপারে জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত রিসালা সমূহ নিজেও পড়ুন এবং অধিক সংখ্যক বন্টনও করুন। যদি আমরা চাই যে সমাজের সবাই সংশোধন হয়ে যাক, যদি আমরা চাই যে, ইসলামী বোনদের মধ্যেও বাস্তবিক মাদানী পরিবর্তন চলে আসুক, যদি আমরা চাই যে, ইসলামী বোনেরা ইলম দ্বারা সজ্জিত হয়ে যাক, যদি আমরা চাই যে, ইসলামী বোনেরা নেককার ও পরহেজগার হয়ে যাক, যদি আমরা চাই যে, সমাজ থেকে অশ্লীলতা নিঃশেষ হয়ে যাক, যদি আমরা চাই যে, ইসলামী বোনেরা মরকাযী মজলিশে শূরা, আর্ন্তজাতিক মজলিশে মুশাওয়ারাত এবং পিতা মাতার বাধ্য হয়ে যাক, যদি আমরা চাই যে, **আল্লাহ পাক** ও তাঁর **প্রিয় হাবীব** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আমাদের উপর

সন্তুষ্ট হয়ে যাক, যদি আমরা চাই যে, ইসলামী বোনদেও সাহাবায়ে কেরাম ও সাহাবীয়া عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان আউলিয়ায়ে কেরাম ও আউলিয়াত رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর সত্যিকারের মুহাব্বাত ও গোলামী নসীব হয়ে যাক, তাহলে মাকতাবাতুল মদীনা হতে অধিক সংখ্যক মাদানী রিসালা সংগ্রহ করে ঐ ইসলামী বোনদের ও আপন মুহরিম আত্মীয়-স্বজনদের বেশী বেশী বন্টন করে নিজের জন্য সদকায়ে জারীয়ার পাথেয় বানিয়ে নিন।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা!! বয়ানের শেষের দিকেই সুন্নাতের ফযীলত, বিভিন্ন সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করবো, **প্রিয় নবী হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো মূলতঃ সে আমাকে ভালবাসলো, আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুল ঈমান, বাবুল ই'তিসাম বিল কিতাবি ওয়াস সুন্নাহ, আল ফসলুস সানী ১/৫৫ হাদীস ১৭৫)

সিনে তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আকা
জান্নাত মে পড়োসি মুজে তুম আপনা বানা না

বসার কিছু সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"সুন্নাত ও আদব"** থেকে বসার কিছু সুন্নাত ও আদব শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। চারজানু হয়ে বসা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হতে প্রমানিত। ✯ যেখানে কিছুটা রোদ এবং কিছুট ছায়া থাকে সেখানে বসা থেকে বিরত থাকুন। **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ ছায়ায় বসে, অতঃপর ছায়া সেখান থেকে সরে যায় আর সেটার কিছু অংশ রোদ ও কিছু অংশ ছায়া হয়ে যায়, তবে তার সেখান থেকে উঠে যাওয়া উচিৎ।" (আবু দাউদ, ৪/ ৩৩৮, হাদীস নং- ৪৮২১) ✯ কিবলামুখী হয়ে বসুন। (রিসাইলে আত্তারিয়া, ২য় অংশ, ২২৯ পৃষ্ঠা) ✯ বুযুর্গদের আসনে বসা আদবের পরিপন্থী। ✯ যখন কোন ইজতিমা বা মজলিশে যাবেন তখন লোকের উপর দিয়ে লাফিয়ে আগে যাবেন না, যেখানে জায়গা পাবেন সেখানে বসে যান। ✯ যখনি বসবেন জুতা খুলে বসুন, আপনার পা আরাম

পাবে। (জামেউস সগীর, ৪০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ৫৫৪) ✯ মাহফিল শেষে এই দোয়াটি তিন বার পাঠ করুন, তাহলে গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে এবং যদি কোন উত্তম মজলিশ ও যিকিরের মজলিশে পাঠ করা হয় তবে তার জন্য কল্যাণের সিলমোহর লাগিয়ে দেয়া হবে। দোয়াটি হলো: سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

অনুবাদ: "তোমারই সত্ত্বা পবিত্রতম এবং **হে আল্লাহ্!** সমস্ত প্রসংশা তোমার জন্য, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নাই, আমি তোমারই নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তোমারই কাছে তাওবা করছি।" (আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, ৪/৩৪৭, হাদীস নং- ৪৮৫৭) ✯ যখন কোন সৈয়দা ইসলামী বোন বা মাতাপিতা আসে তবে সম্মানার্থে দাঁড়িয়ে যাওয়া সাওয়াবের কাজ। এভাবে হাজারো সুন্নাত শেখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দুটি কিতাব বাহারে শরীয়ত ১৬তম অংশ ৩১২ পৃষ্ঠা ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব সুন্নাত আওর আদব; আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ১০১ মাদানী ফুল এবং ১৬৩ মাদানী ফুল হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ১৪

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন বৃহস্পতিবার আসে আল্লাহ পাক ফিরিশতাদেরকে প্রেরণ করেন। তাদের নিকট রূপার কাগজ ও সোনার কলম থাকে, তারা লিপিবদ্ধ করে কে বৃহস্পতিবার ও জুমার রাতে আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার ১/২৫০, হাদীস ২১৭৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।(১)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো।

১. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُ الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা “**হযরত ইমাম মালিক** رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **এর ইশকে রাসূল**” সম্পর্কে” যাতে আমরা আলেমে মদীনা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি, তাঁর খেদমদ এবং তাঁর সম্পর্কে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীদ্বয় শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো, মদীনা শহর, মদীনার মাটি এবং হাদীসে পাকের আলোকে এর আদব ও সম্মানের ব্যাপারে তাঁর চরিত্র সম্পর্কে কিছু ঈমানোদ্দীপক ঘটনাবলীও বর্ণনা করা হবে। ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতো বড় ইবাদতকারী ছিল, তিলাওয়াতে কোরআনের প্রতি তাঁর মুহাব্বাত কেমন ছিল এবং তাঁর ইবাদতের পদ্ধতি কেমন সুন্দর ছিল এই ব্যাপারে ওলামায়ে কিরামের বাণী সমূহও শ্রবণ করবো। আল্লাহ পাক যদি চাই! মনযোগ সহকারে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে বয়ান শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

ইমাম মালিক এবং মসজিদে নববীর আদব

খলিফা আবু জাফর হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সাথে মসজিদে নববী শরীফে আলোচনা কালে আওয়াজ কিছুটা উচ্চ করলে হযরত ইমাম মালিক

رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ তাকে (নেকীর দাওয়াত দিয়ে) বললেন: হে আমিরুল মুমিনিন! এই মসজিদে আপনার আওয়াজকে উচ্চ করবেন না, কেনন **আল্লাহ পাক** একটি দলকে আদব শিখাতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَرۡفَعُوۡۤا اَصۡوَاتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ النَّبِىِّ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! নিজেদের কণ্ঠস্বরকে উচু করো না ওই অদৃশ্যের সংবাদদাতা (নবী)র কণ্ঠস্বরের উপর।

অপর দলের প্রশংসা করে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيۡنَ يَغُضُّوۡنَ اَصۡوَاتَهُمۡ عِنۡدَ رَسُوۡلِ اللّٰهِ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ওই সমস্ত লোক, যারা আপন কণ্ঠস্বরকে নিচু রাখে **আল্লাহ্**র রাসূলের নিকট,

আর একটি দলকে তিরস্কার করে ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِيۡنَ يُنَادُوۡنَكَ مِنۡ وَّرَآءِ الۡحُجُرٰتِ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ওই সব লোক, যারা আপনাকে হুজরা সমূহের বাইরে থেকে আহ্বান করে

অতঃপর হযরত ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ বলেন: **প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মান এখনও তেমনি রয়েছে, যেমনি তাঁর জাহেরী জীবনে ছিলো। একথা শুনে আবু জাফর চুপ হয়ে গেলো। অতঃপর জিজ্ঞাসা করলেন: হে আবু আব্দুল্লাহ! আমি কি কিবলার দিকে মুখ করে দোয়া করবো নাকি **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে মুখ করে দোয়া করবো! তিনি বললেন: তুমি কেন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখবে অথচ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তোমাদের এবং তোমাদের পিতা হযরত আদম عَلَيۡهِ السَّلَام জন্য কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে ওয়াসিলা (মাধ্যম) হবেন, সুতরাং তুমি **নবী করীম, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিকে মুখ করে তাঁর মাধ্যমে সুপারিস প্রার্থনা করো। তাহলে আল্লাহ পাক তাঁর সুপারিস কবুল করবেন।

(শেফা শরীফ, আল কিসমুস সানী, আল বাবুস সালেস, ফসলু ওয়া আ'লামু আন্না হুরমাতিন নাবী ২/ ৪১)

আলা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বারগাহে রিসালাতে আরয করেন:

তুজ সে চুপাও মুহ তো করো কিস কে সামনে,
কিয়া আওর বিহ কিস সে তাওয়াক্কা নযর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ ২২৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, কোটি কোটি মালিকীদের মহান পথপ্রদর্শক হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কিরূপ মহান আশিকে রাসূল ছিলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের জন্য তো সব কিছু সহ্য করে নিতেন, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তিকে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মসজিদে শরীফে আওয়াজকে উচ্চ করে বেআদবী করতে দেখে তবে তাঁর ঈমানী চেতনায় জোশ এসে যায়, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই অযৌক্তিক আচরণে চুপ থাকতে পারেন না এবং সাথেসাথেই তাকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের আদব স্মরণ করিয়ে দেন যে, এটি ঐ সম্মানিত স্থান, যার আদব করা আমাদেরকে **প্রিয় আল্লাহ তাঁর** পবিত্র বাণী কোরআনে করীমে বর্ণনা করেছেন। এই ঘটনায় যেমনিভাবে হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইশকে রাসূল সম্পর্কে জানা যায়, তেমনিভাবে এই বিষয়টিও জানা যায় যে, হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নেকীর দাওয়াত প্রদানের কোন সুযোগ হাত ছাড়া হতে দিতেন না, কিন্তু আফসোস! বর্তমানে নেকীর দাওয়াতের প্রেরণা কমে যাচ্ছে। যদিও আমরা নেক আমল করে নিই তবে অপর ইসলামী বোনকে নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে ফেরানোর ক্ষেত্রে অলসতার শিকার হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে হাদীসে মুবারাকায়ও অসংখ্য স্থানে নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ থেকে বাঁধা প্রদান করার উৎসাহ বিদ্যমান রয়েছে।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের মধ্যে যখন কেউ কোন মন্দকে দেখলো, তবে তার উচিত যে, নিজের কথা দিয়ে বাঁধা দেয়া এবং যে নিজের কথা দিয়ে বাঁধা দেয়ারও ক্ষমতা রাখবে না, তার উচিৎ যে, নিজের অন্তরে মন্দ জানা এবং এটা দূর্বলতর ঈমানের নিদর্শন।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান বাবু বয়ানু কাউনিন নেহী আনিল মুনকার ৪৮ হাদীস ১৭৭)

আমরা কি অন্তরে মন্দ জানি?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের নিজেকে প্রশ্ন করা উচিৎ যে, কাউকে গুনাহ করতে দেখে হাত বা কথা দ্বারা বাঁধা প্রদানে অসামর্থ্য হওয়া অবস্থায় আমরা কি অন্তরে মন্দ জানি? শতকোটি আফসোস! যদি আমাদের পছন্দনীয় খাবার সামনে না আসে, আমাদের পছন্দনীয় পোশাক পাওয়া না গেলে তবে অবশ্যই বিস্বাদভাবে অতিবাহিত হয়, সন্তান স্কুলে অনুপস্থিত থাকলে তবে অবশ্যই তা অপছন্দ হবে কিন্তু পরিবারের সদস্যরা পাঁচ ওয়াক্ত নামায কাযা করছে তখন কপালে চিন্তার ভাঁজ পর্যন্তও আসে না, তাঁদের বুঝানোর চেষ্টাও করা হয়না। একটু ভাবুন তো! মিউজিক বাজছে, নিশ্চয় বাঁধা দেয়ার সামর্থ্য নেই কিন্তু তা কি আমাদের অন্তরে আঘাত করে? আমরা কি একে মন্দ অনুভব করি? সম্ভবত না, এই জন্য যে, স্বয়ং নিজের মোবাইলেও তো مَعَاذَ الله মিউজিক্যাল টোন” বিদ্যমান! কোন ইসলামী বোন মিথ্যা বললো, আমাকে কি অপছন্দ হয়? জ্বি না, কেন? এই কারণে যে, স্বয়ং নিজের মুখেও مَعَاذَ الله মিথ্যা বের হয়ে যায়। এই উদাহরণ গুলো শুধুমাত্র আঘাত করার জন্যই, অন্যথায় অনেক ইসলামী বোনের অবস্থা এমন যে, নিজেদের ফোনে মিউজিক্যাল টোন নাই। গালি দেয়া এবং মিথ্যা বলার অভ্যাস নেই, তারপরও “অন্তরে মন্দ জানার” মানসিকতা নেই। যদি **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য সত্যিকার অর্থে মন্দকে অন্তর থেকে মন্দ জানার মানসিকতা হয়ে যায়, অন্তর জ্বালার অভ্যাস হয়ে যায়, তখন অপর ইসলামী বোনকে বুঝানোও শুরু করে দিবো, এভাবেই চারিদিকে সুন্নাতের বসন্ত এসে যাবে এবং **“নেকীর দাওয়াত”** এর সাড়া পড়ে যাবে। **আল্লাহ পাক** আমাদের অবস্থার প্রতি দয়া করুন এবং আমাদের প্রশান্তময় জ্ঞান দান করুন, যাতে আমরাও অধিহারে নেকীর দাওয়াত এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের সাড়া জাগানোকারী হয়ে যাই।

বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে জানা গেলো যে, আলিমে মদীনা হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **রাসূলের রওযার** দিকে মুখ করে দোয়া করাকে শুধু জায়িয মনে করতেন না বরং এর প্রতি জোড়ও প্রদান করতেন। যেহেতু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ

মদীনার আলিমও ছিলেন, সুতরাং যদি **রাসূলের রওযার** দিকে মুখ করে দোয়া করা নাজায়িয বা শিরিক হতো তবে তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অবশ্যই এই কাজ করতে বাঁধা দিতেন এবং কখনোই এর অনুমতি দিতেন না। তাঁর প্রেম যেনো এটাই বলছিলো যে, কাবার গুরুত্ব ও মহত্ব অস্বীকার করছি না, কিন্তু মনে রাখবেন! জগতে যারই যা কিছু অর্জিত হয়েছে বরং অর্জিত হচ্ছে ও হবে, তা সবই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সদকাতেই অর্জিত হচ্ছে।

ইমামে ইশ্বকে মুহাব্বাত আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه হাদায়িকে বখশিশে উল্লেখ করেন:

লা ওয়া রাব্বিল আরশে জিস কো জো মিলা উন সে মিলা,
বাটতি হে ক্বাওনাইন মে নিয়ামত রাসূলুল্লাহ্ কি। (হাদায়িকে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! এবার আলিমে মদীনা হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সংক্ষিপ্ত আলোচনা শ্রবণ করি।

হযরত ইমাম মালেকের জন্ম ও বংশ পরিক্রমা

হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সৌভাগ্যময় জন্ম বিশুদ্ধ তথ্য অনুযায়ী (রবিউল আউয়াল মাসে) ৯৩ হিজরীতে মদীনা মুনাওয়ারায় হয়েছে। (তাযকিরাতুল হুফফায, ১ম অংশ, ১/১৫৭) তাঁর নাম মালিক এবং উপনাম আবু আব্দুল্লাহ। তাঁর বংশ পরিক্রমা হলো: মালিক বিন আনাস বিন মালিক বিন আবু আমের। তাঁর প্রপিতামহ (Great grandfather) আবু আমের "ইয়েমেন" থেকে মদীনা মুনাওয়ারা স্থান্তারিত হয়ে ইসলামের নেয়ামত দ্বারা ধন্য হন এবং সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন। (তারতীবে মাদারিক, ১/৪৭) হাদীসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব "মুয়াত্তা ইমাম মালিক" হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সুপ্রসিদ্ধ রচনা। (তারতীবে মাদারিক, ১/১০০,১০১) হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ওফাত মদীনা মুনাওয়ারায় ১৭৯ হিজরী রবিউল আউয়াল মাসেই হয়। জান্নাতুল বাক্বীতে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর শাহজাদা হযরত ইব্রাহিম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পাশেই তাঁকে দাফন করা হয়। (তাযাকিরাতুল হুফফায, ১/১৫৭। ওয়াফিয়াতিল আ'ইয়ান, ৪/৫)

আর এখানেই তাঁর মাযার মোবারক বিদ্যমান।

আলিমে মদীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আকৃতি মুবারক

হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দীর্ঘদেহী, সুসাস্থ্যবান, ফর্সা ছিলেন। মাথা এবং দাড়ির চুল ছিলো সাদা, খুবই উন্নতমানের পোশাক পরিধান করতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আদন শহরের তৈরীকৃত খুবই উন্নত ও দামী কাপড় পরিধান করতেন। এছাড়াও খোরাসান (ইরান) এবং মিশরের উন্নতমানের কাপড়ও পরিধান করতেন। তাঁর পোশাক অধিকাংশ সাদা হতো এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আতরও লাগাতেন। (বুস্তানুল মুহাদ্দীসিন, ১৩ পৃষ্ঠা)

আলিমে মদীনার উপাধী সমূহ

তাঁকে ইমামুল আয়িম্মা (ইমামদের ইমাম), আলিমে মদীনা এবং ইমামে দারূল হিজরাত উপাধী দ্বারাও স্মরণ করা হয়।

আলিমে মদীনার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ওস্তাদদের সংখ্যা

আল্লামা যুকানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৯০০ থেকেও বেশি ওলামায়ে কিরামের নিকট থেকে ইলম অর্জন করেন।

(শরহে যুরকানী আলাল মুয়াত্তা, ১/৩৫)

শিক্ষা ও পাঠদান এবং ফতোয়া প্রদান

হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সতের (১৭) বছর বয়সে ইলমে দ্বীনের পাঠদান শুরু করেন। তাঁর ওস্তাদরাও তাঁর নিকট মাসআলা সমাধানের জন্য আসতেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রায় সত্তর (৭০) বছর পর্যন্ত ফতোয়া লিখেন এবং মানুষকে ইলমে দ্বীন শিখাতে থাকেন। প্রসিদ্ধ ও পরিচিত তাবেঈনে কিরামগণ رِضْوَانُ اللهِ عَنْهُمْ اَجْمَعِين তাঁর নিকট থেকে ফিকাহ ও হাদীসের জ্ঞান অর্জন করেন।

(সীয়ারু আ'লামিন নবালা, ৭/২৮৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আলিমে মদীনা হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হলেন সেই মহান মুহাদ্দীস ও ফকীহ, যিনি মুহাদ্দীসিন ও ফুকহায়ে কিরামদের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن মধ্যে একটি বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেন। আসুন! তাঁর সম্মান ও প্রশংসায় **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবণ করি:

ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শানে দু'টি বর্ণনা

(১) ইরশাদ হচ্ছে: ইলম শেষ হয়ে যাবে তবে আলিমে মদীনার চেয়ে বেশি ইলম ওয়ালা (জ্ঞানী) অবশিষ্ট থাকবে না।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, বাবু মা'জাআ ফি আলিমিল মদীনাতি, ১/৩১১, হাদীস নং-২৬৮৯)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: অতিশীঘ্রই লোকেরা (ইলমের জন্য) সফর করবে, তখন আলিমে মদীনা থেকে বেশি ইলম ওয়ালা (জ্ঞানী) কাউকে পাওয়া যাবে না।

(মুস্তাদরিক, কিতাবুল ইলম, বাবু ইউসাকু না'সি ১/২৮০, হাদীস নং-৩১৪)

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে উয়াইনা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: মুহাদ্দীসিনে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর নিকট "আলিমে মদীনা" দ্বারা হযরত ইমাম মালিক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِই উদ্দেশ্য। (আত তামহিদ বিন আব্দুল বির, যায়িদ বিন রিবাহ, ২/৬৭৪, ১২২নং হাদীসের পাদটিকা)

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রাজ্জাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমাদের মত হলো যে, হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক বিন আনাস رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ছাড়া আর কেউ **"আলিমে মদীনা"** নামে প্রসিদ্ধ হননি। যত লোকেরা ইলম অর্জনের জন্য তাঁর নিকট সফর করে এসেছে তত আর কারো নিকট যায়নি।

(তিরমিযী, আবওয়াবুল ইলম, বাবু মা'জাআ ফি আলিমিল মদীনা, ৪/৩১১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ শুধু একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল ছিলেন না বরং ইশকে রাসূল তাঁর শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পরেছিলো। **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ **রাসূলে পাকের** আলোকময় বাণী, মদীনা শহর এবং মদীনার ধূলি কণার প্রতি খুবই ভক্ত ছিলেন বরং এর খুবই সম্মান ও আদব করতেন। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে কয়েকটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

ইমাম মালিক এবং হাদীসে পাকের দরস

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (১৭ বৎসর বয়স থেকে হাদীসের দরস দেওয়া শুরু করেন) যখন পবিত্র হাদীস শরীফ শোনানোর ইচ্ছা করতেন (তখন গোসল করে নিতেন), চৌকি (আসন) পাতানো হতো এবং তিনি উত্তম পোশাক পরিধান করে সুগন্ধি লাগিয়ে খুবই বিনয় সহকারে নিজের হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে এসে তাতে আদব সহকারে বসতেন। (হাদীসের দরস দানকালে তিনি কখনো পার্শ্ব পরিবর্তন করতেন না) আর যতক্ষণ পর্যন্ত সেই বৈঠকে হাদীস সমূহ পাঠ করা হতো ওখানে ততক্ষণ পর্যন্ত উদ (এক প্রকার কয়লা লাকড়ি যা আগুনে জ্বলার দ্বারা অনেক অসাধারণ সগন্ধি ছড়িয়ে থাকে।) লোবান (এক প্রকার আঠার গুড়া দ্বারা তৈরি যা আগুনের রাখা হলে সুগন্ধ ছড়াতে থাকে) বাতি জ্বালিয়ে রাখতেন।” (বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ১৯-২০ পৃষ্ঠা)

বিচ্ছু ১৬ বার দংশন করার পরও হাদীসের দরস অব্যাহত রাখেন

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ ইবনে মোবারক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সায়্যিদুনা আবু আবদুল্লাহ্ ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ হাদীসের দরস দিচ্ছিলেন, এমতাবস্থায় বিচ্ছু তাঁকে ১৬বার দংশন করে। প্রচণ্ড ব্যথায় তাঁর চেহারা মোবারক হলুদ বর্ণ হয়ে গিয়েছিলো (অর্থাৎ হলদে বর্ণ ধারণ করেছিলো), কিন্তু হাদীসের দরস অব্যাহত রেখেছিলেন (এবং পার্শ্ব পর্যন্ত পরিবর্তন করেননি)। যখন দরস শেষ হলো এবং সবাই চলে গেলো তখন আমি আরয করলাম: ‘হে আবু আবদুল্লাহ্! আজ আমি আপনার মাঝে একটি আশ্চর্য বিষয় লক্ষ্য করেছি!’ আপনাকে ১৬ বার দংশন করেছে কিন্তু আপনি পার্শ্ব পর্যন্ত পরিবর্তন করেন নি! এতে কি হেকমত ছিল! তিনি বললেন: ‘হ্যাঁ! কিন্তু আমি রাসূলের হাদীসের প্রতি সম্মানের কারণে ধৈর্যধারণ করেছি।’ (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪৬ পৃষ্ঠা)

চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতো

হযরত সায়্যিদুনা মুসআব বিন আবদুল্লাহ্ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: “হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইশ্কে রাসূল এমন ছিলো যে, তাঁর সামনে

যখন **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা হতো, তখন তাঁর চেহারার রং পরিবর্তন হয়ে যেতো আর তিনি নিজে **যিকিরে-মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানে খুবই ঝুঁকে যেতেন। একদিন এ ব্যাপারে তাঁর নিকট জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন: 'যদি তোমরা তা দেখতে, যা আমি দেখি, তবে তোমরা আমার প্রতি অভিযোগ করতে না'।"আমি ক্বারীদের সর্দার হযরত মুহাম্মদ বিন মুনকাদির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ থেকে যখন কোন হাদীস জিজ্ঞাসা করতাম তখন তিনি হাদীসের মহত্ব এবং রাসূলের স্মরণে কান্না করে দিতেন, এমনকি আমার তাঁর প্রতি দয়া হতে থাকতো। (আশ শিফা, ২য় খন্ড, ৪২ পৃষ্ঠা) আহ! আমাদেরও যদি ইশকে রাসূল এবং নবীর স্মরণে কান্না নসীব হয়ে যেতো। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং মদীনার ধূলি-কণার প্রতি সম্মান

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "আমি মদীনা শরীফে زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরজায় খোরাসান কিংবা মিসরের ঘোড়া বাঁধা অবস্থায় দেখলাম, যা তাঁকে উপহার স্বরূপ দেওয়া হয়েছিলো। এত উন্নত জাতের ঘোড়া এর আগে আমি কখনো দেখিনি। আমি বললাম: 'ঘোড়াগুলো কতই যে উন্নত মানের।' তিনি বললেন: 'এগুলো সব আমি আপনাকে উপহার দিলাম।' আমি বললাম: 'একটি ঘোড়া তো আপনার জন্য রেখে দিন।' তিনি বললেন: '**আল্লাহ পাকের** প্রতি আমার লজ্জা অনুভব হয় যে, এই বরকতময় পবিত্র জমিনকে আমার ঘোড়ার ক্ষুর দ্বারা পদদলিত করতে, যে জমিনে **তাঁরই প্রিয় রাসূল, মা আমেনার বাগানের সুবাসিত ফুল, রাসূলে মাকবুল, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদ্যমান রয়েছেন।' অর্থাৎ **তাঁর** রওযা মোবারক এখানেই বিদ্যমান।" (ইহইয়াউল উলুম, ১ম খন্ড, ৪৮ পৃষ্ঠা)

প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে হেরমের বাইরে চলে যেতেন

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ মদীনা শরীফের মাটিকে সম্মানের কারণে কখনো মদীনা শরীফে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারেননি। এই

কাজের জন্য তিনি সর্বদা মদীনার হেরেমের বাইরে চলে যেতেন। অবশ্যই অসুস্থ অবস্থায় অপারগতার কথা ভিন্ন। (বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ১৯ পৃষ্ঠা)

মদীনা ইসলিয়ে আত্তারে জানও দিল সে হে পেয়ারা
কেহ রেহতে হে মেরে আক্বা মেরে সরওয়ার মদীনে মে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ২৮৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه কেমন উচ্চ পর্যায়ের আশিকে রাসূল ছিলেন, তিনি শুধু প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শরীর মোবারক নয় বরং প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পৃক্ত থাকার কারণে নূর নবীর হাদীস, মদীনার ধূলি-কণা এবং প্রিয় নবীর শহরকে কেমন ভক্তি ও মুহাব্বাত করতেন। হায়! ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর সদকায় আমাদেরও যদি প্রিয় নবীর হাদীসের প্রতি সম্মানের মাদানী চিন্তা-ধারা নসীব হয়ে যায় এবং আমরাও প্রিয় নবীর শহরের অপরূপ সৌন্দর্য্যে বিভোর থাকার অভ্যাস গড়ে নিতে পারতাম। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত থাকাটা আশিকে রাসূল হওয়ার উত্তম মাধ্যম। সুতরাং আপনারাও মাদানী মহলের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! যেমনিভাবে আলিমে মদীনা ইমাম মালিক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه ইশকে রাসূলের অশেষ সম্পদ দ্বারা ধন্য ছিলেন, যেমনিভাবে আলিমে মদীনা একজন সত্যিকার আশিকে রাসূল ছিলেন, যেমনিভাবে আলিমে মদীনার অন্তর মুস্তফার শহরের ভালবাসায় পরিপূর্ণ ছিলো, যেমনিভাবে আলিমে মদীনা রাসূলের সাথে সম্পর্কযুক্ত বস্তুর গুরুত্ব ও ফযীলতের ব্যাপারে পুরোপুরি অবহিত ছিলেন, যেমনিভাবে আলিমে মদীনা হাদীসে রাসূলের মনোরমভাবে আদব ও সম্মান করতেন, যেমনিভাবে আলিমে মদীনা হাদীসে রাসূলের খেদমতের বদৌলত সর্বসাধারনের মাঝে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ ছিলেন, তেমনিভাবে

আলিমে মদীনার মুবারক চরিত্রের একটি দিক এটাও যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইবাদত ও রিয়াযত এবং কোরআনের তিলাওয়াতেরও প্রেমিক ছিলেন। আসুন! ওলামায়ে কিরামের মুখে তাঁর ইবাদত ও রিয়াযত এবং কোরআনের তিলাওয়াতের প্রতি ভালবাসার কয়েকটি ঘটনা শ্রবণ করি এবং ইবাদত ও রিয়াযতের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই। **আল্লাহ পাক** হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সদকায় আমাদেরকে সিজদার স্বাদ দ্বারা ধন্য এবং কোরআন তিলাওয়াতের আগ্রহ নসীব করুন।

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইবাদত ও রিয়াযত

✲ হযরত আল্লামা কাযী আয়ায মালিকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: হযরত যুবাইর বিন হাবীব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখনই কোন (ইসলামী) মাসের আগমন হতো, তখন ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই মাসের প্রথম রাতে সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদত করতেন। (তিনি আরো বলেন:) আমার মনে হয় তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ইবাদত মাসকে স্বাগত জানানোর জন্য করতেন। ✲ হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহাজাদী ফাতিমা বিনতে মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বলেন: হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রতি রাতে তাঁর ওযীফা পূর্ণ করতেন এবং যখন জুমার রাত আসতো তখন পুরো রাত **আল্লাহ পাকে**র ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন। ✲ হযরত মুগীরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: একবার রাতে মানুষ ঘুমিয়ে পরার পর আমি হযরত ইমাম মালিক বিন আনাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করি, আমি দেখলাম যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দাঁড়িয়ে নামাযে লিপ্ত রয়েছে, যখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সূরা ফাতিহা পাঠ করে নিলেন তখন সূরা তাকাসুর শুরু করলেন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যখন এই আয়াতে পৌঁছেন:

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿٨﴾

(পারা ৩০, সূরা তাকাসুর, আয়াত ৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নি'মাতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

তখন অনেক্ষণ পর্যন্ত কান্না করতে থাকেন। আমি তাঁর তিলাওয়াত শুনাতে মগ্ন হয়ে গেলাম এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম, তিনি এই আয়াতকেই বারবার পাঠ করতে থাকেন আর কান্না করতে থাকেন, এমনকি সকাল হতে লাগলো, অতঃপর তিনি রুকু করলেন। আমি নিজের বাড়ির দিকে চলে গেলাম, আমি অযু করে মসজিদে উপস্থিত হলাম, তখন দেখলাম যে, মসজিদে ইলমে দ্বীনের বৈঠক চলছে, লোকেরা তাঁর আশেপাশে গোল করে বসে আছে এবং তাঁর চেহারা মুবারকে সুন্দর নূর চমকাচ্ছে। ✲ মুহাম্মদ বিন খালিদ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: যখনই আমি হযরত ইমাম মালিক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর চেহারার দিকে তাকাতাম তখন তাঁর চেহারায় আমি আখিরাতের (প্রতি ভীতদের) নিদর্শন দেখতাম। যখন তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ কথা বলতেন তখন আমি জেনে যেতাম যে, তাঁর মুখ দিয়ে সত্য বের হচ্ছে।✲ হযরত আবু মুসয়াব رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মালিক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ রাতের একটি অংশে দীর্ঘ রুকু ও সিজদা করতেন, যখন তিনি رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ নামাযে দাঁড়াতেন তখন এরূপ লাগতো যেনো কোন শুকনো কাঠ। যখন তাঁকে চাবুক মারার শাস্তি দেয়া হলো তখন তাঁকে বলা হলো: সংক্ষিপ্ত ভাবে নামায পড়ে নিন, বললেন: বান্দার উচিৎ যে, সে **আল্লাহ পাকে**র জন্য যাই আমল করবে, যেনো ভালভাবে করে। (২৯ পারার সূরা মূলকের ২ নং আয়াতে) **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

لِيَبۡلُوَكُمۡ اَيُّكُمۡ اَحۡسَنُ عَمَلًا ؕ

(পারা ২৯, সূরা মুলক, আয়াত ২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যাতে তোমাদের পরীক্ষা হয়ে যায়- তোমাদের মধ্যে কার কর্ম অধিক উত্তম।

হযরত ইবনে ওয়াহাব رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত ইমাম মালিক বিন আনাস رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বেশি খোদাভীরু এবং পরহেযগার দেখিনি। ✲ ইবনে কাসিম رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমাকে হযরত ইমাম মালিক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খাদিম বলেছেন যে, হযরত ইমাম মালিক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ ৪০ বছর যাবৎ প্রায় ইশার অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন। ✲ ইবনে ওয়াহাব رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত ইমাম মালিক رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ দিন এবং রাতে নফল ইবাদত প্রায় একা একা

করতেন যাতে কেউ না দেখে। (তাকরিবিল মাদারিক ওয়াত তাকরিবিল মাসালিক, ১/৯২) ✻ আল্লামা শুয়াইব হারিফিশ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেহেরীর সময় অধিকহারে নামায, **আল্লাহর** যিকির এবং অযীফা পাঠ করতেন, অতঃপর দরস ও পাঠদানে লিপ্ত হয়ে যেতেন। (হিকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ, ৪২১ পৃষ্ঠা)

মেরে হার আমল বস তেরে ওয়াসেতে হো, কর ইখলাস এ্যায়সা আতা ইয়া ইলাহী!
ইবাদত মে গুযরে মেরী যিন্দেগানী, করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!
(ওয়াসায়িলে বখশিশ)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতবড় ইবাদত পরায়ণ ছিলেন, যিনি রাতদিন কোরআন তিলাওয়াত ও নফল ইবাদতে লিপ্ত থাকতেন, তাঁর ইবাদতের পদ্ধতিও খুবই অনন্য ছিলো যে, নফল ইবাদত সর্বদা একা করতেন যাতে লোকেরা তাঁকে ইবাদত পরায়ন মনে না করে। কিন্তু আহ! ইবাদতের ব্যাপারে আমাদের আচরণ খুবই উদাসিনতা সম্পন্ন। আমরা অন্যের উদাসিনতাটুকু তো নোট করি কিন্তু নিজের দ্বায়িত্বের (Accountability) প্রতি দৃষ্টি দিইনা। যেমন; আমরা ভাবি যে, আমরা কি প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায পড়ি? যদি পড়ি তবে তবে কি নিয়মিত পড়ি? আমরা কি নামায এবং ফরয জ্ঞানও শিখার চেষ্টা করি? এর পাশাপাশি নামাযে যেই তিলাওয়াত ও যিকির পাঠ করা হয়, তা বিশুদ্ধ করার চেষ্টা করি কি? আমরা কি ইবাদতে একনিষ্টতা সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছি? নেকী করে অন্যের নিকট অযথা প্রকাশ করে তা নষ্ট করিনি তো? নফল ইবাদত করা কি আমাদের অভ্যাসে রয়েছে? আমরা প্রতিদিন কতটুকু তিলাওয়াত করি? কোরআনের তিলাওয়াত করে বা শুনে আমার খোদাভীতিতে কখনো কান্না করেছি কি? আমরা কি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করি? আমাদের ঠোঁট কি সর্বদা **আল্লাহর** যিকিরে সতেজ থাকে? আমাদের চোখ থেকেও কি খোদাভীতিতে অশ্রু প্রবাহিত হয়? আমরা কি নফল রোযা রাখি? আমাদের অধিকাংশ সময় কি ইবাদতে অতিবাহিত হয়? আমরা কি

মোবাইল, ইন্টারনেট এবং সোশ্যাল মিডিয়ার (Social Media) শতভাগ বিশুদ্ধ ব্যবহার করি? প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় কি আমাদের পড়া বা পড়ানোর অভ্যাস রয়েছে? সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ এবং সামর্থ্য অনুযায়ী রিসালা বন্টন করতে পারি কি!

اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা এবং মাদানী রিসালা (পুস্তিকা) র কথা কি বলবো যে, এর বরকতে ইসলামী বোনেরা শুধু ইলমে দ্বীন অর্জন করে না বরং নিজের দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম পাথেয় সংগ্রহ করার চেষ্টা করেন, এই ইলমে দ্বীনের সাথে সাথে নেক আমলের বরকতও লাভ করে থাকেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাজারো স্থানে ইসলামী ভাইয়ের এবং ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়, যাতে লাখো ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন অংশগ্রহণ করে ইলমে দ্বীন অর্জন করে এবং এই মাদানী উদ্দেশ্য নিয়ে পূনঃরায় ফিরে আসে যে, আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله

সুতরাং সকল ইসলামী বোন কমপক্ষে ১২ টি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশ গ্রহণ করার নিয়্যত করুন, যদি আমরা নিয়মিত সাপ্তহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করি তাহলে আমাদের এর অসংখ্য বরকত নসীব হবে। আল্লাহ পাক সকল ইসলামী বোনকেও নিয়মিত অংশ গ্রহণ করার সামর্থ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

রিসালা বন্টনের প্রতি উৎসাহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত মাদানী রিসালা সমূহ জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার। মাদানী রিসালা আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর প্রচার প্রসারের মাধ্যম হয়ে থাকে। মাদানী রিসালা সমূহ প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য রোগের চিহ্ন এবং তার ঔষধ হিসাবে কাজ করে। মাদানী রিসালা সমূহ অধ্যয়নের বরকতে অনেক ইসলামী বোনের জীবনে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, সুতরাং মাকতাবাতুল মদীনা হতে অধিক সংখ্যক রিসালা সংগ্রহ করে এই

সকল ইসলামী বোনদের এবং আপন আত্মীয় - স্বজনদের মাঝে বেশী বেশী বন্টন করে নিজের জন্য সদকায়ে জারীয়ার ব্যবস্থা করুন।

ইশকে রাসূলের দাবী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা হযরত ইমাম মালিক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইশকে রাসূল সম্পর্কে শ্রবণ করছিলাম। নিঃসন্দেহে বর্তমানে অধিকাংশ মুসলমান **নবীয়ে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রেমিক ও ভালবাসার দাবী করে থাকে, কিন্তু মনে রাখবেন! এই দাবী তখনই সত্য হিসেবে মানা হবে, যখন ইশকে রাসূলের দাবী (Demands) অনুযায়ী সত্যিকার অর্থে আমল করবে। রাসূলের ভালবাসা কোন জিনিষের দাবী করে? আসুন! এ সম্পর্কে শ্রবণ করি:

(১) আনুগত্য ও অনুসরণ

ভালবাসার একেবারে মূল দাবী হলো যে, মাহবুবের আনুগত্য ও অনুসরণ করা, সুতরাং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যে সকল বিষয়ের আদেশ ইরশাদ করেছেন তার উপর আমল করা, যে সকল কাজ করতে নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকা, যে সকল বিষয় পছন্দ করেছেন তা নিজের পছন্দের অংশ বানানো এবং যে সকল বিষয় সম্পর্কে ঘৃণা ও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন তার প্রতি ঘৃণা এবং অসন্তুষ্টি প্রকাশ করা।

(২) আদব ও সম্মান

ভালবাসার একটি দাবী এটাও যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অত্যধিক আদব ও সম্মান করা। **আল্লাহ পাক তাঁর** পবিত্র কালামে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আদব ও সম্মান করার আদেশ ইরশাদ করেছেন, যেমনটি ২৬ পারার সূরা ফাতাহ এর ৯নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ط

(পারা ২৬, সূরা ফাতাহ, আয়াত ৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং রাসূলের আদব ও সম্মান প্রদর্শন করো।

(৩) অধিকহারে আলোচনা

মানুষ যাকে ভালবাসার দাবী করে তার অধিকহারে আলোচনাও করে থাকে, কেননা সত্যিকার আশিকের তার মাহবুরের আলোচনায় স্বাদ অনুভূত হয়। যেহেতু প্রেম ও ভালবাসার কেন্দ্র হলো **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্বত্বা, তাই আমাদের উচিৎ যে, আমাদের **তাঁর** আলোচনা করা। দুলে দুলে **তাঁর** নাত পাঠ করা এবং শুনা, **তাঁর** শান বর্ণনা করা এবং শুনা আর **তাঁর** প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করতে থাকা, اِنۡ شَآءَ الله এর অসংখ্য বরকত অর্জিত হবে।

(৪) বন্ধুর সাথে বন্ধুত্ব, শত্রুর সাথে শত্রুতা

ভালবাসার দাবীর মধ্যে আরো একটি দাবী হলো যে, যেমনিভাবে একজন সত্যিকার আশিকের তার মাহবুবের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতিটি জিনিষের প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে, আপন মাহবুবের বন্ধু এবং তাঁর আত্মীয়দের প্রতি ভক্তি হয়ে থাকে, তেমনিভাবে তাঁর শত্রুদের সাথে শত্রুতা পোষণ করা, তাদের সাথে সম্পর্ক (Relation) না রাখাও ভালবাসার দাবী। সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সম্পর্কযুক্ত জিনিষকে ভালবাসা, **তাঁর** বন্ধুদের অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان এবং **তাঁর** আহলে বাইত رِضۡوَانُ اللهِ عَنۡهُمۡ اَجۡمَعِين এর প্রতি ভালবাসা ও ভক্তি পোষণ করা, **তাঁর** স্বত্বা এবং তাঁর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ের প্রতি বেআদবীকারীদের থেকে বেঁচে থাকা এবং অপরকে বাঁচানো।

যদি আমরা আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকি, তবে শুধু ইশকে মুস্তফা নসীব হবে না বরং এর দাবী পুরণ করার চিন্তাও নসীব হবে। **আল্লাহ পাক** আমাদের সবাইকে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الۡاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় “সুন্নাত ও আদব” বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।” (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস নং-১৭৫)

সুন্নাতেঁ আম করে দ্বীন কা হাম কাম করে,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

চলা-ফেরার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত, دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা “**১৬৩ মাদানী ফুল**” থেকে চলা-ফেরার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: পারা ১৫ সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নং ৩৭ এর মধ্যে **আল্লাহ তায়ালা** ইরশাদ করেন:

وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحًا ۚ اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا ﴿۳۷﴾

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৩৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং ভূ-পৃষ্ঠে অহংকার করে চলাফেরা করো না, নিশ্চয় কখনো তুমি ভূ-পৃষ্ঠকে বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং কখনো উচ্চতার মধ্যে পাহাড় সমান হতে পারবে না।

☆ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এক ব্যক্তি দুইটি চাদর পরিহিত অবস্থায় অহংকার করে চলছিল এবং গর্ব করছিল। **আল্লাহ পাক** তাকে ভূ-পৃষ্ঠে ধ্বসিয়ে দিলেন, সে কিয়ামত পর্যন্ত ধ্বসতেই থাকবে। (মুসলিম, ১১৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২০৮৮) ☆ **মাদানী আক্বা, প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যখন পথ চলতেন তখন একটু ঝুঁকে চলতেন, মনে হতো যেন **তিনি** صَلَّى اللّٰه عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কোন উঁচু জায়গা থেকে নিচে নামছেন। (আশ শামাঈলুল মুহাম্মদীয়া লিত তিরমিযী, ৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১১৮)
☆ যদি কোন অসুবিধা না হয়, তবে রাস্তার এক পাশ দিয়ে মধ্যম গতিতে চলুন,
☆ না এত দ্রুত গতিতে চলবেন যে, মানুষের দৃষ্টি কেড়ে নেয় যে, লোকটি

দৌঁড়ে দৌঁড়ে কোথায় যাচ্ছে! আর না এত ধীরগতিতে চলবেন যে, লোকেরা আপনাকে অসুস্থ মনে করে। ✯ রাস্তায় চলতে চলতে বিনা কারণে এদিক সেদিক দেখা সুন্নাত নয়, দৃষ্টি নত করে গাম্ভীর্যতার সাথে চলুন। ✯ চলতে ফিরতে বা সিঁড়িতে উঠতে নামতে এটা খেয়াল রাখবেন যেন জুতার আওয়াজ সৃষ্টি না হয়। ✯ অনেকের এ অভ্যাস আছে যে, রাস্তায় চলতে চলতে কোন বস্তু সামনে পড়লে তা লাথি মারতে মারতে চলে, এটা ভদ্রতার পরিপন্থি। ✯ এতে পা আঘাতপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে। ✯ পত্রিকা কিংবা লিখা রয়েছে এমন কৌটা, প্যাকেট এবং মিনারেল ওয়াটারের খালি বোতল ইত্যাদিতে লাথি মারা বেআদবী বটে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অপবিত্র মাটি বা মেঝে পবিত্র করার পদ্ধতি

শিশু কিংবা বয়স্ক কেউ যদি জমিনে প্রস্রাব বা পায়খানা করে দিল, অথবা আঘাত ইত্যাদির কারণে রক্ত বা পূঁজ অথবা পশু যবেহ করার সময় নির্গত রক্ত জমিনে পড়ল এবং পানি ছাড়া ঐভাবে কোন কাপড় ইত্যাদি দ্বারা মুছে নিল, তাহলে শুকালে এবং নাজাসাতের চিহ্ন চলে গেলে সেই জমিন পাক হয়ে যাবে এবং এর উপর নামায আদায় করা যাবে।

বয়ান: ১৫

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি জুমার দিনে ও জুমার রাতে একশ (১০০) বার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **আল্লাহ পাক** তার ১০০ টি হাজত পূরণ করবেন। ৭০টি আখিরাতে এবং ৩০টি দুনিয়ায়। আর **আল্লাহ পাক** একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করে দিবেন যে ঐ দরূদ শরীফ আমার রাওজায় এভাবে পৌঁছাতে থাকবে যেভাবে তোমরা পরস্পরের মধ্যে হাদিয়া সমূহ বিনিময় করে থাক, নিঃসন্দেহে আমার জ্ঞান আমার জাহেরী পর্দার পরও তেমনিই হবে যেভাবে আমার জীবদ্দশায় ছিল। (জামউল জাওয়ামে, হরফুল মীম ৭ / ১৯৯ হাদীস ২২৩৫৫)

উন পর দরূদ জিন কো বে কসে বে কাসা কাহি,
উন পর সালাম জিন কো খবর বে খবর কি হে। (হাদায়িকে বখশিশ ২০৯)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: অর্থাৎ ঐ আক্বা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ বর্ষিত হোক যিনি অসহায়দের আশ্রয় দাতা, আর তাঁর উপর সালাম বর্ষিত হোক যিনি অনবহিতদেরও খবর রাখেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।[১]

১. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রবিউল আউয়ালের মুবারক মাস তার বরকত লুটিয়ে যাচ্ছে, চারিদিকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা দ্বারা আশিকানে রাসূল নিজেদের মন ও মননকে সুবাশিত করছে, কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বিলাদতের আলোচনা হচ্ছে আর কোথাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উৎকর্ষতার আলোচনা হচ্ছে। কোথাও **তাঁর** চরিত্রের বর্ণনা হচ্ছে আর কোথাও **তাঁর** মুবারক আকৃতির উত্তম আলোচনা হচ্ছে।

রিসালা বন্টনের প্রতি উৎসাহ প্রদান

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সাথে সম্পৃত্ত ইসলামী বোনও মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত রিসালা বন্টন করে মিলাদে মোস্তফার খুশি উদ্‌যাপন করে এবং বন্টন করার কাজে ব্যস্ততা দৃষ্টি গোচর হয়। মাদানী রিসালা সমূহ বন্টন করা রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জীবন কর্মকান্ডকে পুনঃউজ্জীবিত করার একটি উত্তম মাধ্যম হয়ে থাকে। মাদানী রিসালা বন্টন করা আশিকে রাসূলের উন্নতির মার্ধ্যম হয়। মাদানী রিসালা বন্টন করে লোকদের নিকট সঠিক ইসলামী জ্ঞান পৌঁছানোর মাধ্যম হয়ে থাকে। মাদানী রিসালা বন্টন করার বরকতে প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য রোগসমূহের চিহ্ন সমূহ এবং তার চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে সাহায্য পাওয়া যায়। মাদানী রিসালা বন্টন করা সাওয়াবে জারীয়ার অসাধারণ ব্যবস্থা পত্র, সুতরাং আপনিও মাকতাবাতুল মদীনা হতে অধিক সংখ্যক মাদানী রিসালা সংগ্রহ করে তা ইসলামী বোনদের এবং আপন মুহরিম আত্মীয়দের বেশী বেশী করে বন্টন করে নিজের জন্য সদকায়ে জারীয়ার পাথেয় বানিয়ে নিন এবং জশনে বিলাদতের আনন্দ উদ্‌যাপন কারীদের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত হয়ে যান।

আসুন! রবিউল আওয়ালের সম্বন্ধে **মুস্তফার সাহায্য করার ঘটনাবলী** সম্পর্কে শ্রবণ করি। সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বিপদের সময় কিভাবে **প্রিয় নবী, হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতো তা শুনব, আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিভাবে আপন উম্মতকে সাহায্য করতেন তাও শুনবো। এভাবে নূর নবী রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জীব জন্তুর প্রার্থনাও শুনতেন এবং সাহায্য করতেন, এর ঘটনাবলীও শ্রবণ করবো। এছাড়া আরো কিছু সংজ্ঞা শুনার সৌভাগ্য অর্জন করব। **আল্লাহ পাক** যদি চাই! মনযোগ সহকারে আমরা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জন করব। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাইফুল্লাহর প্রার্থনা

ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর এর ৩৮৪ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে, আমীরুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ হযরত সায়্যিদুনা ইকরামা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কে মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে নিপাত করার জন্য প্রেরণ করলেন এবং অতঃপর হযরত সায়্যিদুনা শুরাহবিল رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ কে তাঁর সাহায্যের জন্য পাঠালেন কিন্তু তাঁদের উভয়ের পূর্বে ঐ অভিশপ্ত আত্ম সমার্পন করল না কেননা হুযুর পূরনূর صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যাহেরী হায়াত থেকে পর্দা করার পর মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের বাণিজ্যে সফলতা লাভ করল আর কমপক্ষে এক লক্ষের (১০০০০০) অধিক ব্যক্তি তার চারিদিকে জমা হয়ে গিয়ে ছিল। হযরত সায়্যিদুনা ইকরামা এবং হযরত সায়্যিদুনা শুরাহবিল رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ও তাদের সাথে অনেক লড়াই হলো যাতে তাদের কিছু লোক মারা গিয়েছে, ইতিমধ্যে এই দুইজন সাহাবা رَضِیَ اللہُ عَنۡہُمَا সাহায্য করার জন্য হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ ও এসে পৌঁছলেন। তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ সৈন্যের সংখ্যা চব্বিশ হাজার (২৪০০০) ছিল আর মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের নিকট ঐসময় চল্লিশ হাজার (৪০০০০) সৈন্য ছিল, উভয় দলের সৈন্যরা সাহসীকতার সাথে লড়াই করে যাচ্ছে এবং লড়ায়ের মানচিত্র অনেক বার পরিবর্তন হয়েছে, কোন সময় মুসলমানের হকে হয়ে যায়, এবং কোন সময় মুরতাদ (অর্থাৎ ইসলাম থেকে বিমূখ কৃত ব্যক্তিগণ) এর পাল্লা ভারী হয়ে থাকে। ثُمَّ بَرَزَ خَالِدٌ وَدَعَا اِلَى الْبَرَّازِ وَنَادٰى بِشِعَارِهِمْ وَكَانَ شِعَارُهُمْ يَا مُحَمَّدَاهُ. فَلَمْ يَبْرُزْ اِلَيْهِ اَحَدٌ اِلَّا قَتَلَهُ অর্থাৎ যখন হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ নিশ্চিত হয়ে গেল যে, বনু হানীফা সম্প্রদায়ের লোকদের ঐসময় পর্যন্ত পরাজিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত মুসায়লামাতুল কাজ্জাবকে হত্যা করে না দেয়া যায়, তবে তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ স্বয়ং সশরীরে ময়দানে তাশরীফ আনলেন এবং লড়াই করার জন্য মুসায়লামাতুল কাজ্জাবের নিপুন অশ্বারোহীদের অনুসন্ধান করলেন এবং মুসলমানদের পংক্তি অর্থাৎ অভ্যাস অনুযায়ী ইয়া মুহাম্মাদা” এর স্লোগান দিল,আর ঐ লড়ায়ের সময় মুসলমানের স্লোগান ছিল এটাই যে, তারা বিপদের সময় উচ্চ আওয়াজে এই নারা দিয়েছিল ইয়া মুহাম্মাদা অর্থাৎ **ইয়া রাসূলাল্লাহ**

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের সাহায্য করুন। এভাবে হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ শ্লোগান দিতেন এবং অতঃপর দুশমনের পক্ষা যেই লড়াই করার জন্য আসতো তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ তার গর্দান উড়িয়ে দিত। মুসলমানের একটি দল তাদের পিছু নিয়েছে, অনেক জনকে আসল জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছে এবং অনেক জনকে গ্রেফতার করে বন্দী করা হয়েছে, এমনকি মুসলমানদের হাতে অনেক গনীমতের মাল আসে। (ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর, ৩৮৪)

আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ আপন প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ "হাদায়িকে বখশিশ" এর মধ্যে এভাবেই আরয করেন:

ফরিয়াদ উম্মতি জু করে হালে যার মে,
মুমকিন নেহি কে খায়রে বশর কো খবর না হো।

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৩০ পৃষ্ঠা)

পংক্তির সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: কিন্তু এটা কিভাবে হতে পারে যে, তিনি صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিপদে ফেঁসে যাওয়া কোন উম্মত একনিষ্ঠতার সাথে তাঁকে ডাকবে আর সকল সৃষ্টির উত্তম সৃষ্টি (সত্তা) অর্থাৎ হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার উপর আগত বিপদ সম্পর্কে অনবহিত থাকবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনার মধ্যে যে লড়ায়ের আলোচনা করা হয়েছে তা হলো ইয়ামামার যুদ্ধ। যাতে হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বিপদের মূহুর্তে **নূর নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াত থেকে পর্দা করার পর মদীনায়ে মনোওয়ারা হতে অনেক দূরে থেকেও "يَا مُحَمَّدَاهُ" নারা দিয়ে ছিল। চিন্তা করুন! ঐ খালিদ বিন ওয়ালিদ যাঁকে হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: سَيْفٌ مِّنْ سُيُوْفِ اللّٰه অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** তরবারী সমূহের মধ্য হতে একটি তরবারী উপাধি দ্বারা ধন্য হয়েছিল, ঐ খালিদ বিন ওয়ালিদ যে নিজেই নবী করীম হুযুর পূরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাছ থেকে প্রশিক্ষণ লাভ করেছিল, ঐ খালিদ বিন ওয়ালিদ যিনি এমন মহান ইসলামী সৈন্য দলের

সিপাহসালার বা দলপতি ছিলেন যার মধ্যে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এবং শরীয়তের দিক নির্দেশনা মান্যকারী বড় বড় সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উপস্থিত ছিলেন, যদি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াত থেকে পর্দা করার পর তিনি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাহায্য করার জন্য ডাকা নাজায়িয হতো তবে নিশ্চয় অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان চুপ থাকতো না রবং ঐসময় তাঁকে এই কাজ করা থেকে বিরত রাখতো, কিন্তু তাঁরা থামায় নি সুতরাং তাঁদের না থামানোটাই এই কথার পক্ষে দলিল হয়ে গেল যে হযরত সায়্যিদুনা খালিদ বিন ওয়ালিদ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয। সুতরাং যখন কোন বিপদ আসে তখন সম্পূর্ণ মনযোগ এবং পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সাথে নবী করীম রউফুর রহীম হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে সাহায্য করার জন্য ডাকা এবং অন্তরে এই বিশ্বাস রাখা যে, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধু আমার প্রার্থনা শুনেনা বরং **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আমাদের সাহায্যও করে থাকেন।

ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে নারে সে হাম কো পিয়ার হে,
হাম নে ইয়ে নারা লাগায়া আপনা বেড়া পার হে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়া কেমন?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! **আল্লাহ পাকের** পবিত্র সত্ত্বা ব্যতিত অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয, শরীয়তের মধ্যে এ ব্যাপারে কোন নিষেধ বিদ্যমান নেই, বরং **আল্লাহ পাক** ব্যতিত অন্য কারো নিকট সাহায্য চাওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে অথচ বিশ্বাস এটা হওয়া চাই যে আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে ইযাম عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর দয়া দ্বারা সাহায্য করে থাকেন। যখন লোকজন এই কথা বিশ্বাস করতে থাকে যে, শুধু **আল্লাহ পাকের** নিকটই সাহায্য প্রার্থনা করা চাই, আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে ইযাম عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট সাহায্য প্রার্থনা না করা চাই। এটা তার উপর শয়তানের প্রভাব বিস্তার হয়ে থাকে, এভাবে উক্তিকারী কোন সময়

আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيۡهِمُ السَّلَام আউলিয়ায়ে ইযাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কেও অপমান করে থাকে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামকে অপমান করার দ্বারা সোজা কুফরীতে গিয়ে পৌঁছে থাকে।

এই কুমন্ত্রণাকে দূরীভূত করার জন্য এই কথাকে অন্তরে ধারণ করে রাখুন যে, বাস্তবিক পক্ষে সাহায্য করা শুধু **আল্লাহ পাকের** পবিত্র সত্তার সাথেই সম্পৃক্ত। তাঁর দয়া ব্যতিত কেউ বিন্দু পরিমাণ উপকারীতা প্রদান করতে পারে না, হ্যাঁ! তাঁর দয়া দ্বারা তাঁর নিকটবর্তী বান্দাগণ বা অন্যান্য জীবিত ও মৃত বস্তুর উপকারীতা ও ক্ষতি সাধনের মালিক হতে পারে, যেমন

মহান **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَاسۡتَعِيۡنُوۡا بِالصَّبۡرِ وَالصَّلٰوةِ ؕ
(পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াত ৪৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো।

একটু চিন্তা করুন! ঐ উপকার প্রদানকারী ও সাহায্যকারী সর্ম্পকে স্বয়ং **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন যে, ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো, তবে যদি **আল্লাহ পাক** ব্যতিত কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা নাজায়েয হতো তাহলে **আল্লাহ পাক** এই নির্দেশ কেন দিয়েছেন যে, ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো! কেননা ধৈর্য এবং নামায প্রতিপালক নয় বরং গায়রুল্লাহ।

এভাবে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَوۡ اَنَّهُمۡ اِذۡ ظَّلَمُوۡۤا اَنۡفُسَهُمۡ
جَآءُوۡكَ فَاسۡتَغۡفَرُوا اللّٰهَ وَ
اسۡتَغۡفَرَ لَهُمُ الرَّسُوۡلُ لَوَجَدُوا اللّٰهَ
تَوَّابًا رَّحِيۡمًا ﴿۶۴﴾
(পারা ৫ সূরা নিসা আয়াত ৬৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যদি কখনো তারা নিজেদের আত্মার প্রতি যুলুম করে তখন, হে মাহবুব! (তারা) আপনার দরবারে হাযির হয় এবং অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে আর রাসূল তাদের পক্ষে সুপারিশ করেন তবে অবশ্যই আল্লাহকে অত্যন্ত তাওবা কবুলকারী দয়ালু পাবে।

ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, **আল্লাহ পাক** কি (আপন মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের গুনাহ

সমূহকে) স্বয়ং নিজে ক্ষমা করতে পারতো না। তারপরও এটা কেন বললেন যে, হে মাহবুব! আপনার নিকট হাজির হলে তখন **আল্লাহ পাকের** নিকট হতে তাদের গুনাহ ক্ষমা প্রার্থনা চাওয়া, তবে সে (তাওবা যেমন) দৌলত ও নিয়ামত পাবে। (**আল্লাহ পাক** গুনাগারদেকে প্রিয় নবীর দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেওয়া এবং ঐখানে নবী করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে তাদের পক্ষে সুপারিশকারী বানানো এটিও গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা) এটিই আমাদের উদ্দেশ্য যা কোরআনে পাকের আয়াতে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে। (ফতোওয়ায়ে রযবিয়া ২১ / ৩০৫)

স্বয়ং আম্বিয়ায়ে কেরামগণও عَلَيۡهِمُ السَّلَام **আল্লাহ পাক** ব্যতিত অপরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন এবং স্বয়ং কোরআনে পাকের মধ্যে এর বর্ণনা করা হয়েছে, যেমনিভাবে, হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَيۡهِ السَّلَام আপন হাওয়ারীদের নিকট হতে সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, যেমন **আল্লাহ পাক** পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন:

قَالَ عِيۡسَى ابۡنُ مَرۡيَمَ لِلۡحَوَارِيّٖنَ مَنۡ اَنۡصَارِیۡۤ اِلَى اللّٰهِ ؕ قَالَ الۡحَوَارِيُّوۡنَ نَحۡنُ اَنۡصَارُ اللّٰهِ

(২৮ পারা, সূরা সাফ্ফ, আয়াত ১৪)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> মারয়াম-তনয় ঈসা হাওয়ারীদেরকে বলেছিলেন, কারা আছে, যারা আল্লাহর পক্ষ হয়ে আমার সাহায্য করবে? হাওয়ারীগণ বললো আমরাই হলাম আল্লাহর দ্বীনের সাহায্যকারী।

এভাবে হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام কে যখন তাবলীগের (নেকীর দাওয়াত) দেয়ার জন্য ফেরাউনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তখন তিনি বান্দার সাহায্য অর্জনের জন্য **আল্লাহ পাকের** নিকট আরয করেন, যেমন

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করেন,

وَ اجۡعَلۡ لِّیۡ وَزِيۡرًا مِّنۡ اَهۡلِیۡ ﴿۲۹﴾ هٰرُوۡنَ اَخِی ﴿۳۰﴾ اشۡدُدۡ بِهٖۤ اَزۡرِیۡ ﴿۳۱﴾

(১৬ পারা, সূরা তোয়াহা, আয়াত ২৯-৩১)

<u>কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:</u> আর আমার জন্য আমার পরিবারবর্গের মধ্য থেকে একজন ওযীর করে দাও। সে কে? আমার ভাই হারূন, তার দ্বারা আমার কোমর শক্ত করো!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে ঐ আয়াতে মোবারাকা শুনে এই শয়তানের কুমন্ত্রনা অবশ্যই দূরীভূত হবে কেননা আম্বিয়ায়ে কেরামগণও عَلَيۡهِمُ السَّلَام **আল্লাহ পাক** ব্যতিত অপর জনের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেছিল, আল্লাহর পনাহ! যদি **আল্লাহ পাক** ব্যতিত অন্য কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা জায়েয না হতো তাহলে আম্বিয়ায়ে কেরামগণ عَلَيۡهِمُ السَّلَام এই কাজ কখনোও করতো না, আর যদি কেউ এরকম করতো তবে অবশ্যই নিষেধ করত।

আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক চরিত্রে সাহায্য করার অসংখ্য উদাহরন বিদ্যমান রয়েছে, যদি সব একত্র করা হয় তবে অনেক বড় একটি কিতাব প্রস্তুত হতে পারে। আসুন! সংক্ষিপ্তাকারে কয়েকটি উদাহরণ শুনি:

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সামান্য খাবার দিয়ে সম্পূর্ণ সৈন্য বাহিনীকে পেট ভরে খাইয়েছেন। (বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গযওয়াতিল খন্দক, ৩/৫১-৫২, হাদীস নং- ৪১০১)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক পেয়ালা দুধ ৭০ জন সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان কে পান করিয়ে দিলেন। (বুখারী, কিতাবুর রিকাক, ৪/২৩৪, হাদীস নং- ৬৪৫২)

আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করে চৌদ্দশত (১৪০০) বা তারও বেশি লোকের পিপাসা নিবারণ করে দেন।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গযওয়াতিল হুদায়বিয়াতি, ৩/৬৯, হাদীস নং-৪১৫২, ৪১৫৩)

থুথু মোবারক লাগিয়ে অনেক লোককে আরোগ্য দান করেন।

(খাসায়েছে কোবরা, বাবু আয়াতিহি ফি আবরাউল মারিদ্ব, ২ / ১১৫-১১৮)

বদরের যুদ্ধে হযরত উক্কাশা رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এর তরবারি ভেঙ্গে গেলো তখন তিনি رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে একটি লাঠি দিলেন, যা তার হাতে নিতেই তরবারি হয়ে গেলো। (জামেউল উসুল, আল ফুরুউল আউয়াল, ১৩/৩২৪)

উহুদ যুদ্ধের সময় একবার হযরত কাতাদাহ رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এর চোখে তীরের আঘাতে বের হয়ে গেলো, তখন তিনি رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ তা (চোখের ভিতরের গোলকার অংশ) নিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহামান্বিত দরবারে উপস্থিত হয়ে

গেলেন এবং চোখ প্রার্থনা করলেন তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে চোখ দান করে দিলেন। (মুসান্নিফ ইবনে আবী শেয়বা, কিতাবুল ফাযায়িল, ৭/৫৪২, হাদীস নং-১৫)

খায়বরের যুদ্ধের সময় হযরত সালামা বিন আকওয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ তাঁর ভাঙ্গা হাঁটু নিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, আর **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তখনই তাঁর হাঁটু ঠিক করে দিলেন।

(বুখারী, কিতাবুল মাগাযী, বাবু গযওয়াতি খায়বর, ৩/৮৩, হাদীস নং-৪২০৬)

অনাবৃষ্টি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ এর আবেদনে **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দোয়া করলেন, তখন এমন বৃষ্টি বর্ষিত হলো যে, পুরো সপ্তাহ বন্ধ হওয়ার নামও নিলো না।

(বুখারী, কিতাবুল ইসতিসকা, বাবুল ইসতিসকা আলাল মিম্বর, ১/৩৪৮, হাদীস নং-১০১৫)

সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان একবার সফরের সময় পিপাসায় অস্থির হয়ে গেলেন, তখন তাঁরা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে নিজেদের পিপাসার ব্যাপারে আরয করলেন। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুল থেকে পানির ঝর্ণা প্রবাহিত করে তাঁদের পিপাসা নিবারণ করে দিলেন।

(বুখারী, কিতাবুল মানাকিব, ২/৪৯৫, হাদীস নং-৩৫৭৯)

এমনকি হযরত রাবেয়া বিন কাআব رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ জান্নাত প্রার্থনা করলেন, তখন তাঁকে জান্নাতও দান করে দিলেন। (মুসলিম, কিতাবুস সালাত, ১৯৯ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-১০৯৪)

জাহা বানী আতা কর দে ভড়ী জান্নাত হিবা কর দে
নবী মুখতার কুল হে জিসকো জো চাহে আতা কর দে।
জাহা মে উনকি চালতি হে ওয়া দম মে কিয়া সে কিয়া কর দে
যমী কো আসমা কর দে সুরাইয়া কো সাড়া কর দে।
মেরী মুশকিল কো ইয়ুঁ আঁসা মেরী মুশকিল কুশাঁ কর দে
হার এক মাওজে বালা কো মেরে মাওলা না খোদারা কর দে। (সাফীনায়ে বখশিশ ১১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এভাবে আরো অধিক ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলী শুনার জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর অনুষ্ঠিত

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিজেও অংশ গ্রহণ করুন এবং অপর ইসলামী বোনকেও এর প্রতি পরিপূর্ণ উৎসাহ প্রদান করুন, হয়তঃ হতে পারে ইজতিমায় অংশ গ্রহণের দ্বারা ইসলামী বোন শুধু ইলমে দ্বীন অর্জন করবে না বরং প্রিয় নবীর সৎ চরিত্রের সুন্দর ঘটনাবলি শ্রবণ করার দ্বারা নিজের বক্ষে ইশকে রাসূল বৃদ্ধির মাধ্যম হবে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه হাজারো জায়গায় ইসলামী ভাইদের এবং ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা হয়ে থাকে, যাতে লাখো ইসলামী ভাই ইসলামী বোন অংশ গ্রহণ করে এই মাদানী উদ্দেশ্য সাথে নিয়ে পুনরায় ফিরে আসে যে, আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ الله

اَلْحَمْدُ لِلّٰه শুধু পাকিস্তানের মধ্যে ইসলামী ভাইয়ের ৭৫১ (সাতশত একান্নটি) অথচ ইসলামী বোনদের ৭৩৪০ (সাত হাজার তিনশত চল্লিশটি) সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়।

সুতরাং সকল ইসলামী বোন কমপক্ষে ১২ টি সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়মিত অংশ গ্রহণের নিয়্যত করুন। যদি আমরা নিয়মিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করি তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের অসংখ্য বরকত নসীব হবে। আল্লাহ করীম সকল ইসলামী বোনকে নিয়মিত সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশ গ্রহণ করার এবং অপর ইসলামী বোনকেও সাথে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** উম্মতের প্রতি তাদের পিতামাতার চেয়েও বেশি দয়ালূ এবং তাদের প্রতি অনেক বেশি দয়া ও অনুগ্রহও করে থাকেন, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **তাঁর** প্রত্যেক উম্মতকে শুধু চিনেন না বরং বিপদের সময় উম্মতকে সাহায্যও করে থাকেন। আসুন! এই অংশের মধ্যে দুইটি ঈমান উদ্দীপক রূহানী ঘটনা শ্রবণ করি। যেমন

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চেহারার কৃষ্ণবর্ণ দূর করে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা সুফিয়ান সাওরী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি তাওয়াফ করার সময় এক আশিককে রাসূলকে প্রতি কদমে **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: "ভাই! আপনি 'سُبْحٰنَ اللّٰه' 'لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ' ইত্যাদি পাঠ না করে শুধু দরূদ শরীফই পাঠ করছেন, এর রহস্য কী?" তখন তিনি আমার নাম জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর বললেন: "আমি আমার পিতার সাথে বাইতুল্লাহ্‌র হজ্ব করতে বের হলাম, সফরাবস্থায় আমার বৃদ্ধ পিতা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন, আমরা একটি জায়গায় থেমে গেলাম, অনেক চিকিৎসা করলাম, কিন্তু **আল্লাহ পাকের** হুকুমে তিনি ইন্তেকাল করলেন, দেখতে দেখতে তার চেহারা কালো হয়ে গেলো এবং চোখগুলো বেঁকে গেলো আরপেটও ফুলে গেলো, এ অবস্থা দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম এবং কাঁদতে কাঁদতে "اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ﴿۱۵۶﴾" **কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ**: আমরাতো **আল্লাহর**ই মালিকানাধীন এবং আমাদেরকে তাঁরই প্রতি ফিরে যেতে হবে। (পারা ২, সূরা বাকারা, আয়াত ১৫৬) পাঠ করলাম। আমি মরহুমের চেহারা চাদর দিয়ে ঢেকে দিলাম। এমন দুঃখের সময়ও আমার ঘুম এসে গেলো। আমি স্বপ্নে খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিহিত সৌন্দর্যের প্রতিচ্ছবি সুবাসিত এক বুযুর্গ ব্যক্তির যিয়ারত করলাম, এমন সৌন্দর্যমন্ডিত ব্যক্তিত্ব আমার চোখ কখনো দেখিনি আর এমন সুগন্ধও আমি আর কখনো পাইনি। তিনি আমার মরহুম আব্বাজানের নিকট এলেন, চাদর উঠিয়ে তার নূরানী হাতটি চেহারায় বুলালেন। দেখতে দেখতেই মরহুমের চেহারার কালো রঙ পরিবর্তন হয়ে নূরানী হয়ে গেলো, চোখ আর পেটও ঠিক হয়ে গেলো। সেই নূরানী বুযুর্গটি যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন আমি তাঁর আঁচল আঁকড়ে ধরে আরয করলাম: "আপনি কে? যার কারণে এই বিরান ভূমিতে **আল্লাহ পাক** আমার আব্বাজানের প্রতি দয়া করলেন।" তিনি ইরশাদ করলেন: "তুমি আমাকে চেননি? আমি **মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)। তোমার পিতা গুনাহগার ছিলো, কিন্তু আমার প্রতি অধিক

হারে দরূদ শরীফ পাঠ করত, যখন সে এই দুরাবস্থার শিকার হয়, তখন আমার নিকট ফরিয়াদ করেছিলো আর নিশ্চয় যারা আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করে, আমি তাদের ফরিয়াদ শুনে থাকি।" এরপর আমার চোখ খুলে গেলো, আমি দেখলাম যে, সত্যিই আমার আব্বাজানের চেহারা নূরে আলোকিত হয়ে গেছে আর পেটও স্বাভাবিক হয়ে গেছে।"

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, আল আহযাব, ৭ নং আয়াতের পাদটিকা, ৫৬/২২৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ব্যথা এবং ফোলা থেকে মুক্তি লাভ

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুর রহমান বিন আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: (এক বার গোসল করার সময়) গোসল খানার মধ্যে পড়ে যাওয়ার কারণে আমার হাতে প্রচন্ড ব্যথা অনুভূত হতে লাগলো, অতঃপর আমার হাতের মধ্যে ফোলাও চলে আসলো, এই কষ্টের মধ্যে আমার নিদ্রা চলে আসল, শয়ন করতেই স্বপ্নে **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভে ধন্য হই, **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে বললেন, হে আমার সন্তান! তোমার দরূদই আমাকে (তোমার প্রতি) মনযোগী করল, সকালে উঠতেই **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে ব্যথা ও ফোলার নাম চিহ্নও নিচিহ্ন হয়ে গেল।

(সাদাতুদ দারাইন, আল বাবুর রাবে ফিমা ওয়া রদ্দু মান লাতায়েফ ১৪০)

মোজে আফাতো নে ঘেড়া, হে মসিবতো কা ডেড়া,
ইয়া নবী মদদ কো আনা মাদানী মদীনে ওয়ালে। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৪২৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনেছেন যে, আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিপদের সময় আপন উম্মতদেরকে কিভাবে সাহায্য করে থাকেন। বর্ণনাকৃত ঘটনায় যেমনিভাবে **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী ওফাতের পর সাহায্য করা প্রমাণিত হচ্ছে, তেমনিভাবে দরূদে পাকের ফযীলতও বর্ণনা রয়েছে এবং এটাও জানা গেলো! দরূদে পাক পাঠ

করাতে বড় বড় বিপদও দূর হয়ে যায়, তাছাড়া দরূদে পাক পাঠকারীর প্রতি **নবী করীম** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিশেষ দয়া করে থাকেন এবং বিপদের সময় তাদের চাহিদাও পূরণ করে থাকেন। সুতরাং আমাদের উচিত যে আমরা অহেতুক কাজের মধ্যে নিজের সময়কে নষ্ট করার পরিবর্তে উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে সব সময় নিজের জিহ্বাকে যিকির ও দরূদ দ্বারা সিক্ত রাখার চেষ্টা করা। আসুন উৎসাহ গ্রহনার্থে দরূদে পাক পাঠ করার দ্বারা অর্জিত বরকত সম্পর্কে শ্রবণ করি। যেমনিভাবে

প্রসিদ্ধ মুহাদ্দীস হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: ✻ দরূদ শরীফের কারণে বিপদ দূর হয়, ✻ অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ হয়, ✻ ভয় দূর হয়, ✻ অত্যাচার থেকে মুক্তি অর্জিত হয়, ✻ শত্রুর উপর বিজয় লাভ হয়, ✻ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি অর্জিত হয়, ✻ অন্তরে **তাঁর** ভালবাসা সৃষ্টি হয়, ✻ ফিরিশতারা তার আলোচনা করে, ✻ আমল পরিপূর্ণ হয়, ✻ অন্তর ও প্রাণ, সহায় ও সম্পদে পবিত্রতা অর্জিত হয়, ✻ দরূদ পাঠ করার দ্বারা সমৃদ্ধশালী হয়ে যায়, ✻ বরকত অর্জিত হয়, ✻ সন্তান ও সন্তানের সন্তান চার পুরুষ পর্যন্ত বরকত থাকে, ✻ দরূদ শরীফ পাঠ করাতে কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি অর্জিত হয়, ✻ মৃত্যুর কঠিনতা সহজ হয়, ✻ দুনিয়ার ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, ✻ অভাব দূর হয়, ✻ ভুলে যাওয়া বিষয় স্মরনে এসে যায়, ✻ ফেরেস্তারা আবৃত করে রাখে, ✻ দরূদ শরীফ পাঠকারী যখন পুলসিরাত অতিক্রম করে তখন নূর ছড়িয়ে পরবে এবং সে তা থেকে দৃঢ়তার সহিত চোখের পলকেই মুক্তি পেয়ে যাবে, ✻ মহান সৌভাগ্য হলো যে, দরূদ শরীফ পাঠকারীর নাম **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করা হয়, ✻ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ভালবাসা বৃদ্ধি পায়, **তাঁর** গুণাবলী অন্তরে রেখাপাত করে, ✻ অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করাতে **হুযুরে আকরাম** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর কল্পনা মনের মাঝে স্থায়ী হয়ে যায়, ✻ সৌভাগ্যবানদের মুস্তফার সান্নিধ্য নসীব হয়ে যায়, ✻ স্বপ্নে **মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দীদার নসীব হয়, ✻ দরূদ শরীফ পাঠকারীকে

ফিরিশতারা মারহাবা হবে এবং ভালবাসা পোষণ করে, ✲ ফিরিশতারা তার দরূদকে স্বর্ণের কলম দ্বারা রূপার কাগজে লিখে রাখে এবং তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে, ✲ জমিনে পরিভ্রমনকারী ফিরিশতারা তার দরূদ শরীফকে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আসহায়দের আশ্রয়স্থল দরবারে পাঠকারী এবং তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করে। (জাযবুল কুলুব, ২২৯ পৃষ্ঠা)

দুখো নে তুম কে জো ঘেড়া হে তো দরূদ পড়ো,
জো হাযেরী কী তামান্না হে তো দরূদ পড়ো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মুস্তফা صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহায্যের অধ্যায়টি অনেক বড়, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহায্য করার এই ফয়েয শুধুমাত্র মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, কেননা আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শুধুমাত্র মানুষের নবী নন বরং সমস্ত সৃষ্টির জন্য নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, সুতরাং যেমনিভাবে **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন দুঃখি উম্মতের ফরিয়াদ শুনেন এবং **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে তাদের সাহায্য করেন, তেমনিভাবে **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিপদে লিপ্ত পশু, পাখি এমনকি জড় পদার্থেরও ফরিয়াদ শুনেন, তাদের কথা বুঝেন এবং তাদের সাহায্যও করেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡه বলেন: **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো স্বয়ং আরবী ভাষী ছিলেন কিন্তু সমস্ত ভাষা বুঝতেন, এমনকি প্রাণীদের কথাও বুঝতেন, তাই উট, চড়ুই পাখিরা **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আস্তানায় ফরিয়াদ করে এবং সাহায্যও পায়। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/১১৯) অপর এক স্থানে বলেন: (**হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে) পাথর সালাম করতো, কাঠের স্তম্ভ 'হান্নানা' **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর বিরহে কান্না করে, **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) কে অন্তরের দুঃখ বলল এবং **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) সবকিছু বুঝলেন। বর্তমানেও **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরজায় প্রতিটি ব্যক্তি নিজ নিজ ভাষায় **হুযুর** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর নিকট ফরিয়াদ করে থাকে, কোন

অনুবাদকারী উভয়ের মাঝে থাকে না, সবার কথাই শুনেন এবং বুঝেন, সবার চাহিদা পূরণ করেন, এটাই হলো **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর সকল ভাষা জানার প্রমাণ। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৩৮) তিনি আরো বলেন: হযরত সুলায়মান শুধুমাত্র পাখি ও পিঁপড়ার ভাষা বুঝতেন, **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) বৃক্ষ ও পাথর, জল ও স্থলের সকল সৃষ্টির ভাষা জানেন, **হুযুর** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) চাহিদা পূরণকারী, বিপদ দূরকারী। এটা হলো ঐ মাসআলা যা পশু পাখিরাও মানে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৮/২৩৯)

আসুন! এবার প্রাণীদের ব্যাপারে **মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাহায্যের দু'টি ঈমানোদ্দীপক রূহানী ঘটনা শ্রবণ করি:

(১) হরিণীর ফরিয়াদ

হযরত যায়িদ বিন আরকাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মদীনার গলিতে একজন গ্রাম্য লোকের তাবুর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যার পাশে একটি হরিণীও বাঁধা ছিলো। হরিণীটি আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এই তাবুর গ্রাম্য লোকটি আমাকে শিকার করে এখানে নিয়ে এসেছে, অথচ আমার দু'টি ছানা জঙ্গলে রয়েছে, সে আমাকে ছেড়ে দিচ্ছে যে, জঙ্গলে গিয়ে আমার ছানাদের দুধ পান করাবো। হরিণীর ফরিয়াদ শুনে **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি আমি তোমাকে ছেড়ে দিই তবে কি তুমি আবার ফিরে আসবে? আরয করলো: জি হ্যাঁ! যদি আমি এরূপ না করি তবে **আল্লাহ পাক** আমাকে (অবৈধভাবে) কর সংগ্রহকারীদের ন্যায় শাস্তি দিক। তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ছেড়ে দিলেন, সে খুবই দ্রুত অস্তির হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো, কিছুক্ষণ পরেই সে আনন্দচিত্তে ফিরে এলো। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে তাবুর সাথে বেঁধে দিলেন। এমন সময় সেই গ্রাম্য লোকটিও পানির মশক নিয়ে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে গেলো। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: এই হরিণীটি কি তুমি আমার নিকট বিক্রি করবে? সে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! একে আমি

আপনাকে উপহার হিসেবে দিলাম। সুতরাং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হরিণীটিকে মুক্ত করে দিলেন।

হযরত যায়িদ বিন আরকাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: **আল্লাহ পাকের** শপথ! আমি সেই হরিণীটিকে দেখলাম যে, সে **আল্লাহ পাকের** পবিত্রতা বর্ণনা এবং কলেমায়ে তায়্যিবা পাঠ করতে করতে জঙ্গলের দিকে চলে যাচ্ছিলো।

(দালায়িলুন নবুয়ত, ৬/৩৫)

(২) উটের ফরিয়াদ

হযরত ইয়ালা বিন মুররা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একদিন আমি **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে সফরে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার এমন একটি উটের পাশ দিয়ে গমন করলাম যার উপর পানির মশক রাখা হচ্ছিলো, যখন উটটি **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দেখলো তখন বিড়বিড় করতে লাগলো এবং নিজের গর্দান ঝুঁকিয়ে নিলো, **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তার নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং ইরশাদ করলেন: এই উটের মালিক কোথায়? (তখনই) সে এসে গেলো, **হুযুরে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তুমি এটি আমার নিকট বিক্রি করে দাও। সে বললো: বরং এটি আমি আপনাকে উপহার হিসেবে প্রদান করলাম। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: বরং এটি বিক্রি করে দাও। সে বললো: বরং উপহার হিসেবে প্রদান করলাম। তবে এই উটটি এমন পরিবারের যাদের উপার্জনের মাধ্যম এটা ছাড়া আর কিছু নেই। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যাইহোক যখন তুমি এর অবস্থা সম্পর্কে উল্লেখ করেই দিয়েছো তবে শুনো! সে তার থেকে বেশি কাজ নেয়া এবং খাবার কম দেয়ার অভিযোগ করেছে, সুতরাং এর সাথে উত্তম আচরণ করো। (দালায়িলুন নবুয়ত, ৬/২৩)

আপনে মাওলা কি হে বস শানে আযীম, জানোর বিহ করে জিন কি তাযীম
সাঙ্গ করতে হে আদব সে তাসলিম, পীরে সিজদে মে গিরা করতে হে
হ্যাঁ ইয়াহি করতি হে চিড়িয়া ফরিয়াদ, হ্যাঁ ইয়াহি চাহেতি হে হারীনি দাদ
ইসি দার পর শতরানে না'শাদ, গালায়ে রঞ্জ ও ইনা করতে হে।

(হাদায়েকে বখশিশ ১১২-১১৩)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: প্রথম পংক্তি দুইটির উদ্দেশ্য হলো এটাই যে, হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের মধ্যে চড়ুই পাখি এসে আবেদন করে থাকে, হরিণ সাহায্যের আবেদন করে থাকে, এমনকি উট ক্ষুধার ও পেরেশানির ঘটনাবলি শুনিয়ে থাকে। তৃতীয় এবং চতুর্থ পংক্তি দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, আমাদের প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মহত্ত্ব দেখো! জীব জন্তু তাঁকে সম্মান করে থাকে, পাথর সম্মান করে সালাম প্রদান করে এবং বৃক্ষ তাঁকে সিজদা করে থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় **"সুন্নাত ও আদব"** বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস নং-১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা,
জান্নাত মে পড়োসি মুজে তুম আপনা বানানা

সুগন্ধি লাগানোর সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! সুগন্ধি লাগানোর কিছু সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী শ্রবন করি: (১) ইরশাদ হচ্ছে: আমার তোমাদের দুনিয়ায় তিনটি জিনিস পছন্দ: (১) সুগন্ধি (২) মহিলা এবং (৩) আমার চোখের শীতলতা নামাযকে বানানো হয়েছে। (নাসায়ী কিতাবু আশারাতুন নিসা বাবু হুব্বুন নিসা ৬৪৪ হাদীস ৩৯৪৫) (২) ইরশাদ হচ্ছে: চারটি বিষয় নবীদের সুন্নাতের অন্তর্ভূক্ত: বিবাহ করা, মিসওয়াক করা, লজ্জা এবং সুগন্ধি লাগানো। (মিশকাতুল মাসাবিহ, কিতাবুত তাহারাত, ১/৮৮, হাদীস নং- ৩৮২) ✯ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনো সুগন্ধির উপহার ফিরিয়ে দিতেন না। (সুন্নাত আওর আদব ৮৫) ✯ নামাযে **আল্লাহ পাকের** নিকট মুনাজাত রয়েছে, তাই এর জন্য

সজ্জিত হওয়া, আতর লাগানো মুস্তাহাব। (নেকীর দাওয়াত, ২০৭ পৃষ্ঠা) ☆ **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সর্বদা উন্নত মানের সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং তা অন্যদেরও শিক্ষা দিতেন। (সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা) ☆ দুর্গন্ধ **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم অপছন্দ করতেন। (সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা) ☆ মহিলাদের জন্য সুবাশ ছড়ানোর নিষেধাজ্ঞা এই অবস্থায় রয়েছে, যখন সেই সুবাশ অপরিচিত পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছে, যদি তারা ঘরে আতর লাগায় যার সুবাশ স্বামী, সন্তান বা পিতামাতা পর্যন্ত পৌঁছায় তবে সমস্যা নাই। (সুন্নাত ও আদব, ৮৫ পৃষ্ঠা) ☆ ইসলামী বোনদের এমন সুগন্ধি লাগানো উচিৎ নয়, যার সুবাশ গিয়ে পুরুষের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে যায়। (সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা) ☆ **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক অভ্যাস ছিলো যে, **তিনি** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم "মুশক" মাথা মুবারকের চুল শরীফে এবং দাড়ি শরীফে লাগাতেন। (সুন্নাত ও আদব, ৮৩ পৃষ্ঠা) ☆ এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা উচিৎ। (সুন্নাত ও আদব, ৮৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ১৬

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, আমার যে উম্মত একনিষ্ঠতার সাথে আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত নাযিল করবেন, তার দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন, তার জন্য দশটি নেকী লিখে দিবেন এবং দশটি গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন।

(সুনানে কোবরা, কিতাবু আমলিল ইয়াম...বাবু সাওয়াবিস সালাত... ৬ /২১ হাদীস ৯৮৯২)

মেরী যবান তর রহে যিকরে ওহ দরূদ সে,
বে জাহিসো কাবি না করো গুফতো গো ফুযুল। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ২৪৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।[১]

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

১. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنْ شَآءَ الله আজকের বয়ানে আমরা **"আম্বিয়ায়ে কিরামের নেকীর দাওয়াতের ঘটনাবলী"** সম্পর্কে শ্রবণ করবো। যার মধ্যে আমরা শুনবো হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام আপন সম্প্রদায়কে কতো দিন পর্যন্ত দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে ছিলেন, এবং তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁর সাথে কেমন আচরণ করেছিল, এর সাথে সাথে এটাও শুনবো যে, হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কেমন উত্তম কৌশল দ্বারা সাবা সম্রাজ্যের লোকদের দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে ছিলেন এবং তারা কিভাবে আপন সম্প্রদায়ের লোকের সাথে তাঁর উপর ঈমান আনলো। এর সাথে সাথে আমরা এটাও শুনবো যে, আমাদের **প্রিয় নবী রাসূলে আরবী হুযুর পূরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে দ্বীনের দাওয়াত দিতে গিয়ে কতো কষ্ট সহ্য করেছেন এবং তিনি ঐ কষ্ট প্রদানকারীদের সাথে কেমন আচরণ করেছেন। এর সাথে সাথে আরো কিছু পয়েন্ট শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! সর্বপ্রথম **আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এবং তাঁর নেকীর দাওয়াত সম্পর্কে শ্রবণ করি।

সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এবং নেকীর দাওয়াত

হযরত নূহ عَلَيْهِ السَّلَام প্রথমসারীর রাসূলদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। কোরআনে পাকে তাঁর তাবলীগের ঘটনাবলীকে বিভিন্ন স্থানে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চল্লিশ (৪০) বা পঞ্চাশ (৫০) বছর বয়সে তিনি নবুয়ত ঘোষণা করেন। (সীরাতুল জিনান, ৩/৩৪৭) নয়শ পঞ্চাশ (৯৫০) বছর পর্যন্ত নিজের জাতিকে (নেকীর) দাওয়াত দিতে থাকেন। (সীরাতুল জিনান, ৪/৪২৫) তিনি তাঁর জাতির লোকদের মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখেন, তাদের তাকওয়া অবলম্বন করার এবং শুধুমাত্র আসল মাবুদ অর্থাৎ **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করার আদেশ দেন। (২৯তম পারা, নূহ, ২ ও ৩ নং আয়াত) তিনি একটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আপন জাতির মাঝে তাবলীগ করতে থাকেন। (২০তম পারা, আনকাবুত, ১৪ নং আয়াত) এবং তাবলীগের জন্য তিনি সর্বপ্রকার পদ্ধতি ব্যবহার করে কিন্তু শুধুমাত্র কয়েকজন সৌভাগ্যবান তাঁর প্রতি ঈমান আনে। অধিকাংশ মানুষই সত্য শুনা ও মানার জন্য প্রস্তুত ছিলো না। (১২তম পারা, হুদ, ৪০ নং আয়াত) উল্টো সেই দূর্ভাগারা বিভিন্ন ভাবে তাঁকে অপমান করতো এবং তাঁকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিতো। এমনকি কয়েকবারই সেই অত্যাচারীরা তাঁকে এমনভাবে প্রহার করে যে, তিনি বেহুঁশ হয়ে যান, লোকেরা তাঁকে মৃত মনে করে তাঁকে কাপড়ে জড়িয়ে বাড়িতে ফেলে গেলো। যখন তাঁর হুঁশ ফিরে আসলো তখন বাড়ি থেকে বের হয়ে আবারো দ্বীনের তাবলীগ করতে থাকেন। অনুরূপভাবে কয়েকবারই তাঁর গলা টিপে দেয়া হয়েছিলো, এমনকি তাঁর দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিলো এবং তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন, কিন্তু এই কষ্ট ও বিপদেও তিনি এটাই দোয়া করতেন: হে আমার **দয়ালূ রব!** তুমি আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও এবং হেদায়ত দান করো, কেননা তারা আমাকে চিনে না, যখন নয়শ বছরেরও বেশি সময় ধরে দাওয়াত দিতে থাকেন এবং জাতি তাদের মন্দ অভ্যাস থেকে বিরত হচ্ছিলো না তখন হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام **আল্লাহ পাকের**

দরবারে নিজের চেষ্টা এবং জাতির গোঁড়ামি সম্পর্কে আরয করলেন আর অবাধ্যদের ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করার দোয়া করলেন। **আল্লাহ পাক** সেই জাতির অবাধ্যদের উপর তুফান (Storm) এর আযাব পাঠিয়ে দিলেন এবং তারা ডুবে ধ্বংস হয়ে গেলো। (আজায়িবুল কোরআন, ৩১১ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ السَّلَام মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيۡهِ السَّلَام তাবলীগ করার সময় কতইনা কষ্ট সহ্য করেছেন, কিন্তু তবুও নেকীর আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়েননি। এটাই সত্য যে, নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীদের অনেক কষ্ট ও বিপদের সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু যখন মানুষ এই পথে অটল ও ধৈর্য্য সহকারে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজকে সম্পাদন করে তখন **আল্লাহ পাক** অদৃশ্য থেকে তার সফলতার উপায় সৃষ্টি করে দেন। আল্লাহ পাক অন্তরকে পরিবর্তনকারী এবং হেদায়ত দানকারী, আল্লাহ পাক এক মুহুর্তেই মানুষের অন্তকে পরিবর্তন করে দেন এবং তাদের অন্তরে হেদায়তের নূর সৃষ্টি করে দেন। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামই عَلَيۡهِمُ السَّلَام আপন আপন জাতিকে নেকীর দাওয়াত প্রদান করেন, তাদেরকে **দয়ালূ আল্লাহর** এক হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত করতেন এবং **আল্লাহ পাকের** ইবাদতের প্রতি আহ্বান করতেন, তখন তাদের মধ্যে কিছু লোক তাঁদের উপর ঈমান আনয়ন করতেন এবং অধিকাংশই তাঁদের দাওয়াত গ্রহণ করতে অস্বীকার জানাতো, কিন্তু এই সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরামরাও আপন চেষ্টা অব্যাহত রেখে এই দায়িত্ব পালন করাতে কার্পণ্য করতেন না। আসুন! হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام নেকীর দাওয়াতের ঘটনাবলী শ্রবণ করি।

হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام এর নেকীর দাওয়াত

যখন ফেরাউন مَعَاذَ الله নিজেকে খোদা দাবি করলো তখন **আল্লাহ পাক** তাঁর প্রিয় রাসূল হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام কে ফেরাউনের নিকট প্রেরণ করেন। (১৫তম পারা, ত্বহা, আয়াত ৪৪) হযরত মূসা عَلَيۡهِ السَّلَام সত্য দ্বীনের দাওয়াত দিতে ফেরাউনের প্রাসাদে পৌঁছলেন, সেখানে সে তার জাতির কিছু সর্দারের সাথে উপস্থিত ছিলো।

(খাযিন, ৩/৩৮৫) হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: **আল্লাহ পাক** আমাকে রাসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন এবং আমি তোমার নিকট এই বার্তা নিয়ে এসেছি। (খাযিন, ২/১২৪) ফেরাউন বললো: আমি তো নিজেই খোদা এবং এটাও মনে রেখো! যদি তুমি অস্বীকার করো তবে আমি তোমাকে বন্দী করবো। (১৯তম পারা, আশ শুয়ারা, আয়াত ২৯) যখন ফেরাউন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام কথা মানতে অস্বীকার করলো এবং তাঁকে বন্দী করার ধমকি দিলো তখন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ফেরাউনকে বললেন: আমাকে আমার **দয়ালূ রব** মুজিযা দান করেছেন। ফেরাউন বললো: আমাকেও দেখাও সেই মুজিযা কিরূপ? হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর লাঠি মাটিতে ফেলে দিলেন তখন তা অনেক বড় অজগর হয়ে গেলো এবং যখন হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এই অজগরকে ধরলেন তখন তা আবারো লাঠি হয়ে গেলো। ফেরাউন কললো: আরো কি কিছু এনেছেন? তখন তিনি তাঁর হাত কলালের ভেতর ঢুকিয়ে দিলেন যখন বের করলেন তখন তার হাত সূর্যের ন্যায় জ্বলতে লাগলো। (১৯তম পারা, আশ শুয়ারা, আয়াত ২৯-৩৩)

হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام যখন তাঁর মুজিযা দেখালেন তখন ফেরাউন সর্দারদের বললো: এ তো জাদুকর এবং নিজের জাদুর মাধ্যমে তোমাদের থেকে তোমাদের মালিককে ছিনিয়ে নিতে চায়, পরামর্শ দাও যে, এখন কি করবো? (১৯তম পারা, আশ শুয়ারা, আয়াত ৩৪-৩৫) সর্দাররা তাকে বিভিন্ন শহর থেকে জাদুকর ডাকার পরামর্শ দিলো। যখন সমস্ত জাদুকর এসে গেলো তখন সর্বসাধারণের মাঝে মেলার ঘোষনা করে দেয়া হলো এবং ঘোষনা করে দেয়া হলো যে, সবাই মেলার দিন জমা হবে। (১৯তম পারা, আশ শুয়ারা, আয়াত ৩৬-৩৯) মেলার দিন যখন সবাই এক স্থানে একত্র হয়ে গেলো এবং প্রতিযোগিতা হলো তখন জাদুকররা হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সামনে নিজেদের রশি এবং কাঠের টুকরো ফেলে দিলো, তারা তাদের জাদুর এমন জবরদস্ত প্রদর্শনী করলো যে, দর্শকরা চারিদিকে শুধু সাপই দেখতে পেলো। (খাযিন, ২/১২৭) হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام নিজের লাঠি মাটিতে নিক্ষেপ করলেন তখন তা অনেক বড় অজগর হয়ে গেলো। (১৯তম পারা, আশ শুয়ারা, আয়াত ৩২) এবং সকল সাপ খেয়ে ফেললো। (১৯তম পারা,

আশ শুয়ারা, আয়াত ৪৫) জাদুকররা এই দৃশ্য দেখে সাথেসাথেই সিজদায় পড়ে গেলো এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনয় করলো। কেননা তারা নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, এটা জাদু নয় বরং মুজিযা। (খাযিন, ২/১২৭) কিন্তু ফেরাউনি লোকেরা অত্যাচার ও নীপিড়ন এবং নিজেদের অবাধ্যতা ও কুফরের উপর অটল রইলো। (খাযিন, ২/৩০-৩২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام ও সমস্ত কিছু ও ধামকিকে ভ্রুক্ষেপ না করে সত্য দ্বীনের দাওয়াত দেন, তিনি অটলতার সহিত নেকীর দাওয়াত এবং দ্বীনের তাবলীগের দায়িত্ব ভালভাবে পালন করতে থাকেন। তাঁর এই আমল আমাদের জন্যও একটি অনন্য উদাহরণ, আমরাও যেনো আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام এই উদ্দেশ্যকে নিজের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য মনে করি। মনে রাখবেন! জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে পরীক্ষা আসতে থাকবে, **আল্লাহ পাক তাঁর** বান্দাদেরকে রোগ দিয়ে পরীক্ষা করেন, কখনো কোন ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, কখনো বিভিন্ন বিপদ ঘিরে রাখে, কখনো নতুন নতুন ফিতনা সম্ভাষন জানায়। এটা তো সাধারন জীবনের অবস্থা আর দ্বীনের তাবলীগ তো বিশেষকরে এমন একটি পথ, যার প্রতিটি পর্যায়ে কষ্টের সম্মুখীন হতে হয়। এতে পরীক্ষা কয়েক গুণ বৃদ্ধি পায়, এতেই পরিপক্ক ও অপরিপক্কের পরিচয় হয়, এতেই **আল্লাহ পাকে**র অনুগত ও অবাধ্যের পথ আলাদা হয়ে যায়, এতে সত্যিকার প্রেমের ফাঁকা শ্লোগানধারী এবং বাস্তবেই এর অনুসারীদের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ হয়ে যায়, হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি জাতির অধিকাংশই ঈমান না আনা, হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম عَلَيْهِ السَّلَام কে আগুনে নিক্ষেপ করা, নিজের আপন সন্তানকে কুরবানির জন্য উৎসর্গ করে দেয়া, হযরত সায়্যিদুনা আইয়ুব عَلَيْهِ السَّلَام এর বিভিন্ন বিপদের সম্মুখীন হওয়া, তাঁর সন্তান সন্তুতি ও সম্পদ শেষ হয়ে যাওয়া, হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর মিসর ও মাদায়িনের দিকে হিজরত করা, হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام কে কষ্ট দেয়া এবং অনেক আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام কে শহীদ করে দেয়া, এসবই পরীক্ষা এবং ধৈর্য্যের উদাহরণ আর এই সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের পরীক্ষা এবং ধৈর্য্য সকল মুসলমানের জন্য আদর্শ (Model) স্বরূপ। সুতরাং প্রত্যেক মুসলমানের উচিৎ

যে, যখনই তার কোন বিপদ আসে, কোন কষ্টে লিপ্ত হয়ে যায় তবে তার উচিৎ যে, কখনোই অধৈর্য না হওয়া, মানুষের সামনে তার কষ্টের কথা না বা বরং **আল্লাহ পাকের** উপর ভরসা রাখা এবং **আল্লাহ পাকের** এই নেক ও মকবুল বান্দাগণ অর্থাৎ আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام মুবারক জীবন থেকে বিপদ ও কষ্টের উপর ধৈর্য্য ও সন্তুষ্টির ঘটনাবলী অবলোকন করে ধৈর্যের আঁচল ধরে রাখা।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! বিপদে অভিযোগ অনুযোগ করাতে বিপদ দূর হয়ে যায় না বরং অধৈর্য হওয়াতে ধৈর্য ধারণে অর্জিত সাওয়াবও নষ্ট হয়ে যায়। বিনা প্রয়োজনে রোগ ও বিপদের কথা প্রকাশ করাও ভালো না।

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنْهُمَا বলেন: **নবীয়ে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার সম্পদ বা প্রাণের উপর বিপদ আসলো অতঃপর সে তা গোপন করলো এবং মানুষের নিকট এর অভিযোগ করলো না তবে **আল্লাহ পাকের** দায়িত্ব যে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া।

(মু'জামু আওসাত, ১/২১৪, হাদীস নং-৭৩৭)

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: এটা তো উচ্চ মর্যাদা সম্পন্নদের শান যে, (তাঁরা) কষ্টকেও এমন ভাবে সম্ভাষণ জানাতেন, যেমনিভাবে প্রশান্তি ও আনন্দকে সম্ভাষণ জানাতেন, কিন্তু আমরা কমপক্ষে এটা তো করি যে, (যখন বিপদ বা কষ্ট এসে যায় তখন) ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন করি এবং কান্নাকাটি করে আগত সাওয়াবকে হাতছাড়া হতে না দিই। সকলেই জানে যে, অধৈর্য হওয়াতে আগত বিপদ চলে যায় না, অতঃপর এত বড় সাওয়াব (যা এই বিপদে ধৈর্য ধারণ করার দ্বারা অর্জিত হয়) থেকে বঞ্চিত হওয়া আরো একটি বিপদ। (বাহারে শরীয়ত, কিতাবুল জানায়িয, অসুস্থতার বর্ণনা, ১/৭৯৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

হযরত সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام এর নেকীর দাওয়াত

কোরআনে পাকে হযরত সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام এর সম্পর্কে রয়েছে যে, তিনি **আল্লাহ পাকের** নিকট দোয়া করেছিলেন যে, তাকে এমন সম্রাজ্য দান করা হোক, যা অন্য কারো অর্জিত হয়নি। (২৩তম পারা, সোয়াদ, আয়াত ৫৩) এমন অতুলনীয় সম্রাজ্যের দোয়া করার উদ্দেশ্য ছিলো যে, সেই সম্রাজ্যও যেনো তাঁর মুজিযা হয়। (খাযায়িনুল ইরফান, ৮৪৩ পৃষ্ঠা) তাঁর এই দোয়া কবুল হলো, তাঁকে তের বছর বয়সে সম্রাজ্য দান করা হলো এবং চল্লিশ বছর পর্যন্ত তিনি শাসন করেন। (খাযিন, ৩/৪০৪, ৪১৪) জ্বিন, মানব, পাখি এবং পশু সবাই তাঁর অধীন ছিলো এবং তিনি সকলেরই ভাষা জানতেন। (খাযিন, ৩/৪০৪) তাঁর বাহিনীতে জ্বিন এবং পশুর ন্যায় পাখিদেরও একটি লাইন থাকতো। একবার তিনি মক্কা শরীফ থেকে ফিরার সময় ইয়েমেনের এলাকা **"সানআ"** পৌঁছে দাঁড়িয়ে গেলেন। পাখিদের সারিতে থাকা **"হুদহুদ"** এই সময়কে গণিমত মনে করলো এবং ঘুরতে বেরিয়ে গেলো। সে উড়তে উড়তে সাবা সম্রাজ্যের রানী **"বিলকিস"** এর বাগানে পৌঁছে গেলো। সেখানে সে আরো একটি হুদহুদ দেখতে পেলো। সেই হুদহুদ তাকে রানী বিলকিসের সম্রাজ্য, বাহিনী এবং সিংহাসনের ব্যাপারে বললো এবং বিলকিসের সম্রাজ্যও ঘুরে দেখালো, তাই তার অনেক দেরী হয়ে গেলো। (মুয়াল্লিমুল তানযিল, ৩/৩৫৩) হুদহুদের দায়িত্ব ছিলো যে, যেভানেই হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام অবস্থান করতেন সেখানে সে পানির সন্ধান করতো। কেননা সে পানি কাছে বা দূরে হওয়া সম্পর্কে জানতো, যেখানে সে পানি দেখতো সেখানে সে নিজের ঠোঁট দ্বারা খুঁড়তে শুরু করতো, অথঃপর জ্বিনেরা আসতো এবং সেই জায়গা খুঁড়ে পানি বের করে নিতো।

হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام যখন এই স্থানে নামলেন তখন তাঁর পানির প্রয়োজন হলো। বাহিনীরা পানির সন্ধান করলো কিন্তু তারা পেলো না। হুদহুদকে ডাকা হলো যেনো সে পানি সম্পর্কে জানায়, কিন্তু হুদহুদ ছিলো না। (মুয়াল্লিমুল তানযিল, ৩/৩৫৩) যখন হুদহুদ হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيۡهِ السَّلَام এর নিকট ফিরে এলো তখন তিনি তার দেরী হওয়ার কারণ জানতে চাইলেন, সে খুবই

আদব সহকারে আরয করলো: আমি সাবা রাজ্যের সংবাদ নিয়ে এসেছি, সেই রাজ্যে একজন মহিলা শাসন করছে, তার নিকট এমন সব জিনিষ রয়েছে, যা বাদশাহের উপযুক্ত এবং তার নিকট খুবই অলিশান বড় একটি সিংহাসনও রয়েছে। সেই মহিলা এবং তার জাতি শয়তানের ধোঁকার কারণে **আল্লাহ পাক**কে ছেড়ে সূর্যকে সিজদা করছে, অথচ **আল্লাহ পাক** ব্যতীত ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। (মুয়াল্লিমুল তানযিল, ৩/৩৫৪) যখন হুদহুদ তার পুরো কথা শুনিয়ে দিলো তখন হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام বললেন: আমি (তোমার পরীক্ষা নিয়ে) দেখছি যে, তুমি সত্য বলছো নাকি মিথ্যা। অতঃপর তিনি হুদহুদকে একটি চিঠি দিলেন এবং বললেন: আমার এই চিঠি নিয়ে যাও এবং তার উপর নিক্ষেপ করো। অতঃপর দূরে সরে গিয়ে দেখবে যে, সে কি উত্তর দেয়। একদিন যখন রানী বিলকিস উজির এবং দরবারীদের সাথে বসে ছিলো, তখন হুদহুদ এলো এবং সে চিঠিটি রানীর উপর নিক্ষেপ করলো। রানী চিঠিটি উঠিয়ে নিলো এবং এর উপর লাগানো মোহর দেখে উজিরকে বললো: আমার নিকট একজন অনেক বড় বাদশাহের মূল্যবান চিঠি এসেছে। অতঃপর সে চিঠিটি পড়ে শুনালো, এই চিঠির বিষয়বস্তু কোরআনে পাকেও বর্ণিত হয়েছে, যেমনটি ১৯তম পারা সূরা নামলের ৩০ ও ৩১ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَٰنَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾
(পারা ১৯, সূরা নামল, আয়াত ৩০,৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় তা সুলায়মান এর নিকট থেকে এবং নিশ্চয় তা **আল্লাহ**র নাম সহকারে, **যিনি** পরম দয়ালু, করুণাময়; এ যে, **আমার** উপর শ্রেষ্ঠত্ব চেয়ো না এবং আত্মসমর্পণ করে **আমার** নিকট হাযির হও।

অতঃপর রানী তার উপদেষ্টার সাথে পরামর্শ করলো, সিদ্ধান্ত হলো যে, প্রথমে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর নিকট উপহার সামগ্রী পাঠানো হবে। এতেই জানা যাবে যে, তিনি বাদশাহ নাকি নবী, যদি তিনি শুধুমাত্র বাদশাহ হন তবে উপহার সামগ্রী গ্রহণ করে নিবেন, যদি নবী হন তবে গ্রহণ করবেন না বরং তিনি শুধুমাত্র এতেই সন্তুষ্ট থাকবেন যে, আমরা তাঁর দ্বীনের

অনুসরণ করছি। সুতরাং এমনি হলো যে, হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام সমস্ত উপহার ফিরিয়ে দিলেন এবং প্রতিনিধিকে ফিরিয়ে দিলেন। প্রতিনিধি ফিরে এসে রানী বিলকিসকে যখন বললো তখন সে নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام শুধু বাদশাহই নন বরং **আল্লাহ পাকের** নবীও। অতঃপর সে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর সাথে সাক্ষাতের জন্য একটি বাহিনী নিয়ে সেদিকে যাত্রা করলো। যখন সে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারের নিকট পৌঁছলো তখন তিনি তাঁর দরবারিদের মধ্য থেকে একজন উজির হযরত আসিফ বিন বারখিয়া رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে দিয়ে চোখের পলকেই তার সিংহাসন আনালেন। (মুয়াল্লিমুল তানযিল, ৩/৩৫৯, ৩৬০) এবং তিনি খাদিমদের আদেশ দিলেন যে, রানীর সিংহাসনের আকার ও আকৃতি পরিবর্তন করে দেয়া হোক, যাতে আমরা দেখবো যে, সে তার সিংহাসন চিনতে পারে কিনা। যখন রানী বিলকিস হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে এলো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তোমার সিংহাসন কি এরূপ? সে উত্তর দিলো: মনে হয় এটাতো সেটাই। তাকে বলা হলো: এটা তোমারই সিংহাসন। অতঃপর তাকে বলা হলো: উঠোনে আসুন, সেই উঠোন একেবারে স্বচ্ছ কাঁচ দ্বারা নির্মিত, এর নিচ দিয়ে পানি প্রবাহিত ছিলো, যাতে মাছ সাঁতার কাটছিলো এবং এই উঠোনের মধ্যখানে হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام তাঁর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন। রানী যখন এই উঠোন দেখলো তখন সে মনে করলো যে, পানি বয়ে যাচ্ছে, হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام তাকে বললেন: এটা পানি নয়! এটাতো কাঁচ দ্বারা নির্মিত একটি উঠোন। একথা শুনে রানী বিলকিস আশ্চার্য হয়ে গেলো এবং সে নিশ্চিত হয়ে গেলো যে, হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর রাজ্য এবং রাজত্ব **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকেই, যখন হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام তাকে ইসলামের দাওয়াত দিলেন তখন তিনি **আল্লাহ পাকের** একত্ববাদকে স্বীকার করে তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন করলেন এবং শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা শুরু করে দিলেন। (মুয়াল্লিমুল তানযিল, ৩/৩৬০,৩৬১)

নেকীর দাওয়াতে কৌশল অবলম্বনের গুরুত্ব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, **আল্লাহ পাকের** প্রিয় নবী হযরত সায়্যিদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام কিরূপ উত্তম পদ্ধতিতে সাবা রাজ্যের অমুসলিম রানী বিলকিসের নিকট দ্বীনের বার্তা পৌঁছালেন। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর নেকীর দাওয়াতের প্রভাব ছিলো, যা রানী বিলকিসের অন্তরের কায়াই পরিবর্তন করে দিলো এবং ঈমানের দৌলত নসীব হয়ে গেলো। এই ঘটনা দ্বারা এই বিষয়টি জানা যায় যে, নেকীর দাওয়াত দেয়াতে সর্বদা কৌশল এবং চাতুর্যতার প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিৎ, অনেক সময় কৌশলের মাদানী মানসিকতা অনেক বড় বড় প্রতিবন্ধকতা থেকে বাচিঁয়ে নেয়। এই জন্য সুযোগ বুঝে কৌশল এবং অনন্য চাতুর্যতা দ্বারা কাজ করা উচিৎ। স্বয়ং কোরআনে পাকে এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

১৪তম পারা সূরা নাহলের ১২৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اُدۡعُ اِلٰی سَبِیۡلِ رَبِّکَ بِالۡحِکۡمَۃِ وَ الۡمَوۡعِظَۃِ الۡحَسَنَۃِ وَ جَادِلۡہُمۡ بِالَّتِیۡ ہِیَ اَحۡسَنُ ؕ
(পারা ১২, সূরা নাহল, আয়াত ১২৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: (আপনি) আপন রবের পথের দিকে আহ্বান করুন পরিপক্ক কলা-কৌশল ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে ঐ পন্থায় তর্ক করুন, যা সর্বাধিক উত্তম হয়।

তাফসীরে সীরাতুল জিনানে এই আয়াতে করীমার আলোকে লিপিবদ্ধ রয়েছে: এই আয়াতে তিনটি পদ্ধতিতে মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার আদেশ দেয়া হয়েছে: (১) কৌশল সহকারে। এর দ্বারা স্পষ্ট দলীল হলো, যা সত্যকে স্পষ্ট এবং কুমন্ত্রণাকে শেষ করে দেয়। (২) সদুপদেশ সহকারে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা অর্থাৎ কোন কাজ করার উৎসাহ প্রদান করা এবং কোন কাজ করার প্রতি ভীত করা। (৩) সর্বোত্তম পদ্ধতিতে কথা বলার মাধ্যমে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো যে, **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে তাঁর আয়াত এবং দলীলাদি দ্বারা ডাকা। (সীরাতুল জিনান, ৫/৪০৩)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যদি আমরা কোরআনে করীমে বর্ণিত এই তিনটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা শুরু করে দিই, তবে আমাদের প্রদত্ত নেকীর দাওয়াতে পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে। আসুন! কৌশল এবং নম্র কথাবার্তাপূর্ণ নেকীর দাওয়াত প্রদান করার একটি আশ্চার্য জনক ঘটনা শ্রবণ করি।

মিষ্ট ভাষার বরকত

খোরাসানের এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নযোগে নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন তাতার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্যে। ঐ সময় তাতার সাম্রাজ্যের ক্ষমতার মসনদে আসীন ছিলেন হালাকু খানের ছেলে তগোদার খান। সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সফর করে তাগোদার খানের কাছে পৌঁছেন। সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী দাঁড়ি বিশিষ্ট মুসলমান মুবাল্লিগকে দেখে তগোদার খান তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তামাশাচ্ছলে বলল, 'মিঞা! এটা বলোতো দেখি তোমার দাঁড়ি উত্তম, না আমার কুকুরের লেজ উত্তম? কথাটি যদিও রাগান্বিত করার জন্য ছিল, কিন্তু সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন একজন অভিজ্ঞ মুবাল্লিগ। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে ইরশাদ করলেন, "আমিও আমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক **আল্লাহ**র কুকুর। যদি আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্থতার মাধ্যমে আমি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হই তাহলে আমি উত্তম। অন্যথায় আপনার কুকুরের লেজই আমার চেয়ে উত্তম। যদিও সে আপনার প্রতি অনুগত বিশ্বস্ত। এজন্যই যে সে একজন আমলদার মুবাল্লিগ ছিলেন, গীবত, চুগলখোরী, অপরের সমালোচনা, নিন্দা গালিগালাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে দূরে ছিলেন এবং আপন জিহ্বাকে সর্বদা **আল্লাহ**র যিকিরে মশগুল রাখতেন। যখন তগোদার তার কটাক্ষমূলক কথার উত্তরে সে আমলদার মুবাল্লিগার পক্ষ থেকে সুগন্ধময় মাদানী ফুল উপহার পেলেন, তখন তার অন্তর একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। তাগোদার খাঁন অত্যন্ত নম্র ভাষায় সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: আপনি আমার মেহমান। আমার এখানেই আপনি অবস্থান করবেন। এভাবেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার কাছেই অবস্থান করতে

লাগলেন। তগোদার খাঁন প্রতিদিন রাতে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতেন। তিনি তগোদারকে অত্যন্ত স্নেহ মমতার সাথে নেকীর দাওয়াত দিতে থাকেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তগোদার খাঁনের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হলো। তার অন্তর সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। যে তাগোদার খাঁন গতকালও ইসলামের অস্তিত্বকে দুনিয়া থেকে বিলীন করে দেয়ার জন্য তৎপর ছিলেন। তিনি আজ ইসলামের নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলেন। সে আমলদার মুবাল্লিগার হাতে **তাগোদার খান তাঁর সমস্ত তাতার সম্প্রদায়সহ মুসলমান হয়ে গেলো এবং ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় আহমদ।**

(গীবত কে তাবাকারিয়াঁ, ১৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মুবাল্লীগাকে কেমন হওয়া উচিৎ?

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! যদি তগোদারের কড়া কথায় সেই বুযুর্গ ক্ষুদ্ধ হয়ে যেতেন, তবে কখনোই এই মাদানী প্রতিফলের আশা করা যেতো না। সুতরাং যে যতই কটাক্ষ করুক না কেন, আমাদের নিজের মুখকে সংযত রাখা উচিৎ, কেননা জিহ্বা যখন অসংযত হয়ে যায়, তখন অনেক সময় ভাল কাজও নষ্ট হয়ে যায়।

এই ঘটনা থেকে একটি মাদানী ফুল এটাও অর্জিত হলো যে, নেকীর দাওয়াত দিতে গিয়ে অনেক সময় অনুপযুক্ত ভাষা, কড়া বাক্য এবং নেকীর দাওয়াত গ্রহন করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তিদের মুখোমুখি হতে হয়। এমতাবস্থায়ও অধৈর্য হওয়া উচিৎ নয়, অন্তরকে প্রশস্ত রাখা উচিৎ, হিম্মত ও সাহস সঞ্চার করা উচিৎ এবং এই মহান কাজের গুরুত্বকে অনুধাবন করে একনিষ্টতার সহিত নেকীর দাওয়াত প্রদান করাতেই মনযোগী হওয়া উচিৎ। মনে রাখবেন! নেকীর দাওয়াত দেয়া এরূপ উত্তম কাজ, যাতে বিফল তো হবেই না। কেননা ভাল নিয়্যতে নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী আখিরাতে সাওয়াবের অধিকারী তো হয়েই যায়।

হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃতি করেন: কোন এক বুযুর্গ তাঁর সন্তানকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: **"নেকীর দাওয়াত"** প্রদানকারীর উচিৎ যে, তারা নিজেকে ধৈর্যের প্রতিবিম্ব বানানো এবং **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে নেকীর দাওয়াত প্রদানে অর্জিত হওয়া সাওয়াবের প্রতি বিশ্বাস রাখা। যার সাওয়াবের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে, তার এই মুবারক কাজে কষ্ট অনুভূত হয়না। (ইহইয়াউল উলুম, ২/৪১০) ইসলামী বোনদের পক্ষ থেকে কষ্ট দেয়ার কারণে নেকীর দাওয়াত দেয়া বন্ধ করা উচিৎ নয়, কেননা হযরত সায়্যিদুনা নূহ عَلَيْهِ السَّلَام কষ্ট সহ্য করার পরও সাড়ে নয়শত (৯০০) বছর পর্যন্ত দ্বীনের তাবলীগ করেছেন (অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত দিয়েছেন)। দ্বীনের তাবলীগের (নেকীর দাওয়াতের) জন্য সাহস ও হিম্মতের প্রয়োজন হয়ে থাকে, ভীতু মানুষ দ্বীনের তাবলীগের হক আদায় করতে পারে না। (সীরাতুল জিনান, ৪/৩৫৮) নেকীর দাওয়াত দেয়ার ব্যাপার হোক বা খারাপ কাজ থেকে বারণ করা, সর্বাবস্থায় নম্রতা, নম্রতা এবং নম্রতার প্রতিই দৃষ্টি রাখা উচিৎ, কেননা নম্রতার যে উপকারীতা রয়েছে তা কঠোরতায় কখনোই অর্জন হতে পারে না।

অনুরূপভাবে এই বিষয়টিও মনে গেঁথে নিন যে, মুবাল্লিগাকে সব জায়গাতেই মুবাল্লিগা হওয়া উচিৎ, তাকে সর্বদা, সর্বস্থানে নিজের ব্যবহারকে সুন্নাতে ভরা রাখা উচিৎ। আর সময় ও সুযোগ অনুযায়ী নেকীর দাওয়াত দেয়াতে লজ্জাবোধ করা উচিৎ নয়। একজন মুবাল্লিগাকে যেসকল গুণের অধিকারী হতে হবে, আসুন! শ্রবণ করি।

মুবাল্লীগার গুণাবলী

মুবাল্লিগা ইসলামের রুকন অর্থাৎ নামায, রোযা ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে আদায় কারী এবং সুন্নাতের রাসূলের উপর আমলকারী হবে, কেননা জ্ঞানের অলঙ্কারের সহিত আমলের শক্তি নেকীর দাওয়াতকে আরো বেশি প্রভাবিত এবং উপকারী বানিয়ে দেয়। নেকীর দাওয়াত দেয়ার সময় শুধুমাত্র **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিরই নিয়্যতে একনিষ্ঠ থাকবে, এই মহান কাজের বিনিময়ে কোন দুনিয়াবী

সম্পদ ও পদ বা প্রসিদ্ধি ও সম্মানের প্রত্যাশা না করা, বরং শুধুমাত্র **আল্লাহ** পাকের দরবারে সাওয়াবের প্রত্যাশি হওয়া। মুবাল্লিগ তার জ্ঞানের আধিক্য, ভাষার পান্ডিত্য, যোগ্যতা ও উপযুক্ততার প্রতি নয় বরং **আল্লাহ পাকে**র উপর ভরসাকারী হওয়া, কেননা এটাই সরল পথের দিকে নির্দেশনাকারী। মুবাল্লীগা উত্তম চরিত্রের অধিকারী এবং নম্র স্বভাবের হওয়া। মুবাল্লীগার কখনো **আল্লাহ**র পথে কোন বিপদ আসলে, কোন কড়াভাষী ব্যক্তির সম্মুখীন হলে তবে ধৈর্যধারণকারী হওয়া। মুবাল্লীগার জন্য আবশ্যক যে, অবস্থা অবলোকন করে সময়োপযোগী কথা বলা। মুবাল্লীগার নিজ থেকে কোন বিতর্কে জড়ানো উচিৎ নয়। মুবাল্লীগার উচিৎ যে, সর্বদা **আল্লাহ পাকে**র দয়ার প্রতি দৃষ্টি রাখা এবং হতাশাকে নিকটেও আসতে না দেয়া।

(ছরকার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কা আন্দাজে তাবলীগে দ্বীন, ২০-২৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং খারাপ কাজ থেকে বারণ করা, এটা ঐ মৌলিক উদ্দেশ্য, যার জন্য আম্বিয়ায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ السَّلَام এই ধরায় তাশরীফ নিয়ে আসেন, কোরআনে পাকের সূরা আম্বিয়ায় হযরত মূসা, হযরত হারুন, হযরত ইব্রাহিম, হযরত লুত, হযরত ইসহাক, হযরত ইয়াকুব, হযরত নূহ, হযরত দাউদ, হযরত সুলাইমান, হযরত আইয়ুব, হযরত ইসমাইল, হযরত ইদ্রীস, হযরত যুলকিফল, হযরত ইউনুস, হযরত যাকারিয়া, হযরত ইয়াহইয়া এবং হযরত ঈসা عَلَيْهِ السَّلَام এর ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই সকল ঘটনাবলী বর্ণনা করার পর বলা হয়েছে যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর এটাই উদ্দেশ্য ছিলো যে, তাঁরা মানুষকে **আল্লাহ পাকে**র ইবাদতের দাওয়াত দিবে। (সীরাতুল জিনান, ৬/২৭৭) এবং **সকল নবীদের সর্দার প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও নেকীর দাওয়াত দিতে এবং খারাপ কাজ থেকে নিষেধ করার মহান দায়িত্ব নিয়ে এই দুনিয়ায় তাশরীফ নিয়ে আসেন। আজ যেখানেই দ্বীন ইসলামের উজ্জল আলোয় আলোকিত হচ্ছে, তা সবই আমাদের **প্রিয় নবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রদত্ত নেকীর দাওয়াতের সদকায়। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী**

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এরই দিনরাতের পরিশ্রম এবং ধারাবাহিক প্রচেষ্টায় দ্বীনের পতাকা চারিদিকে উড়ছে। আসুন! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি।

তায়েফে নেকীর দাওয়াত

ইসলামের প্রাথমিক যুগে যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তায়েফবাসীকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য **"তায়েফ"** সফর করেন তখন হযরত সায়্যিদুনা যায়িদ বিন হারেশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ও **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে ছিলেন। তায়েফে বড় বড় ধনী লোকে থাকতো। তাদের মধ্যে **"আমর"** এর বংশ সেখানকার সমস্ত গোত্রের সর্দার মনে করা হতো। তারা ছিলো তিন ভাই। (১) ইবনে আব্দে ইয়ালিল (২) মাসউদ এবং (৩) হাবীব। **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই তিনজনের নিকট তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। তারা তিনজন ইসলাম কবুল করলো না বরং খুবই জঘন্য উত্তর দিলো। সেই দূর্ভাগারা এতেই ক্ষান্ত হয়নি বরং তায়েফের খারাপ লোকদেরকে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে খারাপ ব্যবহার করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করলো। সুতরাং সেই খারাপ লোকেরা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি চারিদিক থেকে আক্রমন করলো এবং **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো, এমনকি **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র আঘাতে জর্জড়িত হয়ে গেলো। পাদুকা মুবারক রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেলো। যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঘাতে জর্জড়িত হয়ে বসে যেতো তখন এই অত্যাচারীরা খুবই নির্মমভাবে **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাহু ধরে উঠিয়ে দিতো আর যখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হাঁটতো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর পাথর বর্ষণ করতো, বিদ্রুপ ও গালি দিতো, তালি বাজাতো আর ঠাট্টা করতো।

হযরত যায়িদ বিন হারেশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ দৌঁড়ে দৌঁড়ে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিকে উড়ে আসা পাথরগুলো নিজের শরীর দ্বারা আটকাতো এবং **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বাঁচাতো, এক পর্যায়ে তিনিও রক্তে রঞ্জিত হয়ে

গেলেন এবং আঘাতে জর্জড়িত হয়ে লুঠিয়ে পরলেন। অতঃপর **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আঙ্গুরের একটি বাগানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

(মাওয়াহিবু লিদুনিয়া, ১/১৩৬,১৩৭)

উহুদের যুদ্ধ থেকেও কঠিন দিন

এই সফরের দীর্ঘদিন পর একবার উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا **হুযুরে আকদাস** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে জিজ্ঞাসা করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার উপর কি উহুদের যুদ্ধের দিনের চেয়েও বেশি কঠিন কোন দিন অতিবাহিত হয়েছে? তখন **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: হ্যাঁ। হে আয়েশা! সেই দিনটি আমার জন্য উহুদের যুদ্ধের দিনের চেয়েও বেশি কঠিন ছিলো, যখন আমি তায়েফে সেখানকার একজন সর্দার **“ইবনে আব্দে ইয়ালিল”**কে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলাম। সে ইসলামের দাওয়াতে ফিরিয়ে দিলো এবং তায়েফবাসীরা আমার উপর পাথর বর্ষণ করলো। আমি দুঃখ ও কষ্টে মাথা নত করে হাঁটতে লাগলাম, এক পর্যায়ে **“কারনুশ শায়ালিব”** নামক স্থানে পৌঁছলাম। সেখানে পৌঁছে আমি মাথা উঠালাম তখন দেখলাম যে, মেঘ আমার উপর ছায়া দিয়ে আছে, সেই মেঘ থেকে হযরত জিব্রাঈল عَلَيْهِ السَّلَام আমাকে আওয়াজ দিয়ে বললো: **আল্লাহ পাক** আপনার জাতি এবং বাণী আর তাদের উত্তর শুনেছেন এবং এবার আপনার খেদমতে পাহাড়ের ফিরিশতারা উপস্থিত, যাতে আপনার আদেশ পালন করতে পারে। **হুযুরে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: পাহাড়ের ফিরিশতারা আমাকে সালাম করে আরয করলো: হে **মুহাম্মদ** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم)! যদি আপনি চান যে, **“আবু কুবাইস ও কুয়াইকিয়ান”** উভয় পাহাড়কে সেই দূর্ভাগাদের উপর উল্টিয়ে দিই তবে আমি উল্টিয়ে দিবো। তা শুনে **দয়ালূ নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তর দিলেন: না, বরং আমি আশা করছি যে, **আল্লাহ পাক** তাদের বংশ থেকে নিজের এমন বান্দাকে সৃষ্টি করবেন, যে শুধু **আল্লাহ পাকে**রই ইবাদত করবে এবং শিরক করবে না।

(বুখারী, কিতাবু বদউল খলক, ২/৩৮৬, হাদীস নং-৩২৩১)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনা থেকে যেমনিভাবে **প্রিয় নবী, রাসূলে আবরী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার প্রেরণা প্রকাশ পাচ্ছে, তেমনিভাবে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সহিষ্ণুতাও প্রকাশ পাচ্ছে। দূর্ভাগারা **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অত্যাচার ও নিপীড়নের পাহাড় ভেঙ্গে দিলো, পাথর বর্ষণ করলো, রাস্তায় কাঁটা বিছিয়ে দিলো, ধমকালো, কুরুচিপূর্ণ বাক্য বললো, হত্যা করার চক্রান্ত করলো, কিন্তু **জগতের আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কখনোই কোন প্রতিশোধ মুলক ব্যবস্থা গ্রহন করেননি, স্বয়ং নিজেও ধৈর্যধারণ করলেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত নিজের অনুসারীদেরকেও কষ্টে ধৈর্যধারণ করার শিক্ষা দিয়েছেন।

রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যার কোন বিপদ আসে, তার উচিৎ যে, সে নিজের বিপদের তুলনায় আমার বিপদের কথা স্মরন করা, নিশ্চয় তা সকল বিপদ থেকে অত্যধিক। (জামেয়ে কবীর, ৭/৯৮, হাদীস নং-২১৩৪৬)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! একাকী জীবন হোক বা সম্মিলিত, পারিবারিক হোক বা সামাজিক, ধৈর্য ছাড়া জীবনের পাঠ অসম্পূর্ণ রয়ে যায়। আজ এই বিষয়টি আবশ্যক যে, আমরা যেনো সর্বদা ধৈর্য ধারণ করে থাকি, বিপদাপদ, কষ্ট, অযথা বিরোধীতা এবং দুঃখের সম্মুখীন হতে থাকবেন, ধৈর্য এই সকল বিষয়ের অনন্য উত্তর। আল্লাহ পাক আমাদেরকে ধৈর্যের নেয়ামত দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস নং-১৭৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

মাথার চুল ইত্যাদির সুন্নাত ও আদব

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর রিসালা ১৬৩ মাদানী ফুল হতে মাথার চুল ইত্যাদির সুন্নাত ও আদব সম্পর্কে শ্রবণ করি, মহিলাদের মাথা মুন্ডনো হারাম। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২২ /৬৬৪) মহিলাদের মাথার চুল কাটা নাজায়েয ও গুনাহ এবং এর উপর (আল্লাহর) অভিশাপ এসেছে। স্বামী যদি স্ত্রীকে এ কাজ করার জন্য নির্দেশ দেয় তবুও এভাবে করার কারণে স্ত্রী গুনাহগার হবে। শরীয়াতের বিধি-বিধানের বিপরীত কাজে কারো (অর্থাৎ মাতা, পিতা, স্বামী, অন্য কারো আদেশ) পালন করা যাবে না। (বাহারে শরীয়াত ৩ /৫৮৮) ছোট মেয়েদের চুলও পুরুষের মতো করে কাটাবেন না, ছোটবেলা থেকে তাকে মহিলা সূলভ লম্বা চুল রাখার মানসিকতা তৈরী করাবেন। কিছু লোক ডান অথবা বাম দিকে সিঁথী কাটে, এটা সুন্নাতের পরিপন্থি। সুন্নাত হচ্ছে যদি মাথায় চুল থাকে, তবে মধ্যখানে সিঁথী কাটা। আজ কাল কাঁচি বা মেশিনের মাধ্যমে মানুষ কোথাও বড় কোথাও ছোট করে কিছু (বিধর্মীদের) কাটিং করতে দেখা যায়, এমন চুল রাখা সুন্নাত নয়। প্রিয় নবী হুযুর পূরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন, যার চুল আছে সে যেন সেগুলোর যত্ন নেয়। (আবু দাউদ শরীফ, ৪ /১০৩ হাদীস ৪১৬৩) অর্থাৎ - তা ধৌত করো, তেল লাগাও এবং আঁচড়াও। মাথায় মেহেদী লাগিয়ে শয়ন করা উচিত নয়, এক হাকীম বলেন, এভাবে মেহেদী লাগিয়ে শয়ন করার ফলে মাথা ও অন্য বস্তুর গরম তাপ চোখে নেমে আসে যা দৃষ্টি শক্তির জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ১৭

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَارَسُوۡلَ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا حَبِیۡبَ اللّٰہ

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیۡكَ یَا نَبِیَّ اللّٰہ وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصۡحٰبِكَ یَا نُوۡرَ اللّٰہ

দরূদ শরীফের ফযীলত

রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: زَیِّنُوۡا مَجَالِسَکُمۡ بِالصَّلَاۃِ عَلَیَّ فَاِنَّ صَلَاتَکُمۡ عَلَیَّ نُوۡرٌ لَّکُمۡ یَوۡمَ الۡقِیَامَۃِ অর্থাৎ তোমরা তোমাদের মজলিশ সমূহকে আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করা দ্বারা সজ্জিত করে নাও, কেননা তোমাদের আমার প্রতি দরূদে পাক পাঠ করা কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য নূর হবে।

(জামেয়ে সগীর, ২৮০ পৃষ্ঠা, হাদীস নং-৪৫৮০)

যিকরো দরূদ হার ঘড়ি যবাঁ রাহে,
মেরি ফুযুল গোয়ী কি আ'দাত নিকাল দো। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৩০৫)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِیَّۃُ الۡمُؤۡمِنِ خَیۡرٌ مِّنۡ عَمَلِہٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।[১]

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

---

১. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوۡبُوۡا اِلَى الله! اُذۡكُرُ الله! صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اِنۡ شَآءَ الله আজকের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আমরা "**হুযুর গাউছে পাক** رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বংশ" এর শান ও মহত্ব, গাউছে পাকের পিতামাতার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِمَا **খোদাভীরুতা**, গাউছে পাকের নানাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর অবস্থা, গাউছে পাকের ফুফীজানের رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا কারামত এবং এছাড়াও অনেক শিক্ষনীয় বিষয় সম্পর্কে শ্রবণ করবো।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুবই সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন, গাউছে পাকের বংশ ইবাদত ও **খোদাভীরুতায়** প্রসিদ্ধ ছিলো। গাউছে পাকের আম্মাজানের নাম "ফাতিমা বিনতে শায়খ আব্দুল্লাহ সাওমায়ী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا", আম্মাজানের উপনাম **"উম্মুল খায়ের"** আর উপাধী ছিলো **"আমাতুল জাব্বার"**। (সীরাতে গাউছে আযম, ২৭ পৃষ্ঠা)

তাঁর আব্বাজানের নাম মুবারক ছিলো **"সৈয়দ মূসা"** উপনাম **"আবু ছালেহ"** আর উপাধী **"জঙ্গী দোস্ত"**। হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পিতার দিক

দিয়ে হাসানী আর সম্মানিতা আম্মাজানের দিক দিয়ে হুসাইনী সৈয়দ। গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সম্মানিত আব্বাজান হযরত আবু ছালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه আপন সময়ে প্রসিদ্ধ আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অন্তর্ভূক্ত ছিলেন। (গাউছে পাক কে হালাত ১৬)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه গাউছে পাকের মর্যাদা ও মহত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন:

মুকাররম শাহা তেরে সারে কে সারে,
হে আবাও ওয়া আজদাদ ইয়া গাউছে আযম। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৫৫৫)

আসুন! সর্ব প্রথম হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পিতামাতার **খোদাভীরুতা** ও পরহেযগারী সম্পর্কে একটি চিত্তাকর্ষক ঘটনা শুনি

গাউছে পাকের পিতামাতার খোদাভীরুতা

বর্ণিত আছে: হযরত আবু ছালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه নদীর পাড়ে বসে ছিলেন, এমন সময় একটি আপেল ভেসে এলো, তিনি তা উঠিয়ে খেয়ে নিলেন। আপেল খাওয়ার পর গাউছে পাকের সম্মানিত পিতার খোদাভীতি প্রাধান্য লাভ করলো এবং তিনি এমনভাবে চিন্তা ভাবনা করতে লাগলেন যে, জানিনা এই আপেলটি কার ছিলো? এবং এভাবে না জেনে আপেল খাওয়া কি আমার জন্য হালাল হতে পারে? এই ভাবনা আসতেই তিনি নিজের ভুল ক্ষমা করানোর জন্য আপেলের মালিকের সন্ধানে নদীর পাড় দিয়ে চলতে শুরু করলেন। একটি দীর্ঘ সফরের পর হযরত আবু ছালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত নদীর পাড়ে একটি অনন্য সুন্দর প্রাসাধ দেখতে পেলেন, যাতে আপেলের একটি বড় গাছ ছিলো এবং এর ডালে পাকা আপেল ঝুলছিলো। আপেলসহ অনেক ডাল পানির উপর ছড়িয়ে ছিলো। তিনি নিশ্চিত হয়ে গেলেন, যেই আপেল আমি খেয়েছিলাম, তা এই গাছেরই, সুতরাং গাউছে পাকের সম্মানিত পিতা মানুষের নিকট এই গাছের মালিক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারলেন যে, এই বাগানের মালিক সেই যুগের প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه।

গাউছে পাকের নানাজানের পরিচিতি

মনে রাখবেন! হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ জীলান শরীফের প্রসিদ্ধ বুযুর্গদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, যিনি খুবই পরহেযগার এবং উৎকর্ষময় অলী ছিলেন।

সৈয়্যদ আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর মান ও মর্যাদা

হযরত আল্লামা শায়খ আবু মুহাম্মদ আদ্দা রাব্বানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দোয়া খুবই দ্রুত কবুল হয়ে যেতো। তাঁর শান ও মর্যাদা **আল্লাহ পাকের** দরবারে এতই উচ্চ ছিলো যে, যদি তিনি কোন ব্যক্তির প্রতি (শরয়ী কোন কারণে কখনো) অসন্তুষ্ট হয়ে যেতেন তবে **আল্লাহ পাক** সেই ব্যক্তি থেকে প্রতিশোধ নিতেন এবং যার প্রতি তিনি খুশি হয়ে যেতেন তবে **আল্লাহ পাক** তাকে দান ও নেয়ামত দ্বারা ধন্য করে দিতেন। শারীরিক দূর্বলতার পরও তিনি অধিকহারে নফল নামায আদায় করতেন এবং যিকিরে লিপ্ত থাকতেন। **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে তিনি অধিকহারে অদৃশ্যের সংবাদ দিতেন আর যেভাবে তিনি বলতেন বাস্তবে তেমনি হতো। নিঃসন্দেহে এটি তাঁর একটি মহান কারামত ছিলো। (বাহজাতুল আসরার, যিকরি নিসবাহু ওয়া সিফতাহু, ১৭২ পৃষ্ঠা)

যাইহোক! যখন হযরত আবু ছালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বাগানের মালিক হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সম্পর্কে জানলেন তখন আর দেরী না করে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হয়ে গেলেন এবং সম্পূর্ণ ঘটনা আরয করার পর তাঁর নিকট ক্ষমা চাইলেন। হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি যেহেতু বিলায়তের উচ্চ মর্যাদায় সমাসিন ছিলেন, সুতরাং তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বুঝে গেছেন যে, এই ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** মকবুল বান্দাদের মধ্যে একজন, তাইতো নিজের ভুল ক্ষমা করানোর জন্য এত দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে এই পর্যন্ত এসেছে। সুতরাং বাগানের মালিক হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত মূসা জঙ্গী দোস্ত এর কথা শুনে বললেন: বার বছর পর্যন্ত আমার খেদমত করলে তবেই ক্ষমা পাবে, উৎসর্গিত হয়ে যান! গাউছে পাকের সম্মানিত পিতা হযরত আবু ছালেহ এর প্রতি,

যিনি কোন উচ্চবাক্য ছাড়াই এই শর্ত আনন্দচিত্তে গ্রহণ করে নিলেন, যদিওবা শরয়ীভাবে এমন ভুল ক্ষমা করানো তাঁর জন্য আবশ্যক ছিলো না। যাইহোক! বার বছর পর্যন্ত হযরত আবু ছালেহ খেদমত করতে থাকেন।

যখন বার বছর পূর্ণ হয়ে গেলো তখন পরবর্তি পরীক্ষা তাঁকে সম্ভাষণ জানানোর জন্য প্রস্তুত ছিলো এবং এবারের পরীক্ষা সম্ভবত প্রথম পরীক্ষা থেকে আরো বেশি আশ্চার্যজনক ও কঠিন ছিলো, তা হলো, অলীয়ে কামিল হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ হযরত আবু ছালেহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে বললেন: আরো একটি খেদমত করতে হবে আর তা হলো, আমার একটি মেয়ে আছে, তার মাঝে চারটি দোষ রয়েছে: (১) সে অন্ধ, (২) সে বধির (৩) তার হাত পঙ্গু এবং (৪) তার পাও পঙ্গু। তোমাকে তাকে বিয়েও করতে হবে এবং আরো দুই বছর পর্যন্ত আমার খেদমতও করতে হবে। এরপর যেখানে তোমার ইচ্ছা চলে যেও।

হযরত আবু ছালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ যেহেতু ইসলামী শিক্ষায় শিক্ষিত এবং খোদাভীরু ছিলেন, সেহেতু তিনি এই শর্তও গ্রহণ করে নিলেন। সুতরাং এবার তাঁর দ্বিতীয় পরীক্ষাও শুরু হয়ে গেলো। হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর শাহজাদির বিবাহ হযরত আবু ছালেহ এর সাথে করিয়ে দিলেন, বিবাহের পর যখনই তাঁর স্ত্রীর সামনাসামনি হলো তখন তিনি এক আশ্চার্য দ্বন্দ্বে পরে গেলেন, কেননা দৃষ্টির সম্মুখে যা দেখা যাচ্ছে তা বর্ণিত আকৃতির একেবারে বিপরীত ছিলো, দেখলেন যে, সম্মানিতা স্ত্রীর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا তো শরীরের সব অঙ্গ ঠিক আছে এবং তাঁর সৌন্দর্যের সামনে চৌদ্দ তারিখের চাঁদও লজ্জিত হয়ে যাচ্ছে। এই দৃশ্য দেখে হযরত আবু ছালেহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর নববধুর কাছেও গেলো না এবং সেখান থেকেউ ফিরে গেলো। অতঃপর হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে ঘটনা খুলে বললো। তিনি বললেন: চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নেই! সে তোমারই স্ত্রী, যাকে তুমি এখন দেখে এসেছো। আসলে কথা হলো, আমি আমার মেয়ের সম্পর্কে তোমাকে যা বলেছি, তা সবই তার মাঝে বিদ্যমান। **"সে অন্ধ"** এই কথা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিলো যে, **"নামুহরিমদের জন্য তার চোখ অন্ধই ছিলো"**, **"সে বধির"** একথা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিলো যে, **"অন্যায়**

কথা শুনার জন্য তার কান বধির ছিলো", "তার হাত পঙ্গু" একথা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিলো যে, **"পরপুরুষকে স্পর্শ করার জন্য তার পঙ্গু ছিলো"** এবং **"তার পা পঙ্গু"** একথা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য ছিলো যে, **"নিজের স্বামীর আদেশের বিপরীত কদম রাখার জন্য তার পা পঙ্গু"**।

যখন আবু ছালেহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه হযরত আব্দুল্লাহ সাওমায়ি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর মুবারক মুখ থেকে নিজের নববধূর ব্যাপারে এই মনমুগ্ধকর ব্যাখ্যা শুনলেন তখন তাঁর অন্তরে স্বস্তি ফিলে এলো, তাঁর অন্তরে নিজের স্ত্রীর মহত্ব জাগ্রত হলো এবং **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহে হযরত আবু ছালেহ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡه এর নিকট আপন যুগের মহান অলীর অনেক ভাল গুণাবলী সমৃদ্ধ সুন্দর ও সৎচরিত্রা কন্যার স্বামী হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হলো। (সীরাতে গাউছে আযম, ২৬ পৃষ্ঠা)

শাহা! কাশ কুফলে মদীনা লাগালো,
যবাঁ পর বিহ আওর আঁখ পর গাউছে আযম।
খোদা কে খওফ সে রূয়ে নবী কে ইশকে মে রূয়ে,
আতা কর দো ওহ চশমে তর খোদারা ইয়া শাহে বাগদাদ।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৫৩৪-৫৫৮)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনাবলী থেকে অনেক শিক্ষা অর্জিত হয়েছে, আসুন! গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষার সুগন্ধময় সুবাশ থেকে আমরাও নিজেদের অংশ গ্রহণ করার জন্য খুবই মনযোগ সহকারে তা শ্রবণ করুন: (১) **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দারা, বান্দার হকের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকেন, **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দারা খোদাভীরু হয়ে থাকেন, **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দারা আখিরাতের চিন্তার নেয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে থাকেন, একটি অজানা আপেল খাওয়ার ব্যাপারে নিজেকে প্রশ্ন করাও **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দাদের অভ্যাসে অন্তর্ভূক্ত, **আল্লাহ পাকের** নেক বান্দারা নিজের ভুল ক্ষমা করানোর জন্য কঠিন থেকে কঠিনতর অবস্থারও মুখোমুখি হন।

এবার আমরাও ভাবি: আমাদের মাঝেও কি এই গুণাবলী পাওয়া যায়? আমরাও কি অপরের হক পরিপূর্ণভাবে আদায় করি? আমাদের অন্তরও কি

খোদাভীতি সমৃদ্ধ? আমরাও কি নিজের আমলের হিসাব করি? আমরাও কি নিজের ভুল ক্ষমা করানোর জন্য চেষ্টা করি? আফসোস! বর্তমানে তো ঋণের নামে মানুষের হাজার হাজার নয় বরং লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ করা হচ্ছে, এখন তো এই সব কাজ খুব সহজ লাগছে, কিন্তু কিয়ামতের দিন অনেক কঠিন হয়ে দাড়াবে।

হুকুকুল ইবাদ! আহ্! হোগা মেরা কিয়া!
করম মুজ পে কর দে করম ইয়া ইলাহী। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ১১০)

(২) দ্বিতীয়ত, ঐ ঘটনা দ্বারা এই কথা বুঝা গেল! পূর্বেকার মহিলাদের পরপুরুষের সাথে শরয়ী পর্দা করার মাদানী প্রেরণা অধিকাহারে ছিলো, যেমনটি হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর আম্মাজান এর ব্যাপারে আমরা শুনলাম, এই কারণেই তাঁর বংশ থেকে আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু এখন তো চারিদিকে পর্দাহীনতা ও নীর্লজ্জতার বিপর্যয় নিজের অন্ধকার থাবায় আবৃত করে রেখেছে। চিকিৎসা-শাস্ত্র, সফর, শিক্ষা, ব্যাংকিং, স্বাস্থ্য, কৌতুক, মিডিয়া এবং টেলিকম ইত্যাদিতে বিভিন্ন বিভাগে মহিলাদের একটি সুস্পষ্ট সংখ্যা নিয়োজিত হয়ে থাকে, দুনিয়াবী বিভাগ সমূহে সাধারণত দিকনির্দেশনা এবং খেদমতের ক্ষেত্রে সম্ভবত এমন কোন বিভাগ রয়েছে যেখানে পর্দাহীন এবং আধুনিক মহিলারা উপস্থিত থাকে না। এভাবে বাগদান, বিবাহ, ওয়ালিমা, ঈদুল ফিতর, জন্ম দিন, আক্বীকা, ভালবাসা দিবস, থার্টি ফাস্ট নাইট, বসন্তোৎসব, বিজয় দিবসের সময়ও অধিকাংশ মহিলারা চাদর এবং চার দেয়ালের পবিত্রতাকে পদ দলিত করে জনসম্মুখে লজ্জাহীনতার সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে, অথচ **আল্লাহ পাক** মহিলাদেরকে আপন ঘরে থাকার আদেশ এবং শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া আপন ঘর থেকে বের হতে নিষেধ করেছেন।

২২তম পারা সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَقَرۡنَ فِیۡ بُیُوۡتِکُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ الۡجَاہِلِیَّۃِ الۡاُوۡلٰی
(পারা ২২, সূরা আহযাব, আয়াত ৩৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর নিজেদের গৃহসমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না, যেমন পূর্ববর্তী জাহেলী যুগের পর্দাহীনতা।

বর্ণনা কৃত আয়াতে মোবারাকার তাফসীর করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ইসমাঈল হাক্কী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, অর্থাৎ হে আমার হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্ত্রীগণ! তোমরা আপন ঘরে অবস্থান করো এবং আপন বাসস্থানে শান্তিতে বসবাস করো (এবং শরয়ী প্রয়োজন ব্যতীত ঘর থেকে বের হয়ো না) মনে রেখো! এই আয়াতে মোবারাকায় যদিও পবিত্র স্ত্রীগণ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُنَّ কে লক্ষ্য করে বলা হয়েছে কিন্তু এই হুকুমের মধ্যে অন্যান্য মহিলাকেও অর্ন্তভূক্ত করা হয়েছে।

(রূহুল বয়ান, সূরা আহযাব ৭/ ১৭০, ৩৩ নং আয়াতের পাদটীকা)

ওয়াহ বেহনী জো পেহনী সদা মাদানী বোরকা,
উনহী হাসর মে বখশো গাউছে আযম। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৫৫০)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(৩) তৃতীয়ত ঐ ঘটনা দ্বারা এই কথা বুঝা গেল! যে পিতামাতা **আল্লাহ পাক**কে ভয় করে, পরহেযগার, ইবাদতকারী, লাজ-লজ্জার অনুসারী এবং মাদানী রঙে রঙিন, তবে এই বিশেষত্ব সমূহ তাদের সন্তানের মাঝেও স্থান্তরিত হয়ে যায় এবং **আল্লাহ পাক** এরূপ লোকদের বংশকেও সজ্জিত করে দেন।

হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: নিশ্চয় **আল্লাহ পাক** মানুষের ভাল কাজের কারণে তাদের সন্তান এবং সন্তানের পর সন্তানদের সংশোধন করে দেন। তাঁদের বংশ এবং তাদের লালনপালনে তাদের নিরাপত্তা দান করেন আর তারা সবাই **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে নিরাপদ থাকে।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, ৫/৪২২)

পিতামাতাই যদি ফ্যাশনে মত্ত হয়, পিতামাতাই যদি সিনেমা নাটক দেখা ও গান বাজনা শুনার প্রেমিক হয়, পিতামাতাই যদি আমলহীনতার শিকার হয়, পিতামাতাই যদি দ্বীনের অত্যাবশ্যকীয় মাসআলা না জানে, পিতামাতাই যদি সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে, পিতামাতাই যদি বেপর্দা ও অশ্লীলতা এবং বিভিন্ন ধরনের বাতেনী রোগের শিকার হয় তবে তাদের সন্তান খুবই কমই বাআমল ও সৎচরিত্রবান এবং আশিকে রাসূল হতে পারবে। সুতরাং পিতামাতার উচিৎ যে, সর্বপ্রথম তারাই স্বয়ং ইলম ও আমলের অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হওয়া, বিশেষকরে

ফরয জ্ঞান শিখে, পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে, কোরআনের তিলাওয়াতকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করে, সুন্নাতের অনুসারী হওয়া, লাজ-লজ্জার অনুসারী হবে এবং নিজের জাহের ও বাতিনকে ইসলামী শিক্ষা দ্বারা সজ্জিত করার চেষ্টা করে, যাতে তারা নিজেরদের সন্তানকে সঠিক পদ্ধতিতে মাদানী প্রশিক্ষণ করাতে সফল হতে পারে।

মনে রাখবেন! সন্তানের সঠিক ইসলামী পদ্ধতিতে প্রশিক্ষিত করা, পিতামাতার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের মধ্যে একটি।

আল্লাহ পাক সকল পিতামাতাকে নিজের এবং নিজের সন্তানদের সঠিক ইসলামী পদ্ধতিতে মাদানী প্রশিক্ষণ দিয়ে নিজেকে এবং নিজের সন্তানদেরকে দোযখের আগুন থেকে বাঁচানোর তৌফিক দান করুন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মেরী আনে ওয়ালী নসলে তেরে ইশকে হী মে মাছলে,
উনহী নেক তো বানানা মাদানী মদীনে ওয়ালে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ৪২৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করা উম্মতের সংশোধন এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মতের কল্যাণ কামনার অনন্য মাধ্যম, এটা সেই মহান কাজ, যা সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এবং আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সুচারু রূপে করেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আব্বাজান হযরত মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও **আল্লাহ পাকে**র মকবুল অলী ছিলেন, সুতরাং তিনি নবীদের এবং অলীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে নেকীর দাওয়াতের মহান দায়িত্ব ভালভাবেই পালন করেছেন। আসুন! হযরত আবু ছালেহ এর নেকীর দাওয়াত দেয়ার পদ্ধতি সম্বলিত একটি মনমুগ্ধকর ঘটনা শুনি।

মদের বোতল ভেঙ্গে দিলেন

হযরত সায়্যিদুনা আবু ছালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন জামে মসজিদের দিকে যাচ্ছিলেন, দেখলেন বাদশাহের কয়েকজন কর্মচারী মদের বোতল মাথায় করে বাদশাহের প্রাসাদের দিকে যাচ্ছিলো। যখন তিনি এই দৃশ্য দেখলেন তখন মন্দ কাজ থেকে বাঁধা দেয়ার পবিত্র প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অগ্রসর হলেন এবং তাদের বোতল ভেঙ্গে দিলেন। তাঁর প্রভাব ও প্রতিপত্তি, রাগ ও সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রেখে কোন কর্মচারি কিছু বলার সাহস পেলো না, কিন্তু তারা গিয়েই বাদশাহের নিকট পুরো ঘটনা বলে দিলো। বাদশাহ বললো: সৈয়দ মূসা(رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) কে এখনই আমার দরবারে উপস্থিত করো।

হযরত সৈয়দ মূসা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দরবারে তাশরীফ নিয়ে এলেন, তখন বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো: আপনি কে যে, আমার কর্মচারিদের পরিশ্রম নষ্ট করার? হযরত সৈয়দ মূসা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: শরীয়তের বিরোধী বিষয় নিষেধ করার শাসক এবং আমি আমার দায়িত্ব পালন করেছি। বাদশাহ বললো: আপনি কার আদেশে শরীয়ত বিরোধী বিষয়ে নিষেধ করার শাসক নির্বাচিত হয়েছেন? হযরত সৈয়দ মূসা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ প্রভাবময় কণ্ঠে উত্তর দিলেন: যাঁর আদেশে তুমি শাসন করছো। তাঁর এই কথায় খলিফার মাঝে এমন ভাবাবেশ হলো যে, সে হাঁটুতে মাথা রেখে বসে গেলো এবং কিছুক্ষণ পর মাথা উঠিয়ে আরয করলো: হুযুর! বোতল ভাঙ্গাতে রহস্য কি ছিলো?

হযরত সৈয়দ আবু ছালেহ মূসা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তোমার অবস্থার প্রতি দয়া করে, তোমাকে দুনিয়া ও আখিরাতের অপদস্ততা ও লাঞ্ছনা থেকে বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছি। খলিফা মাঝে তাঁর এই কৌশলি কথা খুবই প্রভাব বিস্তার করলো এবং প্রভাবিত হয়ে তাঁর পবিত্র খেদমতে আরয করলো: মহামন্য! আপনি আমার পক্ষ থেকেও শরীয়ত বিরোধী বিষয় নিষেধ করার শাসক পদে নির্বাচিত। হযরত আবু ছালেহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই অমুখাপেক্ষী হয়ে বললেন: আমি **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে নির্বাচিত, তাই আমার সৃষ্টি পক্ষ থেকে নির্বাচিত হওয়ার কি

প্রয়োজন। সেইদিন থেকেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **“জঙ্গী দোস্ত”** উপাধীতে প্রসিদ্ধ হয়ে গেলেন। (গাউছে পাক কে হালাত, ১৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা দ্বারা জানা গেলো! **আল্লাহ ওয়ালারা** প্রসিদ্ধ ও পদস্থদের প্রভাবে প্রভাবিত হন না, **আল্লাহ** ওয়ালারা উচ্চ পদস্থদের তোষামদি ও চাটুকারিতা করে না, **আল্লাহ** ওয়ালারা দুনিয়াবী পদে অধিষ্ঠিত লোকদের মন্দ কাজে লিপ্ত দেখে চুপ থাকতে পারে না, **আল্লাহ** ওয়ালারা তাদেরকেও উপদেশ দিয়ে থাকেন। কেননা সম্পদশালীদের তোষামদ তো তারাই করে, যাদের দুনিয়ার নিকৃষ্ট সম্পদ অর্জনের লালসা রয়েছে আর **আল্লাহ** ওয়ালারা তো অল্পেতুষ্টিতার মূল্যবান সম্পদে সম্পদশালী হয়ে থাকে, **আল্লাহ** ওয়ালাদের দৃষ্টি সম্পদশালীদের সম্পদের দিকে নয় বরং **আল্লাহ** ওয়ালাদের তো **আল্লাহর** রহমতের উপর ভরসা থাকে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের কাজ শুধুমাত্র নেকীর দাওয়াত দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা, বাধ্য করা আমাদের কাজ নয়। তবে যদি কোথাও শরীয়ত বিরোধী কাজে বন্ধ করার ক্ষমতা থাকে, তখন তা বন্ধ করাও আবশ্যক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মানিতা আম্মাজানের গুণাবলী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সম্মানিত আব্বাজান এর মুবারক চরিত্র সম্পর্কে শুনছিলাম। আসুন! হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর সম্পর্কে কিছু শ্রবণ করি। মনে রাখবেন! হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর সম্মানিতা আম্মাজান উম্মে খায়র

ফাতিমা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا (নিজ) যুগের খুবই নেককার মহিলা এবং তাকওয়া ও পরহেযগারী সম্পন্না ছিলেন। (সীরাতে গাউছে আযম, ৫১ পৃষ্ঠা) হযরত উম্মুল খায়র رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا আরো অনেক গুণাবলী সম্পন্না ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্বত্বায় একটি বিশেষ বিষয় এটাও ছিলো যে, তিনি কোরআনের তিলাওয়াতের খুবই প্রেমিক ছিলেন এবং তাঁর এত অধিকহারে কোরআনের তিলাওয়াতের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিলো যে, হুযুর গাউছে পাক সৈয়দ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সম্মানিতা আম্মাজানের পেট শরীফেই পুরো আটারো (১৮) পারা মুখস্ত করে নিয়েছিলেন।

১৮ পারা শুনিয়ে দিলেন

শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ পাঁচ বছর বয়সে প্রথমবার بِسۡمِ اللّٰهِ পাঠ করার রীতি অনুযায়ী কোন এক বুযুর্গের নিকট বসলেন, اَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ এবং بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ পাঠ করলেন, অতঃপর সূরা ফাতিহা এবং الٓمّٓ থেকে শুরু করে ১৮ পারা শুনিয়ে দিলেন। সেই বুযুর্গ বললেন: বৎস! আরো পড়ো! বললেন: ব্যস আমার এতটুকুই মুখস্ত ছিলো, কেননা আমার মায়েরও এতটুকু মুখস্ত ছিলো, যখন আমি আমার মায়ের পেটে ছিলাম, তখন তিনি তা পাঠ করতেন, আমি শুনে শুনে মুখস্ত করে নিয়েছিলাম।

(রিসালা মুন্নার লাশ, ৪ পৃষ্ঠা)

ওয়াহা কিয়া মারতাবা আয় গাউছে হে বালা তেরা,
উচেঁ উচুঁকে সারো সে কদামা আলা তেরা।
সর বালা কিয়া কোয়ী জানে কে হে কেয়সা তেরা,
আউলিয়া মালতে হে আঁকে ওয়া হে তালওয়া তেরা। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ১৯)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত ঘটনা থেকে যেমনিভাবে আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিতা আম্মাজনের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তিলাওয়াতের প্রতি আগ্রহ সম্পর্কে জানা গেলো, তেমনি এটাও জানা গেলো যে, হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জন্মগতভাবে অলী ছিলেন, তাঁর কারামত তাঁর জন্ম হতেই প্রকাশ হওয়া

শুরু হয়ে গিয়েছিলো এবং সম্মানিতা আম্মাজানের رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا মুবারক পেট থেকেই ১৮পারা মুখস্ত করে দুনিয়ায় আগমন করেছিলেন। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, আমাদেরও কিছু না কিছু সময় বের করে কোরআন তিলাওয়াতের সৌভাগ্য অর্জন করা, শিখা থাকলে অপরকে শিখানো, বড় (বালিগা) ইসলামী বোনেরা প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ুন বা পড়ান।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যেমনিভাবে আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নানাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিলায়তের উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, যেতমনিভাবে আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বিলায়তের আকাশের উজ্জল নক্ষত্র ছিলেন, যেমনিভাবে আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিতা আম্মাজান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا **আল্লাহ পাকের** মকবুল অলীয়া ছিলেন, তেমনিভাবে আমাদের গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফুফুজানকেও **আল্লাহ পাক** বিলায়তের উচ্চ মর্যাদা দান করেছিলেন, **আল্লাহ পাকের** দরবারে তাঁর মর্যাদা এত উচ্চ ছিলো যে, লোকের বৃষ্টি বর্ষনের দোয়া করানোর জন্য গাউছে পাকের ফুফুজানের পবিত্র দরবারে উপস্থিত হতেন এবং **আল্লাহ পাকের** দয়ার দৃশ্য অবলোকন করতেন।

আসুন! হুযুরে গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফুফুজানের একটি ঈমানোদ্দীপক কারামত শ্রবণ করি,

গাউছে পাকের ফুফুজানের কারামত

একবার জীলানে বৃষ্টি বর্ষণ না হওয়ার কারণে দূর্ভিক্ষ হয়ে গেলো, লোকেরা ইস্তিসকা এর নামায (অর্থাৎ বৃষ্টি বর্ষণের জন্য পড়া নামায) পড়লো, কিন্তু বৃষ্টি বর্ষণ হলো না, তখন লোকেরা হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ফুফুজান হযরত সায়্যিদা উম্মে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا এর ঘরে আসলো এবং তাঁর নিকট বৃষ্টি বর্ষণের জন্য দোয়া করার আবেদন করলো, হযরত সায়্যিদা উম্মে আয়েশা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا তাঁর ঘরের উঠানের দিকে গেলেন এবং মাটিতে ঝাড়ু দিয়ে

দোয়া করলেন: হে রব! আমি তো ঝাড়ু দিয়ে দিয়েছি, এবার তুমি পানির ছিটা দিয়ে দাও (অর্থাৎ বৃষ্টি দ্বারা সিক্ত করে দিয়ে দাও)। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ শুরু হয়ে গেলো, লোকেরা তাদের ঘরে এই অবস্থায় ফিরলো যে, সকলেই বৃষ্টিতে ভিজে গেলো এবং পুরো জীলান সমৃদ্ধ হয়ে গেলো।

(বাহজাতুল আসরার, যিকরে নিসবিহি ও সিফতিহি, ১৭৩ পৃষ্ঠা)

বখশে দে মেরী সারী খাতায়ী, খোল দে মুজ পর আপনি আতায়ী
বরসা দে রহমত কী বরকা, ইয়া আল্লাহ মেরী জুলী বরদে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ ১২৩)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা পোষণ করার বরকত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা পোষণ মানুষের জীবন পাল্টে দেয়, আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা শয়তান থেকে বাঁচার সফল হাতিয়ার, আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা শয়তানের আক্রমন সমূহ চেনার জবরদস্ত মাধ্যম, আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা পোষন করা **আল্লাহ পাকের** পরিচিতি লাভের মাধ্যম, আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা পোষণ গুনাহের প্রতি ঘৃণাকারী বানিয়ে দেয়, আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা পোষন করা দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভের উপায়, আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা বিলায়তের স্তরে পৌঁছিয়ে দেয়। মোটকথা আউলিয়ায়ে কিরামের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা থাকা ব্যক্তি তাঁর ফয়েয ও বরকত দ্বারা ধন্য হয়ে থাকে এবং **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি লাভে সফল হয়ে যায়। আমাদের উচিত আল্লাহ পাকের নেক বান্দাদের সংস্পর্শ অবলম্বন করা এবং নিজেদের দুনিয়া ও আখিরাতকে উত্তম বানানো।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ আল্লাহ পাক আমাদের গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে এই ক্ষমতা ও শক্তি দান করেছেন যে, তিনি শয়তানের গোপন আক্রমনকে শুধু ভালভাবে চিনতেন না বরং **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে তা বিফল

করারও ক্ষমতাবান ছিলেন। আসুন! শুনি যে, গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর বরকতে তাঁর স্ত্রী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا শয়তানের আক্রমন থেকে কিভাবে নিরাপদ ছিলেন।

শয়তানের গোপন আক্রমনকে বিফল করে দিলেন

হুযুরে গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর শাহজাদা সৈয়দ শায়খ আব্দুল জাব্বার رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর সম্মানিতা আম্মাজান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا সম্পর্কে বলেন: যখনই সম্মানিতা আম্মাজান কোন অন্ধকার স্থানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন সেই স্থান প্রদীপের ন্যায় আলোকিত হয়ে যেতেন। একবার আমার সম্মানিতা আম্মাজান হুযুর গাউছে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِও সেখানে তাশরীফ নিয়ে আসেন, যখনই তাঁর দৃষ্টি সেই আলোর উপর পরলো তখনই সেই আলো অদৃশ্য হয়ে গেলো, তিনি বললেন: এই প্রদীপ আসলে ছিলো শয়তান, যা তোমার খেদমত করতো এবং তোমায় পথভ্রষ্ট করার জন্য আসতো, তাই আমি তা নিশ্চিহ্ন করে দিলাম, এবার আমি তোমার এই আলোকে রহমানি নূরে পরিবর্তন করে দিচ্ছি, সুতরাং এরপর যখনই আম্মাজান কোন অন্ধকার স্থানে তাশরীফ নিয়ে যেতেন তখন সেখানে এমন আলো হয়ে যেতো যেমন চাঁদের চাঁদনী হতো। (বাহজাতুল আসরার, ১৯৬ পৃষ্ঠা)

আল মদদ ইয়া গাউছে আযম দস্তগীর বে কাসা,
ফাঁস গেয়ী হে নায়ে তুফাঁ মে লাগাদি আপ পা'র। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ২২২)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبۡحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন যে, শায়খ সৈয়দ আবু মুহাম্মদ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কিরূপ শান ও শওকত সম্পন্ন ছিলেন, তাঁর মহান স্বত্বার বরকতে শয়তান পালিয়ে গেলো এবং তাঁর সম্মানিতা স্ত্রী এই অভিশপ্তের গোপন আক্রমন থেকে নিরাপদ হয়ে গেলেন। বর্ণনা কৃত ঘটনাবলী থেকে হুযুর গাউছে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর কারামাত প্রকাশিত হয়েছে সে সম্পর্কেও জানা গেলো! শয়তান খুবই চালাক, সে বিভিন্ন যাদুর কৌশলও দেখাতো, তার আক্রমন থেকে সর্বদা সর্তক থাকা উচিৎ। নিজের জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তার প্রতি বিশ্বাস করার পরিবর্তে **আল্লাহ পাকের** দয়া ও অনুগ্রহের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিৎ। মনে রাখবেন!

যার নিকট সম্পদ থাকে তার নিকটই চোর আসে, যার নিকট ঈমানের সম্পদ রয়েছে, তার নিকট ঈমান লুণ্ঠনকারী শয়তান অবশ্যই আসে, যার ঈমান যত শক্তিশালী হয়ে থাকে, তার নিকট ততবেশি নেকীর ভান্ডার হয়ে থাকে, সুতরাং সেখানে শয়তান অনেক বেশি জোড় লাগিয়ে থাকে। আমাদের পীর ও মুর্শিদ হুযুর গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিতা স্ত্রীর নিকট ঈমান ও আমলের ধনভান্ডার দেখে শয়তান ডাকাতী করার ভয়ঙ্কর চেষ্টা করেছে কিন্তু **আল্লাহ পাকে**র দয়া ও অনুগ্রহ এবং অলীদের সর্দার, হুযুর গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বরকতে সেই অভিশপ্ত বিফল হয়ে গেলো।

দমে নাযাঁ শয়তান না ঈমান লে লে,
হিফাযত কী ফরমা দোয়া গাউছে আযম। (ওয়াসায়িলে বখশিশ ৫৫৩)

বায়আত গ্রহণের প্রতি উৎসাহ প্রদান

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! ঈমান ও আমলের নিরাপত্তার জন্য গাউছে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে যাই, আসুন! শয়তানের ফাঁদ থেকে বাঁচার জন্য গাউছে পাক এর গোলামীর রশি নিজেদের গলায় বেঁধে নিই, আসুন! গাউছে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দয়াময় আঁচলে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর মাধ্যমে কাদেরী আত্তারী সিলসিলায় মুরীদ হয়ে গাউছে পাকের ফয়েয দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে যান।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! কোন কামিল পীরের মুরীদ হওয়ার অনেক বরকত এবং উপকারীতা রয়েছে, যেমন; এর বরকতে ঈমানের নিরাপত্তা নসীব হয়ে থাকে। ✲ নামায রোযার নিয়মানুবর্তিতা নসীব হয়। ✲ ফরয জ্ঞান শিখার মানসিকতা নসীব হয়। ✲ হালাল, হারামের পরিচিতি নসীব হয়। ✲ মুসমানের সম্মানের ঈমানী জযবা নসীব হয়। ✲ শয়তান থেকে নিরাপত্তা নসীব হয়। ✲ অন্তরে ইবাদতের আগ্রহ এবং কোরআনের তিলাওয়াতের আগ্রহ নসীব হয়। ✲ মন্দ সহচর্য থেকে বাঁচার মানসিকতা নসীব হয়। ✲ দ্বীনের জ্ঞান অর্জন হয়। ✲ গুনাহ থেকে তাওবা নসীব হয়। ✲ দ্বীন ও

দুনিয়ার চিন্তা দূর হয়। ✻ মানুষের আচরণ ভাল হয়ে যায়। মোটকথা পীরে কামেলের হাতে বায়আত হওয়ার দ্বারা অনেক অনেক বরকত নসীব হয়ে থাকে।

মীলা সিলসিলা কাদেরী ফযলে রব সে,
মে হো কিস কদর বেহতার গাউছে আযম। (ওয়াসয়িলে বখশিশ ৫৫৭)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো আর যে আমাকে ভালবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৫৫, হাদীস নং-১৭৫)

সুন্নাতে আম করে দ্বীন কা কাম করে,
নেক হো জায়ে মুসলমান মদীনে ওয়ালে।

ঘরে আসা যাওয়ার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"১০১ মাদানী ফুল"** থেকে ঘরে আসা যাওয়ার সুন্নাত ও আদব শ্রবন করি: ✻ যখন ঘর থেকে বের হবেন তখন এই দোয়া পড়ুন: بِسۡمِ اللّٰهِ تَوَكَّلۡتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ **অনুবাদ: আল্লাহ**র নামে আরম্ভ, আমি **আল্লাহ**র উপর ভরসা করছি। **আল্লাহ** প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত কোন সামর্থ্য ও শক্তি নেই। (আবু দাউদ, ৪/৪২০, হাদীস নং- ৫০৯৫) এই দোয়া পাঠ করার বরকতে সঠিক পথে থাকবে বিপদ আপদ থেকে মুক্ত থাকবে এবং **আল্লাহ**র সাহায্যের আওতায় থাকবে। ✻ ঘরে প্রবেশের দোয়া: اَللّٰهُمَّ اِنِّيۡ اَسۡاَلُكَ خَيۡرَ الۡمَوۡلَجِ وَخَيۡرَ الۡمَخۡرَجِ بِسۡمِ اللّٰهِ وَلَجۡنَا وَ بِسۡمِ اللّٰهِ خَرَجۡنَا وَعَلَى اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلۡنَا (প্রাগুক্ত, হাদীস-৫০৯৬) (**অনুবাদ:** হে **আল্লাহ!** আমি তোমার নিকট প্রবেশকালে এবং বের হওয়ার সময় মঙ্গল প্রার্থনা করছি **আল্লাহ**র নামে আমি (ঘরে) প্রবেশ করছি এবং তারই নামে বের হই এবং আপন প্রভুর উপর আমরা ভরসা করছি।) এই দোয়াটি

পড়ার পর ঘরের অধিবাসীদের সালাম করুন, অতঃপর **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম পেশ করুন, এরপর সুরা ইখলাস পাঠ করুন اِنۡ شَآءَ الله রুজিতে বরকত ও পারিবারিক কলহ থেকে মুক্ত থাকবে। ✯ নিজের ঘরে আসা যাওয়াতে মুহরিম মুহরিমাদেরকে, (যেমন; মা-বাবা, ভাই-বোন, সন্তান-সন্তুতি ইত্যাদি) সালাম করুন। ✯ **আল্লাহ**র নাম নেওয়া (যেমন بِسۡمِ الله) বলা ব্যতীত যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশ করবে শয়তানও তার সাথে প্রবেশ করে। ✯ যদি এমন ঘরে (চাই নিজের খালি ঘরে হোক) যাওয়া হয় যাতে কেউ নেই তবে এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيۡنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصّٰلِحِيۡن (অর্থাৎ আমাদের ও **আল্লাহ**র নেক বান্দাদের উপর সালাম) ফিরিশতা এ সালামের উত্তর প্রদান করে। (দুররুল মুখতার, ৯/৬৮২) অথবা এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيۡكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ (অর্থাৎ হে নবী আপনার উপর সালাম) কেননা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রূহ মুবারক প্রতিটি মুসলমানের ঘরে উপস্থিত থাকে। (বাহারে শরীয়ত, ১৬তম অংশ, ৩/৪৫৩। শরহুস শিফা, ২/১১৮) ✯ যখনই কারো ঘরে প্রবেশ করতে চান, তখন এভাবে বলুন: اَلسَّلَامُ عَلَيۡكُمۡ আমি কি ভিতরে আসতে পারি? ✯ যদি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি পাওয়া না যায়, সন্তুষ্টচিত্তে ফিরে যান, হতে পারে কোন অপরাগতার কারণে ভিতরে আসার অনুমতি দেয়নি।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ১৮

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার প্রতি সারা দিনে পঞ্চাশবার (৫০) দরূদ শরীফ পাঠ করবে, কিয়ামতের দিন আমি তার সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করবো।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِه" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।[২]

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা

১. সুনানে কুবরা, কিতাবু আমলুল ইয়াওম.., বাবু সাওয়াবুস সালাত..., ৬/২১, হাদীস ৯৮৯২।
২. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! রবিউল আখির আমাদের মাঝে চলমান রয়েছে। এই মাসটি কুতুবে রাব্বানী, গউসে সামাদানী, কিন্দিলে নূরানী, শাহবাযে লামকানী হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর সাথে বিশেষভাবে সম্পর্কীত, এরই ধারাবাহিকতায় আজকের বয়ানে আমরা গউসে পাক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং আমাদের অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনের কিছু অনন্য গুণাবলীর আলোচনা শ্রবণ করবো।

মনে রাখবেন! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, **আল্লাহ পাকে**র নেক বান্দারা **খোদাভীতি**, ইবাদতের আধিক্য, উম্মতের সংশোধনের প্রেরণা, আখিরাতে ভাবনা, সৎ চরিত্র, যুহদ ও তাকওয়া, বিনয় ও নম্রতা, শরীয়তের অনুসরন, ক্ষমা ও মার্জনা, **আল্লাহ**র প্রতি ভালবাসা, নফসকে যাচাই করা এবং শয়তানের বিরোধিতাসহ অসংখ্য অনন্য গুণাবলীর অধিকারী হয়ে থাকেন, বরকত অর্জনের জন্য আজ আমরা গউসে পাক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং অন্যান্য নেককার বান্দাদের সম্পর্কে তিনটি গুণাবলীর আলোচনা শুনবো। সর্বপ্রথম ইবাদত ও রিয়াযত সম্পর্কে শুনবো, আমাদের গউসে পাক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইবাদতের কেমন প্রেমিক ছিলেন, তাঁর কিছু ঘটনাবলী শুনার পাশাপাশি আউলিয়ায়ে কিরামের ইবাদত ও রিয়াযত সম্পর্কেও শুনবো। প্রসঙ্গক্রমে **আল্লাহ**র ইবাদতের গুরুত্ব এবং এর উপকারীতা

সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুলও শুনার সৌভাগ্য অর্জন করবো। গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং অন্যান্য আউলিয়ায়ে কিরামের মাঝে বিদ্যমান আরো একটি নেক গুণ "**খোদাভীতি**" সম্পর্কেও কিছু ঘটনাবলী বয়ান করা হবে। পাশাপাশি **খোদাভীতির** গুরুত্ব (Importance) এবং এর উপকারীতাও আলোচনা করা হবে। এরপর ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের শিশুকাল থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জনের কিছু ঘটনাবলীও উপস্থাপন করা হবে। **আল্লাহ পাক** যেনো আমাদেরকে একাগ্রচিত্তে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে বয়ান শুনার সৌভাগ্য নসীব করেন।

আসুন! সর্বপ্রথম গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ইবাদতের একটি ঘটনা শুনি:

গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং ইবাদতের আধিক্য

হযরত শায়খ মুহাম্মদ বিন আবুল ফাতাহ হারাভী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি কিছু রাত গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর খেদমতে ছিলাম। সেই রাতগুলোতে তাঁর এরূপ অভ্যাস আমি দেখলাম যে, এক তৃতীয়াংশ রাত পর্যন্ত নফল নামায পড়তেন অতঃপর যিকিরে লিপ্ত হয়ে যেতেন, অতঃপর আরো কিছু অযীফ পাঠ করতেন। আমি আমার চোখে দেখেছি যে, কখনো তাঁর শরীর দূর্বল হয়ে যেতো, কখনো সবল, কখনোবা আমার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতেন অতঃপর কিছুক্ষণ পর এসে যেতেন এবং কোরআনে করীম পাঠ করতেন, এমনকি রাতে দুই অংশ অতিবাহিত হয়ে যেতো, সিজদা অনেক দীর্ঘ করতেন, নিজের চেহারাকে মাটিতে রাখতেন, তাহাজ্জুদ আদায় করতেন এবং মুরাকাবা ও মুশাহাদা করতে করতে ফজর পর্যন্ত বসে থাকতেন, অতঃপর খুবই বিনয় ও নম্রতার সহিত দোয়া প্রার্থনা করতেন, তখন তাঁকে এমন নূর ঢেকে নিতো যে, দৃষ্টির আড়াল হয়ে যেতেন, এক পর্যায়ে ফজরের জন্য ঘর থেকে বের হয়ে যেতেন।[১]

অপর এক বর্ণনায় স্বয়ং গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিজের ইবাদত ও রিয়াযত সম্পর্কে বর্ণনা করে বলেন: আমি পঁচিশ (২৫) বছর পর্যন্ত একা মরুভূমি ও

১. বাহজাতুল আসরার, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

জনমানবহীন এলাকায় রিয়াযত করেছি এবং পনের (১৫) বছর পর্যন্ত আমি ইশা এমনভাবে আদায় করেছি যে, এরপর কোরআন খতম করতাম, এই অবস্থায় যে, আমি এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। এক রাতে সিড়ি চড়তে গিয়ে আমার নফস আমাকে বললো: তুমি এক মুহুর্তের জন্যও আরাম করো না? তখন নফসের এই বিষয়টি নিজের জন্য ভয়ঙ্কর মনে করলাম যে, এক পায়ে দাঁড়িয়ে গেলেম এবং কোরআনে পাক পাঠ করা শুরু করে দিলাম এবং ততক্ষণ পর্যন্ত এভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম, যতক্ষণ কোরআনে পাক খতম হয়নি।(১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গউসে পাক رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ এর শান

سُبۡحٰنَ الله! শুনলেন তো আপনারা, আমাদের গউসে পাক رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ ইবাদত ও রিয়াযতের কিরূপ প্রেমিক ছিলেন, ইবাদতের প্রতি ভালবাসার অবস্থা এমন ছিলো যে, তিনি رَضِىَ اللهُ عَنۡهُ রাতকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভাগ করে রেখেছিলেন, রাতের কোন অংশে যিকির করতেন, কোন অংশে নফল নামায আদায় করতেন, কখনো দীর্ঘ সিজদা করতেন তো কখনো চিন্তা ভাবনায় ব্যস্ত হয়ে যেতেন, কোন সময় কোরআন তিলাওয়াত করতেন তো কখনো বিনয় ও নম্রতার সহিত দোয়া প্রার্থনায় লিপ্ত হয়ে যেতেন। সারা রাত এভাবেই অতিবাহিত হতো। ☆ নিঃসন্দেহে এটা তাঁর শান যে, অনেক বছর জঙ্গল ও জনমানবহীন এলাকায় ইবাদত করতে থাকেন, ☆ এটা তাঁর শান ছিলো যে, পনের বছর পর্যন্ত ইশার নামায এভাবে আদায় করেন যে, এরপর এক পায়ে দাঁড়িয়ে কোরআন খতম করতেন। ☆ এটাও তাঁর শান ছিলো যে, চল্লিশ বছর পর্যন্ত ইশার অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেন, ☆ আর তাঁর অভ্যাস ছিলো যে, যখন অযু ভঙ্গ হয়ে যেতো তখন সাথেসাথেই অযু করে নিতেন এবং দুই রাকাত নফল নামায পড়ে নিতেন।(২)

---

১. নুযহাতুল খাতির আল ফাতির, ৫০ পৃষ্ঠা।
২. বাহজাতুল আসরার, যিকরে তরীকা, ১৬৪ পৃষ্ঠা।

গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এবং আমাদের ভূমিকা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ভাবুন তো! একদিকে তো আমাদের সামনে হুযুর গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পবিত্র জীবনি আর অপরদিকে আমরা আমাদের অবস্থার দিকেও দৃষ্টি দেই, ☆ গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর অভ্যাস ছিলো যে, দিনরাত ইবাদতে অতিবাহিত করা আর আমরা আমাদের জীবন জানিনা কোন কোন অহেতুক কাজে নষ্ট করছি, ☆ গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ অনেক বড় **আল্লাহ**র অলী হওয়ার পরও শেষ বয়স পর্যন্ত ইবাদত করা এবং নেকী অর্জনে ব্যস্ত থাকেন আর আমাদের মধ্যে এমনও রয়েছে যারা নিজের সারা জীবন উদাসীনতায় অতিবাহিত করে বৃদ্ধকালেও নেকীর প্রতি ধাবিত হইনা, ☆ গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নামাযকে খুবই গুরুত্ব দিতেন আর আমরা ফরয নামাযও অলসতার কারণে ছেড়ে দিই অথবা কাযা করে পড়ি। ☆ গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সারা জীবন নিজের **নানাজান, প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের অনুসরনে অতিবাহিত করেন আর আমরা নিত্য নতুন ফ্যাশন, দুনিয়ার রঙ তামাশা এবং বেপর্দায় লিপ্ত রয়েছি। মোটকথা! আমাদের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, আমরা আমাদের জীবনকে ব্যস খাওয়া দাওয়া, ঘুমানো এবং অহেতুক কাজে অতিবাহিত করার নাম দিয়ে দিয়েছি এবং নিজেদের পূর্ববর্তী বুযুর্গদের পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি, আমাদের উচিৎ যে, আজ অর্জিত হওয়া এই কয়েকটি নিশ্বাসকে গণিমত মনে করা এবং উদাসীনতার ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে ইবাদতে জীবন অতিবাহিত করা।

আল্লাহর ইবাদতের বরকত

মনে রাখবেন! অধিকাহারে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর অভ্যাস ছিলো। **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام এর পদ্ধতি। **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা অন্তরে **আল্লাহর** প্রতি ভালবাসা সৃষ্টির উপায়। **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা শয়তানের ফাঁদ থেকে বের হওয়া উপায়। **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা **আল্লাহ পাকের** নৈকট্য লাভের উপায়। **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা গুনাহের রোগ থেকে

আরোগ্য লাভের মাধ্যম। **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা জাহির ও বাতিনকে সংশোধনের উপায়। **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা রূহের সতেজতার মাধ্যম। **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা অন্তরের প্রশান্তির উপায়। **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা শরীয়তের চাওয়া। **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা মুমিন বান্দার প্রতি হক, মোটকথা আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করা। যেমনটি ২৭তম পারা সূরা যারিআতের ৫৬নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ করেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিআত, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি জিন ও মানব এই জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই আয়াতে মুবারাকায় স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মানব এবং জ্বিনকে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে আর যখন আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও মালিক **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য (Purpose) জানিয়ে দিয়েছেন, এখন আমাদের উপরও আবশ্যক যে, আমরা যেনো এই উদ্দেশ্য অর্জনে লিপ্ত হয়ে যাই এবং অধিকহারে **আল্লাহ পাকের** ইবাদত করি।

যদি আমরা বুযুর্গানে দ্বীনের জীবনি পর্যবেক্ষণ করি তবে আমরা জেনে যাবো যে, ☆ **আল্লাহ পাকের** সকল নেক বান্দা ইবাদত ও রিয়াযতের প্রেমিক ছিলেন, ☆ তাঁদের রাতদিন ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত হতো, ☆ সর্বদা **আল্লাহর** স্মরণে লিপ্ত থাকা তাঁদের প্রিয় কাজ ছিলো। আসুন! ইবাদতের আগ্রহ বৃদ্ধি এবং বুযুর্গদের পদাঙ্ক অনুসরন করে চলতে আউলিয়ায়ে কিরামের رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام অধিকহারে ইবাদতের তিনটি ঘটনা শুনি।

(১) সারারাত ইবাদত ও সারাদিন রোযা

বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদুনা হাবীব নাজ্জার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه সারারাত ইবাদত করতেন এবং সারাদিন রোযা রাখতেন আর ইফতারের জন্য যা খাবার

উপস্থিত হতো তাও অন্যান্যদের মাঝে বিলি করে দিতেন এবং নিজে সারারাত ক্ষুধার্ত অবস্থায় নামাযে কাটিয়ে দিতেন। যখন ফজর নিকটবর্তী হতো তখন বিনয় ও নম্রতা সহকারে **আল্লাহ পাকের** দরবারে আরয (দোয়া) করতেন: আমি উদাসীনতার সমুদ্রে ডুবে আছি এবং গুনাহের ময়দানে চলছি। **ইয়া ইলাহী!** তোমার এই অপদস্ত, গুনাহগার এবং অসুস্থ বান্দা তোমার দয়াময় দরজায় উপস্থিত এবং তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছে।[১]

ইবাদত মে গুযারে মেরী জিন্দেগানী করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হতে পারে হুযুর গউসে পাক এবং হযরত নাজ্জার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এর ইবাদতের ঘটনা শুনে কোন ইসলামী বোনের অন্তরে এই কুমন্ত্রণা আসছে যে, তারা তো পুরুষ ছিলেন, পুরুষরা দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে পারে, আমরা মহিলারা তো দূর্বল, আমরা এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে পারবো না, আমরা সারাদিন ঘরে কাজকর্ম করে রাতে এত ইবাদত কিভাবে করবো? তো আসুন! এই কুমন্ত্রণাও দূর করে নিই এবং দেখুন পূর্বেকার মহিলারাও কিরূপ অধিকহারে ইবাদত করতেন।

(২) প্রদীপ ছাড়া ঘর আলোকিত থাকতো!

যুগপ্রসিদ্ধ অলীয়্যা হযরত হাফসা বিনকে সীরিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا যিনি স্বপ্নের জ্ঞান সম্পন্না অনেক বড় আলিম এবং হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বোন ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا বসরা শহরের খুবই ইবাদতগুযার মহিলা ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهَا সারারাত নামায পড়ে অতিবাহিত করতেন এবং নামাযে অর্ধেক কোরআনে পাক তিলাওয়াত করতেন। অনেক সময় নিজের নামায পড়ার স্থানে এত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, তাঁর প্রদীপ নিভে যেতো, কিন্তু তাঁর জন্য সকাল পর্যন্ত (প্রদীপের আলো ছাড়াই) ঘর আলোকিত থাকতো।[২]

---

১. আর রউযুল ফায়েক, বাবু ফিন নযইয়্যা ওয়া যিকরিস সালেহীন, ২৪৬ পৃষ্ঠা।
২. রুহুল বয়ান, ৬/২৪২, আল ফুরকান, ৬৪ নং আয়াতের পাদটিকা।

(৩) হে নফস! তুমি আর কতক্ষণ ঘুমাবে?

প্রসিদ্ধ অলীয়া হযরত রাবেয়া বসরী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا সম্পর্কে বর্ণিত আছে; তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهَا এর ওফাত পর্যন্ত এরূপ অভ্যাস ছিলো যে, সারারাত নামায পড়তে থাকতেন এবং যখন ফজরের সময় নিকটবর্তী হতো তখন কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে যেতেন, অতঃপর জাগ্রত হয়ে বলতেন: হে নফস! তুমি আর কতক্ষণ ঘুমাবে, অতিশীঘ্রই তুমি এমনভাবে ঘুমাবে যে, এরপর কিয়ামতের সকালেই জাগ্রত হবে।(১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা আউলিয়ায়ে কিরামের ঘটনাবলী শুনলেন যে, কত ইবাদত করতেন, কত মুনাজাত করতেন এবং সারারাত **আল্লাহ পাকের** কত যিকির করতেন, কত কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতেন, মোটকথা সারা জীবন ইবাদত ও রিয়াযতে লিপ্ত থাকতেন। এর একটি কারণ এটাও যে, তাঁরা **আল্লাহ পাককে** খুবই ভয় করতেন এবং **খোদাভীতির** অধিকারী ছিলেন। নিঃসন্দেহে "**খোদাভীতি**" অনেক বদ একটি নেয়ামত। আমাদের আখিরাতের মুক্তির জন্য **খোদাভীতির** খুবই গুরুত্ব রয়েছে, কেননা ইবাদত করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলী থেকে বিরত থাকার মহান মাধ্যম হলো **খোদাভীতি**। **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "رَأۡسُ الۡحِكۡمَةِ مَخَافَةُ اللهِ" অর্থাৎ হিকমতের ঝর্ণাধারা হলো **আল্লাহ পাকের** ভয়।(২)

আর **আল্লাহ পাক** স্বয়ং ৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১৭৫নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

وَخَافُوۡنِ اِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ ﴿۱۷۵﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৭৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমাকে ভয় করো, যদি ঈমান রাখো।

১. রুহুল বয়ান, ৬/২৪২, আল ফুরকান, ৬৪ নং আয়াতের পাদটিকা।
২. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিল খউফ মিনাল্লাহি তাআলা, ১/৪৭১, হাদীস ৭৪৪।

জানা গেলো যে, **খোদাভীতি** মুমিনের ঈমানের নিদর্শন। আসুন! হুযুর গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর **খোদাভীতির** একটি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শুনি:

গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর খোদাভীতি

হযরত সায়্যিদুনা শায়খ সা'দী শীরাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মসজিদুল হারামে কিছু লোক কাবা শরীফের নিকটে ইবাদতে লিপ্ত ছিলো। হঠাৎ তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একজন লোককে দেখলেন যে, কাবার দেয়াল ধরে কান্নাকাটি করছে এবং তাঁর ঠোঁটে এই দোয়া অব্যাহত ছিলো: হে **আল্লাহ পাক**! যদি আমার আমল তোমার দরবারের উপযুক্ত না হয় তবে কিয়ামতের দিন আমাকে অন্ধ (Blind) করে উঠাইও। লোকেরা এই আশ্চার্যজনক দোয়া শুনে খুবই আশ্চার্য হলো, অতএব তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দোয়া প্রার্থনাকারীকে জিজ্ঞাসা করলেন: হে শায়খ! আমরা তো কিয়ামতের দিনে নিরাপত্তার প্রার্থী আর আপনি অন্ধ হয়ে উঠানোর জন্য দোয়া করছেন, এতে রহস্য কি? সেই ব্যক্তি কাঁদতে কাঁদতে উত্তর দিলেন: আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যদি আমার আমল **আল্লাহ পাকের** দরবারের উপযুক্ত না হয় তবে কিয়ামতের দিন আমি এই জন্য অন্ধ উঠানোকে পছন্দ করছি যে, আমাকে মানুষের সামনে লজ্জিত হতে হবে। তাঁরা সবাই এই ব্যক্তি রহস্যময় উত্তর শুনে খুবই প্রভাবিত হলেন, কিন্তু তাঁকে কেউ চিনতেন না, তাই জিজ্ঞাসা করলেন: হে শায়খ! আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন: আমি আব্দুল কাদের জিলানী।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর **খোদাভীতির** প্রেরণা মারহাবা। আহ! আমরাও যদি **খোদাভীতি** সম্পন্ন হয়ে যেতোম।

মনে রাখবেন! **খোদাভীতি** অনেক বড় একটি নেয়ামত, যার এই নেয়ামত অর্জিত হয়ে যায়, তার দুনিয়াও কল্যাণময় হয়ে যায় এবং তার

১. খোদাভীতি, ১১৯ পৃষ্ঠা।

আখিরাতও সজ্জিত হয়ে যায়। কেননা যখন মানুষের মাঝে **খোদাভীতি** সৃষ্টি হয় তখন তার গুনাহ থেকে বিরত থাকা এবং নেককাজ করার অনেক সহজ হয়ে যায়। **খোদাভীতি** নেকীর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করার অনন্য উপায়, **খোদাভীতি** গুনাহ থেকে বিরত রাখে, **খোদাভীতি** ঈমানের দৃঢ়তার নিদর্শন, **খোদাভীতি আল্লাহ পাকের** মারিফাত ও নৈকট্যের মাধ্যম, **খোদাভীতি** শরীয়তের অনুসারী বানিয়ে দেয়, **খোদাভীতি** মানুষের জাহিরকে সজ্জিত করে, **খোদাভীতি** মানুষের বাতিনের অভিভাবক, **খোদাভীতি** বান্দার হকসমূহ আদায়ের সংরক্ষক, **খোদাভীতি আল্লাহর** হকসমূহ আদায়েরও জামিনদার, **খোদাভীতি** দ্বারা দুনিয়া সজ্জিত হয়ে যায়, **খোদাভীতি** দ্বারা কবরেও উজ্জলতা ছড়িয়ে পরে এবং **খোদাভীতি** কিয়ামতের কষ্টও লাঘব করে। মোটকথা! এটা এমন একটি গুণ যা বান্দার মাঝে অসংখ্য নেক গুণাবলী এবং উত্তম অভ্যাস সৃষ্টির কারণ।

আসুন! এটাও শুনে নিই যে, **খোদাভীতির** অর্থ কি? অতএব শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর যুগ প্রসিদ্ধ কিতাব **"কুফরিয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব"** এর ২৬ পৃষ্ঠায় বলেন: "**খোদাভীতি**" দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনা, **তাঁর** অমুখাপেক্ষীতা, **তাঁর** অসন্তুষ্টি, **তাঁর** আটক, **তাঁর** পক্ষ থেকে প্রদত্ত আযাব সমূহ, **তাঁর** গযব এবং এর ফলে ঈমান নষ্ট হওয়া ইত্যাদির প্রতি ভীত থাকার নাম হলো "**খোদাভীতি**"।

এই নেক গুণও আউলিয়ায়ে কিরামের জীবনের অত্যাবশ্যকীয় (Compulsory) অংশ। স্বয়ং হুযুর গউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় আবিদ ও যাহিদ হওয়ার পরও **খোদাভীতিতে** নিজেই নিজের উদাহরণ ছিলেন। তাঁর পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য বুযুর্গরাও **খোদাভীতি** সম্পন্ন ছিলেন।

ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ এর খোদাভীতি

আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِىَ اللهُ عَنْهُ সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ **খোদাভীতির** কারণে প্রায় কান্নাকাটি

করতেন, নামাযে **খোদাভীতি** সম্পর্কীত আয়াত শুনে তাঁর অবস্থা খারাপ হয়ে যেতো। তাঁর শাহজাদা সাহাবীয়ে রাসূল, হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: আমি আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর পেছনে নামায আদায় করছিলাম তখন আমি তিন সারি পেছন থেকে তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনলাম।(১) একবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিচ থেকে একটি মাটির ঢিলা উঠিয়ে নিলেন এবং বললেন: "আহ! আমি যদি মাটির ঢিলা হতাম, আহ! আমার মা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন, আহ! আমি যদি কিছুই না হতাম, আহ! আমি যদি কোন হারানো বস্তু হতাম।(২)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

নিজের ঈমানের চিন্তা করুন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা যে, আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ **খোদাভীতির** কারণে **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি ভীত হয়ে বিনয় সহকারে মাটির ঢিলা হওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেছেন, কেননা মাটির মন্দ মৃত্যুর ভয় নেই, তার মৃত্যুর সময়ের কঠোরতা, কবরের আতঙ্ক এবং জাহান্নামের শাস্তির সাথে কোন সম্পর্ক নেই। ভাবুন তো যে, যেখানে হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নিশ্চিত জান্নাতী হওয়ার পরও **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনা থেকে নির্ভয় নয়, তো আমাদের **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে কিরূপ ভয় করা উচিৎ এবং আমাদের নিজের ঈমানের নিরাপত্তার প্রতি কত বেশি চিন্তা করা উচিৎ। কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমাদের মধ্যে একটি অংশ যারা দুনিয়ার রঙ তামাশায় এমনভাবে ডুবে গেছে যে, ঈমানের নিরাপত্তার চিন্তা একেবারেই ভূলে গেছে, তাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যে, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: ওলামায়ে কিরামরা বলেন যে, যার (জীবদ্দশায়) ঈমানহারা হওয়ার ভয়

১. হিলইয়াতুল আউলিয়া, ওমর বিন খাত্তাব, ১/৮৮, নম্বর ১৩৪।
২. মুসান্নিফ আবী শায়বা, কিতাবুয যুহুদ, কালামে ওমর বিন খাত্তাব, ৮/১৫২, হাদীস ৩৯।

থাকবে না, মৃত্যুর সময় তার ঈমান ছিনিয়ে নেয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণেই তো **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে নিজের ভয়ে ভীত থাকার এবং শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত ইসলামের উপর অটল থাকার প্রতি গুরুত্ব দিতে গিয়ে ৪র্থ পারা সূরা আলে ইমরানের ১০২ নং আয়াতে ইরশাদ করেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ ﴿۱۰۲﴾

(পারা ৪, সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারগণ! **আল্লাহ**কে ভয় করো, যেমনিভাবে **তাঁকে** ভয় করা অপরিহার্য এবং কখনোই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা **আল্লাহ পাকের** ভয়ে কান্না করতেন, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা অধিকহারে নেক আমল করার পরও এর উপর ভরসা করতেন না, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা আখিরাতের ভাবনায় অস্থির থাকতেন, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা কবর ও হাশরের ভয়ে কম্পমান থাকতেন, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা **আল্লাহ পাক**কে এমনভাবে ভয় করতেন, যেমনভাবে **আল্লাহ পাক**কে ভয় করা অপরিহার্য ছিলো, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি সর্বদা ভীত থাকতেন এবং আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা নিজের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য অস্থির থাকতেন, নিঃসন্দেহে তাঁরা সত্যিকার অর্থে ঈমানের গুরুত্ব অনুধাবনকারী ছিলেন, তাঁরা **আপন আক্বা ও মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী "اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيْم" অর্থাৎ আমল তার শেষ পরিনতির উপর নির্ভর করে।[1] এর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাসী ছিলেন, তাইতো তাঁদের রাতদিন শুধুমাত্র এই চিন্তাতেই অতিবাহিত হতো যে, আমার ঈমান আমার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে না তো? আমাদের উচিৎ যে, নশ্বর দুনিয়ার ধোকায় লিপ্ত থাকা এবং নিজের মূল্যবান সময় অহেতুক, নাজায়িয ও হারাম কাজে নষ্ট করার পরিবর্তে ঈমানের নিরাপত্তার জন্য সচেষ্ট থাকা, উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে, তাওবা ও ইস্তিগফার করা এবং নিজের জাহির ও বাতিনকে গুনাহ

১. বুখারী, কিতাবুল কদর, বাবুল আমল বিল খাওয়াতিম, ৪/২৭৪, হাদীস ৬৬১৭।

থেকে পবিত্র রাখা, সকল আমল **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির জন্য করা এবং সর্বদা **আল্লাহ পাকের** গোপন ব্যবস্থাপনার প্রতি ভীত থাকা।

তেরে ডর সে সদা থর থরাওঁ খউফ সে তেরে আঁসু বাহাওঁ,
কেয়ফ এ্যয়সা দেয়, এ্যয়সী আদা কি মেরে মওলা তু খয়রাত দেয় দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গউসে পাক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং জ্ঞানার্জন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা হুযুর গউসে পাক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এবং অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীনদের পবিত্র গুণাবলী সম্পর্কে শুনছিলাম। এই গুণাবলী সমূহের মধ্যে একটি গুণ হলো জ্ঞানার্জন। নিঃসন্দেহে বর্তমানে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য যে সুযোগ সুবিধা (Facilites) রয়েছে, তা পূর্বে কখনেই ছিলোনা, পূর্বেকার দিনে জ্ঞানার্জনের জন্য কদমে কদমে কষ্টের সম্মুখীন হতে হতো, তবুও আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা শিশুকালেই ইলমে দ্বীনের প্রতি ধাবিত হয়ে যেতেন, এভাবে শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তাঁদের জ্ঞানার্জন ও অপরকে শিক্ষাদান অব্যাহত থাকতো। গউসে পাক رَضِیَ اللهُ عَنْهُও শিশুকাল থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আসুন! এর কিছু ঘটনাবলী শুনি:

বর্ণিত আছে যে, তখনও তিনি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ খুবই অল্প বয়সী ছিলেন, তাঁর সম্মানিতা আম্মাজানের অনুমতিতে ইলমে দ্বীন অর্জনের জন্য বাগদাদ চলে গিয়েছিলেন।[১] শিক্ষা জীবনের কিছু ঘটনাবলী বর্ণনা করেত গিয়ে হুযুর গউসে পাক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ স্বয়ং বলেন: আমি আমার শিক্ষা জীবনে ওস্তাদদের থেকে পাঠ নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যেতাম, অতঃপর দিন হোক বা রাত, ঝড় হোক বা মুশলধারায় বৃষ্টি, গরম হোক বা শীত নিজের পাঠ অব্যাহত রাখতাম, তখন আমি আমার মাথায় একটি ছোট পাগড়ী বাঁধতাম এবং সামান্য তরকারী খেয়ে পেটের আগুন নিভাতাম, কখনো কখনো এই তরকারীও পেতাম না, কেননা ক্ষুধার তাড়নায় অন্যোন্য ফকীররাও এদিকে চলে আসতো, এমন পরিস্থিতিতে আমার

১. বাহজাতুল আসরার, যিকরে তরীকা, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

লজ্জা হতো যে, আমি দরবেশদের হক ক্ষুন্ন করবো, বাধ্য হয়ে চলে যেতাম এবং নিজের পড়া অব্যহত রাখতাম, অতঃপর ঘুম এসে যেতো তখন খালি পেটেই কঙ্করে ভরা মাটিতে ঘুমিয়ে পরতাম।[১]

ইলমে দ্বীনের বরকত সমূহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই সকল ঘটনাবলী দ্বারা আমাদেরও শিক্ষা লাভ করা উচিৎ এবং নিজের সন্তানদেরকে শিশকাল থেকেই ইলমে দ্বীন শিখানোতে লাগিয়ে দেয়া উচিৎ।

ইলমে দ্বীনের ফযীলত সম্পর্কে কি আর বলবো! মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ৩য় খন্ডের ৬১৮নং পৃষ্ঠায় রয়েছে: ✯ ইলম এমন একটি জিনিষ, যার ফযীলত ও গুণাবলী সম্পর্কে বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই, ✯ পুরো দুনিয়া জানে যে, ইলম খুবই উত্তম একটি বিষয়, ✯ তা অর্জন করা উচ্চ মর্যাদার লক্ষণ, ✯ এটাই হলো সেই বিষয়, যা দ্বারা মানুষের জীবন সফল এবং মনোরম হয়ে থাকে, ✯ এটাই সেই বিষয়, যা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত সুধরে যায়, ✯ (এবং ইলম দ্বারা) সেই ইলমই উদ্দেশ্য, যার সংজ্ঞা কোরআন ও হাদীসে এসেছে, ✯ আর এটাই হলো সেই ইলম, যার শিক্ষার প্রতি মনযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে।[২]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসলে ইলমে দ্বীনই একটি অশেষ সম্পদ, ইলমে দ্বীন আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَيۡهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام রেখে যাওয়া সম্পদ, ইলমে দ্বীন **আল্লাহ পাকে**র নৈকট্য লাভের পথ, ইলমে দ্বীন হেদায়তের উৎস, ইলমে দ্বীন গুনাহ থেকে বাঁচার মাধ্যম, ইলমে দ্বীন **খোদাভীতি**কে জাগ্রত করার উপায়, ইলমে দ্বীন দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মান লাভের উপায়, ইলমে দ্বীন মৃত অন্তরকে বাঁচিয়ে তোলে, ইলমে দ্বীন ঈমানের নিরাপত্তার সংরক্ষক, ইলমে দ্বীন **খোদা**র সৃষ্টির ভালবাসা পাওয়ার উপায়। মোটকথা ইলমে দ্বীন অসংখ্য গুণাবলীর সমষ্টি, ইলমে দ্বীনে দ্বীনও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে দুনিয়াও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে স্বস্তিও রয়েছে,

১. কালায়িদুজ জাওয়াহের, ১০ পৃষ্ঠা।
২. বাহারে শরীয়ত, ৩/৬১৮।

ইলমে দ্বীনে প্রশান্তিও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে স্বাদও রয়েছে, ইলমে দ্বীনে আরামও রয়েছে, সুতরাং বুদ্ধিমান হলো সেই, যে ইলমে দ্বীনে লিপ্ত হয়ে দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাতে মুক্তির পথে উন্নতি লাভেরও উপলক্ষ্য হয়।

আফসোস! আমাদের সমাজের অধিকাংশই না তো নিজে ইলমে দ্বীন শিখার প্রতি মনযোগী হয় আর না নিজের সন্তানকে ইলমে দ্বীন শিখায়। নিজের প্রতিভাবান সন্তানকে দুনিয়াবী জ্ঞান তো ভালভাবে শিখায় কিন্তু সুন্নাত শিখানোর প্রতি মনযোগ দেয়া হয়না। এই আশা তো করা হয় যে, আমার সন্তান ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসার এবং কম্পিউটার প্রোগ্রামার হোক কিন্তু নিজের সন্তানদেরকে আলিমে দ্বীন, মুফতীয়ে ইসলাম এবং শায়খুল হাদীস বানানোর চিন্তা শেষ হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের পূর্ববর্তীদের ইলমে দ্বীনের প্রতি আগ্রহ

ইলমে দ্বীন এমন একটি অমূল্য সম্পদ যে, বড় বড় বাদশাহরাও এই সম্পদ লাভের চেষ্টা করতো এবং নিজের সন্তানদেরকেও ইলমে দ্বীন শিক্ষা দিতেন, আসুন! এসম্পর্কে কিছু ঘটনাবলী শুনি:

একবার বাদশাহ খলিফা হারুনুর রশিদ (তাঁর সন্তান) মামুনুর রশিদের শিক্ষার জন্য হযরত ইমাম কাসায়ি (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) কে আরয করলেন, তখন তিনি বললেন: "আমি এখানে পড়াতে আসবো না, শাহজাদাকেই আমার বাড়িতে আসতে হবে।" হারুনুর রশিদ আরয করলেন: "সে সেখানেই উপস্থিত হয়ে যাবে কিন্তু তার সবক যেনো প্রথমেই হয়।" বললেন: "এটাও হবে না বরং যে প্রথমে আসবে তার সবক প্রথমে হবে।" অতএব মামুনুর রশিদ পড়তে শুরু করলো, ঘটনাক্রমে একদিন হারুনুর রশিদ সেদিক দিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন দেখলেন যে, ইমাম কাসায়ি (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) নিজের পা ধুচ্ছেন এবং মামুনুর রশিদ পানি ঢালছে। বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে নামলেন এবং মামুনুর রশিদকে চাবুক মেরে বললেন: "হে বেআদব! **আল্লাহ পাক** দুই হাত কেন দিয়েছে? এক হাতে পানি ঢালো আর অপর হাতে তাঁর পা ধুয়ে দাও।"(১)

---

১. মলফুযাতে আলা হযরত, ১৪৪ পৃষ্ঠা।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই ঘটনা থেকে যেমনিভাবে উস্তাদের প্রতি প্রচন্ড আদব ও সম্মানের শিক্ষা অর্জিত হয়, পাশাপাশি এটাও জানা গেলো খলিফা হারুনুর রশিদের তার ছেলেকে ইলমে দ্বীন শিখানো মনবাসনা ছিলো, তাইতো তিনি হযরত ইমাম কাসায়ি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট নিজের ছেলেকে পড়ানোর আবেদন (Request) করলেন এবং এই কারণেই ইমাম কাসায়ি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সকল শর্ত মেনে নিলেন।

অনুরূপভাবে আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযিয رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের সন্তানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের খুবই উন্নত ব্যবস্থা করেছিলেন, জলিলুল কদর মুহাদ্দীস হযরত সায়্যিদুনা সালেহ বিন কিসান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ, যিনি স্বয়ং তাঁরও ওস্তাদ ছিলেন, তাঁকে নিজের সন্তানের শিক্ষার তত্বাবধায়ক হিসেবে নিয়োগ করলেন।(১)

এমনিভাবে আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরাও শিশুকাল থেকেই ইলমে দ্বীন অর্জনে লিপ্ত হয়ে যেতেন। বর্ণিত আছে যে, হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানিত পিতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বয়ং যদিও লেখাপড়া করেননি কিন্তু তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইলমে দ্বীনের গুরুত্ব সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত ছিলেন, তাইতো তাঁর মনের আশা ছিলো যে, তাঁর উভয় সাহেবজাদাদয় মুহাম্মদ গাযালী এবং আহমদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا ইলমে শরীয়ত ও তরীকতের অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত হোক। এই উদ্দেশ্যেই তিনি তাঁর সাহেবজাদাদের জন্য কিছু মালামালও বাঁচিয়ে রেখেছিলেন যা তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর উভয় সৌভাগ্যবান ছেলেদের ইলম অর্জন এবং জ্ঞানার্জনের সমাপ্তির পথে অনেক কাজে এসেছে।(২)

অনুরূপভাবে আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম আহমদ রযা খান কাদেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও শিশুকালেই ইলমে দ্বীনের প্রতি মনযোগী হলেন, এমনকি সাড়ে চার বছরের ছোট্ট বয়সে কোরআনে মজীদ নাজারা সম্পূর্ণ পাঠ করার নেয়ামত দ্বারা ধন্য হয়ে গেলেন এবং মাত্র তের বছর দশ মাস চার দিন বয়সে

১. ওমর বিন আব্দুল আযিযের ৪২৫টি ঘটনাবলী, ৫৫ পৃষ্ঠা।
২. আল্লামা সিদ্দিক হাযরভীর অনুবাদকৃত ইহইয়াউল উলুমের ভূমিকা, ১৮ পৃষ্ঠা।

প্রচলিত সকল জ্ঞানের সমাপ্তি নিজের সম্মাতি পিতা রইসুল মুতাকাল্লিমিন মাওলানা নকী আলী খান رَحۡمَةُاللهِ عَلَيۡهِ থেকে করেন।[১]

মাদানী ইনআমাতকে আপন করে নিন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নিঃসন্দেহে আজকের বয়ান শুনার পর আমাদের মাঝেও অধিকহারে ইবাদত করা, নিজের অন্তরে **খোদাভীতি** সৃষ্টি হওয়া এবং ইলমে দ্বীন অর্জন করার প্রেরণা সৃষ্টি হবে, তো আসুন! আমি আপনাদের এই প্রেরণাকে আরো বৃদ্ধি করার উপায় জানিয়ে দিচ্ছি। মনে রাখবেন! এই প্রেরণাকে আরো বৃদ্ধি করার উপায় হলো আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া, প্রতি সপ্তাহে হওয়া ইজতিমায় অংশগ্রহন করার পাশাপাশি মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল করা। জি হ্যাঁ, মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা খুলে এতে দেয়া প্রশ্নোত্তরে নিজেই **'হ্যাঁ'** বা **'না'** এর মাধ্যমে নিজের আমলের ভাল মন্দ হওয়ার যাচাই করে আমরা আমাদের ভূলগুলো শুধরাতে পারি। নিজের অন্তরে ইবাদতের আগ্রহ এবং **খোদাভীতি** সৃষ্টি করতে পারি, কেননা এই মাদানী ইনআমাত আমাদেরকে প্রতিদিন নিজেরই প্রতিষ্ঠিত স্ব-জবাবদিহীতার অভ্যাসে উপস্থিত করে নিজের বিবেকে সিদ্ধান্ত নিতে এবং আমাদের নিজের সংশোধন ও মুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। আসলে এই মাদানী ইনআমাত জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল করার এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমল থেকে বাঁচার উৎসাহের সমষ্টি। শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه আমাদেরকে নিজের সংশোধন করার একটি অনন্য উপহার মাদানী ইনআমাত আকারে দিয়েছেন। যাতে আমরা প্রতিদিন সময় নির্দিষ্ট করে নিজের আমল সমূহ যাচাই করি এবং নিজের অলসতা ও উদাসীনতা সমূহকে দূর করার চেষ্টা গতিশীল করে দিই। এই কারণেই, অসংখ্য ইসলামী বোন এবং শিক্ষার্থীনি প্রতিদিন ঘুমানোর পূর্বে নিজের **"নিজের আমল যাচাই"** করে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকায় প্রদত্ত ছক পূরণ করে থাকে, যার বরকতে তাদের নেককার হতে এবং গুনাহ থেকে বাঁচার পথের প্রতিবন্ধকতা

১. হায়াতে আলা হযরত, ৮১ পৃষ্ঠা।

আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে দূর হয়ে যায় আর তারা সুন্নাতের উপর আমল করার পাশাপাশি ফরয সমূহ আদায়, গুনাহের প্রতি ঘৃণা এবং নিজের ঈমানের নিরাপত্তা ও **খোদাভীতির** ন্যায় গুণাবলীর অনুসারী হতে থাকে, সুতরাং আপনারাও আজকেই মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা স্টল থেকে সংগ্রহ করে নিন এবং এতে আমল করা শুরু করে দিন, اِنْ شَآءَ الله আপনাদেরও গুনাহ থেকে বাঁচার পাশাপাশি নেকী করা এবং সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা নসীব হবে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করার তৌফিক দান করুন।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে বাইয়াত হওয়ার কিছু পয়েন্ট বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি।

বাইয়াত হওয়ার কিছু পয়েন্ট

☆ শরীয়তের অনুসরন করে এবং তরীকতে বাইয়াত হয়ে দুনিয়ায় কোন নেককারকে নিজের ইমাম বানিয়ে নেয়া উচিৎ, যাতে হাশর ভালদের সাথে হয়।[১] ☆ ঈমানের নিরাপত্তার একটি মাধ্যম হলো কামিল মুর্শিদের হাতে বাইয়াত হওয়া।[২] ☆ শর্তাবলী সমৃদ্ধ শায়খের নিকট বাইয়াত হওয়া সুন্নাতে মুতওয়ারিসায়ে মুসলিমিন (মুসলমানদের প্রচলিত রীতি) এবং এতে দুনিয়া ও আখিরাতের অসংখ্য উপকার ও বরকত রয়েছে।[৩] ☆ পীর আখিরাতের কাজের জন্য বানানো হয়, যাতে তাঁর নিদের্শনা এবং বাতেনী মনযোগের বরকতে মুরীদ **আল্লাহ পাক** ও **রাসূল** صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টি মুলক কাজ থেকে বিরত থেকে **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি মূলক মাদানী কাজ অনুযায়ী নিজের রাত ও দিন অতিবাহিত করতে পারে।[৪] ☆ যে ব্যক্তি কোন শর্তাবলী সমৃদ্ধ শায়খ এর নিকট বাইয়াত হয় তবে সে যেনো অন্য কারো নিকট বাইয়াত না হয়।[৫] ☆ হুযুর

১. আদাবে মুর্শিদে কামিল, ১৩ পৃষ্ঠা।
২. আদাবে মুর্শিদে কামিল, ১২ পৃষ্ঠা।
৩. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৭৫।
৪. আদাবে মুর্শিদে কামিল, ১৩ পৃষ্ঠা।
৫. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৭৫।

গউসে পাক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মুরীদ হওয়াতে ঈমানের নিরাপত্তা, মৃত্যুর পূর্বে তাওবা করার তৌফিক, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতে প্রবেশের ন্যায় মহান উপকারীতা বিদ্যমান।(১) ✯ মুরীদ হওয়াতে দেরী করা উচিৎ নয়।(২) ✯ একজন মুরীদের দু'জন শায়খ হতে পারে না।(৩) ✯ যে মুরীদ অন্য দু'জন পীরের মাঝে মিলে যায়, সে সফল হতে পারে না।(৪) ✯ যে পীর বিশুদ্ধ আকীদা সম্পন্ন সুন্নী, ফাসিক নয় এমন আলিম হয় এবং তাঁর তরীকতের সিলসিলা শেষ পর্যন্ত মিলিত হয়, তাঁর নিকট বাইয়াত হওয়ার জন্য পিতামাতা এমনকি স্বামীরও অনুমতির প্রয়োজন নেই।(৫) ✯ চিঠির মাধ্যমে বাইয়াত হতে পারে।(৬) ✯ বার্তাবাহক বা চিঠির মাধ্যমে মুরীদ হতে পারবে।(৭) ✯ পীরের কর্ম এবং বাণীর প্রতি আপত্তি করা কঠোরভাবে হারাম এবং স্থায়ী বরকত অর্জন থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ।(৮) কারণ।(৮) ✯ মুরীদের অর্জিত হওয়া ফয়েয প্রকাশ্যভাবে যেকোন বুযুর্গ বা সাহিবে মাযার থেকে অর্জিত হোক না কেন, কিন্তু তার উচিৎ তার কামিল পীরের ফয়েযই মনে করা।(৯) ✯ মুরীদকে সর্বদা সতর্ক এবং বাআদব থাকা উচিৎ, কেননা সামান্য উদাসীনতা এবং অসতর্কথা দ্বীন ও দুনিয়ার এমন কোন বড় ক্ষতির কারণ হতে পারে, যার ক্ষতিপূরণ সম্ভবত নাও হতে পারে।(১০) হযরত যুননুন মিসরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যখন কোন মুরীদ আদবের খেয়াল রাখবে না, তবে সে সেখানেই ফিরে যায়, যেখান থেকে সে শুরু করেছিলো।(১১)

---

১. ফিকরে মদীনা, ১৬১ পৃষ্ঠা।
২. আদাবে মুর্শিদে কামিল, ২২ পৃষ্ঠা।
৩. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫৮০।
৪. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/১৩৬।
৫. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৮৪।
৬. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৮৫।
৭. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৮৫।
৮. ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৫৮৮।
৯. আদাবে মুর্শিদে কামিল, ৯৮ পৃষ্ঠা।
১০. আদাবে মুর্শিদে কামিল, ৭০ পৃষ্ঠা।
১১. আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবুল আদব, ৩১৯ পৃষ্ঠা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান: ১৯

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَانُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, **দয়ালু আল্লাহ** তার প্রতি দশটি (১০) রহমত অবতীর্ণ করে এবং একজন ফিরিশতা সেই দরূদ শরীফকে আমার নিকট পৌঁছিয়ে দিতে নিযুক্ত থাকে। (মু'জামু কবীর, ৮/১৩৪, নম্বর-৭৬১১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।[১]

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

১. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله! اُذْكُرُ الله! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন যে, দরূদে পাক কিরূপ উত্তম ওযীফা যে, আমাদের দরূদ ও সালাম আমাদের **আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم শ্রবণ করে থাকেন। সুতরাং বিশেষকরে দুঃখী, বিপদে লিপ্ত লোকেদের, অসুস্থদের, মক্কা শরীফ ও মদীনায়ে পাকে হাজিরীর আগ্রহীদের উচিৎ যে, তারা উঠতে বসতে, চলতে ফিরতে সর্বদা **প্রিয় আক্বা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার অভ্যাস গড়ে বরং তা নিজের ওযীফা বানিয়ে নেয়। اَلْحَمْدُ لِلّٰه দরূদে পাকের ফযীলত সম্বলিত অসংখ্য কিতাব লিপিবদ্ধ হয়েছে এবং ওলামায়ে কিরামও এর ফযীলত, উপকারীতা এবং বরকত সমূহ বর্ণনা করে থাকেন। আসুন! আরো কিছু শ্রবণ করি যে, দরূদে পাক অধিকহারে পাঠকারীনির কিরূপ বরকত নসীব হয়।

"তাফসীরে সীরাতুল জিনান" ৮ম খন্ডের ৮১নং পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: (১) যে সৌভাগ্যবান **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরূদ শরীফ প্রেরণ করে, তার প্রতি **আল্লাহ পাক**, ফিরিশতা এবং **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বয়ং

দরূদ প্রেরণ করে। (২) দরূদ শরীফ গুনাহের কাফফারা হয়ে যায়। (৩) দরূদ শরীফের মাধ্যমে আমল পবিত্র হয়ে যায়। (৪) দরূদ শরীফ দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। (৫) গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (৬) দরূদ প্রেরণকারীর জন্য দরূদ স্বয়ং ক্ষমা প্রার্থনা করে। (৭) তার আমলনামায় এক কিরাত (আরবের একটি পাল্লার নাম, যা দ্বারা ওজন করা হতো) প্রতিদান ও সাওয়াব লিপিবদ্ধ করে দেয়া হয়, যা উহুদ পাহাড় সমান হয়ে থাকে। (৮) দরূদ পাঠকারী মুসলমানকে সাওয়াব পুরোপুরি ওজনে প্রদান করা হবে। (৯) দরূদ শরীফ সেই ব্যক্তির জন্য দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কাজের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে, যে নিজের অযীফার পরিপূর্ণ সময় দরূদ শরীফ পাঠ করাতে অতিবাহিত করে। (১০) বিপদ থেকে মুক্তি অর্জিত হয়ে যায়। (১১) দরূদে পাকের সাক্ষ্য **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দিবেন। (১২) দরূদ শরীফ পাঠ করাতে শাফায়াত ওয়াজিব হয়ে যায়। (১৩) দরূদে পাক দ্বারা **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টি এবং তাঁর দয়া অর্জিত হয়। (১৪) **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি থেকে নিরাপত্তা অর্জিত হয়।(১৫) আরশের ছায়ায় জায়গা লাভ হবে। (১৬) মিযানে নেকীর পাল্লা ভারী হবে। (১৭) হাউজে কাওসারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ অর্জিত হবে। (১৮) কিয়ামতের পিপাসা থেকে নিরাপদ হয়ে যাবে। (১৯) জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে। (২০) পুলসিরাতে চলা সহজ হয়ে যাবে। (২১) মৃত্যুর পূর্বে জান্নাতে স্থান দেখানো হবে। (২২) দরূদ শরীফ গরীবদের জন্য সদকা করার সমতুল্য হবে। (২৩) এটা পুরোপুরি পবিত্রতা। (২৪) দরূদ শরীফ পাঠ করাতে সম্পদে বরকত হয়। (২৫) এর কারণে একশত বরং এরচেয়েও বেশি চাহিদা পূরণ হয়ে থাকে। (২৬) এটি একটি ইবাদত। (২৭) দরূদ শরীফ **আল্লাহ পাকের** নিকট পছন্দনিয় আমল। (২৮) দরূদ শরীফ হলো মাহফিলের সৌন্দর্য। (২৯) দরূদ শরীফের মাধ্যমে দারিদ্রতা দূর হয়। (৩০) জীবনের কষ্ট দূর হয়ে যায়। (৩১) এর মাধ্যমে কল্যাণের স্থান অনুসন্ধান করা হয়। (৩২) দরূদ শরীফ দ্বারা দরূদ পাঠকারী স্বয়ং, তার সন্তান, নাতি উপকৃত হবে। তারাও উপকৃত হবে, যাদের জন্য সাওয়াব প্রেরণ করা হয়েছে। (৩৩) **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

নৈকট্য নসীব হবে, দরূদ একটি নূর। (৩৪) মুনাফিকি এবং জংগ থেকে অন্তর পবিত্র হয়ে যায়। (৩৫) স্বপ্নে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত হবে। (৩৬) দরূদ শরীফ পাঠকারী মানুষের গীবত করা থেকে নিরাপদ থাকে। (৩৭) দরূদ শরীফ সমস্ত আমলের চেয়ে অধিক বরকতময় এবং উত্তম। (৩৮) দরূদ শরীফ দ্বীন ও দুনিয়ায় অধিক উপকারী এবং এছাড়াও এই অযীফায় জ্ঞানী ইসলামী বোনের জন্য অনেক বেশি সাওয়াব রয়েছে।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করার তৌফিক দান করুন। আমিন (সীরাতুল জিনান, ৮/৮১)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب!   صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! কোরআনে করীম দ্বারাও অযীফার প্রমাণ শ্রবণ করি। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

فَنَادٰی فِی الظُّلُمٰتِ اَنۡ لَّاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَكَ ٭ۖ اِنِّیۡ كُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ ﴿ۚۖ۸۷﴾

(পারা ১৭, সূরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতঃপর অন্ধকাররাশির মধ্যে ডাকলো, 'কোন উপাস্য নেই তুমি ব্যতীত; পবিত্রতা তোমারই, নিশ্চয় আমার দ্বারা অশোভন কাজ সম্পাদিত হয়েছে।

হযরত সাদ رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হযরত ইউনুস (عَلَيۡهِ السَّلَام) মাছে পেটে যখন দোয়া করলেন তখন এই বাক্য বলেছিলেন "لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنۡتَ سُبۡحٰنَكَ ٭ اِنِّیۡ كُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ" যে মুসলমান এই বাক্য দ্বারা কোন উদ্দেশ্যে দোয়া করবে তবে **আল্লাহ পাক** তা কবুল করে নিবেন।

(তিরমিযী, কিতাবুদ দাওয়াত, ৮১নং অধ্যায়, ৫/৩০২, হাদীস-৫৩১৬)

হযরত সাদ বিন আবী ওয়াক্কাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ বলেন: আমরা **নবী করীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট বসে ছিলাম, তখন **তিনি** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "আমি তোমাদের এমন বিষয় সম্পর্কে বলবো! যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তির উপর কোন বিপদ বা দুনিয়াবী বালা হতে কোন বালা অবতীর্ণ হয় এবং সে এর মাধ্যমে দোয়া করলে তবে তার বিপদ ও বালা দূর হয়ে যায়।" **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করা হলো: কেন নয়! ইরশাদ

করলেন: “(তা হলো) হযরত ইউনুস (عَلَیۡهِ السَّلَام) এর দোয়া “ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنۡتَ سُبۡحٰنَكَ ٭ اِنِّیۡ كُنۡتُ مِنَ الظّٰلِمِیۡنَ ” । (মুস্তাদরিক, ২/১৮৩, হাদীস- ১৯০৭)

অযীফার বরকতে শিখল ভেঙ্গে গেলো

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! অযীফার আরো কিছু বরকত শ্রবন করি:

হযরত সায়্যিদুনা মুহাম্মদ বিন ইসহাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَیۡهِ বর্ণনা করেন: হযরত মালিক আশজায়ী رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং আরয করলেন: আমার ছেলে শত্রুর হাতে বন্দী! **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে ইরশাদ করলেন: তুমি তোমার ছেলের নিকট এই বার্তা পৌঁছিয়ে দাও যে, **আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাকে অধিকহারে لَا حَوۡلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ পাঠ করার আদেশ দিয়েছেন।

হযরত সায়্যিদুনা আউফ বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ কে শত্রুরা শিখল দিয়ে বেঁধে রেখেছিলো, কিন্তু এই অযীফার বরকতে তার শিখল ভেঙ্গে গেলো, তিনি শত্রুর বন্দীশালা থেকে বের হয়ে তাদের একটি উটের উপর আরোহন করে চলতে শুরু করলেন। পথে একটি চরণ ভুমিতে শত্রুদের পশু চরছিলো। তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তাদের ডাক দিলে তখন সবই দৌঁড়ে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো। যখন তিনি ঘরে পৌঁছলেন তখন দরজায় এসে তার পিতামাতাকে ডাক দিলেন, তার পিতামাতা খুশি হয়ে গেলো এবং আশ্চার্যও হলো যে, আউফ তো বন্দীশালায় ছিলো, এখানে কিভাবে এলো? যাই হোক যখন তার পিতামাতা এবং তাদের খাদিম দরজার দিকে আসলো তখন দেখলো যে, হযরত সায়্যিদুনা আউফ رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ এর সাথে অনেক উট বিদ্যমান, তিনি رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ তার পিতামাতাকে নিজের এবং উটের সম্পর্কে বললেন। তার সম্মানিত পিতা তাঁকে বললেন: দাঁড়াও! আমি **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এই উটের সম্পর্কে জিজ্ঞানা করে নিই (যে, এই উট আমাদের জন্য হালাল কিনা?) সুতরাং তাঁর সম্মানিত পিতা **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলেন, তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে ইরশাদ

করলেন: এই উটগুলো তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো (অর্থাৎ এই উটগুলো তোমাদের জন্য হালাল)।

(তাফসীরে ইবনে কাসীর, ২৭তম পারা, সূরা তালাক, ২ ও ৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৮/১৭০)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

سُبْحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন যে, অযীফার কিরূপ বরকত প্রকাশিত হয়ে থাকে যে, যখন হযরত সায়্যিদুনা আউফ বিন মালিক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ শত্রুর বন্দীশালায় অবস্থান করে **হুযুরে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রদানকৃত অযীফাকে অধিকহারে পাঠ করলো তখন **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে সাহায্য আসলো, শিখল আপনাআপনিই ভেঙ্গে গেলো, বন্দীশালা থেকে মুক্তি নসীব হয়ে গেলো, তাঁর কারামতে উটের পাল তাঁর আওয়াজ শুনে তাঁর পেছনে পেছনে চলতে লাগলো এবং তিনি رَضِىَ اللهُ عَنْهُ **আল্লাহ পাকের** রহমত এবং **তাঁর** দয়ার দৃশ্য অবলোকন করার পর আনন্দচিত্তে নিজের বাড়ির দিকে যাত্রা করলেন। বর্ণনাকৃত ঘটনায় যেমনিভাবে অনেক পয়েন্ট যেমনিভাবে لَا حَوْل শরীফের গুরুত্ব ও ফযিলতও জানা গেলো যে, এটি একটি এমন শাক্তিশালী (Powerfull) অযীফা, যা বিপদাপদ থেকে মুক্তির জন্য অনেক উপকারী, সুতরাং যখনই কোন বিপদ বা অসুস্থতা আসে, যেমন; মনে আতঙ্ক সৃষ্টি হলে, প্রাণের বা সম্পদের ক্ষতি হয়ে গেলে, মালামাল বা টাকা পয়সা চুরি হয়ে গেলে, ঘরে আগুন লেগে গেলে, অন্যায় বা প্রতারণার শিকার হয়ে গেলে, শত্রুর ভীতি শান্তি কেড়ে নিলে, অবস্থা খারাপ হয়ে গেলে, অন্যায়ভাবে কোন মামলায় ফেঁসে গেলে, কোন দূর্ঘটনার শিকার হলে, যাদের থেকে ঋণ নিয়েছিলো তারা ঋণ শোধ করার জন্য চাপ দিলে, তুফান, বন্যা বা ভুমিকম্প হলে, ঘরে কোন অসুস্থতা হলে তবে لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ অধিকহারে পাঠ করুন, اِنْ شَآءَ الله উপকৃত হবেন এবং উপকৃত হবেনা বা কেন, কেননা স্বয়ং **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুবারক মুখে لَا حَوْل শরীফের ফয়িলত এবং এর বরকত বর্ণনা করেছেন। আসুন! বরকত অর্জনের জন্য আমরাও **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি।

(১) ইরশাদ হচ্ছে: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করো, কেননা এটি জান্নাতের ধনভান্ডারের মধ্যে একটি ধনভান্ডার। (মুসলিম, ১১১২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৭০৪)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: আমি তোমাদেরকে জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্য থেকে একটি দরজা সম্পর্কে বলবো না? আরয করা হলো: তা কি? ইরশাদ করলেন: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ। (মাজমুয়ায যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আযকার, ১০/১১৮, হাদীস- ১৬৮৯৭)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: যে ব্যক্তি لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ পাঠ করলো তবে তা (তার জন্য) নিরানব্বইটি (৯৯) রোগের ঔষধ স্বরূপ, এর মধ্যে সবচেয়ে হালকা রোগ হলো চিন্তা ও দুঃখ।

(আত তারগিব ওয়াত তারহিব, কিতাবুয যিকিরে ওয়াদ দোয়া, ২/২৯১, নম্বর- ২৪৪৮)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: হে আলী (رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ)! আমি কি তোমাকে এমন বাক্য বলবো না, যা তুমি বিপদের সময় পাঠ করবে। আরয করলেন: অবশ্যই ইরশাদ করুন! আপনার প্রতি আমার প্রাণ কুরবান! সর্ব প্রকার কল্যাণের বিষয়গুলো আমি **আপনার** নিকটই শিখেছি। ইরশাদ করলেন: যখন তুমি কোন বিপদের সম্মুখীন হও, তখন এভাবে পাঠ করো: "بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ" অতএব **আল্লাহ পাক** এর বরকতে যে সমস্ত বিপদ আপদকে ইচ্ছা করেন, দূর করে দিবেন। (আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাতি, ১২০ পৃষ্ঠা)

এছাড়াও ওলামায়ে কিরামরাও لَا حَوْل শরীফের বরকত সমূহ বর্ণনা করেছেন।

হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ লিখেন: সূফীয়ায়ে কিরাম (رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّلَام) বলেন: যে ব্যক্তি সকাল ও সন্ধ্যায় একুশবার لَا حَوْل শরীফ (অর্থাৎ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ) পাঠ করে পানিতে দম করে পান করে নিবে তবে اِنْ شَآءَ اللّٰه শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্তি অর্জিত হবে।

(মিরাতুল মানাজিহ, ১/৮৭)

সকাল ও সন্ধ্যার সংজ্ঞা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়া** এর ১২ পৃষ্ঠায় **সকাল ও সন্ধ্যার সংজ্ঞা** বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেন: অর্ধরাত অতিবাহিত হওয়ার পর থেকে সূর্যের প্রথম কিরণ চমকানো

পর্যন্ত সময়কে "**সকাল**" বলে। এ সময়ের মধ্যে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা সকালে পাঠ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে এবং যোহরের সময় শুরু হওয়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়কে "**সন্ধ্যা**" বলে। এ সময়ের মধ্যে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা সন্ধ্যায় পাঠ করা হয়েছে বলে গণ্য হবে। (শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়া, ১২ পৃষ্ঠা)

আসুন! **ফতোয়ায়ে রযবীয়া** ২৩তম খন্ডের ৩৯৮ পৃষ্ঠা থেকে অযীফা সম্পর্কে কিছু জ্ঞানগর্ব পয়েন্ট শ্রবণ করি:

১. যখনই কোন অযীফা পাঠ করা হবে তখন তা যেনো কোন জায়িয কাজ পূর্ণ করার জন্য **আল্লাহ পাকের** দরবারে বিনম্র হওয়ার মাধ্যম হয়। তাছাড়া অযীফা পাঠকারী অযীফাকে **আল্লাহ পাকের** দরবারে ওসীলা বানাবে এবং সাওয়াবের নিয়্যতে অযীফা পাঠ করবে।

২. যদি অযীফা এই নিয়্যতে পাঠ করা হয় যে, আমার কাজ হয়ে যাক তবুও জায়িয তো রয়েছে, কিন্তু সাওয়াব পাওয়া যাবে না।

৩. এটা কিভাবে জানা যাবে যে, অযীফা সাওয়াব ও দোয়া মনে করে পাঠ করছে নাকি নিজের লক্ষ্য অর্জনের জন্য করছে? এর একটি নিদর্শন হলো যে, যদি অযীফা পাঠ করার পরও উদ্দেশ্য সফল না হয় তবে অযীফা পাঠ করাই ছেড়ে দিলো অথবা এই অযীফা নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য ছিলো, কেননা যদি দোয়া ও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে করতো তবে অব্যাহত রাখতো।

৪. অযীফা জায়িয কাজের জন্য হওয়া চাই। যদি নাজায়িয কাজের জন্য হয় যেমন; স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দেয়ার জন্য হয় তবে এরূপ অযীফা করা হারাম।

৫. অযীফা যদি কোন জায়িয কাজের জন্যই হয়, কিন্তু নাজায়িয পদ্ধতিতে হয় যেমন; নিম্নস্তরের জ্ঞান ইত্যাদির মাধ্যমে তবুও হারাম। (ফতোয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৩৮৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাধারনত যখন মানুষ অসুস্থ হয় তখন সোজা কোন ডাক্তার বা হাকিমের নিকট যায়, সেই ডাক্তার বা হাকিম রোগীর অবস্থা

অনুযায়ী তাকে কিছু বিষয় মেনে চলতে বলে, যেমন; সাধারন খাবার খেতে বলে এবং বলে: যদি মেনে চলো তবেই এই ঔষধ কাজ করবে,মেনে চললে দ্রুত আরোগ্য লাভ হবে, যদি মেনে না চলো তবে টাকা নষ্ট করা ছাড়া আর কিছুই হবে না। এখন রোগী যদি তার পরামর্শ অনুযায়ী ঔষধ সময় মতো খায় এবং নিয়মিত কথা মেনেও চলে তবে اِنْ شَآءَ الله সে দ্রুত আরোগ্য লাভ করে, কিন্তু যদি সে ঔষধ সময় মতো না খায়, নিষেধ করা খাবার অধিক পরিমানে খায়, তার মনে এরূপ খেয়াল চাপে যে, জানিনা ঔষধ কাজ করবে কিনা, জানিনা আমি সুস্থ হবো কিনা, এর দ্বারা আমার কোন ক্ষতি হবে না তো? তবে নিশ্চয় সে অনেক বড় মূর্খ। অনুরূপভাবে অযীফার ব্যাপার হলো যে, যদি কেউ অযীফার মূলনীতি গুলো না মানে, যে সকল কাজ করা উচিৎ, তা না করে এবং যা থেকে বিরত থাকা উচিৎ, তা করে, তার মনে এরূপ খেয়াল আসতে থাকে যে, জানিনা এই অযীফা পাঠ করাতে আমার রোগ দূর হবে কিনা, অযীফা পাঠ করাতে রোজগারে বরকত হবে কিনা, অযীফা পাঠ করাতে মাথা খারাপ তো হয়ে যাবে না, অযীফা পাঠ করাতে উল্টো আমার কোন ক্ষতি হবে না তো ইত্যাদি, তবে এরূপ অবস্থায় লক্ষ্যে কখনো সফল হতে পারে না এবং তার অযীফা দ্বারা কোন উপকার হবে না। আর এর বিপরীতে অযীফাকে শর্ত সাপেক্ষে ও আদব সহকারে পাঠকারী পরিপূর্ণ উপকৃত হয়ে থাকে।

অযীফা পাঠের প্রয়োজনীয় আদব

মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **“জান্নাতি জেওর”** এ লিপিবদ্ধ রয়েছে: মনে রেখো! যেমনিভাবে গাছ গাছালি ও সকল ঔষধের প্রভাব তখনই প্রকাশ পায় যখন তা এমন ভাবে ব্যবহার করা হয় যা তার ব্যবহার করার পদ্ধতি, অনুরূপভাবে বিভিন্ন আমল ও তাবীযেরও কিছু শর্ত রয়েছে, কিছু ব্যবস্থা ও কিছু উপকরণ রয়েছে, যতক্ষণ এই বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা হবে না, কোন আমলের প্রভাব প্রকাশ পাবে না এবং বরকত অর্জিত হবে না, এই শর্তগুলোর মধ্যে সাতটি (৭) খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং খুবই জরুরী, যা ছাড়া কোরআনী আমলের প্রভাবের আশা করা বোকামি। সেই শর্তগুলো হলো:

আমল ও ঔষধের সাতটি শর্তাবলী

(১) হালাল খাবার খাওয়া এবং হারাম খাবার খাওয়া থেকে বিরত থাকা। (২) সত্য কথা বলা এবং মিথ্যা বলা থেকে সর্বদা বিরত থাকা। (৩) নিয়্যত বিশুদ্ধ এবং পবিত্র রাখা, প্রত্যেক নেকীই **আল্লাহ পাকে**র জন্যই করা। (৪) শরীয়তের আহকামের প্রতি পুরোপুরি অনুসরণ করা। (৫) **আল্লাহ পাকের** দ্বীনে স্তম্ভসমূহ যেমন; কোরআন, কাবা, নবী, নামায ইত্যাদির সম্মান করা এবং বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن সর্বদা আদব ও সম্মান করা। (৬) যে অযীফাই পাঠ করবে তা পরিপুর্ণ মনযোগ সহকারে পাঠ করা। (৭) যে আমল এবং অযীফা পাঠ করবে, তার প্রভাবের প্রতি পুরোপুরি নিশ্চত ও বিশ্বাস রাখা। যদি সন্দেহ থাকে তবে আমল বা অযীফার কোন প্রভাব থাকবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অনেক সময় অযীফার ফযীলত ও বরকত শুনে পাঠ করার মানসিকতা তো সৃষ্টি হয়, কিন্তু এর উপর অটলতা লাভ করতে পারিনা, এই দু'টি মূল কারণ থাকতে পারে, একটি হলো, সম্ভবত বিশুদ্ধ পাঠ করতে জানিনা, যার কারণে আমরা অযীফা পাঠ করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাই, এই দূর্বলতাকে দূর করা উচিৎ, আমরা কোরআনে করীম বিশুদ্ধ ভাবে পাঠ করা শিখে নিই, এর বরকতে অযীফা বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে পারবো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে কোরআনে করীম বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়, প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনা মজলিশের অধিনে দেশ বিদেশে হাজারো প্রাপ্ত বয়স্কাদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়ানো হয়, যাতে হাজারো ইসলামী বোন ফ্রি কোরআনে করীমের শিক্ষা লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। আমাদের উচিৎ যে, আমরাও তাদের সাথে অন্তর্ভূক্ত হয়ে বিশুদ্ধ মাখারিজ সহকারে কোরআনে করীম শিখার সৌভাগ্য অর্জন করি।

অযীফা পাঠে অলসতার দ্বিতীয় কারণ এটা হতে পারে যে, সম্ভবত আমরা দ্রুত ঘাবড়ে যাই, অমুক অযীফা পাঠ করতে তো এত সময় লেগে যায়, আমার নিকট এত সময় নেই, এই দূর্বলতাকে দূর করার পদ্ধতি একটি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝার চেষ্টা করি।

যদি কেউ দীর্ঘ সফর করে, যেমন; টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া যাবে তবে সে কিছুক্ষণ পর পর সড়কে দেয়া কিলোমিটারের চিহ্নগুলো দেখবে যে, আরো এতদূর বাকী আছে, আরো এত কিলোমিটার সফর করতে হবে, এই কিলোমিটারের চিহ্নগুলো দেখতো থাকাতে তার এটা অনুভব হবে যে, সম্ভবত তার সফর সহজ হয়ে যাচ্ছে, এক পর্যায়ে সে নিজের গন্তব্যে পৌঁছে যায়।

অনুরূপভাবে সাওয়াবের প্রতি দৃষ্টি রাখবেন এবং শুরুতে কয়েকটি অযীফার জন্য কতটুকু সময় লাগে তা অনুমান করে নিন যে, অমুক অযীফা পাঠ করতে কতটুকু সময় লাগছে, যেমন; সূরা মুলকের তিলাওয়াত করতে প্রায় ৫ মিনিট লাগে, শাজারায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া যিয়ায়ীয়া আত্তারীয়ায় প্রদত্ত অযীফা সমূহে প্রতিদিনকার একটি অযীফা রয়েছে যা ৭০বার পাঠ করতে হয় এবং তা হলো "اَسْتَغْفِرُاللهَ الْعَظِيْمَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ", এতে প্রায় ৪ মিনিট লাগে, ১৬৬বার "لَآاِلٰهَ اِلَّااللهُ" পাঠ করতে হয় (শেষে "مُحَمَّدٌرَّسُوْلُ اللهِ") এতে প্রায় সোয়া ৪ মিনিট লাগে, ১১১বার যদি এই দরূদ শরীফ "صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد" পাঠ করা হয় তবে প্রায় সাড়ে ৪ মিনিট সময় লাগে। তিন কুল (অর্থাৎ সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস) পাঠকারীর জন্য সকল বালা থেকে নিরাপত্তার সুসংবাদ রয়েছে, এই অযীফা পাঠ করতে প্রায় দেড় মিনিট লাগবে। অনুরূপভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তবে অনেক অযীফা এমনও রয়েছে, যা খুবই সংক্ষিপ্ত সময় অর্থাৎ কয়েক মিনিট লাগবে, এভাবে পর্যবেক্ষণ করলে **আল্লাহ পাকে**র দয়ায় আশা করা যায় যে, পাঠ করাতে অটলতা নসীব হবে। اِنْ شَآءَ الله

অতঃপর আমরা এটাও চিন্তা করি যে, প্রতিদিন জানিনা কত ঘন্টা সময় অহেতুক কথাবার্তায় চলে যাচ্ছে, যাতে গীবতও হয়ে থাকে, অনেক ইসলামী বোনের মনে কষ্ট দেয়া হয়ে যাচ্ছে, মুখের অসতর্কতার কারণে মিথ্যাও বের হয়ে

যাচ্ছে। **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে মুখের সঠিক ব্যবহার করে অধিকহারে তাঁর যিকির করার তৌফিক নসীব করুক। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ বর্তমান সময়ে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ন্যায় একজন কামিল পীর বিদ্যমান রয়েছেন। তাঁর প্রদত্ত তাবীযাত ও অযীফা সমূহ খুবই প্রভাবময় হয়ে থাকে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ তাঁর মুসলমানের কল্যাণ কামণার মহান প্রেরণার অধিনে প্রসিদ্ধ কোরআনী সূরা, দরূদ শরীফ, রূহানী ও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা সম্বলিত কিতাব **“মাদানী পাঞ্জে সূরা”**, চিকিৎসার ঘরোয়া পদ্ধতি সম্বলিত কিতাব **“ঘরোয়া চিকিৎসা”** এবং **আল্লাহ পাকের** মুবারক নামের বরকত সম্বলিত পুস্তিকা **“চল্লিশটি রূহানী চিকিৎসা”** এর উপহার উম্মতের জন্য প্রদান করেছেন। তাছাড়াও পুস্তিকা **“অসুস্থ আবিদ” “জীবিত কন্যাকে কুপে নিক্ষেপ করলো” “পাখি ও অন্ধ সাপ” “ব্যাঙ আরোহী বিচ্ছু”** এবং **“পর্দা সম্পর্কীত প্রশ্নোত্তর”** কিতাবেও তিনি دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه অসংখ্য অযীফা লিপিবদ্ধ করেছেন।

সুতরাং এই কিতাব ও পুস্তিকাগুলো আজই মাকতাবাতুল মদীনা থেকে সংগ্রহ করুন এবং অন্যান্য ইসলামী বোনকেও উপহার স্বরূপ প্রদান করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! মনে রাখবেন! যেমনিভাবে তাবীয ও অযীফা সমূহ বিপদ, চিন্তাগ্রস্ততা এবং রোগ বালাই থেকে মুক্তি প্রদানে উপকারী, তেমনিভাবে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করাও চিন্তাগ্রস্ততা ও রোগ বালাই থেকে মুক্তি লাভের একটি অনন্য অযীফা, কোরআনের তিলাওয়াতের বরকত এবং **আল্লাহ পাকের** দয়ায় আমাদের অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারে।

কোরআন দ্বারা চিকিৎসা

এক ব্যক্তি **রাসূলে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে গলা ব্যাথা অভিযোগ করলো তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: কোরআন পাঠ করতে থাকো। (শুয়াবুল ঈমান, ২/৫১৯, হাদীস- ২৫৮০)

অনুরূপভাবে এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: আমার বুকে ব্যাথা। ইরশাদ করলেন: কোরআন পড়ো, **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ

(পারা ১১, সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর অন্তরগুলোর বিশুদ্ধতা।

(তাফসীরে দুররে মনসুর, ইউনুস, ৫৭ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৩৬৬)

বরং কোরআনে করীম তো বিভিন্ন রোগের উত্তম ঔষধও, যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: خَيْرُ الدَّوَاءِ اَلْقُرْاٰنُ অর্থাৎ উত্তম ঔষধ হলো কোরআনে করীম। (ইবনে মাজাহ, কিতাবুত তিব, ৪/১১৬, হাদীস- ৩৫০১)

হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে লিখেন: অথ্যাৎ উত্তম তাবীয হলো, যা কোন কোরআনি আয়াতের মাধ্যমে করা হয়।

১৫তম পারা সূরা বনি ইসরাঈলের ৮২ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ

(পারা ১৫, সূরা বনি ইসরাঈল, আয়াত ৮২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর আমি কোরআনের মধ্যে অবতীর্ণ করি ওই বস্তু, যা ঈমানদারদের জন্য আরোগ্য ও রহমত।

তো কোরআনে করীম অন্তর, শরীর এবং রূহ সব কিছুর জন্যই ঔষধ স্বরূপ। যখন অনেকের বাণীও বৈশিষ্ট মন্ডিত ও উপকারী হয়ে থাকে, তবে **আল্লাহ পাকের** বাণীর ব্যাপারে আপনার ধারণা কি, যার ফযীলত অন্যান্য বাণীর উপর এমন যেমন **আল্লাহ পাক তাঁর** সৃষ্টির উপর। কোরআনে পাকে কিছু এমন আয়াত

রয়েছে, যা বিশেষ রোগ এবং বিপদ দূর করার জন্যই, এই আয়াত সমূহের পরিচিতি বিশেষ লোকদেরই হয়ে থাকে। (ফয়যুল কদীর, ৩/২৬৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه কোরআনে পাকের সকল সূরার নিজস্ব ফযীলত, বিশেষত্ব এবং শান রয়েছে, যা প্রাণ ও সম্পদের নিরাপত্তা, দুঃখ দুর্দশা নিরারন করে অন্তরে খুশি প্রদান করে এবং রোগ থেকে আরোগ্য প্রদানের জন্য যথেষ্ট। আসুন! উৎসাহ গ্রহণার্থে মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"জান্নাতি জেওর"** থেকে কোরআনে পাকের কয়েকটি সূরার ফয়িলত ও বিশেষত্ব এবং উপকারীতা শ্রবণ করি:

কোরআনী সূরার ফযীলত ও বিশেষত্ব এবং উপকারীতা

☆ **সূরা ফাতিহা** ১০০বার পাঠ করে যে দোয়া করা হয়, তা কবুল হয়। ☆ **সূরা বাকারা** তিলাওয়াত করাতে শয়তান ঘর থেকে পালিয়ে যায়। ☆ **আয়াতুল কুরসী** পাঠ করাতে অভাব দূর হয়ে যায়। ☆ **সূরা কাহাফ** সর্বদা পাঠকারীনি দাজ্জালের ফিতনা থেকে নিরাপদ থাকবে। ☆ **সূরা দুখান** পাঠ করাতে বিপদ দূর হয়ে যায়। ☆ যে মৃত্যুপথযাত্রী তার উপর **সূরা জাসিয়া** পাঠ করে দম করলে মৃত্যু ঈমানের সহিত হবে। ☆ **সূরা হুজরাত** পাঠ করা এবং দম করে পানি পান করা ঘরে কল্যাণ ও বরকতের জন্য উপকারী। ☆ **সূরা আর রহমান** ১১বার পাঠ করাতে সকল উদ্দেশ্য পূরণ হয়। ☆ প্রতিদিন **সূরা ওয়াকিয়া** পাঠ করাতে কখনো দারিদ্রতা আসবে না। ☆ **সূরা মূলক** প্রতিরাতে পাঠ করাতে কবরের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। ☆ **সূরা মুযাম্মিল** ১১বার পাঠ করাতে সকল বিপদ সহজ হয়ে যায়। ☆ **সূরা নাযিয়াত** পাঠ করাতে মৃত্যুকষ্ট হয়না। ☆ **সূরা আলাম নাশরাহ** যে সম্পদের উপর পাঠ করা হয়, তাতে অত্যধিক বরকত হবে। ☆ **সূরা ত্বীন** ৩বার পাঠ করাতে চরিত্র ও আচরণ উন্নত হয়। ☆ **সূরা আলাক** জোড়ার ব্যাথার ঔষধ, যে সকাল সন্ধ্যা সূরা কদর পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার সম্মান বৃদ্ধি করে দিবে। ☆ **সূরা বাইয়্যিনাহ** হচ্ছে কুষ্ঠ এবং

পান্ডু রোগের প্রতিকার। ✯ **সূরা যিলযাল** হলো কোরআনের এক চতুর্থাংশ। ✯ যার নযর লেগে যায় তার উপর **সূরা আদিয়াত** পাঠ করে দম করা উপকারী। ✯ **সূরা আল কারিয়া** পাঠ করাতে বালা-মুসিবত থেকে নিরাপদ থাকা যায়। ✯ **সূরা তাকাসুর** ৩০০বার পাঠ করাতে খুব দ্রুত ঋণ আদায় হয়ে যায়। ✯ **সূরা আছর** পাঠ করাতে দুঃখ দূর হয়ে যায়। ✯ **সূরা হামযা** এবং **সূরা ফিল** শত্রুর অনিষ্ট থেকে নিরাপত্তা এবং **সূরা কোরাইশ** প্রাণের নিরাপত্তার জন্য পরীক্ষিত। ✯ **সূরা মাউন** বড় বিপদের সময় পাঠ করা উপকারী। ✯ **সূরা কাওসার** তিলাওয়াত করাতে নিঃসন্তানের সন্তান হয়ে যায়। ✯ **সূরা কাফিরুন** কোরআনের চতুর্থাংশের সমান। ✯ **সূরা ইখলাস** কোরআনে তৃতীয়াংশের সমান, এর অনেক ফযীলত রয়েছে। ✯ **সূরা ফালাক** ও **সূরা নাস** জ্বিন ও শয়তান এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে বাচিঁয়ে রাখে। (জান্নাতি যেওর, ৫৮৮ পৃষ্ঠা)

আহ! আমাদেরও যেনো কোরআনে করীম তিলাওয়াত করার প্রেরণা নসীব হয়ে যায়। اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সালাম করার সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আসুন! হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **"১০১টি মাদানী ফুল"** থেকে সালাম করার সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি। ✯ কোন মুসলমানের (মাহারিম) সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। ✯ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত **বাহারে শরীয়তের** ৩ ৩ খন্ডের ৪৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশের সারমর্ম হচ্ছে: "সালাম করার সময় অন্তরে যেন এ নিয়্যত থাকে যে, আমি যাকে সালাম করছি তার সম্পদ ও মান সম্মান সবকিছু আমার হিফাযতে এবং আমি এসব কিছুর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি, ✯ দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ, ✯ আগে সালাম করা সুন্নাত,

✯ প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ পাকের** নিকটবর্তী ও প্রিয়, ✯ প্রথমে সালাম দানকারী ব্যক্তি অহংকার থেকে মুক্ত। যেমন; **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "সর্বপ্রথম সালামকারী অহংকারমুক্ত।" (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৩৩) ✯ প্রথমে সালাম প্রদানকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত) ✯ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললে দশটি নেকী অর্জন হয় সাথে وَرَحْمَةُ الله বৃদ্ধি করলে ২০টি নেকী অর্জন হয় এবং وَبَرَكَاتُهٗ বৃদ্ধি করলে ৩০টি নেকী অর্জন হয়। অনেকেই সালামের সাথে জান্নাতুল মকাম এবং দোযখ হারাম ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করে এটা ভুল পদ্ধতি। ✯ সালামের উত্তর সাথে সাথে এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজিব যেন সালাম প্রদানকারী ইসলামী বোন শুনতে পায়)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু'টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু'টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

যে সমস্ত পাখির বিষ্ঠা পাক

বাদুড়ের বিষ্ঠা ও প্রস্রাব উভয়টি পবিত্র। (দুররে মুখতার, রদ্দুল মুহতার, ১/৫৭৪ । বাহারে শরীয়াত, ২/১১৩) যে সমস্ত হালাল পাখি আকাশে উড়ে, যেমন- চড়ুই, কবুতর, ময়না, মাছরাঙ্গা/ গাংচিল ইত্যাদির বিষ্ঠা পবিত্র। (প্রাগুক্ত, ১১৩ পৃষ্ঠা)

মাছের রক্ত পবিত্র

মাছ ও পানির অন্যান্য প্রাণী এবং ছাড়পোকা ও মশার রক্ত এবং খচ্চর ও গাধার লালা এবং ঘাম পবিত্র। (বাহারে শরীয়াত, ২১১৪)

বয়ান: ২০

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ اللّٰه وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

হযরত সামুরা সুয়ায়ী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলেন: আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম, এমন সময় এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরয করলো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! **আল্লাহ পাকের** দরবারে সবচেয়ে উত্তম আমল কোনটি? তখন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: সত্য কথা বলা এবং আমানত ফিরিয়ে দেয়া। (বর্ণনাকারী বলেন:) আমি আরয করলাম: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আরো কিছু ইরশাদ করুন! তখন ইরশাদ করলেন: অধিকহারে যিকির এবং আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করাও (উত্তম আমল) কেননা এই আমল দারিদ্রতাকে দূরীভূত করে।(১)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।(২)

মাসআলা: নেক ও জায়িয কাজে ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

---

১. আল কওলুল বদী, আবুস সানি ফি সাওয়াবিস সালাতি আলা রাসূলুল্লাহ..., ২৭৩ পৃষ্ঠা।
২. মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস ৫৯৪২।

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। প্রয়োজনে সংকুচিত হয়ে ও সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। تُوْبُوْا اِلَى الله!, اُذْكُرُوا الله!, صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ইজতিমার পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো, বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোন প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাক আমাদেরকে জীবনের অমূল্য নেয়ামত দ্বারা ধন্য করেছেন, আমাদের উচিৎ যে, এর গুরুত্ব দেয়া, কেননা জীবন বরফের ন্যায় গলে যাচ্ছে এবং মৃত্যু তার সকল কঠোরতাসহ আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। অতি শীঘ্রই মরতে হবে, অন্ধকার কবরে নামতে হবে এবং নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে। নিঃসন্দেহে ঐ ইসলামী বোন সৌভাগ্যবান, যে মৃত্যুর পূর্বে আখিরাতের প্রস্তুতি নিয়েছে। অতএব জীবনের শেষ নিশ্বাস পূর্ণ হওয়ার পূর্বে যতটুকু সময় পাওয়া যায়, তাকে গণিমত মনে করে, নিজের **রবের** সন্তুষ্টি অর্জন করাতে লিপ্ত হয়ে যান এবং এর একটি সহজ মাধ্যম হলো যে, আপন **দয়ালূ রবের** অধিকহারে ইবাদত করা। আজকের বয়ানে আমরা সাহাবীয়াগণের ইবাদত সম্পর্কে শ্রবণ করবো যে, সেই নেককার মহিলাগণ আপন **দয়ালূ রবের** কতটুকু ইবাদত করতো, যাতে আমরাও তাঁদের চরিত্র অনুযায়ী চলে

ইবাতদ করি এবং আমাদেরও নেক আমল করার প্রেরনা নসীব হয়ে যায়। আসুন! সর্বপ্রথম খাতুনে জান্নাত, হযরত ফাতিমা رَضِیَ اللہُ عَنۡھَا এর ইবাদতের একটি ঘটনা শুনি:

বিয়ের রাত ইবাদতে অতিবাহিত

খাতুনে জান্নাত, শাহজাদিয়ে রাসূল হযরত বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللہُ عَنۡھَا এর জন্য মুহাজির ও আনসারের সম্মানিত ব্যক্তিরা বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم প্রতিত্তোরে ইরশাদ করেন: আমি **আল্লাহ পাকের** সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় রয়েছি। অবশেষে যখন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা, শেরে খোদা کَرَّمَ اللہُ وَجۡھَہُ الۡکَرِیۡم বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন তখন **মাহবুবে খোদা** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নূরানী চেহারায় খুশি ও আনন্দ ফুটে উঠলো এবং প্রয়োজনিয় ব্যবস্থা গ্রহনের পর (হিজরতের ২য় বছর সফর মাসে[১]) নিজের কলিজার টুকরোকে বিবাহ দেন। যখন এই বিবাহের একমাস অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর ইচ্ছায় **হুযুর** صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم অনেক বড় খাবারের আয়োজন করলেন অতঃপর স্বয়ং পায়ে হেঁটে হযরত আলী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর বাড়ি পর্যন্ত তাশরীফ নিয়ে গেলেন এবং দোয়া করে খাতুনে জান্নাতকে বিদায় দিলেন। যখন রাতের অন্ধকার ছেয়ে গেলো এবং সায়্যিদুনা আলী رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ সায়্যিদা ফাতিমা رَضِیَ اللہُ عَنۡھَا এর সাথে ভালবাসাপূর্ণ কথাবার্তা বলতে লাগলেন তখন হঠাৎ তিনি رَضِیَ اللہُ عَنۡھَا কাঁদতে শুরু করলেন। শেরে খোদা کَرَّمَ اللہُ وَجۡھَہُ الۡکَرِیۡم আশ্চার্য হয়ে যখন তাঁর কান্না করার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন তখন বলতে লাগলেন: আমি তো আমার ঐ অবস্থার ব্যাপারে চিন্তা করছি যে, যখন আমার বয়স শেষ হয়ে যাবে এবং আমাকে কবরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হবে, আজ আমার সম্মান ও গর্বের বিছানায় প্রবেশ করা কাল কবরে প্রবেশ করার মতোই। সুতরাং উচিৎ যে, আজ রাতে আমরা আমাদের রবের দরবারে দন্ডায়মান হয়ে ইবাদত করা, কেননা **তিনিই** ইবাদতের অধিক হকদার। অতএব এরপর উভয় পবিত্র ব্যক্তিত্ব উঠলেন

১. সীরাতে সৈয়দুল আম্বিয়া, ২৯৬ পৃষ্ঠা।

এবং **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে লিপ্ত হয়ে গেলেন।[১]

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বিবাহ হলো দু'জন মানুষের মাঝে এমন একটি বন্ধনের নাম, যা রক্ষা করার জন্য মনের মিল এবং স্বভাবের মিল হওয়া খুবই প্রয়োজন। যখন এই বন্ধন প্রতিষ্ঠা হয়ে যায় তখন আনন্দ ও খুশির যেনো বন্যা বয়ে যায়, যাতে সবাই বয়ে চলে যায়। কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মাদানী চিন্তাধারার প্রতি! যখন এই পবিত্র বন্ধনে বন্দি হলেন তখনও নিজের কবরকে স্মরন করতে লাগলেন। কেমন খোদাভীতি ছিলো যে, কনে সেজেও তিনি এই বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেননি যে, আজ যদিও কনে সাজিয়ে তার আঁচলকে খুশিতে পূর্ণ করে দেয়া হলো কিন্তু কাল তার লাশও তো উঠানো হতে পারে। এই দুনিয়ার বাস্তবতা এটাই, একদিকে খুশির প্রণয় বাজছে অপরদিকে কারো মৃত্যুতে আহাজরী চলছে। একদিকে আনন্দ ও খুশির ফুল প্রস্ফুটিত হচ্ছে তো অপরদিকে কোথাও দুঃখ ও চিন্তার প্রখর রোদ অস্তিত্বকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। কেউ সত্যই বলেছেন যে,

নাসিমে সুবহ গুলশান মে গুলোঁ সে খেলতি হোগী,
কিসি কি আ'খেরী হিচকী কিসি কি দিল লাগি হোগী।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, তিনি শুধু একজন নবীর কন্যা হওয়ার হক আদায় করেননি বরং এটাও প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, তিনি আসলেই জান্নাতী মহিলাদের সর্দার। কেননা যেমনিভাবে তিনি **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর এই বাণীর উপর আমল করেছেন: **জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান হলো সেই, যে নিজের নফসকে যাচাই করে এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য আমল করে।** তেমনিভাবে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আপন **রবের** স্মরন থেকেও উদাসীন হননি, বরং এই বিষয়টিকে সমানে রাখলেন যে,

১. আর রউযুল ফায়েক, ২৭৪ পৃষ্ঠা।

আল্লাহ পাক তাঁকে এই দুনিয়ায় নিজের ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। যেমনটি ২৭তম পারা সূরা যারিয়াতের ৫৬নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং আমি জিন ও মানব ই জন্যই সৃষ্টিই করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہَا এর এই আমলকে যেনো খলিফায়ে আলা হযরত, মুহাদ্দীসে আযম হিন্দ হযরত মাওলানা শাহ আবুল মাহামিদ সৈয়দ মুহাম্মদ আশরাফী জিলানী খুছুছুভী رَحْمَۃُ اللّٰہِ عَلَیْہِ তাঁর এই পঙতিতে সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন:

দিন কো হুশিয়ার রাহো রাত কো বেদার রাহো,
চেয়ন কি নিন্দ কাহাঁ মিলতি হে তুরবত কে সিওয়া। (ফরশ পর আরশ, ১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

দাস দাসত্বের জন্য

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! উপরে বর্ণিত আয়াতে করীমাকে সামনে রেখে প্রত্যেক বৃদ্ধিমতি ইসলামী বোনও এটা জানে যে, যেই জিনিস যেই কাজের জন্য বানানো হয় যদি সেই কাজে না আনে, তবে তা মূল্যহীন, সুতরাং যে সকল ইসলামী বোন আপন সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তাকে না চিনে, তাঁর দাসত্ব ও ইবাদত না করে, সে নামে তো বান্দি তবে বাস্তবে নয়, বরং একটি মূল্যহীন বস্তু। তাই আমরা বলতে পারি যে, ইবাদত ও বন্দেগীর কারণেই বান্দি, বান্দি হতে পারে এবং এতেই তার দুনিয়াবী সফলতা ও আখিরাতের মুক্তি রয়েছে।

কিন্তু আফসোস! দুনিয়ার অভিশাপ যেখানে আমাদেরকে আপন **দয়ালূ রবের** দরবারে উপস্থিতির ইচ্ছা থেকে বিরত রাখে, তেমনি **তাঁর** দাসত্বের চিন্তা ও উত্তম আমল করা থেকেও বিরত রাখে, একটু ভাবুন তো! যখন দুনিয়ার চিন্তা এই প্রতিবন্ধকতার কারণ, তবে স্বয়ং দুনিয়া কিরূপ প্রতিবন্ধকতার কারণ হতে পারে। অথচ এই দুনিয়া ইবাদত ও বন্দেগী করার স্থান এবং **আল্লাহ পাক** আমাদের

সবাইকে এই উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছেন, সুতরাং আমাদের উপর আবশ্যক যে, এই হিসেবে **তাঁর** বন্দেগী করা এবং নিজের প্রত্যেকটি কাজ আপন পালনকর্তা ও সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছানুযায়ী করা, কেননা যদি আমরা ক্ষমতা থাকা স্বত্বেও **আল্লাহ পাকের** ইবাদত বা **তাঁর** সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল না রাখি বরং নিজের কামভাবের অনুসরনে লেগে থাকি এবং **তাঁর** ইবাদত ও বন্দেগী করা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিই, তবে অবশ্যই আপন মালিক ও মওলার পক্ষ থেকে নিন্দা ও শাস্তির হকদার হবে।

একদিন মরনা হে আখির মউত হে
কর লে জু করনা কে আখির মউত হে
ইয়াদ রাখ হার আ'ন আখির মউত হে
বন তু মত আঞ্জান আখির মউত হে
মরতে জাতে হে হাজারোঁ আদমী
আকিল ও নাদান আখির মউত হে
কিয়া খুশি হো দিল কো চন্দে যেয়সত সে
গমযাদা হে জান আখির মউত হে
মালিকে ফানি মে ফানা হার শে কো হে
সুন লাগা কর কান আখির মউত হে
বার হা ওলমা তুঝে সমঝা চুকে
মান ইয়া মত মান আখির মউত হে

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছার মাধ্যম যদিও অনেক বেশি, কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয় মাধ্যম হলো ফরয সমূহ আদায় করা। যেমনটি একটি হাদীসে কুদসীতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন: আমার বান্দা যে সকল জিনিষের মাধ্যমে আমার নৈকট্য চায়, তার মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি পছন্দ হলো ফরয সমূহ।(১)

মনে রাখবেন! প্রত্যেক মুসলমানের উপর দুই ধরনের ইবাদত ফরয। একটি হলো, যার সম্পর্ক প্রকাশ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে, অর্থাৎ নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, বিবাহ, ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদি। আর দ্বিতীয়টি হলো, যার সম্পর্ক অন্তরের

---

১. বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাবুত তাওয়াদু, ৪/২৪৮, হাদীস ৬৫০২।

সাথে, যেমন; বিনয় ও একনিষ্ঠতা এবং তাওয়াক্কুল ইত্যাদি অর্জন ও অপ্রকাশ্য গুনাহ, যেমন; অহঙ্কার, লৌকিকতা, হিংসা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা এবং ধ্বংসে নিক্ষেপকারী বিষয়, যেমন; মিথ্যা, গীবত, চুগলী এবং অপবাদ ইত্যাদি। আমাদের এই সকল বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা উচিৎ।

সাহাবীয়া এবং ইবাদতের আগ্রহ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ফরয ও ওয়াজিব সমূহ আদায় করা আমাদের উপর আবশ্যক, যা আমাদের যেকোন অবস্থাতেই করতে হবে এবং যদি আমরা অধিকহারে যিকির ও চিন্তা এবং অন্যান্য ইবাদত নাও করতে পারি তবে এটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। তবে দয়ালূ রবের আরো বেশি দয়া ও অনুগ্রহ পেতে আমাদের উচিৎ যে, মাঝে মাঝে অন্যান্য ইবাদতও করা। আসুন! নিজের অন্তরে ইবাদতের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য কয়েকজন সম্মানিতা সাহাবীয়া رَضِیَ اللهُ عَنۡهُنَّ এর ইবাদতের ঘটনাবলী শ্রবন করি যে, সেই মহিমান্বিতরা কিভাবে ইবাদত করতেন:

একবার **আল্লাহর মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মসজিদ শরীফে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, তখন দেখলেন যে, দু'টি স্তম্ভের মাঝখানে একটি রশি বাঁধা হয়েছে, এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তখন জানতে পারলেন যে, এই রশি জানাবা হামরা বিনতে জাহাশ رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا বেঁধে রেখেছেন, যখন তিনি দাঁড়িয়ে নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যেতেন তখন এই রশির সহায়তা নিতেন। এতে **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাঁর উচিৎ যে, তাঁর ততটুকুই নামায পড়া, যতটুকুর সামর্থ আছে এবং যখন ক্লান্ত হয়ে যায় তখন বসে যাওয়া।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃদ হাদীসে পাকে একজন সাহাবীয়া "হামনা বিনতে জাহাশ رَضِیَ اللهُ عَنۡهَا" এর মসজিদে নামায পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে, মনে রাখবেন! এটা **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য জীবদ্দশার সময়ের কথা, **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রকাশ্য ওফাতের পর হযরত ওমর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করে

১. আবু দাউদ, কিতাবুত তুউ, বাবুন নাআস ফিস সালাত, ২/৫০, হাদীস ১৩১২।

দিয়েছিলেন। যেমনটি হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করেন এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا তাঁকে সমর্থন করেন আর বলেন: যদি **হুযুরে আনওয়ার** صَلَّی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَও বর্তমান অবস্থা দেখতেন তবে মহিলাদেরকে মসজিদে আসতে নিষেধ করতেন।[১]

বর্ণনাকৃত হাদীসে পাকে বসে নফল নামায পড়ারও উল্লেখ রয়েছে, তো এই প্রসঙ্গে মুফতী সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি দাঁড়িয়ে নফল নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যায় তবে তার উচিৎ যে, বসে পড়া বা কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নেয়া, যেমনটি যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নফল পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যায় তবে বসে পড়বে। এই বসাতে اِنْ شَآءَ الله কিয়ামের (অর্থাৎ দাঁড়ানোর) সাওয়াব পাবে। অথবা নফল নামাযে ক্লান্ত হয়ে গলো তবে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার জন্য বসে যাবে। এই বিশ্রামের জন্য নফলের সাওয়াব পাবে, কেননা এই বিশ্রাম পরবর্তী নফলের প্রস্তুতির জন্যই। যে অভ্যাস ইবাদতের প্রস্তুতির জন্য হয়, তা ইবাদত। তাই বলা হয় যে, আলিমের ঘুম ইবাদত, কেননা এর মাধ্যমে তিনি অনেক কাজ করবেন।[২]

খাতুনে জান্নাত এবং নফল ইবাদত

অনুরূপভাবে হযরত খাতুনে জান্নাতের ইবাদত সম্পর্কে তাঁর শাহজাদা ইমাম হাসান رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ বলতেন: আমি আমার সম্মানিতা আম্মাজান হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا কে এই অবস্থায় দেখেছি যে, তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا মসজিদে বাইতের মেহরাবে সারারাত নামায পড়তে থাকতেন, এমনকি সকাল উদয় হয়ে যেতো।[২] শুধু তাই নয় বরং এক বর্ণনায় তো এটাও রয়েছে যে, সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا এবং আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم বিবাহের প্রথম তিনদিন এবং তিনরাত এই অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন যে, দিনে রোযা রাখতেন এবং রাত ইবাদতে

১. মিরাতুল মানাজিহ, ১/৩৮২। ২. মিরাতুল মানাজিহ, ২/২৬৪।
২. মাদারিজুন নবুয়ত, ৫ম অংশ, ১ম অধ্যায়, ২/৪৬১।

অতিবাহিত করতেন, এমনকি চতুর্থদিন হযরত সায়্যিদুনা জিব্রাঈল আমিন عَلَيۡهِ السَّلَام **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতময় খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন: **আল্লাহ পাক** আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং ইরশাদ করেছেন যে, আলী ও ফাতেমা তিনদিন পর্যন্ত ঘুম এবং বিছানাকে বর্জন করে দিয়েছে, ইবাদত এবং রোযায় লিপ্ত রয়েছে, তাঁদেরকে ইরশাদ করুন যে, **আল্লাহ পাক** তোমাদের কারণে নৈকট্যশীল ফিরিশতাদের প্রতি গর্ব করছেন এবং তোমরা উভয়ে কিয়ামতের দিন গুনাহগারদের শাফায়াত করবে।[১]

আতা কর আফিয়াত তু নাযআ ও কবর ও হাশর মে ইয়া রব!
ওসীলা ফাতেমা যাহরা কা কর লুতফ ও করম মওলা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৮ পৃষ্ঠা)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত হামনা বিনতে জাহাশ এবং খাতুনে জান্নাত, সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا এর ইবাদত দ্বারা জানতে পারলাম যে, এই নেককার ব্যক্তিত্বরা ফরযের পাশাপাশি সর্বদা **আল্লাহর** ইবাদতের প্রতি মনযোগী থাকতেন, রাতে জাগ্রত থেকে ইবাদত ও দোয়ায় লিপ্ত থাকতেন, শুধু তাই নয় বরং সায়্যিদা খাতুনে জান্নাতের **আল্লাহ পাকের** ইবাদত ও তাঁর যিকিরের প্রতি এত বেশি ভালবাসা ছিলো যে, নিজের পারিবারিক কাজকর্ম করার পাশাপাশি **আল্লাহ পাকের** স্মরন থেকে কখনোই উদাসীন হতেন না।

খাবার রান্নার সময়ও তিলাওয়াত

আমীরুল মুমিনিন, হযরত সায়্যিদুনা আলীউল মুরতাদা كَرَّمَ اللّٰهُ وَجۡهَهُ الۡكَرِيۡم বলেন: সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا খাবার রান্না করা অবস্থায়ও কোরআনে পাকের তিলাওয়াত অব্যাহত থাকতো।[২]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! খাতুনে জান্নাত সায়্যিদা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا এর ইবাদতের এত আগ্রহ ছিলো যে, তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا ঘরোয়া কাজকর্ম করার সময়ও মুখে কোরআনে কিরামের তিলাওয়াত অব্যাহত থাকতো,

১. আর রওযুল ফায়েক, ২৭৮ পৃষ্ঠা।
২. সফিনায়ে নূহ, ২য় অংশ, ৩৫ পৃষ্ঠা।

কিন্তু আফসোস বর্তমানে অনেক মহিলা ঘরোয়া কাজকর্ম করার সময় গান বাজনা শুনে, সিনেমা নাটক দেখে, যেনো গান বাজনা ছাড়া তাদের কাজই হবেনা। অনুরূপভাবে অনেক ইসলামী বোন সন্তানকে ঘুম পাড়ানোর জন্যও বিভিন্ন ঘুমপাড়ানি গান শুনিয়ে থাকে কিন্তু শাহজাদিয়ে রাসূল, হযরত সায়্যিদাতুনা ফাতেমা যাহরা বাতুল رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, যখন তাঁর কলিজার টুকরো জনাবে হাসানাঈনে করীমাঈন (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا) ঘুমায় তখন একদিকে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হাত দ্বারা পাখা নাড়াতেন আর অপরদিকে কোরআনের তিলাওয়াত করে তাঁদের অন্তর ও মানসিকতাকে আলোকিত করতেন।(১)

সাহাবীয়া এবং কোরআন তিলাওয়াত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইমামে হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে শিশুকালে সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কোরআন তিলাওয়াতের যে ঘুমপাড়ানি শুনিয়েছিলেন তা তাঁর রক্তে এমনভাবে মিশে গিয়েছিলো যে, এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়ার পরও বল্লমের ডগায় তাঁর মুখে তিলাওয়াত অব্যাহত ছিলো। মনে রাখবেন! সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর উচ্চ মর্যাদা দ্বারা এটা কেউ ভাববেন না যে, এটা সম্ভবত তাঁর বিশেষত্ব ছিলো, বরং কোরআন তিলাওয়াতের ভালবাসা তো সকল সম্মানিতা সাহাবীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُنَّ এর স্বভাবেই অন্তর্ভূক্ত ছিলো।

বর্ণিত আছে যে, হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে ওয়ারকাআ আনসারীয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কোরআনে মজীদ, ফোরকানে হামীদের অনন্য ক্বারী ছিলেন। রাতদিন তিলাওয়াতে লিপ্ত থাকতেন, প্রতিরাতে তাঁর ঘর থেকে তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনা যেতো। একরাতে স্বভাব বিরুদ্ধভাবে যখন তাঁর আওয়াজ শুনা গেলো না, তখন আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ সকাল হতেই বললেন: আজ রাতে আমার খালা হযরত উম্মে ওয়ারাকাআ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর তিলাওয়াতের আওয়াজ শুনিনি। যখন তাঁর ঘরে গেলেন দেখলেন যে, হযরত

১. সফিনায়ে নূহ, ২য় অংশ, ৩৫ পৃষ্ঠা।

সায়্যিদাতুনা উম্মে ওয়ারাকাআ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا এই রাতেই এই নশ্বর জগত থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! শুনলেন তো আপনারা! আমাদের সম্মানিতা সাহাবীয়ারা رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ কোরআনে করীমের প্রতি কিরূপ অতুলনীয় ভালবাসা ছিলো যে, কেউ ঘরোয়া কাজকর্ম করা এবং সন্তানদের ঘুম পাড়ানোর সময়ও কোরআন তিলাওয়াত করতেন আর কেউ সারারাত কোরআন তিলাওয়াত করে অতিবাহিত করে কাটাতের, আহ! আমাদেরও যেনো ইবাদত ও কোরআন তিলাওয়াতের এরূপ আগ্রহ নসীব হয়ে যায় এবং আমাদের কোন মুহুর্ত যেনো অহেতুক কাজে অতিবাহিত না হয়। আহ! আমাদেরও যেনো প্রতিটি মুহুর্ত যিকির ও দরূদের কারণে রহমতপূর্ণ অতিবাহিত হয়। আহ! আমাদের যেনো গান বাজনা শুনা এবং গুনগুন করার অভ্যাস দূর হয়ে যায় আর আমরা ঘরোয়া কাজকর্মে লিপ্ত থাকি বা না থাকি সর্বদা আমাদের ঠোঁটে কোরআন তিলাওয়াত, যিকির ও দরূদ এবং নাতে রাসূল অব্যাহত থাকুক।

ইবাদত মে গুজারে মেরী জীন্দেগানী করম হো করম ইয়া খোদা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১০৫ পৃষ্ঠা)

নফল রোযা এবং সাহাবীয়া

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! সাহাবীয়াগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ যেমনিভাবে নফল নামায এবং তিলাওয়াতের অভ্যস্ত ছিলেন, তেমনিভাবে ফরয রোযার পাশাপাশি নফল রোযাও রাখতেন, কেননা এতে অসংখ্য ইহকালিন ও পরকালিন উপকারীতা রয়েছে এবং সাওয়াব তো এতবেশি যে, মন চায় ব্যস শুধু রোযাই রাখি। উম্মুল মুমিনিন, হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: আমার মাথার মুকুট, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে বান্দা রোযা অবস্থায় সকাল করবে, তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং তার অঙ্গ তাসবীহ করে আর দুনিয়ার আসমানে অবস্থানকারী ফিরিশতারা তার জন্য সূর্যাস্ত পর্যন্ত

১. আল আসাবাতি, উম্মে ওয়ারাকাআ বিনতে আব্দুল্লাহ, ৮/৪৮৭, নম্বর ১২২৯৮।

মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকে। যদি সে এক বা দুই রাকাত নামায পড়ে, তবে তা আসমানে তার জন্য নূর হয়ে যায় এবং বড় বড় চক্ষু বিশিষ্ট হুরদের মধ্যে তার স্ত্রীরা বলেঃ হে **আল্লাহ!** একে আমাদের নিকট প্রেরণ করো, আমরা তার সাক্ষাতের প্রতি অনেক বেশি আগ্রহী এবং যদি সে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বা سُبْحٰنَ اللّٰه অথবা اَللّٰهُ اَكْبَر পড়ে তবে ৭০ হাজার ফিরিশতা তার সাওয়াব সূর্যাস্ত পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে থাকে।[১]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! নফল রোযায় অর্জিত হওয়া প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জনের জন্য আমাদেরও উচিৎ যে, অধিকহারে রোযা রেখে প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন করা।

সদকা ও খয়রাত এবং সাহাবীয়া

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা সাহাবীয়াদের ইবাদত সম্পর্কে শুনছিলাম, **আল্লাহ**র পথে সম্পদ ব্যয় করা যেমনিভাবে অনেক বড় সৌভাগ্য, তেমনিভাবে একটি মহান ইবাদতও। কোরআনে পাকে অসংখ্য স্থানে এর প্রতি উৎসাহ এবং ফযীলত বিদ্যমান। যেমনটি **আল্লাহ পাক** ৩য় পারা সূরা বাকারার **২৬১নং** আয়াতে ইরশাদ করেন:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِيْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ؕ وَاللّٰهُ يُضٰعِفُ لِمَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ﴿۲۶۱﴾

(পারা ৩, সূরা বাকারা, আয়াত ২৬১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ তাদের উপমা, যারা আপন সম্পদ **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করে সেই শস্য বীজের ন্যায়, যা উৎপাদন করে সাতটা শীষ। প্রত্যেক শীষে একশ শস্যকণা; এবং **আল্লাহ** তা থেকেও অধিক বৃদ্ধি করেন যার জন্য চান আর **আল্লাহ** প্রাচুর্যময়, জ্ঞানী।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! এই আয়াতে করীমাকে সামনে রেখে যদি সাহাবীয়াদের পবিত্র জীবনির এই দিকটির দিকে তাকাই তবে জানতে পারবো যে,

১. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফিস সিয়া, ফাযায়িলিস সওম, ৩/২৯৯, হাদীস ৩৫৯১।

তাঁরা কখনোই সম্পদের ভালবাসাকে অন্তরে স্থান দেননি বরং অনেক সময় যাকিছু আসতো তাও **আল্লাহর** পথে ব্যয় করে দিতেন।

একবার হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُمَا উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا এর খেদমতে এক লাখ দিরহাম পাঠালেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا ঐসব দিরহাম একদিনেই **আল্লাহর** পথে বন্টন করে দিলেন এবং নিজের জন্য কিছুই অবশিষ্ট রাখলেন না।[১] অনুরূপভাবে একবার তাঁর বোন হযরত সায়্যিদাতুনা আসমা رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا একজন বাঁদি বিক্রি করলেন তখন তাঁর স্বামী হযরত সায়্যিদুনা যুবাইর رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُ নিজের কোন কাজের জন্য এই বাঁদি বিক্রির টাকা চাইলেন, তখন তিনি رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهَا আরয করলেন: আমি তো সমস্ত টাকা সদকা করার নিয়্যত করে নিয়েছি।[২]

শুধু তাই নয়, বরং এরূপ অনেক উদাহরণ সম্মানিতা সাহাবীয়াদের رَضِیَ اللّٰهُ عَنۡهُنَّ পবিত্র জীবনি থেকে দেয়া যাবে যে, তাঁরা কখনোই **আল্লাহর** পথে ব্যয় করাকে এড়িয়ে চলেননি, সাধারনত বলা যায় যে, মহিলারা নিজের অলঙ্কার খুবই পছন্দ করে থাকে, কিন্তু উৎসর্গিত হয়ে যান! সাহাবীয়াদের পবিত্র প্রেরণার প্রতি! একবার **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঈদের খুতবায় তাঁদেরকে ওয়াজ ও নসীহত দিতে গিয়ে সদকা ও খয়রাত করা আদেশ দেন, তখন তাঁরা নিজেদের কানের দুল এবং আঙটি পর্যন্ত সদকা করে দিলেন।[৩]

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইতিহাস এরূপ ঘটনাবলী দ্বারা সমৃদ্ধ যে, সাহাবীয়া এবং অন্যান্য নেনকার রমনীরা কখনোই ধন সম্পদ জমা করেননি, বরং যখনই যেখানে **আল্লাহর** পথে ব্যয় করার সুযোগ এসেছে, সাথে সাথেই ব্যয় করে দেন আর আফসোস একদিকে আমরা, নিজের এবং নিজের সন্তানদের দুনিয়াবী জীবন সাজানোর জন্য অনেক কিছুই জমা করতে থাকি, কিন্তু আখিরাতের জীবনকে সাজানোর জন্য কিছুই জমা করা সম্পর্কে ভাবি না, অথচ আমরা যা কিছু

---

১. মাদারিজুন নবুয়ত, ৫ম অংশ, ২য় অধ্যায়, উম্মুল মুমিনিন সায়্যিদা আয়েশা, ২/৪৭৩।
২. মুসলিম, কিতাবুস সালাম, বাবু জাওয়াযা রাদাফ..., ১/৪২১, হাদীস ৫৬৯৩।
৩. আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত, বাবু খুতবাতু ইয়াওমুল ঈদ, ১/৪২১, হাদীস ১১৪৩।

জমা করে রেখেছি, তাতে আমাদের কিছুই নেই, কেননা আমাদের হলো তাই, যা ব্যবহার করে নিয়েছি বা **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করে দিয়েছি।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষ বলে: আমার সম্পদ আমার সম্পদ। অথচ হে আদম সন্তানেরা! তোমাদের সম্পদ হলো তাই, যা তোমরা খেয়ে শেষ করে দিয়েছো বা পরিধান করে ময়লা করে দিয়েছো অথবা সদকা করে সামনে পাঠিয়ে দিয়েছো।(১)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমাদের উচিৎ যে, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে যে সম্পদ দান করেছেন, তা থেকে কিছু না কিছু **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করতে থাকা, কিন্তু আফসোস! বর্তমানে আমরা তাওয়াক্কুল (ভরষা) ও অল্পেতুষ্টিতা ছেড়ে দিয়েছি, বর্তমানে ঘুষের লেনদেনের যে ব্যাপকতা এবং পরিবারে বরকত শূন্যতার অভিযোগ বেড়ে যাচ্ছে, এর একটি বড় কারণ বর্তমান যুগের মহিলারাও, কেননা বর্তমান যুগের মহিলাদের চাহিদা যেনো পূরণ হওয়ার নামই নেয়না, প্রতিদিনকার শপিং এবং নিত্য নতুন ডিজাইনের পোষাক ও জুয়েলারীর আবদার স্বামীদেরকে নাজায়িয উপার্জনের মাধ্যম অবলম্বন করতে বাধ্য করে দিচ্ছে, **আল্লাহ**র পথে ব্যয় করা তো দূরের কথা, প্রচুর উপার্জনের পরও চারিদিকে এটাই শুনা যায় যে, ব্যয়ভার পূরণ হচ্ছে না। বর্তমানে পরিবারের অনৈক্যেরও একটি বড় কারণ এটাই যে, মহিলারা নিজের হাতেই নিজেদের ঘর ধ্বংস করার দায় নিয়ে বসে আছে, ঐ ঘর যা কখনো শান্তির নীড়ে পরিনত ছিলো, পুরুষ সন্ধ্যায় ক্লান্ত হয়ে যখন ঘরে ফিরতো তখন স্ত্রী সন্তানদের দেখে ক্লান্তি ভুলে যেতো, আজ সেই ব্যক্তিই ঘরের পরিবর্তে বাইরে শান্তি অনুভব করছে যে, ঘরে যেতেই প্রতিদিনের মতোই শুনতে হবে যে, আমার এটা চাই, ওটা চাই, মোটকথা! এরূপ অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে।

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তালি উভয় হাতেই বাজে এবং ঘরকে শান্তির নীড় বানানোর জন্য নারী পুরুষ উভয়েরই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করা উচিৎ, সুতরাং আমাদের উচিৎ যে, আমরা আমাদের দায়িত্ব সুন্দভাবে পালন কনি

১. মুসলিম, কিতাবুয যুহুদ ওয়ার রিকাক, বাবুদ দুনিয়া সুজনুল মু'মিন..., ১২১০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৪২০।

এবং কখনোই পুরুষের নিকট এমন চাহিদা উপস্থাপন না করি যে, তাদেরকে আমাদের কারণে কোন গুনাহের কাজে বাধ্য হতে হয়, বরং সর্বদা তাওয়াক্কুল (ভরষা) করতে থাকা উচিৎ এবং যাই পাচ্ছি তাতে ধৈর্য ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিৎ আর সর্বদা নিজের আখিরাতকে উন্নত বানানোর জন্য চেষ্টা করা উচিৎ।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীন ইসলামের প্রচার এবং সাহাবীয়া

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! ইসলামে দ্বীনের তাবলীগ অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, কেননা ইবাদতের উপকারীতা নিজের স্বত্বারই হয়ে থাকে কিন্তু এর উপকারীতা অন্যের হয়ে থাকে এবং এতে কোন সন্দেহ নেই যে, উত্তম হলো সেই, যে নিজের স্বত্বার পাশাপাশি অন্যের সংশোধনের প্রতিও দৃষ্টি রাখে।

একবার হযরত সায়্যিদাতুনা দুররা বিনতে আবু লাহাব رَضِیَ اللهُ عَنْهَا **প্রিয় নবী** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে আরয করলেন: উত্তম বান্দা কে? তখন ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাকের** প্রতি সবচেয়ে বেশি ভীত, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী, উত্তম বিষয়ের বক্তা এবং মন্দ বিষয় থেকে বিরতকারী।[১] যেই ইসলামী বোন উত্তম বিষয়ের আদেশ দেয় এবং মন্দ বিষয় থেকে বাঁধা দেয়, সে **আল্লাহ পাক, তাঁর রাসূল** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং **তাঁর** কিতাবের (অর্থাৎ কোরআনে করীম) বর্ণিত দায়িত্ব পালন করে থাকে।[২]

মনে রাখবেন! তাবলীগ হলো উত্তম জিহাদ।[৩] যেমনিভাবে তাবলীগ করা উত্তম ইবাদত, তেমনিভাবে তাবলীগ ছেড়ে দেয়াও নিকৃষ্ট অপরাধ।[৪] অতএব দ্বীন ইসলামের তাবলীগ অর্থাৎ নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার জন্য সাহাবীয়াদের رَضِیَ اللهُ عَنْهُنَّ কৃতিত্ব যদি দেখা হয় তবে এই বিষয়টি দিনের আলোর ন্যায় স্পষ্ট দেখা যাবে যে, এই ক্ষেত্রেও সাহাবীয়াগণ কোনভাবেই সাহাবায়ে

১. তাফসীরে রুহুল মায়ানী, ৪র্থ পারা, সূরা আলো ইমরান, ১০৪নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৩২৬।
২. তাফসীরে রুহুল মায়ানী, ৪র্থ পারা, সূরা আলো ইমরান, ১০৪নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৩২৬।
৩. তাফসীরে কবীর, ৪র্থ পারা, সূরা আলো ইমরান, ১০৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৩১৬।
৪. তাফসীরে নঈমী, ৪র্থ পারা, সূরা আলো ইমরান, ১০৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৭২।

কিরামের عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان ছেয়ে পেছনে ছিলেন না, বরং অসংখ্য জলিলুল কদর সাহাবী এই সম্মানিতা সাহাবীয়াদের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُنَّ ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে ইসলামের অনন্ত নেয়ামত দ্বারা সমৃদ্ধ হয়েছেন। যেমন; আমীরুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ তাঁর বোনের ইনফিরাদী কৌশিশের ফলে ঈমান আনয়ন করেন, অনুরূপভাবে হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهَا এর নেকীর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে **হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আঁচল ধরেন।

হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهَا তাঁর স্বামী মালিক বিন নদরকেও ইসলামের দাওয়াত দিয়েছে। এই সৌভাগ্য যেহেতু তার নসীবের ছিলো না, যেহেতু সে নিজের কুফরের উপর অটল রইলো বরং অসন্তুষ্ট হয়ে গেলো এবং এরপর সিরিয়ায় গিয়ে মারা গেলো।[১] যখন তার মারা যাওয়ার সংবাদ হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهَا পেলেন তখন হযরত সায়্যিদুনা আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ খুবই ছোট ছিলেন, অতএব তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهَا সংকল্প করে নিলেন যে, এখন কিছুদিন বিবাহ করবেন না।[২]

অতঃপর তাঁর এই সংকল্পের যখন কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهُ তাঁকে বিবাহ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, যেহেতু তিনি তখনও মুসলমান হননি, তাই তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهَا বললেন: আমার এটা শোভা পায় না যে, আমি একজন মুশরিককে বিবাহ করবো। অতঃপর বলতে লাগলেন: হে আবু তালহা! তুমি কি জাননা যে, যে মাবুদের তুমি ইবাদত করো, তাদের তো বনী অমুকের এক কাটমিস্ত্রি গোলাম বানিয়েছে, যদি তা আগুনে রেখে দাও তবে তা একে জ্বালিয়ে দিবে। একথা শুনে তখন তো তিনি চলেন গেলেন কিন্তু এই কথা তার মনে রেখাপাত করলো। এক বর্ণনায় রয়েছে যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡهَا বলেন: হে আবু তালহা! তুমি কি জাননা, যে খোদার তুমি ইবাদত করো, তা তো মাটি উৎপন্ন হওয়া একটি গাছ, যা অমুক গোত্রের একজন হাবশী বানিয়েছে? তিনি স্বীকার করলেন, তখন বলতে লাগলেন: তারপরও তোমার

১. আল ইস্তিয়াব, কিতাবু কিনিন নিসা, সুলাইম বিনতে মালহাত, ৪/৪৯৪, নম্বর ৩৫৯৭।
২. তাবকাতে কুবরা, সুলাইম বিনতে মালহান, ৮/৩১৩, নম্বর ৪৫৭১।

লজ্জা হয়না যে, মাটিতে উৎপন্ন হওয়া একটি কাঠকে সিজদা করছো, যাকে অমুক হাবশী প্রস্তুত করেছে। তবে কি এখন সাক্ষী দিচ্ছো যে, **আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই এবং মুহাম্মদ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আল্লাহর রাসূল?** যদি এই সাক্ষ্য দাও তবে আমি বিবাহের জন্য প্রস্তুত এবং তোমার ইসলাম কবুল করা ছাড়া আর কোন মোহরের আকাঙ্ক্ষাও রাখি না। এতে হযরত সায়্যিদুনা আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہ عَنْهُ ভাবার জন্য কিছুক্ষণ সময় চাইলেন এবং চলে গেলেন, যখন চিন্তা ভাবনা করার পর ফিলে এলেন তখন শাহাদত পাঠ করে ইসলাম কবুল করে নিলেন। অতঃপর হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللّٰہ عَنْهَا নিজের সন্তান হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰہ عَنْهُ কে আদেশ দিলেন যে, তিনি যেনো তাদের বিবাহ পড়িয়ে দেন।[১]

দ্বীনকে প্রাধান্য দিন!

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! হযরত বিবি উম্মে সুলাইম رَضِیَ اللّٰہ عَنْهَا এর দ্বীনের প্রতি ভালবাসা এবং দ্বীনের ভালবাসার চেষ্টার প্রতি মারহাবা যে, যখন তাঁর হযরত আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہ عَنْهُ এর মতো একটি শক্তিশালী সাহারা অর্জিত হচ্ছিলো, যিনি সম্পদশালী ছিলেন, সেই যুগের সম্মানিত লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন, সম্মান ও গৌরবের অধিকারী ছিলেন, যখন তিনি বিবাহের প্রস্তাব দিলেন তখন বিবি উম্মে সুলাইন رَضِیَ اللّٰہ عَنْهَا খুশি হওয়ার পরিবর্তে, নিজের ভাগ্যের উপর গর্ব করার পরিবর্তে, হযরত আবু তালহা رَضِیَ اللّٰہ عَنْهُ এর ধন সম্পদের দিকে দৃষ্টি দেয়ার পরিবর্তে, নিজের ভবিষ্যতের ভাল ভাল স্বপ্ন দেখার পরিবর্তে দ্বীন ও ইসলামের দাওয়াত দেয়াকে সবকিছুর উপর প্রাধান্য দিলেন, ইসলামের খেদমত করাকে তিনি প্রাধান্য দিলেন, নেকীর দাওয়াত দেয়াকে তিনি প্রাধান্য দিলেন এবং নিজের এই আমল দ্বারা তাঁকে এটা জানিয়ে দিলেন যে, দ্বীনের ভালবাসা, দ্বীনের প্রেম, দ্বীনের খেদমতের ভাবনা, নেকীর দাওয়াতকে প্রাধান্য দেয়ার প্রেরণা এবং দ্বীনের তাবলীগ করার প্রেরণা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

১. তাবকাতে কুবরা, উম্মে সুলাইম বিনতে মালহান, ৮/৩১৩, ৩১৪, নম্বর ৪৫৭১।

এথেকে অনুমান করুন যে, তাঁর দ্বীনের প্রতি কতটুকু প্রেম ও দ্বীনের তাবলীগের প্রতি কতটুকু ভালবাসা ছিলো যে, নিজের জন্য উত্তম বিষয়েও দ্বীন এবং নেকীর দাওয়াতকে প্রথম নম্বরে রেখেছেন। এবার আমাদেরও ভাবা উচিৎ যে, আমরা কতটুকু নেকীর দাওয়াত দিই, দ্বীনের তাবলীগের এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব আমরা কতটুকু আদায় করি, অথচ নেকীর দাওয়াত দেয়া অনেক বড় ইবাদত ও নেকী।

একবার **নবীয়ে করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র মিম্বরে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় একজন সাহাবী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আরয করলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম কে? ইরশাদ করলেন: মানুষের মধ্যে সেই সবচেয়ে উত্তম, যে অধিকহারে কোরআনে করীমের তিলাওয়াত করে, অধিক মুত্তাকী, সবচেয়ে বেশি নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী এবং মন্দ থেকে নিষেধকারী আর সবচেয়ে বেশি আত্মীয়তা সম্পর্ক রক্ষাকারী।(১)

হযরত সায়্যিদুনা কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ ইরশাদ করেন: জান্নাতুল ফেরদাউস বিশেষকরে ঐ ব্যক্তির জন্য, যারা اَمْرٌ بِالْمَعْرُوْف وَنَهْىٌ عَنِ الْمُنْكَر অর্থাৎ নেকীর আদেশ দেয়া এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা।(২)

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! যদি আপনারাও নেকীর দাওয়াতের এই ফযিলত অর্জন করতে চান, তবে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ইসলামী বোনদের ৮টি মাদানী কাজের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত প্রসার করে অসংখ্য প্রতিদান ও সাওয়াব অর্জন করুন। নিজের অন্তরে ইবাদতের আরো প্রেরণা বৃদ্ধির জন্য আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

১. মুসনাদে ইমাম আহমদ, ১০/৪০২, হাদীস ২৭৫০৪।
২. তাম্বিহুল গাফেলিন, ২৩৬ পৃষ্ঠা।

মেহমানদারীর আদব

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বয়ান শেষ করার পূর্বে মেহমানদারীর কিছু আদব সম্পর্কে শুনি:

প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর তিনটি বাণী শ্রবণ করুন; (১) যে ব্যক্তি (ক্ষমতা থাকা সত্বেও) মেহমানদারী করে না, তার মাঝে কল্যাণ নেই।[১] (২) মানুষ জ্ঞানের অভাব যে, সে তার মেহমান থেকে খেদমত নিলো।[২] (৩) সুন্নাত হলো; মেহমানকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দেয়া।[৩] ✯ মেহমানের উচিৎ যে, নিজের মেজবানের (পরিবারের কর্তা) ব্যস্ততা এবং যিম্মাদারীর প্রতি লক্ষ্য রাখা। ✯ হযরত মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: মেহমানের জন্য চারটি বিষয় জরুরী: (১) যেখানে বসায়, সেখানেই বসা। (২) যা কিছু তার সামনে উপস্থাপন করে, তাতে খুশি হওয়া (এটা যেনো না হয় যে, এরূপ বলতে থাকা: এর চেয়ে ভালো খাবার তো আমি আমার ঘরেই খাই বা এরূপ অন্য বাক্য) (৩) মেজবান থেকে অনুমতি নেয়া ব্যতীত সেখান থেকে না উঠা এবং (৪) যখন সেখান থেকে চলে যাবে তখন তার জন্য দোয়া করা।[৪] ✯ ঘর বা খাবার ইত্যাদির ব্যাপারে কোন ধরনের অভিযোগ না করা আর মিথ্যা প্রশংসাও না করা। মেজবানও মেহমানকে মিথ্যায় লিপ্ত করার মতো প্রশ্ন করবে না, যেমন; আমাদের খাবার আপনার কেমন ছিলো? আপনার পছন্দ হয়েছে নাকি হয়নি? এরূপ পরিস্থিতিতে যদি পছন্দ না হওয়ার পরও মেহমান সাধারনভাবে খাবারের মিথ্যা প্রশংসা করে তবে গুনাহগার হবে। এরূপ প্রশ্নও করবে না যে, "আপনি পেট ভরে খেয়েছেন নাকি খাননি?" কেননা এখানেও উত্তরে মিথ্যা বলার সম্ভাবনা রয়েছে যে, কম খাওয়ার অভ্যাস বা সতর্কতা অথবা অন্য কোন অপরগতার কারণে কম খাওয়ার পরও জোড়াজুড়ি থেকে বাঁচার জন্য মেহমানকে বলতে হয় যে, "আমি পেট ভরে খেয়েছি।" ✯ মেজবানের উচিৎ যে,

---

১. মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদিশ শামেঈন, ৬/১৪২, হাদীস ১৭৪২৪।
২. জামেয়ে সগীর, ২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস ৪৬৮৬।
৩. ইবনে মাজাহ, কিতাবুল আতইম্মা, বাবুয যিয়াফতি, ২/৫২, হাদীস ৩৩৫৮।
৪. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, বাবু সানি আশর...., ৫/৩৪৪।

মেহমানকে মাঝে মাঝে বলা যে, “আরেকটু খান” কিন্তু জোড় না করা।[১] যেনো জোড়াজুড়ির কারণে বেশি খেয়ে নেয়া আর তা তার জন্য ক্ষতির কারণ হয়।

☆ মেজবানের একেবারে চুপচাপ থাকা উচিৎ নয় এবং এমনও করা উচিৎ নয় যে, খাবার রেখে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া বরং সেখানে উপস্থিত থাকুন।[২]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

এভাবে হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা হতে প্রকাশিত দু’টি কিতাব **বাহারে শরীয়ত** ১৬ তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **সুন্নাত ও আদব** এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু’টি পুস্তিকা **১০১ মাদানী ফুল** ও **১৬৩ মাদানী ফুল** উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করুন এবং অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুকুর প্লেটে মুখ দিলে

কুকুর প্লেটে মুখ দিল আর যদি তা চীনা মাটি বা ধাতুর পাত্র হয় বা যদি মাটির তৈলাক্ত তৈজসপত্র অথবা যদি ব্যবহৃত চর্বিযুক্ত পাত্র হয় তবে তিনবার ধৌত করলে পাক হয়ে যাবে। অন্যথায় প্রতিবার ধৌত করার পর শুকাতে হবে। হ্যাঁ চীনা মাটির প্লেটে যদি ছোট ছোট বিন্দু থাকে (যেগুলো ডিজাইনের জন্য করা হয়) অথবা যদি ডোরাকাটা দাগ (ডিজাইন) থাকে, তাহলে ধৌত করার পর তিনবার শুকালে পাক হবে, শুধুমাত্র ধৌত করলে পাক হবে না। (বাহারে শরীয়ত, ২/৬৪) কলসির বাহিরের অংশে কুকুর যদি লেহন করে, তবে তার ভিতরের পানি নাপাক হবে না। (প্রাগুক্ত) ঘরে অবস্থানকারী জানোয়ার, যেমন-বিড়াল, ইঁদুর, সাপ, টিকটিকির উচ্ছিষ্ট মাকরূহ।

(প্রাগুক্ত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

১. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, বাবু সানি আশর...., ৫/৩৪৪।
২. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া, কিতাবুল কারাহিয়্যাতি, বাবু সানি আশর...., ৫/৩৪৫।

তথ্যসূত্র

কোরআনে মজীদ		
কিতাবের নাম	রচয়িতা	প্রকাশনা
কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান	মাকতাবাতুল মদীনা
তাফসীরে মাদারিক	আবুল বারাকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমদ বিন মাহমুদ নাসাফী	দারূল মারেফা, বৈরুত
তাফসীরে সাভী	আল্লামা আহমদ বিন মুহাম্মদ সাভী	দারুল ফিকির, বৈরুত
তাফসীরে বাগভী	আবু মুহাম্মদ হাসান বিন মাসউদ বাগভী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাফসীরে কুরতুবী	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ কুরতুবী	দারূল ফিকির, বৈরুত
দুররে মনসুর	ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবু বকর সূয়ুতী	দারূল ফিকির, বৈরুত
তাফসীরে রুহুল বয়ান	শায়খ ইসমাইল হাক্কী বারুসী	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী
রুহুল মাআনী	আবুল ফযল শাহাবুদ্দীন সৈয়দ মাহমুদ আলুসী	দারুল ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী
তাফসীরে বায়যাবী	আব্দুল্লাহ বিন উমর বায়যাবী	দারূর ফিকির, বৈরুত
তাফসীরে খাযিন	আলী বিন মুহাম্মদ ইব্রাহিম বাগদাদী	মতবুয়ায়ে মায়মুনিয়া
তাফসীরে বাহরুল মুহিত	আবু হায়ান মুহাম্মদ বিন ইউসুফ আন্দালুসী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাফসীরে জামাল	আল্লামা সুলাইমানর জামাল	করাচী
তাফসীরে কবীর	ইমাম মুহাম্মদ বিন ওমর ফখরুদ্দীন রাযী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী
তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
নুরুল ইরফান	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ান খান নঈমী	পীর ভাই কম্পানী
তাফসীরে নঈমী	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
তাফসীরে সিরাতুল জীনান	মুফতী আবু সালেহ মুহাম্মদ কাসেম	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আজায়িবুল কোরআন মাআ গারায়িবুল কোরআন	শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

ইলমে কোরআন	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
সহীহ বুখারী	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল বুখারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
সহীহ মুসলিম	ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম বিন হাজ্জাজ কুরাইশী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলাইমান বিন আশআশ সাজাসতানী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী
সুনানে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত
সুনানে নাসায়ী	ইমাম আব্দুর রহমান বিন আহমদ শুয়াইব নাসায়ী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইয়াজিদ ইবনে মাজাহ	দারুল মারেফা, বৈরত
মুস্তাদরিক	ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ আল হাকেম নিশাপূরী	দারুল মারেফা, বৈরুত
আল মুসনাদ	আবু আব্দুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল	দারুল ফিকির, বৈরুত
মু'জামুল আওসাত	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারনী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসান্নিফ ইবনে আবী শায়বা	ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আবী শায়বা	দারুর ফিকির, বৈরুত
মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া	হাফিয ইমাম আবু বকর আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ কুরাইশী	মাকতাবাতুল আসরীয়া, বৈরুত
মুসনাদে আবী ইয়ালা	আবু ইয়ালা আহমদ বিন আলী মাওসুলি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসনাদে ফেরদাউস	আবু শুজাআ শেরবিয়া বিন শহরদার বিন শেরবিয়া দায়লামী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আল কুরবা বিন বাশকাওয়াল	আবুল কাসেম খলফ বিন আব্দুল মালিক বিন বাশকোয়াল	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মু'জামুল কবীর	ইমাম আবুল কাসেম সুলাইমান বিন আহমদ তাবারনী	দারু ইহইয়াউত তুরাসীল আরাবী, বৈরুত
শরহুস সুন্নাহ	হাফিয ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাভী	মাওসুসাতুর রাব্বানী, বৈরুত

সুনানে কুবরা	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
জামেউল উসুল	ইমাম মুবারক বিন মুহাম্মদ শায়বানী আল মারুফ বাইবনে আসীর জাযরী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আত তারগীব ওয়াত তারহীব	ইমাম যাকিউদ্দীন আব্দুল আযীম বিন আব্দুল কাভী মুনযারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আল কওলুল বদী	হাফিয ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাভী	মাওসুসাতুর রাব্বানী, বৈরুত
আল ইহসান বিতারতিবি সহীহ ইবনে হাব্বান	আল্লামা আমীর আলাউদ্দীন আল বিন বলবান ফারসী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
জামেয়ে সগীর	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সুয়ুতী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
জমউল জাওয়ামেয়ে	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সুয়ুতী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মজমুয়ায যাওয়ায়িদ	হাফিয নূরুদ্দীন আলী বিন আবী বকর হায়তামী	দারুল ফিকির, বৈরুত
কানযুল উম্মাল	আল্লামা আলী মুত্তকী বিন হিসামুদ্দীন বুরহানপুরি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মিশকাতুল মাসাবিহ	অলীউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ খতীব	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আত তামহীদ	ইমাম ইউসুফ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ বিন আব্দুল বর	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ওমদাতুল কারী	ইমাম বদরুদ্দীন আবু মুহাম্মদ মাহমুদ বিন আহমদ আইনী	দারুল ফিকির, বৈরুত
ইরশাদুস সারী	আল্লামা শিহাবুদ্দীন আহমদ বিন মুহাম্মদ কাস্তালানী	মাকতাবাতু রশিদ
ফয়যুল কদীর	ইমাম মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আত তায়সীর	ইমাম মুহাম্মদ আব্দুর রউফ মুনাভী	মাকতাবায়ে ইমাম শাফেয়ী, রিয়াদ
শরহে যুরকানী আলাল মুয়াত্তা	মুহাম্মদ যুরকানী বিন আব্দুল বাকী বিন ইউসুফ	দারু ইহইয়াউত তুরাসীল আরাবী
মিরাতুল মানাজিহ	হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর

তাফহীমুল বুখারী	আল্লামা গোলাম রাসূল রযবী	ফয়সালাবাদ, পাঞ্জাব
দুররে মুখতার	আল্লামা আলাউদ্দীন মুহাম্মদ বিন আলী হাসকফী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
জাওয়াহিরাতুন নবুয়া	আবু বকর আলী হাদ্দাদ	করাচী, পাকিস্তান
রদ্দুল মুহতার	মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন শামী	দারুল মারেফা, বৈরুত
কিতাবুদ দুররুল হিকাম	কাযী মালাখিসার হানাফী	মীর মুহাম্মদ কুতুবখানা
ফতোয়াল হিন্দিয়া	আল্লামা নিযামুদ্দীন ও ওলামায়ে হিন্দ	কোয়েটা
ফতোয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান	রযা ফাউন্ডেশন, লাহোর
বাহারে শরীয়ত	মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা
তাম্বিহুল গাফেলিন	ইমাম আবুল লাইস নসর বিন মুহাম্মদ সমরকন্দী	মাকতাবায়ে হাক্কানিয়া, পেশাওয়ার
তাম্বিহুল মুগতারিন	ইমাম আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শাআরানী	দারুল মারেফা, বৈরুত
কু'তুল কুলুব	ইমাম আবু তালেব মুহাম্মদ বিন আলী মক্কী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ইহইয়াউল উলুমু	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	দারু সাদের, বৈরুত
ইহইয়াউল উলুমুদ্দীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	ইন্তিশারাতে গঞ্জীনা, তেহরান
মিনহাজুল আবেদীন	ইমাম আবু হামেদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ শাফেয়ী গাযালি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
কিতাবুল কাবায়ির	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ যাহবী	পেশওয়ার
আয যুহদুল কবীর	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী	মওসুয়াতুল কিতাবুস সাখাফিয়া, বৈরুত
আর রউযুল ফায়েক	আল্লামা শুয়াইব বিন সাআদ আল কাফী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
আর রউযুর রায়াহীন	ইমাম আব্দুল্লাহ বিন উসাইদ ইয়াফেয়ী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বেরুত
আনুওয়ারুল কুদসিয়্যা	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ শারানী	মাকতাবাতুল ইলমিয়া, বৈরুত

হিলইয়াতুল আউলিয়া	ইমাম আবু নাইম আহমদ বিন আব্দুল্লাহ আসবাহানি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আল বদরুস সাফিরা	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান সূয়ূতী	মওসুয়াতু কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
কাশফুল মাহজুব	দাতা গঞ্জেবখশ আলী বিন ওসমান হাজবেরী	নুয়ায়ে ওয়াক্ত প্রিন্টার, লাহোর
জযবুল কুলুব	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী	আন নুরীয়া আর রযবীয়া পাবলিশিং
আর রিসালাতুল কুশাইরিয়াতি	ইমাম আবুল কাসিম আব্দুল করীম বিন হাওয়াযিনিল কুশাইরী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আখবারুল আখইয়ার	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দীস দেহলভী	ফারুক একাডেমি, খেয়রপুর
তারিখে ইবনে আসাকির	ইমাম আলী বিন আল হাসান আল মারুফ ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
তারিখে বাগদাদ	হাফিয আবু বকর আলী বিন আহমদ খতীব বাগদাদী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আসাদুল গা'বাতি	ইমাম আবুল হাসান আলী বিন মুহাম্মদ জাযরী আসকালানী	মারাকিশ
তারতীবে মাদারিক	আয়ায বিন মূসা মালেকী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
সিয়রে আ'লামুন নাবালা	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান যাহবী	দারুল ফিকির, বৈরুত
তাযকিরাতুল হুফফায	ইমাম মুহাম্মদ বিন আহমদ বিন ওসমান যাহবী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাহযিবুল কামাল	ইউসুফ বিন যকী আব্দুর রহমা বিন ইউসুফ মযী	মওসুয়াতুর রিসালাতি
বুসতানুল মুহাদ্দিসিন	শাহ আব্দুল আযীয মুহুদ্দিস দেহলভী	করাচী
দালায়িলুন নবুয়াহ	ইমাম আবু বকর আহমদ বিন হুসাইন আল বায়হাকী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
দালায়িলুন নবুয়াহ	আবু নাইম আসবাহানি	আল মাকতাবাতুল আসারিয়া
আসাবাতু ফি তামিযিস সাহাবাতি	হাফিয আহমদ বিন আলী বিন হাজর আসকালানি	মারাকিশ

মাদারিজুন নবুয়াহ	শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী	মারকাযে আহলে সুন্নাত, বারাকাত রযা
মাওয়াহিবু লিদ দুনিয়া	আল্লামা শাহাবুদ্দীন আহমদ আসকালানী	দারুল কুতুবল ইলমিয়া, বৈরুত
যুরকানী আলাল মাওয়াহেব	মুহাম্মদ যুরকানী বিন আব্দুল বাকী বিন ইউসুফ	দারুল কুতুবল ইলমিয়া, বৈরুত
শামায়িলে তিরমিযী	ইমাম আবু ঈসা মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমিযী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত
আশ শিফা	আয়ায বিন মূসা মালেকী	মারকাযে আহলে সুন্নাত বরাকাত রযা, ভারত
শরহে শিফা	আল্লামা কারী আলী বিন সুলতান হানাফী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
সীরাতে সৈয়্যদুল আম্বিয়া	শায়খুল কবীর মাওলানা মুহাম্মদ হাশিম ঠাঠভী	মাযহারুল ইলম, লাহোর
সীরতে মুস্তফা	শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
বুস্তানুল ওয়ায়েজীন	ইমাম আবুল ফারাহ আব্দুর রহমা বিন আলী জাওযী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
বাহরুদ দুমু	ইমাম আবুল ফারাহ আব্দুর রহমা বিন আলী জাওযী	মাকতাবায়ে দারুল ফিকির, দামেশক
উয়ূনুল হিকায়াত	ইমাম আবুল ফারাহ আব্দুর রহমা বিন আলী জাওযী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আত তাবসারাহ	ইমাম আবুল ফারাহ আব্দুর রহমা বিন আলী জাওযী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
বাহজাতুল আসরার	আবুল হাসান আলী বিন ইউসুফ	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
কালায়িদুজ জাওয়াহেরা	আল্লামা মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া আল হালবী	মুলতাযামুত তাবয়ে ওয়ান নশর
হেকায়াতেঁ অউর নসীহতেঁ	অনুবাদ বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
জান্নাতী জেওর	শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
মলফুযাতে আলা হযরত	মুফতীয়ে আযম ভারত, মুহাম্মদ মুস্তফা রযা খান	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

আল কামিলু	আল্লামা আব্দুল্লাহ বিন আদী জুরজানি	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আল ইস্তিয়াব	আবু ওমর ইউসুফ আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মদ বিন আব্দুল বর কুরতুবী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাবকাতে ইবনে সাআদ	আল্লামা মুহাম্মদ বিন সাআদ বিন মুনিঈ হাশেমী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাবকাতে কুবরা	আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব বিন আহমদ বিন আলী আহমদ শারানী	দারুল ফিকির, বৈরুত
তারিখুল খোলাফা	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সুয়ুতী	কদীমি কুতুবখানা, করাচী
খাচায়িচুল কোবরা	ইমাম জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান বিন আবী বকর সুয়ুতী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
আস সাওয়ায়িখিল মাহ্‌রাকাতি	আল্লামা আহমদ বিন হাজর হায়তামী মক্কী	মুলতান, পাকিস্তান
আল ইওয়াকিয়াত ওয়াল জাওয়াহির	ইমাম আহমদ বিন আলী শারানী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
তাবাররুকাত কা সবুত	ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আর রিয়াযুন নাদারাতি	ইমাম আবু জাফর আহমদ তাবারী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
সাআদাতুদ দারাইন	আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাইল নাবহানী	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
ফয়যানে সিদ্দিকে আকবর	ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ফয়যানে ফারুকে আযম	ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আশিকে আকবর	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ওমর বিন আব্দুল আযীযের ৪২৫টি ঘটনাবলী	সংশোধনমুলক কিতাব বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
মুকাদ্দামায়ে ইহইয়াউল উলুম	আল্লামা সিদ্দিক হাজরভী	প্রোগ্রেস বক্স
নুযহাতুল খাতিরিল ফাতির	আল্লামা আলী কারী	কাদেরী কুতুব খানা, লাহের

সীরাতে গাউছে আযম	আল্লামা আব্দুর রহিম খান কাদেরী	শাব্বির ব্রাদার্স, লাহোর
গাউছে পাক কে হালাত	সংশোধনমুলক কিতাব বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
মুন্নার লাশ	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ফয়যানে সৈয়দ কবীর আহমদ রেফায়ী	ফয়যানে আউলিয়া ও ওলামা বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ফয়যানে বাহাউদ্দীন যাকারিয়া মুলতানী	ফয়যানে আউলিয়া ও ওলামা বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
হায়াতে আলা হযরত	মাওলানা জাফরুদ্দীন বাহারী	মাকতাবায়ে নববীয়া, লাহের
ফাযেলে বেরলভী ওয়ামায়ে হিজাজ কি নযর মে	ডক্টর মুহাম্মদ মাসউদ আহমদ	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, লাহোর
তাজাল্লিয়াতে ইমাম আহমদ রযা	খলীফায়ে মুফতীয়ে আযম ভারত, আলহাজ কারী মুহাম্মদ আমানতে রাসূল কাদেরী	বারকাতী পাবলিকেশন
ফয়যানে আলা হযরত	মুহাম্মদ রায়হান আহমদ কাদেরী	শাব্বির ব্রার্দাস, লাহোর
শাহাদাতে নাওয়াসায়ে সৈয়্যদুল আবরার	মুহাম্মদ রায়হান আহমদ কাদেরী	নুরীয়া রযবীয়া পাবলিকেশন, লাহোর
সাওয়ানেহে কারবালা	সদরুল আফাযিল মুফতী নাঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
সাফিনায়ে নূহ	মাওলানা শফী উকারভী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন, লাহোর
কারামাতে সাহাবা	শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত (পর্ব ২)	আমীরে আহলে সুন্নাত বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
মুফতীয়ে দা'ওয়াতে ইসলামী	সংশোধনমুলক কিতাব বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
মাহবুবে আত্তারের ১২২টি ঘটনা	সংশোধনমুলক কিতাব বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ইমামে আযম কি ওসীয়তেঁ	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আদাবে মুর্শিদে কামিল	সংশোধন মুলক কিতাব বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

আত্তার কা পেয়ারা	ফয়যানে সাহাবা ও আহলে বাইত বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
বেহেশত কি কুঞ্জিয়া	শায়খুল হাদীস হযরত আল্লামা আব্দুল মুস্তফা আযমী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
তরবিয়্যতে আওলাদ	সংশোধন মুলক কিতাব বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
বেহতর কোন?	সংশোধন মুলক কিতাব বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
কুধারনা	সংশোধন মুলক কিতাব বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
খউফে খোদা	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
গীবত কি তাবাহ কারিয়াঁ	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
নেকীর দাওয়াত	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
কুফরীয়া কালেমাত কে বারে মে সাওয়াল জাওয়াব	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
কারামাতে ফারুকে আযম	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
বুযুর্গানে লাহেরা	পীর গোলাম দস্তগীর	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
বারাকাতে আলে রাসূল	আল্লামা ইউসুফ বিন ইসমাঈল নাবহানী	মাকতাবায়ে কাদেরীয়া, লাহোর
সা'আদাতে কিরাম কি আজমত	ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ফয়যানে সুন্নাত	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
আদাবে তুআম	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
একিনে কামিল কি বরকতেঁ	ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
অলী আল্লাহ কি পেহচান	ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

রাসূলে পাক ﷺ এর ইসলাম ধর্ম প্রচারের ধরন	ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
সুন্নাতে ও আদাব	ফয়যানে সাহাবিয়াত ও সালেহিয়াত বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
ফিকরে মদীনা	আল মদীনাতুল ইলমিয়া	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
উর্দূ দায়েরাতুল মুআরিফ	দানিশ গাহ, পাঞ্জাব	লাহোর, পাকিস্তান
রাসায়িলে আত্তারীয়া	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
শরহে শাজারায়ে কাদেরীয়া	ফয়যানে সাহাবিয়াত ও সালেহিয়াত বিভাগ, আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
হাদায়িকে বখশীশ	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খান	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
যওকে নাত	মাওলানা হাসান রযা খান	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
কাবালায়ে বখশীশ	জামিলুল রহমান খান কাদেরী রযবী	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন
ওয়াসায়িলে বখশীশ	মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী

মহিলারা নামাহারিমকে উপহার দিতে পারবে কিনা?

প্রশ্ন:- ইসলামী বোনেরা না-মাহরাম আত্মীয় যেমন; খালু, ফুফা, দুলাভাই ইত্যাদিকে ভাল নিয়্যতে কোন মাহরামের মাধ্যমে উপহার পাঠাতে পারবে কি পারবে না?

উত্তর:- পাঠাতে পারবে না। উপহারের অদ্ভুত প্রভাব হয়ে থাকে। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "উপহার হাকীমকে (বিচারককে) অন্ধ করে দেয়।"

(আল ফিরদাউছ বিমাচুরিল খাত্তাব, ৪র্থ খন্ড, ৩৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৬৯৬৯)

অন্য একটি হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: "উপহার দাও ভালবাসা বাড়বে।"

(আসসুনা নুল কুবরা লিল বায়হাকী, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা)

যাই হোক নারীদের তার না-মাহরাম আত্মীয়ের অন্তরে ভালবাসার বীজ বপন করার অনুমতি নেই।

ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ানের তালিকা

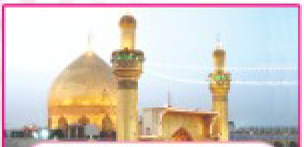

দুঃখী উম্মতের প্রতি সমবেদনা

প্রথম সপ্তাহ, ১ মুহাররম ১৪৪২ হিঃ/ ২১ আগস্ট ২০২০ ইং

ইমাম হোসাইনের ইবাদত

দ্বিতীয় সপ্তাহ, ৮ মুহাররম ১৪৪২ হিঃ/ ২৮ আগস্ট ২০২০ ইং

সময়ের গুরুত্ব

তৃতীয় সপ্তাহ, ১৫ মুহাররম ১৪৪২ হিঃ/ ৪ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং

সাহাবা ও আহলে বাইতের মর্যাদা

চতুর্থ সপ্তাহ, ২২ মুহাররম ১৪৪২ হিঃ/ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং

সাহাবা ও আহলে বাইতের মর্যাদা

পঞ্চম সপ্তাহ, ২৯ মুহাররম ১৪৪২ হিঃ/ ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং

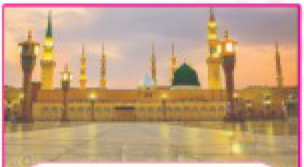

প্রিয় নবীর উম্মতের প্রতি ভালবাসা

প্রথম সপ্তাহ, ৪ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিঃ/ ২৩ অক্টোবর ২০২০ ইং

মুস্তফার উৎকর্ষতা

দ্বিতীয় সপ্তাহ, ১১ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিঃ/ ৩০ অক্টোবর ২০২০ ইং

ইমাম মালিকের ইশকে রাসূল

তৃতীয় সপ্তাহ, ১৮ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিঃ/ ৬ নভেম্বর ২০২০ ইং

মুস্তফার সাহায্য করার ঘটনাবলী

চতুর্থ সপ্তাহ, ২৫ রবিউল আউয়াল ১৪৪২ হিঃ/ ১৩ নভেম্বর ২০২০ ইং

সমাজের রীতিনীতি

প্রথম সপ্তাহ, ৬ সফর ১৪৪২ হিঃ/ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং

উম্মতে মুস্তফার বিশেষত্ব

দ্বিতীয় সপ্তাহ, ১৩ সফর ১৪৪২ হিঃ/ ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং

আলা হযরতের তাসভিফ

তৃতীয় সপ্তাহ, ২০ সফর ১৪৪২ হিঃ/ ৯ অক্টোবর ২০২০ ইং

তাবাররুকের বরকত

চতুর্থ সপ্তাহ, ২৭ সফর ১৪৪২ হিঃ/ ১৬ অক্টোবর ২০২০ ইং

আম্বিয়ায়ে কিরামের নেকীর দাওয়াতের ঘটনাবলী

প্রথম সপ্তাহ, ২ রবিউস সানি ১৪৪২ হিঃ/ ২০ নভেম্বর ২০২০ ইং

গাউছে পাক رضی اللہ عنہ এর বংশ

দ্বিতীয় সপ্তাহ, ৯ রবিউস সানি ১৪৪২ হিঃ/ ২৭ নভেম্বর ২০২০ ইং

আউলিয়ায়ে কিরামের পবিত্র ঘটনাবলী

তৃতীয় সপ্তাহ, ১৬ রবিউস সানি ১৪৪২ হিঃ/ ৪ ডিসেম্বর ২০২০ ইং

যিকির ও আযকারের বরকত

চতুর্থ সপ্তাহ, ২৩ রবিউস সানি ১৪৪২ হিঃ/ ১১ ডিসেম্বর ২০২০ ইং

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

মাদানী চ্যানেল বাংলা দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

www.dawateislami.net

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net